ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২১ ভাগ।
৭ সংখ্যা।

১লা বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৮০৮ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে ভগবান্, এবার একটী কথার অভ্রান্ত প্রমাণ পাইয়া তোমার নিকটে মন বড়ই কৃতজ্ঞ হইয়াছি। এখন কৃতার্থতার মূল মন্ত্র বুঝিয়াছি, আর ভয় নাই। অহংকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া তোমাকে সম্মুখে আনয়ন করিবার জন্য প্রার্থনা মনুষ্যের সকল প্রার্থনার সার। তোমাকে সম্মুখে রাখিয়া অহংকে পশ্চাতে রাখা ইহাই তো যোগ। প্রভো, বড় বড় কঠিন সমস্যা সম্মুখে আসিল, কিন্তু যাই ভয়ে তোমার পশ্চাতে গিয়া লুকাইলাম, আর দেখি সে সমস্যাগুলি সহজে পূর্ণ হইয়া গেল। বড় বড় অসম্ভব কার্য্য উপস্থিত হইল, ভাবিলাম এই বার লজ্জায় কার্য্যক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে হইবে। ভয়ে তোমার শরণাপন্ন হইলাম, আর বলিলাম, ঈশ্বর, এ কার্য্য আমার কার্য্য নয় তোমার কার্য্য, সম্পন্ন করিতে হয় তুমি কর, না করিতে হয় না কর, আমি ইহার সিদ্ধি অসিদ্ধি দুইতেই সমান নির্লিপ্ত থাকিব। কি আশ্চর্য্য, সকল ভয় অকারণ বলিয়া বুঝিলাম, এবং দেখিলাম, তোমার হাতে সম্পূর্ণ ভার দিলে যেমন অসম্ভব কার্য্য হউক না কেন, অনায়াসে সম্ভব হইয়া যায়। প্রভো, তুমি যে ধর্ম্ম দিয়াছ, তাহা কেবল ধর্ম্ম তো নয়, ধর্ম্মবিজ্ঞান। পদে পদে প্রমাণসিদ্ধ। আজ বহু বর্ষ, বহু প্রমাণ দেখাইয়া তুমি কৃতার্থতার মূল যাহা দেখাইয়া দিয়াছ, জগদীশ, আশীর্ব্বাদ কর যেন কোন প্রকার অহঙ্কার অভিমান আসিয়া এমন দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত না করে যাহাতে তোমার এত কালের শিক্ষা বিস্মৃত করিয়া দেয়। মনুষ্য তোমার নামে কার্য্য আরম্ভ করে, কিন্তু পরিশেষে যতই তাহার কৃতার্থতা উপস্থিত হয়, ভয় আশঙ্কা চলিয়া যায়, ততই সে আর তোমার প্রতি নির্ভর না করিয়া নিজের উপরে নির্ভর করিতে থাকে, এইরূপে সে যাহা যথার্থ ভাবে আরম্ভ করিয়াছিল, কালে আত্মগরিমায় স্ফীত হইয়া অহং ভাবে পর্য্যবসান করে। ফল এই হয় যে, সেই কার্য্য হইতে বিষময় ফল ফলে, কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণ সমুৎপন্ন হয়। কর্ম্মের প্রতি অনাসক্ত হইয়া তোমার জন্য তাহার অনুষ্ঠান কয় জন করিতে পারে? ফলাকাঙ্ক্ষায় লোকের মন নিত্য দূষিত হইয়া রহিয়াছে, সে দূষিত ভাব বিদূরিত করা কিছু সহজ কথা নহে। তাই তব পাদপদ্মে পড়িয়া প্রার্থনা করি, নাথ, সিদ্ধি অসিদ্ধি ফলাফল এ সকল বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া অহংকে পশ্চাতে রাখিয়া কেবল তোমার জন্য তোমার কাজ

যাহাতে করিতে পারি, এবং সে কাজের কর্ত্তা কেবল তোমাকেই দেখি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার এ আশীর্ব্বাদ ভিন্ন দাসের আর গত্যন্তর নাই, তাই তব চরণে এই ভিক্ষা করিলাম, ভিক্ষাদানে দাসকে কৃতার্থ কর।

কলিসংহার।

আমাদিগের দেশের পুরাণশাস্ত্র অসুর ও দেবগণের পৃথিবীতে অবতরণ বর্ণন করিয়া থাকে। দেবাসুরের যুদ্ধ এইরূপে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। দেবগণ যখন অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন, তখন তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া ক্ষীরোদার্ণবশায়ী ভগবানের নিকট গিয়া উপস্থিত হন, স্তোত্র দ্বারা তাঁহাকে সুষুপ্তি হইতে জাগ্রৎ করেন এবং আপনাদের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক তাঁহার নিকট বর্ণন করিলে তিনি দেবগণকে অগ্রে ভূতলে স্ব স্ব অংশে অবতরণ করিতে বলেন, এবং তাঁহাদের অবতরণানন্তর স্বয়ং অংশে অবতরণ করত অসুরবধ করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দান করেন। পৌরাণিক এই কাহিনী আর কিছুই নহে, বিধানের সমাগমের অবস্থা এবং তাহার কার্য্য কাব্যোচিত ভাষায় প্রকাশ করা। যখনই পৃথিবীতে পাপের প্রাধান্য হয়, পুণ্য বা ধর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া পড়েন, তখনই বিধান সমাগমের সময়। এই সময়ের নাম কলি, কেন না বিবাদ বিসংবাদ সমাজবন্ধনবিপর্য্যয় ইহার লক্ষণ। এই সময় ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সংগ্রামের সময়। পৌরাণিক বিধানতত্ত্বের কাব্যভাগ ব্যক্তি ও জাতিসম্বন্ধে এইরূপে প্রস্ফুট করা যাইতে পারে।

প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতেছে। যখন পাপস্পৃহা দেবভাবপ্রাপ্তির স্পৃহাকে পরাজয় করে, দেবভাব সমূহ অনন্যগতি হইয়া হৃদয়স্থ * ভগবানের শরণাপন্ন হয়। হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়াও ভগবান্ উদাসীনবৎ স্থিতি করেন, দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতেছে অথচ প্রতীত হয় যেন তিনি তাহাতে অণুমাত্র হস্তক্ষেপ করিতেছেন না, তাই হৃদয়স্থ বুদ্ধিসত্ত্বাধিষ্ঠিত ভগবান্‌কে ক্ষীরোদার্ণবে সুষুপ্তাবস্থায় অবস্থিত বর্ণন করা হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, কেবল শম দমাদির অনুষ্ঠান দ্বারা হৃদয়ের পাপসকলকে নির্জ্জিত করা যায় না, পদে পদে পদস্খলন হয়, কিন্তু যখন অনন্যগতি হইয়া ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, তাঁহার কৃপা আমাদিগের হৃদয়ে অবতরণ করে; তখন পূর্ব্বে যে সকল পাপ প্রবৃত্তি দলন করা একান্ত অসাধ্য ছিল তাহা অনায়াসে পরাভূত হয়। প্রতি ব্যক্তিসম্বন্ধে যেমন এই প্রকার ঘটে, সমগ্র জাতি সম্বন্ধে তেমনই ঘটিয়া থাকে। প্রতিব্যক্তিসম্বন্ধে ঈশ্বরের বিধান ইতিহাসের বিষয় হয় না, কিন্তু একটি জাতিসম্বন্ধে বিধান প্রকাণ্ড একটি ইতিহাসের অধ্যায়রূপে পরিণত হয়। এই অধ্যায় হইতে মানবজাতির নূতন উন্নতির দ্বার খুলিয়া যায়। পুরাণ এই সময়ে লিখিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে সেই পৌরাণিক কাল সমুপস্থিত। মনুষ্যসমাজ মধ্যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্যের ঘোর সংগ্রাম চলিতেছে। প্রতিব্যক্তি মধ্যে এই সংগ্রাম নিয়ত কালের বিষয়, কিন্তু সমগ্রজাতি মধ্যে সংগ্রাম সকল সময়ে প্রস্ফুট হয় না। এখন চারি দিক্ দেখ, দেখিবে পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে প্রাচীন নবীনে, ধর্ম্মে অধর্ম্মে ঘোর কলহ। এই কলহেই কলির প্রাদুর্ভাব। এই কলিকে সংহার করি-

---

* "বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী" এই যোগসূত্রের বৃত্তিতে আমরা দেখিতে পাই "হৃৎপদ্মসম্পুটমধ্যে প্রশান্তকল্লোলক্ষীরোদার্ণবপ্রখ্যং বুদ্ধিসত্ত্বং ভাবয়তঃ প্রজ্ঞালোকপ্রাচুর্য্যাৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তিক্ষয়ে চেতসঃ স্থৈর্য্যমুৎপদ্যত এব।" অতএব হৃদয়স্থ বুদ্ধিসত্ত্বই ক্ষীরোদসমুদ্ররূপে বর্ণিত।

বার জন্য বর্ত্তমান বিধান উপস্থিত। বিধান অবতীর্ণ হইয়া কলিকে সংহার করিয়াছে, এ কথা বলিলে সকলে বলিবেন, কলির যদি সংহার হইয়াছে, তবে সমুদায় পৃথিবী স্বর্গধামে পরিণত হয় নাই কেন? এ প্রশ্ন গুরুতর হইলেও মানবীয় স্বাধীনতার শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আর উহা তেমন জটিল বলিয়া প্রতীত হয় না। সমুদায় জাতির পূর্ব্ব বিশ্বাসের ভূমি যখন আন্দোলিত হইয়া যায়, তখন কলিসংহারের মূলমন্ত্রের অভাব সমুপস্থিত হয়। এই অভাবে কলির প্রাদুর্ভাব এবং বিধান আসিয়া যখন এই অভাব বিদূরিত করিয়া দেন, তখন কলি নির্জ্জিত হয়। কিন্তু প্রতিব্যক্তির এই মন্ত্র গ্রহণ বা অগ্রহণে স্বাধীনতা আছে, যাহারা গ্রহণ করিল না কলি তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিল। সুতরাং জাতিসম্বন্ধে তাহার বিনাশ এবং ব্যক্তিসম্বন্ধে স্থিতি এই দুই ব্যাপার যুগপৎ সম্ভব হইল। বিধান জাতিসম্বন্ধে যে কার্য্য করিলেন, তাহাতেই তাঁহার জয়। সুতরাং বিধানবাদিগণের পক্ষে কলি বিনষ্ট হইল বলিয়া তাঁহারা মহাজয়ধ্বনি করিয়া থাকেন।

আমরা বিশ্বাস করি, জাতিসম্বন্ধে কলির বিনাশ হইয়াছে। বিশ্বাস করি কেন, আমরা উহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অসময়ে আমাদিগের মধ্যে কলিসংহার অভিনীত হইল ইহা আমরা বলিব না। বিধাতার বিধানরাজ্যে যাহা বহু পূর্ব্বে সম্পন্ন হয়, তাহা পার্থিব রাজ্যে সম্পন্ন হইতে বহু সহস্র বর্ষের প্রয়োজন, ইহা বলিয়া আমরা বিধানের লোক হইয়া কেন বিধানরাজ্যঘটিত কথার বিপরীত বলিব। আমরা আর কিছু দেখিতে চাই না, এই দেখিতে চাই, আমাদিগের ভিতর হইতে কলির রাজ্য অন্তর্হিত হইয়া ধর্ম্মের রাজ্য সংস্থাপিত হইল কি না? আমাদিগের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যদি আজও বিধানের বিরোধী থাকে, আমরা বিধানের বহির্ভাগে স্থিতি করিব, ইহা ভিন্ন বিধানের জয় হইল না এ কথা কখন বলিব না।

কলির অত্যাচারে ধর্ম্মের ক্ষীণ দশা প্রাপ্তি, অশান্তিতে একান্ত আকুলতা, ইহা সেই ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা মানবজাতিতে আবির্ভূত। ঈশ্বরেতে অবস্থিত ধর্ম্ম চির পূর্ণ, চির শান্ত, চির-প্রক্ষীণতাবর্জ্জিত। ঈশা প্রভৃতি সমগ্র মানব-জাতির প্রতিনিধিতে যে ধর্ম্ম অবতীর্ণ, সেই ধর্ম্ম মানবসাধারণ পরীক্ষার অধীন। এই ধর্ম্ম বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে কলি বা শয়তানকে সংহার করিয়া আত্মসিংহাসন পুনর-ধিকার করিয়া থাকেন। মহর্ষি ঈশা শয়তানকে পরাজয় করিলেন, নব বিধান কলিকে সংহার করিল, ইহা একই কথা। মানবজাতির প্রতি-নিধিতে কলি বিনষ্ট এবং সমগ্র জাতিসম্বন্ধে উহার উচ্ছেদ সফল হইল, কিন্তু এখন প্রতি-ব্যক্তিসম্বন্ধে উহার ধ্বংস একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা এখন প্রতিজন যাহাতে নিজ নিজ জীবনে ধর্ম্মের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া কলির চির উচ্ছেদ সাধন করিতে পারি, আইস তাহার জন্য একান্ত যত্ন করি।

শান্তি সভার প্রতি অধিকার অতিক্রমের দোষারোপ।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিকারের বিষয় শান্তিসভা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া নিজের অধিকার অতিক্রম করিয়াছেন, কেহ কেহ এই দোষ শান্তিসভার প্রতি অর্পণ করিতেছেন। আমরা শান্তিসভার পক্ষ হইয়া কোন কথা বলিতাম না, যদি শ্রীদরবার এই ব্যাপারে লিপ্ত না থাকিতেন। শ্রীদরবারের নির্দ্ধারণকে যাঁহারা অভ্রান্ত বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এ সময়ে উদাসীন থাকিতে পারেন না। যদি কেহ ইহা

প্রতিপন্ন করিতে পারেন যে, শান্তিসভা এসময়ে অন্যায়রূপে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইলে সে অন্যায়ের ভাগী শ্রীদরবার হইবেন। ইহাতে বুঝায় এই যে, শ্রীদরবার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী, তিনি শান্তিসভাকে তাঁহার স্থানাভিষিক্ত করিতে উদ্যত। শ্রীদরবার যে অন্যায় পূর্ব্বক একের ভার অপরকে অর্পণ করেন নাই, এবং কোন সভা অন্যায়পূর্ব্বক কোন সভার অধিকার হস্তগত করিতে যত্ন করেন নাই, আমরা ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি।

সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে হইতেছে, বর্ত্তমান আন্দোলনের সময় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নির্ব্বিবাদের ভূমিতে অবস্থিতি করিতেছেন কি না। যদি বিবাদের ভূমি কোথাও থাকে, আমরা স্পষ্ট বাক্যে বলিতেছি, উহা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে। প্রশস্ত হিন্দুসমাজ যেমন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া অবস্থিত, তেমনি প্রশস্ত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নববিধান সমাজকে গ্রাস করিবার জন্য ব্যাকুল। কোন নবীন সমাজকে প্রশস্ত সমাজ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অতীব যত্ন করিতে হয়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যে প্রশস্ত মূলমত তাহাতে নববিধান অনববিধান সকলই তাহার অন্তর্ভূত। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ব্রাহ্মমাত্রের সন্নিবেশ। এমন কি স্বর্গগত দয়ানন্দসরস্বতীপ্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজ পর্য্যন্ত, উহার বক্ষে অবস্থিত। আমরা নববিধানবাদী এই প্রশস্ত ভূমির উপরে দাঁড়াইয়া সকলকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারি, কিন্তু তাহা বলিয়া নববিধানের বৈশেষ্য যাহাতে বিলোপ হইয়া যায়, এমন কার্য্য কখন করিতে পারি না। অথচ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নামে এমন সকল কার্য্য এই আন্দোলন মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে, যাহাতে নববিধানের বৈশেষ্য বিলোপের উপক্রম হইয়াছে। কোন কোন সভা এ সম্বন্ধে যদ্রূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে নববিধানবাদিগণকে বিলক্ষণ দুর্ভোগ ভুগিতে হইতেছে। অনেক ব্রাহ্ম এখন আর নববিধানের বৈশেষ্য তেমন বুঝিতে পারেন না। নববিধানের প্রেরিতবর্গ এবং বিরোধী প্রচারকগণকে এক স্থানে সমানে নিমন্ত্রণ করিতে তাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আচার্য্য দেব দেহে অবস্থিতি কালে শ্রীদরবার এই সংমিশ্রণ ব্যাপার নিষেধ করিয়াছেন, পুনরায় এখন সেই বিধিকে সুদৃঢ় করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যে সকল সভা এই সংমিশ্রণ ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছেন, এবং তদ্দারা নববিধানকে অকালে সঙ্কুচিত করিবার জন্য যত্ন হইয়াছে, তাঁহাদিগের সঙ্গে অবশিষ্ট সভাগণের বিরোধ চলিতেছে। এই বিরোধের সময়ে সেই বিরোধভঞ্জন জন্য শান্তি সভার অগ্রসর হইতে হইতেছে। নির্ব্বিবাদে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ আর এখন রাজত্ব করিতে পারেন না, আমরা এই দুই বৎসর বিলক্ষণ দেখিতেছি। নববিধান অক্ষুণ্ণ থাকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সেই ভাব ধারণ না করিয়া যদি আদর্শ খর্ব্ব করেন, তবে তিনি শত্রু। আমরা এই আদর্শ খর্ব্ব করিবার প্রবৃত্তি দেখিয়াছি, তাই সে প্রবৃত্তির বিরোধে দণ্ডায়মান। এই সুসময়ে সুবাতাসে সেই প্রবৃত্তি তিরোহিত হউক, আমরা আদরের সহিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে কার্য্য ক্ষেত্রে আলিঙ্গন করিব। যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে তদবস্থায় আনয়ন করিবার জন্য যাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, শ্রীদরবার তাঁহাদিগের মস্তকে শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন, এবং তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত হিতকারী বন্ধু জানিয়া যে কার্য্য পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাহ করিয়া লইতেন, তাঁহাদিগের দ্বারা তাহা

নির্ব্বাহ করিয়া লইবেন। কেন না বিরোধের সময় যে সকল সৈন্য বিদ্রোহাবলম্বন করে তাহাদিগের দ্বারা রাজ্যের কার্য্য কেহ নির্ব্বাহ করিয়া লয় না, সেই সকল সৈন্য দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করান হয় যাহারা বিশ্বস্ত থাকে।

সকলেই জানেন যে, এই বিরোধের আরম্ভে প্রেরিতবর্গের প্রতিপালক ভাণ্ডারী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান সভ্যের বিমতি দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের দানগ্রহণে বিরত হন, এবং শ্রীদরবারও তাঁহার সে কার্য্য অনুমোদন করেন। শান্তিসভার আরম্ভে আমরা উহাকেও এ সম্বন্ধে বিশ্বাস অর্পণ করি নাই। পরিশেষে যখন দৃষ্ট হইল যে শান্তিসভা বিধানপত্রির ইঙ্গিতরেখা অতিক্রম করিয়া বাহিরে পদার্পণ করিল না, তখন তদুপরি সকলেরই প্রত্যয় বর্দ্ধিত হইল। যখন সমুদায় মণ্ডলী তাঁহাদিগের কার্য্যে যোগ দিলেন, এবং শ্রীদরবার শান্তিসভাকে আশীর্যুক্ত করিলেন তখন সমুদায় মণ্ডলীর সহিত সম্বন্ধ পুনঃসংস্থাপন জন্য সন্ধিসংস্থাপক শান্তি সভার হস্তে প্রেরিতবর্গের ভরণ পোষণের সাহায্যরূপ যোগসূত্র অর্পিত হইল। নব বিধানের সহিত বিরোধের ভূমি যে যে স্থলে, সেই সেই স্থলে বিরোধ মিটাইয়া যাঁহারা শান্তি আনয়ন করিবেন, তাঁহাদিগের হস্তসঙ্কলিত দান বিশুদ্ধ ও সাত্ত্বিক হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রেরিতবর্গের পরিবারের ভরণপোষণ শুদ্ধসাত্ত্বিকভাবে হয়, ইহা দেখিবার ভার শ্রীদরবারের। কোথা হইতে দান গ্রহণ করা হইবে, কোথা হইতে দান গ্রহণ করা হইবে না, কি পরিমাণে কিভাবে দান গ্রহণ করা হইবে, কি পরিমাণে কি ভাবে দান গ্রহণ করা হইবে না, ইত্যাদি বিষয় শ্রীদরবার নির্দ্ধারণ করিবেন। যাঁহাদিগের উপরে ভার দিলে শুদ্ধি সংরক্ষণ হইবে মনে করিবেন, তাঁহাদিগের হস্তে শ্রীদরবার ভার দিতে পারেন, তাঁহার এ ক্ষমতা কেহ সঙ্কোচ করিতে পারে না। এ সময়ে শান্তিসভার হস্তে ভার অর্পণ করিয়া কেবল বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক দান সংগ্রহের উপায় করা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন আর কিছু নহে। ইহার মধ্যে একের অধিকার অপরকে অর্পণ করা হয় নাই। যাঁহারা তদ্রূপ মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়াছেন, আমরা এই কথা বলিতে পারি। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নামে যে বিরোধী ভাব প্রচলিত করিবার উপক্রম হইয়াছে, সেইটির নিবারণ হউক, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্বে যে স্থান আমাদিগের মধ্যে অধিকার করিয়া ছিলেন, সেই স্থান পুনরায় অধিকার করিবেন। আমরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী নই, বলিতে কি কোন সমাজের বিরোধী নই। এতৎসম্বন্ধে আচার্য্যদেবের কথাই আমাদিগের কথা "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এইরূপ যত অবিশ্বাসী আসিয়াছে তাহারা অন্যান্য অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মিলিত হইল, এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যে সকল বিশ্বাসী আছেন, পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্বাসীদিগের সঙ্গে তাঁহাদিগের ঐক্য হইল। এই যে বিশ্বাসীদিগের ঐক্য ইহারই নাম নববিধান। পৃথিবীর সমুদায় সাধু এই নববিধানের অন্তর্গত। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যত বিশ্বাসী, যোগী, ভক্ত এবং কর্ম্মী তাঁহারা সকলেই নববিধানভুক্ত, সুতরাং নববিধানকে কিরূপে ব্রাহ্মসমাজ নাম দিতে পারি। কি হিন্দু সমাজে, কি মুসলমান সমাজে যিনি শুদ্ধতার নেতা, অথবা যথার্থ যোগী তিনি এই নববিধানরাজ্যে এক জন প্রধান লোক। অতএব নববিধানরূপ নবকুমারের জন্ম হইবামাত্র ধর্ম্মরাজ্যের সকল বিরোধ চলিয়া গেল, শান্তির রাজ্য সুশাসনের রাজ্য সমাগত হইল। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত, যত ধর্ম্মের নিশান উড়িয়াছে সে সমস্ত নববিধানের নিশান এবং মনুষ্যসৃষ্টির আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ধর্ম্মবিধানের বিরুদ্ধে

যাহারা দণ্ডায়মান হইয়াছে তাহারা সকলেই ঈশ্বরের শত্রু।" এই ঘোষণা অনুসারে শ্রীদরবার দান গ্রহণ নিয়মিত করিবেন তৎসম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

জিজ্ঞাসু তুমি বলিতেছ, শ্রীদরবারের সকলে যখন এক বিষয়ে এক মত হইলেন, এক জন সকলের বিরোধী হইলেন, সে স্থলে এক জন ঠিক নন, আর সকলে ঠিক এ সময়ে এ কথা বলা যায় না, কেন না হইতে পারে এই এক জনের সঙ্গে শ্রীআচার্য্য দেবের আত্মার সম্মিলন থাকা বশতঃ, ইনি একাও সামাজিক বিবেক প্রকাশ করিতেছেন। জিজ্ঞাসু, তুমি এ এক ঘোর সংশয়বাদের ভূমিতে দণ্ডায়মান এবং মহর্ষি ঈশাযোগে ঈশ্বর এ সম্বন্ধে তাঁহার যে পবিত্র অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা খণ্ডন করিয়া তুমি ব্যক্তিত্বের অভিমান স্থাপনে সমুদ্যত। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যেখানে তোমরা দুই ব্যক্তি এক বিষয়ে এক মত হইবে আমি সেখানে থাকিব, এবং ঈশ্বরপুত্রও সেখানে থাকিবেন। তিনি এ প্রতিজ্ঞা করেন নাই যে, দশ জনের বিরোধে এক জন দাঁড়াইলে, দশ জনকে ছাড়িয়া আমি এক জনের সঙ্গে থাকিব এবং আমার পুত্রও সেই সঙ্গে থাকিবে। তুমি বলিবে, সামাজিক বিবেক-সম্বন্ধে ঈশার বাক্যের উপরে অনুচিত নির্ভর করা সমুচিত নয়, তাহা হইলে ঘোর কুসংস্কার আসিয়া সমুপস্থিত হইবে, এবং অপরের কথার উপরে নির্ভর জন্য দেবশ্বসিতলাভে বঞ্চিত হইতে হইবে। জিজ্ঞাসু, তুমি এমন কথা মুখে আনিও না। মহর্ষি ঈশা পৃথিবীতে বিবেকের অবতার। তিনি বিবেকসম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তোমার আমার সাধ্য নাই যে তাহার বিরোধে কথা বলি। যে বিজ্ঞান আবিষ্কারের জন্য তিনি পৃথিবীতে আসিলেন, সেই সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রান্তি জন্মিয়াছে; তুমি একথা বলিতে পার, কিন্তু বিধানবিশ্বাসী আমরা একথা বলিতে পারি না। আর জিজ্ঞাসু, তোমাকে অনুরোধ করা যাইতেছে, যত দিন হইল শ্রীদরবার আধ্যাত্মিক ভাবে শ্রীআচার্য্য দেবের সঙ্গে মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন, সেই সময়ের মধ্যে তুমি এমন একটি সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্ত দেখাও যাহাতে দশ জন ভ্রান্ত এবং এক জন অভ্রান্ত সপ্রমাণ হইয়াছে। যদি এরূপ দেখাইতে না পারি, তবে তোমার সংশয়িত্ব তোমার নিজের বিনাশের জন্য হইবে, ইহা তুমি মনে করিয়া রাখিও। জিজ্ঞাসু, তুমি আপনার পায়ে আপনি কুড়াণী আঘাত করিবার জন্য সংশয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া রাখিও না। বুঝিয়াছি, তোমার এরূপ সংশয় হইয়াছে কেন? শ্রীদরবারের সভ্যগণ সদোষ, অনেক সময়ে তাঁহারা অধিকাংশে মিলিত হইয়া যে কার্য্য করেন, তাহা বিধিসঙ্গত হয় না। তোমার মনে ভয় এই, যখন অনেকে বিধিবিরোধী কার্য্যে মিলিত হইতে পারেন, তখন বিধিবিরোধী কার্য্যে মত দিতে পারিবেন না কেন? জিজ্ঞাসু, তুমি কি এ অদ্ভুত ব্যাপার স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর নাই যে, যে কার্য্য তাঁহারা অনেকে মিলিয়া করিতেছেন, সেই কার্য্য শ্রীদরবারে উপস্থিত করাতে তাঁহারাই সে কার্য্য স্বয়ং অনুমোদন করেন নাই, নিকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি বার বার এরূপ দেখিয়া থাক, তাহা হইলে সভ্যগণের কার্য্য এবং তাঁহাদিগের বিবেকের তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ স্বতন্ত্র. ইহা মনে রাখিয়া চিরদিনের জন্য নিঃসংশয় হও। আর সংশয়ী হইয়া আত্মবিনাশ করিও না।

জিজ্ঞাসু, তুমি জান না, তোমার সংশয়ের ছল ধরিয়া শত্রুগণ কি প্রকার অবিশ্বাস চারি দিকে ছড়াইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহারা বলিতেছে, শ্রীদরবারে আর এখন সর্ব্বসম্মতির আধিপত্য নাই, এখন অধিকাংশের মতে কার্য্য চলে। তুমি কি বুঝিতেছ না, এ মিথ্যা অপবাদ কোথা হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। তোমার মনে সংশয় আছে, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, আজ পর্য্যন্ত শ্রীদরবারে সর্ব্বসম্মতি ভিন্ন কোন কার্য্য হইয়াছে কি না? যেখানে তুমি মনে মনে সংশয় করিয়াছিলে, এবিষয়ে আমিই কেবল একা পড়িব আর সকলে এক মত হইবে, তুমিই বল তোমার সে সংশয় সে দিন সকলের ভিন্নমত দর্শন করিয়া খণ্ডিত হইয়াছে কি না? শ্রীদরবারের সভ্যব্যবস্থাপনে এক জনের মত সকলের বিরোধী হইলে সে ব্যক্তি ভ্রান্ত এরূপ ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটির কোন স্থলে নিয়োগ হইবার অবসর হয় নাই, সর্ব্বত্র সর্ব্বসম্মতি রাজত্ব করিয়াছে। অনেকের মনে ভ্রম হইয়াছে এবং ধর্ম্মতত্ত্বের লেখাতে সে ভ্রম জন্মিবার কারণ হইয়াছে যে, এবার বেদীসম্বন্ধে শেষ যে সিদ্ধান্ত হয়, তাহাতে এক জনের মতকে উপেক্ষা করিয়া দশ জনের মতে নির্দ্ধারণ হইয়াছে। এই এক গুরুতর স্থলে সভ্যব্যবস্থাপনের ঐ ব্যবস্থা গৃহীত হইবার কারণ ছিল বটে, কিন্তু এস্থলেও যে সে নিয়ম কার্য্যকালে নিয়োগ হয় নাই, তাহা কি তুমি অবগত নও। যিনি মত দেন নাই বলিয়া এখন কথা উঠিয়াছে, তিনি অযুক্তে আসিলে শ্রীদরবারে উপস্থিত থাকিব বলিয়া অনুপস্থিত হন। শ্রীদরবার পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আহ্বান করিয়াও

উপস্থিত করিতে পারেন না। ইহাতে শ্রীদরবারের আহ্বানে কর্ণপাত না করাতে তাঁহারই অপরাধ হইয়াছে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীদরবারের কোন একটি নির্দ্ধারণ করাতে দোষস্পর্শ করে নাই। কাহারও অনুপস্থিতিতে শ্রীদরবারের কার্য্য (শ্রীদরবার উপযুক্ত মনে না করিলে) স্থগিত থাকিতে পারে না, ইহাতো স্বতঃসিদ্ধ কথা। কাহারও কোন কার্য্যে অনভিমত থাকিলে তাঁহার উপস্থিত থাকিয়া তাহা শ্রীদরবারের সম্মুখে ব্যক্ত করা একান্ত প্রয়োজন, বাহিরে থাকিয়া অনভিমত ব্যক্ত করা, এবং শ্রীদরবারস্থ হইয়া অনভিমত প্রকাশ এ দুয়ের তারতম্য প্রত্যেক সভ্যের মনে রাখা সমুচিত। একই সভ্য বাহিরে যাহা ভিতরে আসিয়া আর সেরূপ থাকিতে পারেন না, ইহা যদি দুটি স্থলেও প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে বাহিরে থাকা আর শ্রীদরবারের ভিতরে আসা এ দুয়ের পার্থক্য সকলেরই হৃদ্গোচর হইয়াছে। আজও শ্রীদরবারঘটিত বিশ্বাসের সূক্ষ্মতম সূত্রগুলি সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

আমাদিগের মতে, চরিত্রবান্ এবং বিবেকবান এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রাখা একান্ত প্রয়োজন। যাঁহার চরিত্রে দোষ আছে, তিনি তজ্জন্য বিবেকবান নহেন, একপ সর্ব্বদা ঘটে না। যখন দেখিতে পাই, লোক আত্মদোষের প্রতি অন্ধ হইয়াও অপরের দোষের প্রতি চক্ষুষ্মান্ তখন সে যে বিবেকহীন একথা বলিব কি প্রকারে? কুচরিত্র লোকেরও বিবেক অভ্রান্ত আমরা দেখিতে পাই, যখন দেখি যে সে কেমন অপরের পাপ অপরাধসম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচারে আসিয়া সমুপস্থিত হয়। নিজের পাপ আসক্তি আত্মসম্বন্ধে তাহার চক্ষুকে নিমীলিত করিয়া রাখিয়াছে বটে, কিন্তু জানিবে, সেই পরিমাণে তাহার চক্ষু অপরের সম্বন্ধে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার বিবেক অপরের দোষ গুণ এত সূক্ষ্মরূপে বিচারে আনয়ন করে কেন? ইহার কারণ অতি গভীর। বিবেক মনুষ্যের স্বাধীনতার উপরে কখন হস্তক্ষেপ করেন না। যখন দেখেন, এক ব্যক্তি ক্রমে তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া চলিল, তখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহাকে বলা পরিত্যাগ করিয়া অসাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহাকে বুঝাইতে যত্ন করেন, এই অসাক্ষাৎ প্রণালীর মধ্যে অপরের দোষ দেখাইয়া দেখাইয়া আত্মপাপের প্রতি সে ব্যক্তিকে সচেতন রাখা একটী। যে ব্যক্তি অন্যের পাপ দেখে, সে যে চির দিন আত্মপাপের প্রতি উদাসীন থাকিবে, ইহা একান্ত অসম্ভব। কেন না এই পাপদর্শনেই বুঝা যাইতেছে তাহার যে পাপ দোষ আছে, যখনই মোহ ছোটে তখনই তৎপ্রতিও দৃষ্টি পড়ে। মনুষ্য যত কেন পশু হউক না, একেবারে চিন্তাবিহীন হইতে পারে না। যদি সে চিন্তাবিহীন হইতে না পারিল তবে তাহার নিজ পাপের চিন্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিবেই আসিবে। তাই আমরা দেখিতেছি, বিবেক অচরিত্রবান লোকের মধ্যে থাকিয়া অপরের দোষ দুর্ব্বলতা যে নিপুণতার সহিত দেখাইয়া দেন, তাহার অভিপ্রায় এই যে, সেই অচরিত্রবান্ পরের দোষ দেখিতে দেখিতে ক্রমে আপনার দোষও দেখিবে এবং এইরূপে দেখিতে দেখিতে পরের দোষের প্রতি ঘৃণা তাহার নিজের দোষের প্রতি ঘুরিয়া আসিবে। তাই আমরা বলি, চরিত্রবান না হইলেও লোকে বিবেকবান্ হয় এবং এইরূপে লোকে কখন অবিবেকী হইতে পারে না বলিয়া তাহার অনন্ত নরক নাই, সে মুক্ত হইবেই হইবে, ইহা নিশ্চয় কথা।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভার কার্য্যবিবরণ।

গত ১লা এপ্রেল ২০ চৈত্র বৃহস্পতিবার রাত্র ৮॥০ ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকমণ্ডলীর সভার অধিবেশন হয়। ভাই কেদার নাথ দে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সভাধ্যক্ষের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সংক্ষেপে প্রার্থনানন্তর গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও নির্দ্ধারিত হইল।

উপাসকমণ্ডলীর সভা কোন্ দিন হওয়া উচিত এ বিষয়ে সভ্যগণের লিখিত মতামত পঠিত হইল। ৪৫ জনের মতে রবিবারে সভা হয় ও ১৪ জনের মতে বৃহস্পতিবারে হয়। স্থির হইল যে:—

১। এখন হইতে প্রত্যেক রবিবার বেলা ৪ টার সময় সভা হইবেক।

২। পর্য্যায়ক্রমে এক দিন সাধনসম্বন্ধে এবং অপর দিন সাধারণ কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

কলিকাতার স্থানে স্থানে যে সকল পারিবারিক প্রার্থনাসমাজ আছে তাহার যে তালিকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা পঠিত হইয়া স্থির হইল যে:—

৩। ভাই রামচন্দ্র সিংহ, ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু এবং বাবু রামমোহন বসুকে অনুরোধ করা হয় যে তাঁহারা অনুসন্ধানানন্তর সভাকে জ্ঞাপন করেন যে সভ্যগণের মধ্যে কাহারা এই সকল প্রার্থনা সভা পরিদর্শন করিতে ইচ্ছুক এবং কি উপায়ে তাঁহারা নিয়মিতরূপে এই সকল সভায় উপস্থিত হইতে পারেন, তাহার একটী প্রণালী স্থির করিয়া সভায় উপস্থিত করেন।

৪। কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে অনুরোধ করা হয় যে

আগামী অধিবেশনে বর্ত্তমান সভ্যগণের একটী সংশোধিত তালিকা উপস্থিত করেন।

৫। যে সকল সভ্য উপাসকমণ্ডলীর সভার নিয়মপালনে শিথিল হইয়াছেন তাঁহাদিগকে সম্পাদক এই বলিয়া পত্র লেখেন যে, যেহেতু এখন ট্রষ্টী ও অপরাপর গুরুতর বিষয়ের আলোচানায় সভা প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা শ্রেয় যে, তাঁহারা নিয়মিতরূপে মন্দিরের উপাসনায় যোগ দান করেন এবং তাঁহাদের দেয় মাসিক দান অর্পণ করেন।

সভাধ্যক্ষ মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীআচার্য্যদেবের দৈনিক প্রার্থনার সার।

১৮০১ শক, ১২ মাঘ হইতে।

জন্মোৎসবদিনে ব্রাহ্মসমাজতনয়স্য তে।
দেবা দেব্যঃ সাধুগণাঃ শংসন্তি শান্তিমাশিষঃ॥
পিতৃরূপেণ সূর্য্যোঽসি মাতৃরূপেণ চন্দ্রমাঃ।
একো দহত্যঘং [illegible]শ্চৈকঃ শীতলয়ত্যহো॥

আজ ব্রাহ্মসমাজের [illegible] জন্মোৎসব দিনে দেবদেবী ও সাধুগণ শান্তি ও আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিতেছেন। তুমি পিতৃরূপে সূর্য্য, মাতৃরূপে চন্দ্রমা। একটিতে পাপ দগ্ধ করে, অপরটি হৃদয়কে শীতল করে।

জ্যোতিস্তেজোবলোৎসাহনিঃস্রবোঽসি পরেশ্বর।
তৎস্বরূপানুবিষ্টাস্তে সাধকাঃ সন্তু তাদৃশাঃ॥

হে পরমেশ্বর, তুমি জ্যোতি, তেজ, বল ও উৎসাহের নিঃস্রব। তোমার সাধকসকলেতে তোমার স্বরূপ প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহারা সেইরূপ হউন।

মৃতানুজ্জীবয়ন্ধীমান্ ত্বৎসত্তাং ত্বং প্রকাশয়।
অন্যথা বঞ্চকেষ্বৈন্যৈর্বয়ং গণ্যামহে ধ্রুবম্॥
মাতৃদর্শনসঞ্জাতোৎসাহেন মিলিতা বয়ম্।
দেবৈর্মহাজনৈর্মাতর্গীতিযাত্রাং চ কুর্ম্মহে॥
আগচ্ছ মাতর্দেশেঽস্মিন্ সন্তজসিংহবাহনৈঃ।
হুঙ্কারৈর্গর্জ্জনৈস্তেষাং প্রকম্পন্তাং চতুর্দ্দিশঃ॥

এই সকল মৃতকে জীবন দান করতঃ তোমার সত্তা প্রকাশ কর, অন্যথা নিশ্চয় আমরা বঞ্চকগণের মধ্যে পরিগণিত হইব। মাতৃদর্শনে অত্যন্ত উৎসাহান্বিত হইয়া আমরা সকলে মিলিত হইয়াছি। দেবগণ মহাজনগণকে সঙ্গে লইয়া, হে মাতঃ, আমরা গীতিযাত্রা করি। সন্তক্সিংহবাহনযোগে, হে মাতঃ, তুমি এই দেশে আইস। তাঁহাদিগের হুঙ্কার গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক্ কম্পিত হউক।

পাশৈর্নিবদ্ধা বয়মুৎসবে চে-
ত্তথাস্তু মাতর্দৃঢ়বন্ধনন্তৎ।
প্রাণেন্দ্রিয়ৈস্তদ্বিষয়ৈর্বিভাহি
নিত্যোৎসবোঽস্তু প্রকৃতোৎসবোঽয়ম্॥

উৎসবে যদি আমরা পাশবদ্ধ হইয়া থাকি, সেই দৃঢ় বন্ধন, মাতঃ, সেইরূপই থাকুক। প্রাণ ইন্দ্রিয় এবং তাহাদিগের বিষয়যোগে তুমিই প্রতিভাত হও। যে উৎসব হইয়া গেল, সেই উৎসব আমাদিগের নিত্যোৎসব হউক।

পঞ্চদশদিনান্যম্ব বোধনায় গতান্যহো।
প্রস্তুতা জাগ্রতঃ সন্তু মহোৎসবায় সৈনিকাঃ॥
স্বরারোহাবরোহৌ চ মৃদঙ্গে ন তু জাতুচিৎ।
তদ্বিধং তে বিধানঞ্চ নিত্যারোহগতং বিভো॥

হে জননী, পোনের দিন বোধনের জন্য গেল, সৈনিকগণ মহোৎসবের জন্য প্রস্তুত ও জাগ্রৎ হউক। মৃদঙ্গে কখন স্বরের আরোহ অবরোহ নাই, তোমার বিধানও, হে প্রভো, সেইরূপ নিত্য আরোহেতেই অবস্থিত।

যোগী বলী যোগবলেন মাত,
রলৌকিকং কর্ম্ম ন চেৎ করোমি।
পৃথ্বী কথং বিশ্বসিতীতি তস্তে
বিধির্নবাশ্চর্য্যমহো তনোতু॥
যোগাগ্নিনা দগ্ধমহো করোমি
পাপাসুরাধিষ্ঠিতমালয়ঞ্চ।
নিধায় বক্ষসে হনুমানিব ত্বাং
সেনাপতে প্রাণপতেঽনুযামি॥

হে মাতঃ, যোগী যোগবলে বলী, যদি অলৌকিক কার্য্য না করি, পৃথিবী কেন বিশ্বাস করিবে। তাই তোমার বিধান নবীন আশ্চর্য্য কার্য্য বিস্তার করুক। যোগাগ্নিদ্বারা পাপাসুরের অধিষ্ঠিত আলয় দগ্ধ করিব, এবং হে সেনাপতে, প্রাণপতে, তোমাকে বক্ষে হনুমানের ন্যায় ধারণ করিয়া তোমার অনুগমন করিব।

মহার্ষিকুলসঞ্জাতা আত্মীয়াঃ স্বর্গবাসিনাম্।
ঘোরাপরাধিনো বংশান্ সংগোপ্য নীচতাঙ্গতাঃ॥
অহন্তাং মে সমুচ্ছিদ্য ত্বদ্দাসদাসসংজ্ঞকম্।
কুরু মাং ময়ি দৃশ্যেরন্ তে নাহন্তু কদাচন॥

আমরা মহার্ষিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, স্বর্গবাসিগণের আত্মীয়, বংশ গোপন করিয়া ঘোর অপরাধী হইয়াছি, এবং নীচ হইয়া গিয়াছি। আমার অহঙ্কার উচ্ছেদ করিয়া তোমার দাসগণের দাস আমায় কর। আমাতে তাঁহারা দৃষ্ট হউন, আমি যেন দৃষ্ট না হই।

বিশ্বাসমূল্যৈর্হৃদয়স্থদিব্যা-
নন্দাতিরম্যে বিপণৌ স্বপোষম্।
ভূষাদিকং সর্ব্বমহো মহদ্ভ্যঃ
ক্রীণীম এষোঽভিমতোঽভিলাষঃ॥

মনের এই অভিলাষ যে, বিশ্বাসরূপ মূল্য দিয়া হৃদয়স্থ

স্বর্গীয় আনন্দে মনোহর বিপণিতে মহাজনগণের নিকট হইতে আত্মপোষণসামগ্রী এবং ভূষণাদি সংদায় ক্রয় করিব।

স্বর্গোঽয়ং সম্পুটাবদ্ধো বিশ্বাসকুঞ্চিকাং বিনা।
বৃথৈব বাজতে তাং মে কুরু নিত্যং করস্থিতাম্॥
সদাঙ্কদৃঙ্ মাতরয়ং জনৌঘোঽঃ
বিশ্বাসধুস্তূরমহো নিপীয়।
দরিদ্রিতান্ পশ্যতি ভূষণাদ্যৈ
রলঙ্কৃতান্নঃ সুখিতান্ কৃতার্থান্॥

স্বর্গ পেটারায় আবদ্ধ। বিশ্বাসকুঞ্চিকা বিনা উহা আমাদিগের নিকটে বৃথা। সেই কুঞ্চিকা আমাদিগের করস্থ কর। হে মাতঃ অবিশ্বাস ধুস্তুর পান করিয়া লোক সকল সর্ব্বদা অন্ধদৃষ্টি, আমরা ভূষণাদিতে অলঙ্কৃত, কৃতার্থ ও সুখী, তাহারা আমাদিগকে দরিদ্র দেখে।

যুগে যুগে ভক্তসখঃ প্রিয়স্তুং
পরান্ পরাজিত্য কৃতাপরাধান্।
সমৃদ্ধিমন্তং কৃতবান্ স্বপক্ষং
কথং তদস্মাসু ভবেন্ন সত্যম্॥

তুমি ভক্তজনের সখা, ভক্তগণের প্রিয়। তুমি যুগে যুগে কৃতাপরাধ বিরোধিগণকে পরাজিত করিয়া নিজের লোক সকলকে সমৃদ্ধিমান্ করিয়াছ, আমাদের সম্বন্ধে তাহা কেন সত্য হইবে না?

হরেঃ কথা তীর্থনিবাসিনো বয়ং
ক্রোধাদিদুর্গন্ধময়স্থলে কথম্।
যাসস্তবাংশশ্চ যতোঽবতীর্ণবান্
হৃদি প্রবৃত্তঃ শ্বসনানিলোঽমলঃ॥

হরির কথাতীর্থনিবাসী আমরা। আমাদের হৃদয়ে যখন তোমার অংশ অবতরণ করিয়াছে এবং তোমার পবিত্র শ্বসনানিল প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন আমারা ক্রোধাদি দুর্গন্ধময় স্থানে কেন যাইব?

অহো বিপজ্জালমপাস্য মাতঃ
কৃতার্থতাং প্রাপিতবত্যলং নঃ।
প্রণষ্টসংজ্ঞস্য কথং নু কীর্ত্তিং
লভেমহি স্বৈগুণগানরক্তাঃ॥

অহো মাতঃ, তুমি বিপৎসমূহ বিদূরিত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিলে, আমরা তোমার আপনার লোকদিগের সঙ্গে গুণগানে অনুরক্ত। আমরা কেন হতচেতন লোকদিগের কীর্ত্তি লাভ করিব?

সন্দেহবিশ্বাসবিহীনতোগ্র-
পিশাচনির্মুক্তশিরোহৃদস্রাঃ।
প্রবর্ত্তিতাদেশশুভানলাংশান্
ময়ি প্রপুয়াসুভবন্ত সর্ব্বে॥

সন্দেহ এবং অবিশ্বাসরূপ উগ্রপিশাচ হইতে যাঁহাদিগের মস্তক, হৃদয় ও শোণিত বিমুক্ত হইয়াছে, তাঁহারা সকলে পবিত্র হইয়া আমাতে প্রবর্ত্তিত আদেশরূপ শুভ অগ্নিকণাসমূহ উপলব্ধি করুন।

নিঃশ্বাসঝঞ্ঝামরুতা ভবেনো-
রাশৌ বিধূতে বিমলাশয়ানাম্।
প্রাচীনরীত্যাচরণানি নূত্নৈ-
রপাস্য সাক্ষিত্বমহো বিধৌ স্যাৎ॥

তোমার নিঃশ্বাসরূপ ঝঞ্ঝাবায়ুতে যাহাদিগের পাপরাশি বিধূত হইয়াছে, নূতন রীতি ও আচরণ দ্বারা প্রাচীন রীতি ও আচরণ বিদূরিত করিয়া সেই সকল নির্ম্মল চিত্ত ব্যক্তিগণ এই বিধানে সাক্ষী হইবেন।

বাবা নানক ও সালস রায় বণিক।

গুরু নানক বিশ্বম্ভরপুর নামক নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কয়েক দিন পথকষ্টে মর্দ্দানা অত্যন্ত ক্লান্ত ক্ষুধিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তিনি আর চলিতে পারেন না। গুরু নানক কহিলেন, ভাই মর্দ্দানা সম্মুখেই একটি প্রসিদ্ধ নগর দেখা যাইতেছে, তথায় সমস্ত ভক্ষ্য বস্তু প্রাপ্ত হইবে, একটু ধৈর্য্য ধারণ কর। ক্রমে তাঁহারা বিশ্বম্ভরপুরের প্রান্ত ভাগে উপনীত হইলেন। কথিত আছে, এই সময় গুরু নানক আপন পদ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিবামাত্র একখণ্ড হীরক বাহির হইয়া পড়িল। বাবা নানক সেই হীরক খণ্ড লইয়া মর্দ্দানাকে অর্পণ করিয়া বলিলেন এই বহুমূল্য হীরক বিক্রয়ার্থ বাজারে লইয়া যাও। মর্দ্দানা তাহা লইয়া সালস রায় নামক জনৈক বণিক সদনে উপনীত হইলেন। বণিক হীরক দেখিবা মাত্র মর্দ্দানাকে দর্শনী শত মুদ্রা প্রদান করিলেন এবং তাহাকে তাহার মূল্য কত জিজ্ঞাসা করিলেন। মর্দ্দানা কহিলেন, ইহার মূল্যের বিষয় আমি অবগত নহি, আমার প্রভু তাহা জানেন। মর্দ্দানা নানকের নিকট শত মুদ্রা লইয়া হীরক খণ্ডের মূল্য কত জিজ্ঞাসা করিতে আইলেন। নানক কহিলেন, তাহা অমূল্য, তাহার মূল্য সালস রায় প্রদান করিতে অশক্ত। তুমি তাঁহার এই শত মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিয়া এস। মর্দ্দানা গুরুর অভিপ্রায়ানুসারে সালস রায় বণিকের গৃহে পুনর্ব্বার গমন করিলেন। সকল বৃত্তান্ত অবগত করায় সালস রায় কহিলেন, আপনি এ হীরক বিক্রয় করুন বা না করুন আমি এ শত মুদ্রা পুনর্গ্রহণ করিব না, ইহা আপনারই। এই হীরকের মর্য্যাদার জন্য আমি ইহা আপনাকে প্রদান করিয়াছি। মর্দ্দানা সে মুদ্রা গ্রহণ করিবেন না, সালস রায়ও তাহা ফিরাইয়া লইবেন না। এইরূপে অনেক ক্ষণ বাদানুবাদ হইতে লাগিল। অবশেষে মর্দ্দানা সেই মুদ্রা তাঁহার

গৃহে রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। সালস রায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এত টাকা এরূপ অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যায় এপ্রকার লোকতো সামান্য নিঃস্বার্থ বৈরাগী নয়, ইহার প্রভু কিরূপ লোক, এ সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে অবগত হইতে হইবে। আমি ঐ বণিকের প্রভুকে স্বয়ং গিয়া দর্শন করিব। বণিক সালসরায় অধরার্ক নামক আপন দাসকে আদেশ করিলেন তুমি ঐ শত মুদ্রা ও উত্তম মিষ্টান্ন ও মেওয়া প্রভৃতি ভক্ষ্য বস্তু উপঢৌকন স্বরূপ লইয়া আমার সমভিব্যাহারে চল, আমরা ঐ অপূর্ব্ব ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া আসিব। সালস রায় আপন দাস সহ গুরু নানকের নিকট আসিয়া দেখিলেন, এক জন অপরূপরূপধারী স্বর্গীয় জ্যোতিতে পরিপূর্ণ যোগী যোগে নিমগ্ন। ভাই মর্দানা অপূর্ব্ব হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন. ভক্ত ভাই বালা অপূর্ব্ব ভক্তিভাব ও বিনয়ের অবতার হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছেন। স্থানটি দর্শন করিবা মাত্র সালস রায়ের মনে যেন স্বর্গের শোভার আভাস প্রতিবিম্বিত হইল। তিনি চলচ্ছক্তিহীন হইয়া দূরে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার চিত্ত ভাবান্তরিত হইলে দূর হইতে সেই সন্তদিগকে রায় প্রণাম করিয়া উপঢৌকন সামগ্রী সকল তথায় সংরক্ষা করিয়া বাবা নানককে সম্বোধন করিয়া যোড়হস্তে বলিতে লাগিলেন, "হে সন্ত মহাশয়, দুঃখীর বন্ধু, এই শত মুদ্রা আপনার, আমি অতি ভ্রান্তজীব, পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই যে এই হীরকের বণিক আপনি, আমাকে ক্ষমা করুন।" গুরু নানক সালস রায়ের ভাব দেখিয়া একটি শব্দ * উচ্চারণ করিলেন তাহার এইরূপ অর্থ; "হে সালস রায়, সেই স্বর্গের মাণিক এই মাণিক নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং সেই মাণিক এই মাণিক দেখাইতেছেন। যাঁহার নেত্রে সেই মাণিকময় হইয়াছে তিনি আর দুই বস্তুকে জানেন না। হে সালস রায় তুমি আপনার মাণিককে জান, মিথ্যা মাণিক আর কেন বস্ত্রে বন্ধন করিবে? আপনার প্রভুকে অবগত হও। কাঁকর ও প্রস্তরের মধ্য হইতে সেই মাণিকের নামের গুণে কত মাণিক উৎপন্ন হয়, সদ্গুরু ব্যতীত কে আর এই অন্ধতা দূর করিবে; কেন আর বৃথা মায়ামোহে আবদ্ধ থাক। সেই একেরই আরাধনা কর, দুঃখ আর তোমাকে সন্তাপ দিবে না।" সালস রায় এই বচন শুনিয়া উত্তর করিলেন, "হে মহাপুরুষ, আপনার বিচার আমাকে প্রদান করুন। আমি অনেক সাধু সন্ত দেখিয়াছি, কিন্তু আপনাকে দেখিয়া আমার যেরূপ চিত্ত হইতেছে এমন আর কখন কাহাকে দেখিয়া হয় নাই। আমার প্রাণ মুগ্ধ হইতেছে।" নানক উত্তর করিলেন "আমার নাম নানক নিরাকারী। আমি নরাকার পুরুষেরই লোক, সেই নিরাকার দেশ হইতে আসিয়াছি, আমার ভেকও নিরাকারের ভেক।" সালস রায় এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "হে সন্তজী, আপনি কি সেই নিরাকার পুরুষকে জানেন? আপনি কি তাঁহাকে কখন দর্শন করিয়াছেন?" গুরু নানক আর একটি শব্দ † দ্বারা এই প্রকার বলিলেন। "বিমল সরোবরে নির্ম্মল জল মধ্যে পদ্ম ও শৈবাল একত্র বাস করে। শৈবালের সঙ্গদোষে পদ্মের কোন অনিষ্ট হয় না। ভেক তোমার এরূপ প্রকৃতি কেন? তুমি নির্ম্মল জলে বাস কর, কিন্তু কর্দ্দম তোমার আহার। পদ্মের মধুর প্রতি কেন লক্ষ কর না? অলি কুল জলে কখন বাস করে না, কিন্তু সে সেই পদ্মের মধু ব্যতীত আর কিছু আহার করে না। চন্দ্র কুমুদিনী হইতে কত দূরে অবস্থিতি করে, তাহার এমনি আকর্ষণ ও অনুভবশক্তি যে সেই দূরতা হইতেও কুমুদিনীর প্রতি এত আসক্ত। কুকুরের পুচ্ছ যেরূপ কিছুতেই সরল হয় না, আপনার প্রকৃতি তদ্রূপ কেহ কখন পরিত্যাগ করে না। নিন্দুক আপনার কুস্বভাব পরিহার করিতে পারে না। মূর্খগণ পণ্ডিতের সঙ্গে অনেক শাস্ত্র শ্রবণ করিলেও মূর্খতা ত্যাগ করে না।"

* লালো লালু উগাইয়া লালো লালু দিসন ইত্যাদি মারু মহল্ল।

† বিমল মঝায় বসসি নিরমল জল ইত্যাদি—মারু মহল্লা।

ঈশার অনুগমন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সংসার ছাড়া জীবন।

১। যদি অপর সকলের সঙ্গে তোমার শান্তি ও সম্মিলনে বাস করিতে হয়, তবে তোমার অনেক প্রকারে আত্মাকে বশে রাখিতে হইবে।

এ কিছু সামান্য বিষয় নয় যে, একটি ধর্ম্মসমাজে বাস করিলে অথবা অনেক লোকের সংঘর্ষণে আসিলে, অথচ কাহাকেও আলাপে উত্তপ্ত করিলে না এবং জীবনান্ত পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত থাকিলে।

সেই ধন্য যে এই রূপে পবিত্রভাবে বাস করিয়াছে, এবং সুখে মরিয়াছে।

যদি তোমার বাসনা হয় যে তুমি সুদৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করিবে, তবে আপনাকে এ পৃথিবীতে স্বদেশবহিষ্কৃত অপরিচিত মনে কর।

যদি ধর্ম্ম জীবন কাটাইতে হয়, তবে মনুষ্যের "ঈশার জন্য নির্ব্বোধ" হইতে হইবে।

২। "মুণ্ডিতমস্তক হইলেই কেহ পরিব্রাজক হয় না"

এ অতি জ্ঞানের কথা. কিন্তু আচরণের পরিবর্ত্তন, এবং সম্পূর্ণ রিপুদমন ইহাতেই যথার্থ ধার্ম্মিক হয়।

যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে কেবল মাত্র ঈশ্বরের গৌরব এবং আপন আত্মার পরিত্রাণ চায় না, সে দুঃখ উদ্বেগ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না।

যে ব্যক্তি অতি নিম্নতম স্থান এবং সকলের অনুগত হইবার জন্য যত্ন করে না, সে অধিক দিন শান্তিতে থাকিতে পারে না।

৩। মনে রাখিও তুমি এখানে সেবা করিতে আসিয়াছ, শাসন করিতে আইস নাই; দুঃখবহন এবং কার্য্য করিতে আসিয়াছ, বৃথা সময় কাটাইতে এবং বৃথা গল্প করিতে আইস নাই।

এ জন্য অগ্নিতে যেমন স্বর্ণ পরীক্ষিত হয়, এখানে মনুষ্য তেমনই পরীক্ষিত হয়।

ঈশ্বরের প্রেমের জন্য যে ব্যক্তি সমগ্রহৃদয়ে আপনাকে বিনীত করিতে প্রস্তুত নয়, সে এখানে ঠিক ভাবে বাস করিতে পারে না।

সংবাদ।

কোচবিহারের মহারাজের নূতন রাজপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীদরবারে প্রেরিত বর্গ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন. আগামী রবিবার প্রাসাদপ্রতিষ্ঠা হইবে। কলিকাতাস্থ প্রেরিতবর্গ প্রায় সকলেই এবং বহুসংখ্যক বিধানবাদী ব্রাহ্ম তথায় যাইতেছেন। সেখানে বিধান প্রচার উদ্দেশ্যে কলিসংহার ও নববৃন্দাবন নাটকের অভিনয়ও হইবে।

গত ১৯শে চৈত্র নব দেবালয়ে ভাই রামচন্দ্র সিংহের দ্বিতীয় কুমারের শুভ নামকরণ নব সংহিতা অনুসারে হইয়াছে। কুমারের নাম অশোক চন্দ্র সিংহ রাখা গিয়াছে।

২৩শে চৈত্র বাবু উমাচরণ মিত্রের কন্যার নামকরণ নবসংহিতা অনুসারে হইয়াছে।

ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁথির ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পাদন করিবার জন্য তথায় গিয়াছেন।

২২শে চৈত্র শনিবার নব নাটমন্দিরে কলিসংহার নাটকের এবং ২৬শে চৈত্র বুধবার নববৃন্দাবনের অভিনয় হইয়াছে। অভিনেতৃগণ অভিনয়ে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন। নব বৃন্দাবনের অভিনয়ে পাপী বলরাম বৈদ্য ও অবিনাশের অনুতাপ ও ক্রন্দনে পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়াছে, দর্শকগণ অশ্রুপ্রবাহে আপ্লুত হইয়াছেন। যেরূপ অপ্রস্তুত অবস্থায় নববৃন্দাবনের অভিনয় হইয়াছে. তাহাতে যে সে দিন এরূপ চমৎকার অভিনয় হইবে কেহ কখন আশা করেন নাই।

কয়েক মাস হইল শ্রীরামপুরে একটি নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। ২২এ চৈত্র শনিবার আমাদিগের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র তথায় উপাসনা, উপদেশ ও ধর্ম্মালোচনা দ্বারা প্রায় বিংশতি সংখ্যক নবীন উপাসকের হৃদয়ে উৎসাহ সঞ্চার করিয়া আসিয়াছেন। "ধর্ম্মজীবনের তিন অবস্থা" বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। উপদেশের সার মর্ম্ম এই, "দেহ সম্বন্ধে যেমন বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই তিন অবস্থা আছে, ধর্ম্মজীবনসম্বন্ধেও সেইরূপ প্রধান তিনটী অবস্থা আছে। সাধারণতঃ আমরা প্রকৃতির দাস হইয়া সংসারে আসক্ত থাকিয়া, পাপের সহিত সংস্রব রাখিয়া জীবন কাটাইতেছি; যখন প্রথম আমাদিগের হৃদয়ে আঘাত লাগে, তখন অনুতাপের সঞ্চার হয়। অনুতাপের অবস্থাই প্রথম অবস্থা। পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। যখন ভগবানকে লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া তাঁহার অন্বেষণে মানুষের প্রাণ প্রথম ছুটিতে আরম্ভ করে, তখন পুরাতন পাপের জন্য অনুতাপ হইবে না, ইহা অসম্ভব কথা। যে ব্যক্তি অনুতাপের অশ্রুজলে পাপের মলিনা ধৌত না করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার ভিতরে অনেক গোলযোগ আছে। ধর্ম্মরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মনুষ্যকে বিবেক গুরুর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়; সেই মন্ত্র সাধনের অবস্থাই দ্বিতীয় অবস্থা। যেরূপে নীতি সকল পালন করিতে হয়, যেরূপে উপাসনা সাধন করিতে হয়, বিবেক তাহা নির্দ্দেশ করেন। বিবেকের সেই সকল ব্যবস্থা মন্ত্ররূপে গ্রহণ পূর্ব্বক 'শরীর পতন কিংবা মন্ত্রের সাধন' ভাবিয়া তৎসাধনায় নিযুক্ত হইতে হয়। ধনোপার্জ্জনের জন্য যেমন লোকে ব্যাকুল হয় ও পরিশ্রম করে, যত্ন ও উৎসাহ সহকারে এই সময় ধর্ম্মলালসায় সেই রূপে পরিশ্রম করিতে হয়। এই দ্বিতীয় অবস্থা অতিক্রম করিয়া সাধক এমন এক সুন্দর অবস্থায় উপনীত হন, যেখানে সংগ্রামের শান্তি ও সকল পরিশ্রমের পুরস্কার। এই অবস্থার নাম মুক্তির অবস্থা। আমাদিগের ধর্ম্মে ইহলোকেও মুক্তিলাভ হইতে পারে। পাপ হইতে অব্যাহতি লাভই মুক্তি। যখন বেগবতী নদীর স্রোতের ন্যায় অথবা বন্যার জলের ন্যায় প্রেম ভক্তি, যোগ ও পুণ্যের প্রবাহ জীবনে প্রতিনিয়ত সমান ভাবে ও প্রবল বেগে বহিতে থাকে, তখনই সেই প্রবাহতরঙ্গে পাপ ও প্রলোভন চূর্ণ হইয়া যায়। বৃদ্ধ বয়সে ধনাধিকারী হইবার জন্য লোকে যেমন বাল্য ও যৌবনে তদনুযায়ী কার্য্য করে, এই মুক্তির রমণীয় অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য আমাদিগেরও অনুতাপ ঔষধে পীড়ার প্রতিকার করিয়া সাধনের জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।"

আমাদিগের এক জন বন্ধুকল্প ভ্রাতা নিম্ন লিখিত স্বপ্নবৃত্তান্তটি আমাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। মানুষ জাগ্রদবস্থায় মনের ভাব বিষয়ান্তর দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে পারে. স্বপ্নাবস্থায় সেটি অসম্ভব। ধন্য সেই সকল ব্যক্তি যাঁহারা জাগ্রৎ, চিরজাগ্রৎ।

"আমার দুরবস্থা হইয়াছে, আমি একটি গৃহস্থের বাটীতে থাকি। ঐ বাটীর পরিবার কেবলমাত্র দুইটি বিধবা নারী, তাঁহারা আমাকে অন্ন বস্ত্র দেন। এক দিন তাঁহারা আমাকে অকস্মাৎ বলিলেন, আমাদিগের বাটী হইতে যাও। আমি বাহির হইলাম, কোথায় যাই এমন স্থান নাই, আহারের উপায় নাই। মনে করিলাম দোকান হইতে চাউল ইত্যাদি আনি, অমনি মনে হইল হাতে ত একটি পয়সা নাই দোকানদার ধার দিবে কেন, দোকানে যাওয়া হইল

রাদি হইল না। এমন সময় দেখিলাম এক গৃহস্থের একটি চাকর কতকগুলি তণ্ডুল ও কাষ্ঠাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যাই-তেছে। ইচ্ছা হইল তাহাকে বলি, ভাই, তুমি আমাকে আজ দুটি অন্ন দিও, লজ্জার জন্য বলিতে পারিলাম না। এমন সময় আমার একটি ৩। ৪ বৎসরের বালক আসিয়া উপস্থিত হইল। যে গৃহস্থের বাটীতে আমি ছিলাম তাহারা শিশুকে দেখিয়া তাহাকে ডাকিল, "আয় বুকড়ী আয় ভাত খেসে।" আমার শিশুর নাম বুকড়ী, সে উত্তর করিল "আমি খাব না, বাবা খাননি।" শিশুর কথায় আমার হৃদয় দুঃখে ফাটিয়া গেল, আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "হরি কোথায়?" অমনি হরি নারীরূপে দুই হস্তে ধরিয়া এক থাল অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া আমাকে অবিশ্বাসী বলিয়া আমার সম্মুখে রাখি-লেন। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। নিদ্রা ভঙ্গ হইল, আমি আরও কাঁদতে লাগিলাম।"

বিধানাশ্রিত কলিকাতাস্থ প্রচারক পরিবারেরা ভরণ পোষণের জন্য ১৮৮৬ সালের মার্চ্চ মাসের আয় ব্যয়ের বিবরণ।

আয়।

শান্তিসভা	৩২
মাসিক দান	১০৪৷০
আনুষ্ঠানিক দান	১৪৷৷০
	১৫০৷৷৮০

ব্যয়।

চাউল কয়লা, বাজার দুগ্ধ প্রভৃতি	১১৭৷৷৫
ভাই অমৃতলালের পুত্র	৪৲
পরামাণিক ও ধোপা	৪৲
মঙ্গল বাড়ীর টাক্স	২৫৷০
মন্দির যাতায়াতের খরচ	১৷৷০
কেদার বাবুর বাটী ভাড়া, ২মাসের	২০
রাম বাবুর বাটী মেরামতির, দেনা শোধ	৫৲
	১৭৭৷৷৫

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আস মঙ্গলগঞ্জ—৪ মাসের	২৪৲
শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ ঘোষ, সিমলা	১৲
শ্রীমতী সাবিত্রি দেবী	৪৲
শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল, মোকামা	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র দাস, রংপুর	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পুনা	৪৲
শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু, রংপুর	১৲
শ্রীযুক্ত কুচবিহার মহারাজ	৪০৲
শ্রীমতী কুচবিহার মহারাণী	২০৲
শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর দাস	৫৲
ক্ষুদ্র দান	৷০
	১০৪৷০

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীমতী সুমতি মজুমদার, দ্বারভাঙ্গা	১৲
শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিক, আজমীর	১৲
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল সোম	১৲
শ্রীযুক্ত দীননাথ কর্ম্মকার, মঙ্গল বাড়ী	২৲
শ্রীযুক্ত কেদার নাথ রায়	৫৲
ফুলবাড়ী ব্রাহ্মসমাজ	৪৷৷০
	১৪৷৷০

প্রতিদিন ৫০ জন ব্যক্তি দুই বেলা নিয়মিতরূপে আহার করিয়াছেন। ভাই প্রসন্ন কুমার সেন, এবং ভাই অমৃত লাল বসু প্রচার তহবীল হইতে এক্ষণে কিছু লইতেছেন না।

বিজ্ঞাপন।

সহর চন্দননগরে একটি ব্রহ্মমন্দির না থাকাতে এখান-কার উপাসকমণ্ডলীর বিশেষ অসুবিধা হইতেছে এবং সেই অসুবিধা নিরাকরণার্থ কিছু দিন হইতে একটি মন্দির নির্ম্মাণার্থ আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু কেবল এখানকার কতিপয় উপাসকের সাহায্যে উক্ত মহৎকার্য্য সম্পন্ন হওয়া একপ্রকার অসম্ভব, কারণ এই নগরীর উপযুক্ত একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ২৫০০ পোঁচিশ শত টাকার অধিক ব্যয় হইবে ইহা স্থির করা হইয়াছে। অতএব প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজ ও প্রত্যেক ব্রহ্মবিশ্বাসীর নিকট হইতে আমরা বিশেষ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি সকলেই আপন আপন সাধ্যমত সাহায্য করিতে কৃপণতা করিবেন না। কারণ ব্রাহ্মসাধারণের নিকটেই আমরা বিশেষ আশা করিতে পারি। যিনি যাহা দান করিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং ধর্ম্মতত্ত্ব, ভেরি ও প্রজাবন্ধু-প্রভৃতিতে তাহা স্বীকৃত হইবে।

পত্রাদি ও মণিঅর্ডার সেক্রেটারির নামে ও শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরচন্দ্র ঘোষ গঞ্জ রথতলা (কেয়ারে) ঠিকানায় পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সেক্রেটারী
শ্রীভোলনাথ ঘোষ

চন্দননগর ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণার্থ নিম্নলিখিত দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

শ্রীঅঘোরচন্দ্র ঘোষ	চন্দননগর	৪০৲
শ্রীকৃষ্ণমোহন দাস	ঐ	৪০৲
শ্রীবিপিনবিহারি দাস	ঐ	৪০৲
শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দত্ত	ঐ	৪০৲
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দে	ঐ	২৫৲
শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ	ঐ	২২৲
শ্রীহরিচরণ নন্দী	ঐ	১০৲
শ্রীবিনোদবিহারী সরকার	ঐ	৫৲
শ্রীসিদ্ধেশ্বর নায়েক	ঐ	৫৲
		মোট ২২৭

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকুলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

২১ ভাগ।
৮ সংখ্যা।

১৬ই বৈশাখ, বুধবার, ১৮০৮ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে হরি, একবার তুমি নববিধানের মাহাত্ম্য আমাদিগের জীবনে দেখাও। তুমি আমাদিগের জন্য কিনা করিলে, কি না করিতেছ? যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভব হইল, যাহা স্বপ্নের অগোচর ছিল, তাহা জাগ্রদবস্থার ব্যাপার হইল। এখন একটী প্রার্থনা প্রভো, তোমায় পূর্ণ করিতে হইতেছে। তুমি এবার যদি আমাদিগকে সংসারী সন্ন্যাসী, গৃহস্থ উদাসীন, করিলে তবে সেই ধর্ম্মটি আমাদিগের মধ্যে তুমি সিদ্ধ করিয়া দাও। এ ধর্ম্ম নবীন ধর্ম্ম, এ ধর্ম্ম অতি কঠিন ধর্ম্ম। মানুষ আপনার যত্নে আপনার চেষ্টায় এ ধর্ম্মে সিদ্ধ হইতে পারে না। তোমার বিধানের কৃপাবায়ু কেবল ইহার পরিণতির হেতু। এতকাল সংসারী সংসারী, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী, গৃহস্থ গৃহস্থ, উদাসীন উদাসীন ছিল, দুই বিপরীত ধর্ম্ম একত্র কখন মেশে নাই, তুমি এক্ষণে একি করিলে যে এ সকল একত্র সংঘটিত হইয়া গেল। ধন্য তাঁহারা যাঁহাদিগের জীবনে এই সম্মিলন হইয়াছে। প্রভো, আজও আমরা তোমার নবধর্ম্মে ধার্ম্মিক হইলাম না। আমাদিগের চরিত্র আজও তোমার নবধর্ম্মের অনুরূপ হইল না। বল আমাদিগের হইবে কি? আমাদিগের নিকটে রাজপ্রাসাদ ও দরিদ্রের কুটীর, প্রচুর ধন সম্পৎ ও দারিদ্র্য, মান ও অপমান, সুখ ও দুঃখ সমান হইবে, অথচ এ সকল জীবনের উপরে কার্য্য করিলে, তাহা হইতে যে সকল শিক্ষা ও হৃদয়ের ভাববর্দ্ধন জন্য উপকার হয়, তাহাও তৎসঙ্গে সঙ্গে হইবে, বল নাথ, এ দুই এমন সকল নিকৃষ্ট জীবনে কি প্রকারে সম্ভবে। বিকার ও অবিকার এ দুইয়ের একত্র স্থিতি এ যে একেবারে অসম্ভব। হৃদয়ের বিকারে নানাবিধ ভাবের তরঙ্গ সমুপস্থিত হয়, তরঙ্গ যোগের একান্ত প্রতিকূল। তাই ভয় প্রাপ্ত যোগী ভক্ত পরস্পর হইতে চিরবিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। তুমি এক্ষণে এ দুইকে এক করিবে, সঙ্কল্প করিয়াছ, কি প্রকারে ইহা সম্ভব হইবে, তুমি বৈ তাহা আর কেহ জানে না। তাই তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, হরি, তুমি সকল অসম্ভব সম্ভব করিলে, সর্ব্বাপেক্ষা অসম্ভব এই ব্যাপারটি আমাদিগের জীবনে পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর, এই তব চরণে ভিক্ষা।

আমরা পাপী।

আমরা পাপী এ কথা বলা আমাদিগের পক্ষে বিনয় নহে। আমাদিগের পাপ এমনই

সুস্পষ্ট যে নিয়ত উহা সাধারণের চক্ষুগোচর হইয়া আছে। অন্যান্য বিধানে যাঁহারা প্রেরিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে লোকে সাধু ভক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতেন, এবং তদ্রূপে তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিতেন। এ যুগে এ বিধানে তাহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। প্রেরিত ও প্রচারকবর্গের পাপ ও দোষ এখন যে কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করেন, এ পরিবর্ত্তন কিছু সামান্য পরিবর্ত্তন নহে। যিনি আমাদিগের শিরোমণি, তিনি আপনাকে পাপী বলিয়া পূর্ব্বতন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজনগণ হইতে আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিপন্ন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সংযুক্ত প্রেরিতবর্গ, যদি তদ্বিপরীতে আপনাদিগকে সাধু বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বিষম ভ্রমে নিপতিত ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এত কাল এই মারাত্মক ভ্রান্তি কোন না কোন আকারে প্রেরিতগণের হৃদয়কে অধিকার করিয়া আছে, তাই তাঁহাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা, তাই তাঁহারা আজও যথোচিত উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই।

এক সময় ছিল, যে সময়ে আমাদিগের প্রেরিত ও প্রচারকবর্গকে সাধারণে পরম সাধু বলিয়া গ্রহণ করিতেন, প্রচারকগণও সাধুসমুচিত সম্মান গ্রহণে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। যাহা বাস্তবিক নহে, তাহা অধিক কাল প্রচ্ছন্ন থাকে না। যাঁহারা সম্মান দান করিতেন, যাঁহারা সম্মান গ্রহণ করিতেন, এ উভয়ের মধ্যেই একটি মিথ্যাজ্ঞান ছিল। এই মিথ্যা জ্ঞানের অপনয়নে উভয়েই প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইলেন। যখন প্রচারকগণ কেবল প্রচার করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেন, কলিকাতায় অল্প দিন মাত্র স্থিতি করিতেন, সে সময়ে তাঁহাদিগের ভ্রমজ্ঞান তিরোহিত হইবার অবসর হয় নাই। কেন না যে কয়েক দিন তাঁহারা এখানে থাকিতেন, নির্লিপ্ত বিহঙ্গের ন্যায় বিচরণ করিতেন; বন্ধুবর্গের সহিত তদ্রূপে ব্যবহার করিতেন কোন প্রকার আঘাত প্রতিঘাত সমুপস্থিত হইত না। কিন্তু কালে যখন ভ্রমণ হ্রাস হইয়া আসিল, কলিকাতায় স্থিতিকাল বাড়িতে লাগিল। কার্য্যোপলক্ষে বন্ধুবর্গসহ আঘাত প্রতিঘাত উপস্থিত হইল, সেই সময়ে চরিত্রের মূলে যে ভয়ানক ভয়ানক পাপ স্থিতি করিতেছে তাহা আর অপ্রকাশ রহিল না। প্রেরিতবর্গের সাধুতার ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, অপরেও সে ভ্রমের হস্ত হইতে ক্রমে নিষ্কৃতি লাভ করিতে লাগিলেন।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যত দিন কেবল বাহিরে প্রচার ছিল, তত দিন অন্তর্ব্বর্ত্তী পাপের মূল সকল নিদ্রিতাবস্থায় ছিল, তাহাদিগের জাগরিত হইবার কারণ সমুপস্থিত হয় নাই, তাই তাহারা আত্মস্বরূপ প্রকাশ করে নাই। আমাদিগের সমাজে যখন ক্রিয়াযোগ উপস্থিত হইল, এবং তন্নিবন্ধন অধিকাংশ প্রচারকবর্গকে একত্র দলবদ্ধ হইয়া এক স্থানে কার্য্য করিতে হইল, সেই সময়ে তাঁহাদিগের সাধুতার ভাণ বিলুপ্ত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে সকল সাধকই সংসারকে ভয়ানক স্থান জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, কন্টকে বন্ধনের মূল জানিয়া সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। দুই ব্যক্তি একত্র স্থিতি করাকে মহা আনষ্টের হেতু তাঁহারা জানিতেন। তাঁহারা নির্লিপ্ত উদাসীন হইয়া একাকী পরিভ্রমণ করিতেন। সুতরাং প্রসুপ্ত পাপপ্রবৃত্তিনিচয় আর জাগ্রৎ হইবার উপায় লাভ করিত না। ইহার বিপরীতে যেখানে দলবান্ধিয়া একত্র কার্য্য করিতে যত্ন হইয়াছে, সেখানেই পাপের অত্যাচার জনচক্ষুর্গোচর হইয়াছে।

আমরা আমাদিগের সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের এই অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে যে, মানুষের সাধু বলিয়া অহঙ্কার করিবার কিছু মাত্র

কারণ নাই। যদি কাহারও সাধুত্বের অভিমান থাকে, তবে তাহা এই জন্য যে তাহার সাধুত্ব এখনও অপরীক্ষিত রহিয়াছে। কোন জীবন পরীক্ষাশূন্য নহে, ইহা সত্য, কিন্তু জীবনভেদে পরীক্ষারও পাপ প্রদর্শনে ক্ষমতার তারতম্য আছে। আমার দশ টাকায়, তোমার শত মুদ্রায়, অপরের সহস্র মুদ্রায় লোভ উদ্দীপ্ত হয় না, কিন্তু যখন সেই সংখ্যা অতিক্রম করে তখন অল্প পরিমাণে লোভ উদ্রিক্ত হয়, ক্রমে যত সংখ্যা বাড়িতে থাকে তত লোভোদ্রেকের পরিমাণও বাড়িতে থাকে। কাহারও সামান্য উদ্রেকে পাপ বোধ হয়, কাহারও প্রবলোদ্রেক না হইলে পাপবোধ হয় না। ইহাতেও পাপসম্বন্ধে জ্ঞান প্রস্ফুট হইবার পক্ষে জনভেদে তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কেহ বা পাপের সম্ভাবনা দর্শন করিয়া ভীত হন, আপনাকে পাপী বলিয়া আত্মগ্লানিতে পূর্ণ থাকেন, কেহ সম্ভাবনাকে কেন, উহার অল্প প্রকাশকেও গণনায় আনয়ন করেন না। আমাদিগের শিরোভূষণ যিনি, তিনি সম্ভাবনা দেখিয়া ভীত হইতেন, আমরা অল্পপ্রকাশকে গণনায় না আনিয়া এত দিন সাধু ছিলাম। আমাদিগের সম্বন্ধে ফল এই হইয়াছে যে, অল্প প্রকাশের সময়ে আমরা পাপনিরোধ করি নাই বলিয়া এখন আপনার নিকটে এবং জনসাধারণের নিকটে পাপী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছি। আর যিনি সম্ভাবনাতে নিরন্তর ভীত ছিলেন, তিনি যোগের উচ্চতম ভূমিতে আরোহণ করিয়া ঈশ্বর সহ একত্ব লাভ করিয়াছেন।

আমরা প্রস্ফুট পাপী হইয়াছি ইহাতে তত দুঃখ নাই, দুঃখ এই যে, আপনাদিগকে পাপী জানিলে যে সদ্গতি উপস্থিত হয়, আজও তাহার আরম্ভ হইল না। আমরা সংসার ছাড়িয়া গিয়া নির্লিপ্ত উদাসীন হইব, ইহা আকাঙ্ক্ষা করি না, কেন না আমরা জানি তাহাতে চরিত্রের মূল পরিশুদ্ধ হয় না, পাপসকল নিদ্রিত থাকে মাত্র, কিন্তু আমরা সংসারে থাকিয়া নির্লিপ্ত উদাসীন হইতে চাই। আমরা সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া করিব, অথচ আঘাত প্রতিঘাত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত উদাসীন থাকিব। যদি এ দুই আমাদিগের জীবনে যুগপৎ সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে আমাদিগের জীবনে বিধানের পূর্ণতা হয় অন্যথা আমাদিগের এই নিন্দিত জীবন বহন করিয়া ইহলোক হইতে নিশ্চয় অপসৃত হইতে হইবে।

যোগ কৌশল।

আমাদিগের পূর্ব্ব প্রবন্ধ আমরা যেখানে আসিয়া শেষ করিলাম, যোগের কৌশল সেই খানে আরম্ভ হইয়াছে। যোগাচার্য্য এই কৌশল প্রচার করেন, কিন্তু ভারত আজও উহা গ্রহণ করে নাই। আমরা নববিধানবাদী, সকল প্রেরিত মহাত্মাদের সমাদর বর্দ্ধন করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি; তাঁহাদিগের প্রচারিত ধর্ম্ম নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিয়া পৃথিবীকে সিদ্ধরূপে অর্পণ করিতে আসিয়াছি, আমরা আর সকলের আদর সমাদর করিব, তাঁহাদিগের ধর্ম্ম আয়ত্ত করিতে যত্ন করিব, অথচ যোগাচার্য্য কৃষ্ণ উপেক্ষিত থাকিবেন, ইহা কিছুতেই ধর্ম্মসঙ্গত হইতেছে না। আমরা যে ভারতার্য্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, যদি তাঁহাকেই গ্রহণ না করা হইল, নিশ্চয় ভারতার্য্য ধর্ম্ম তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপেক্ষিত হইল।

"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" কর্ম্মেতে কৌশল যোগ। ইহার অর্থ কি? অর্থ এই যে, কর্ম্ম করিতেছি, অথচ আমি করিতেছি না, এই বোধ সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকা। এরূপ বোধ জাগ্রৎ থাকিলে কি হয়? বিকার নিবৃত্তি হয়। বিকার নিবৃত্তি সম্ভবে কিরূপে? অহঙ্কার তিরোধান বিকার নিবৃত্তির মূল। যেখানে আমি

আমার বোধ প্রবল সেখানে বিকার অবশ্যম্ভাবী, যেখানে তাহা নাই সেখানে বিকার আসিবে কি প্রকারে? আমাকে কেহ আঘাত করিলে যদি আমি বিশ্বাস করিতে পারি কৈ কেহ আমাকে আঘাত করে নাই, আমাকে প্রশংসা করিলে, যদি আমি বিশ্বাস করিতে পারি আমাকে কেহ প্রশংসা করে নাই, তাহা হইলে আঘাত ও প্রশংসাজনিত যে বিপরীত ভাব দ্বয় আমাতে উপস্থিত হইয়া আমাকে বিকারগ্রস্ত করে তাহা সম্ভবপর হইল না। যিনি এই প্রকার কৌশলে সংসারে সর্ব্ববিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, যোগাচার্য্য মতে তিনিই যোগী।

এই অসম্ভব ব্যাপার সিদ্ধির জন্য যোগাচার্য্য কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন? তিনি এজন্য দুইটি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। প্রথমটি আত্মাকে অপর সমুদায় হইতে নির্লিপ্ত, উদাসীন, ও স্বতন্ত্র ভাবে দর্শন, দ্বিতীয়টি ঈশ্বরে সর্ব্বসমর্পণ। এ দুই উপায় প্রাচীন, ভারতাচার্য্য ধর্ম্মের প্রাণ, কিন্তু যোগাচার্য্যের হাতে পড়িয়া ইহারা অতি সহজ ভাব ধারণ করিয়াছে, জনসাধারণের সম্পত্তি হইবার উপযুক্ততা লাভ করিয়াছে। আমরা ইন্দ্রিয় যোগে যে সকল বিষয় সম্ভোগ করিতেছি, উহাতে আত্মার কিছু উপকার নাই, দেহ তদ্দ্বারা উপকৃত হইতেছে, আত্মার সম্ভোগের বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, দেহেতে আত্মাভিমান হইয়া আত্মা শুদ্ধচিৎ পদার্থ হইয়াও নিরন্তর বিকারী বলিয়া প্রতীত হইতেছে, দেহ ও আত্মা এ দুইকে পৃথক্ করিয়া ফেলা হউক, ইন্দ্রিয়গণের ভোগের বিষয় হইতে উহা সম্পূর্ণ রূপে আপনাকে নির্লিপ্ত করুক, দেখিবে তজ্জনিত বিকার আত্মাকে কখন স্পর্শ করিতে পারিবে না। তুমি বলিবে, এ কথা শুনিতে ভাল শুনায় কিন্তু কার্য্যকালে ইহার সম্ভবপরতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভোগ করিব, অথচ আমি ভোগ করিতেছি না, ইহা দেহের ধর্ম্ম মাত্র, ইহার আগম অপগমে আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, সুখ দুঃখ নাই, এখানে স্থির থাকা অসম্ভব কথা। সুতরাং যোগাচার্য্যের এ কৌশল সাধারণ জনসম্বন্ধে কার্য্যকর হইল না, তবে দু একজন স্বভাবতঃ ভোগবিমুখ লোক সম্বন্ধে ইহা সম্ভব হইলেও হইতে পারে।

স্বভাব অনুকূল হইলে সহজে এই কৌশল কার্য্যকরে, যোগাচার্য্য ইহা অস্বীকার করেন নাই। যোগাচার্য্য স্বভাব দেখিয়াই এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আত্মা ও তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয় সমুদায়ের সম্পূর্ণ পার্থক্য, ইহাই বাস্তবিক সত্য। ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে আত্মার ভোগ্য বিষয় স্বতন্ত্র, দেহের ভোগ্য বিষয় হইতে আত্মার ভোগ্য বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক্। যাহা সত্য তাহা প্রকৃতিসঙ্গত। অভ্যাস অসঙ্গতকে সঙ্গত করিয়াছে, আবার সেই অভ্যাসই অসঙ্গত অপনয়ন করিয়া যাহা সঙ্গত তাহা আনয়ন করিবে। এই ব্যাপার সিদ্ধির জন্য প্রথমতঃ জ্ঞানের, দ্বিতীয়তঃ অভ্যাসের প্রয়োজন। অভ্যাসদোষে মনুষ্যের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, পরিশেষে সে জ্ঞানের আর প্রকাশ থাকে না, তাই অভ্যাসকে যোগাচার্য্য অত্যন্ত বাড়াইয়াছেন। অভ্যাসের সহায় বৈরাগ্য বৈরাগ্যের সহায় জ্ঞান। যখন বিষয়জনিত সুখদুঃখাদি আসিয়া আত্মাকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলে, তখন জ্ঞান আসিয়া বলেন, এ কি করিতেছ, এ সকল যে তোমার নয়, এ সকল যে দেহের ধর্ম্ম, তুমি কেন বৃথা আপনার মনে করিয়া বদ্ধ হইতেছ। আত্মা তখন জ্ঞানের কথা শ্রবণ করিয়া বিষয়বিতৃষ্ণ হন, এবং এই বিষয়বিতৃষ্ণাই বৈরাগ্য নামে অভিহিত। যাই বিতৃষ্ণা আরম্ভ হইল, অমনি অভ্যাস সহজ হইয়া আসিল।

যোগাচার্য্য এই অভাবপক্ষের সাধন প্রদর্শন করিয়া ভাবপক্ষের সাধন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জনসাধারণের নিকটে উপস্থিত করিয়াছেন। একটি অনুরাগের বিষয় ছাড়াইয়া অপর

একটি অনুরাগের বিষয় অর্পণ এই সাধনের উদ্দেশ্য। ইটি ঈশ্বরে সর্ব্বসমর্পণ। ইন্দ্রিয়ের ভোগ সামগ্রী বাহ্য বিষয়, আত্মার ভোগ্য সামগ্রী ঈশ্বর। তিনি ঈশ্বরে সমুদায় সমর্পণ করিয়া তাঁহাতে সুখে স্থিতি ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। আমি আহার করিতেছি, গান করিতেছি, নিত্য কর্ত্তব্য সাধন করিতেছি কেন? আমার জন্য নয়, ঈশ্বরের জন্য। যেখানে আত্মপ্রয়োজন নাই, সমুদায় পর প্রয়োজনার্থ সাধিত হয়, সেখানে বিকার অবরুদ্ধ হইয়া যায়। আহার বিহারাদি এই প্রকারে যাঁহার ঈশ্বরারাধনা হইয়াছে, সে ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন যোগে আরূঢ়, তাহার বিকার বল কি প্রকারে সম্ভবে।

তুমি বলিবে, একথা বারংবার শুনিয়াও জানিয়াও কৈ জীবনে ইহার তো ফললাভ করিতেছি না। তুমি ফল লাভ করিতেছ না, তাহা তোমার নিজ দোষে, না সাধনোপায়ের দোষে, বল পৃথিবীতে যত্ন বিনা কোন্ সামান্য বিষয় সিদ্ধ হইয়া থাকে? যদি যোগ সমুদায় লাভ হইতে প্রকৃষ্ট লাভ হয়, এবং ইহারই জন্য আত্মা ইহলোকে প্রেরিত হইয়া থাকে, তবে তুমি সকল ছাড়িয়া কেন এই লাভের বাণিজ্যে প্রাণগত যত্নে প্রবৃত্ত হও না। কিছু করিলে না, অথচ বলিতেছ এ সকল উপায়ে আমার কিছু হইল না, ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত। যদি জ্ঞানের পথ অনুসরণ করা কঠিন বোধ হয়, জ্ঞানকে অনুরাগ দ্বারা অক্ষুন্ন করিয়া লও। যদি তাহাও না পার, জানিলাম তোমার দুষ্টতা নিবন্ধন উপায় বিফল হইল, উপায়ে কোন দোষ নাই। ঈশ্বরাপেক্ষা ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় যতদিন তোমার নিকটে অধিক স্পৃহণীয় আছে, ততদিন যোগের কথা ধর্ম্মের কথা মুখে আনিও না। জ্ঞান দ্বারা বিষয় ভোগকে তুচ্ছ বলিয়া জান, আত্মার ভোগ্য ঈশ্বর ইহা অবধারন করিয়া তাঁহাকে একমাত্র অনুরাগের বিষয় কর, সহজে তোমার সমুদায় সিদ্ধ হইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নববিধান একতার ধর্ম্ম। এই একতার অর্থ কি? প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ভিন্নতা পরিহার করিয়া এক হইবে, অথবা ভিন্নতা সত্ত্বে একতা হইবে? যদি ভিন্নতা সত্ত্বে একতা হয়, তাহা হইলে তাহাকে একতা বলা যাইবে কি প্রকারে? কেন না ভিন্নতা ও একতা এ দুই পরস্পর বিরুদ্ধ সামগ্রী। যেখানে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় দুই বিরোধী পদার্থ আছে সেখানে তাহাদিগের উভয়ের ঐক্যবন্ধন কখনই সম্ভবপর নহে। আপাততঃ দেখিলে এইরূপ প্রতীত হয়, কিন্তু আলোক ও অন্ধকারের দৃষ্টান্ত এখানে সংলগ্ন হইতেছে না। যেখানে আলোক সেখানে অন্ধকার থাকে না, কিন্তু ভিন্নতা সত্ত্বেও একতা রক্ষিত হইতে পারে। আমার যাহার সঙ্গে যে বিষয়ে ভিন্নতা আছে, আমি যদি সে ভিন্নতা সময়ে একতায় পরিণত হইবে ইহা বিশ্বাস করি, তাহা হইলে যে যে বিষয়ে একতা আছে তাহা মূল করিয়া ঐক্য স্থাপন করিতে পারি। আলোক কখন অন্ধকার হয় না, কিন্তু ভিন্নতা ক্রমান্বয়ে একতায় পরিণত হয়। ভিন্নতা যদি কোন কালে একতা না হইত, তাহা হইলে একতার ভূমির অভাব হইবার সম্ভাবনা ছিল। তাহা যখন নয় তখন ভিন্নতা সত্ত্বে একতা হইবে না কেন? এত কাল জনসমাজ ভিন্নতা দেখিলেই উহা আর কোন কালে একতায় পরিণত হইতে পারে না, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। এই বিশ্বাস অনেক সময়ে লোককে এমনই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, যাহার সহিত ভিন্নতা আছে, তাহার সঙ্গে কোথায় যে একতার ভূমি আছে, তাহা আর সে অনুসন্ধানও করে নাই, ভিন্নতা দর্শনে চিরকালের জন্য ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ভিন্নতা সত্ত্বে একতা, ইহা নব বিধানের মূলতত্ত্ব। এই মূল তত্ত্বই ইহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। নববিধানের পরিচয় এই মূলতত্ত্ব দ্বারা। নববিধান যেখানে ভিন্নতা অবলোকন করেন, সেখানে সেই ভিন্নতার পরিবর্ত্তন কালের হস্তে রাখিয়া দিয়া কোথায় একতা আছে, তাহা বাহির করেন এবং সেই একতা লইয়া মৈত্রীবন্ধন করেন। নববিধানের এই বৈশেষ্য থাকাতেই ইহা সর্ব্বপ্রকার বিবাদের অতীত। ইনি বিবাদ করিতে জানেন না, বিবাদ করিতে পারেন না। যেখানে বিবাদ সেখানে নববিধান নাই, সেখানে প্রাচীন বিধান। তবে তোমরা বলিবে, নববিধান তবে অসত্যাদির প্রতিবাদ করেন না, যদি না করেন তবে তাঁহার এই স্থলে সর্ব্বসামঞ্জ বিঘটিত হইয়া গেল। তিনি প্রতিবাদ করেন, কিন্তু সে প্রতিবাদ, অসত্যাদির বিরোধে, একতার বিরোধে নহে। তিনি প্রতিবাদ করেন শত্রু জানিয়া নহে, বন্ধু জানিয়া।

জিজ্ঞাসু, তুমি পরিত্রাণের পথ জিজ্ঞাসা করিতেছ। ইহার উত্তর এই, পৃথিবীতে যত সকল ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে সকলই জীবের পরিত্রাণ জন্য স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ। অন্যান্য সমুদায়ের যেমন ক্রমোন্নতি আছে, পরিত্রাণেরও তেমনি ক্রমোন্নতি আছে। তুমি এ কথা বলিও না, পরিত্রাণের আবার ক্রমোন্নতি কি প্রকারে সম্ভবে? যে মুক্ত হইল, সে মুক্ত হইল, অল্পাধিক মুক্ত, ইহা বলিলে আর মুক্তি হইল না, কেন না অল্পাধিক মুক্ত, ইহা বলিলে আর মুক্তি হইল না কেন না মুক্তির যদি ন্যূনাধিক্য থাকে, তবে যে পরিমাণে ন্যূনতা থাকিবে, সেই পরিমাণে উহা অমুক্তি, মুক্তি নহে। জিজ্ঞাসু, তুমি যাহা বলিতেছ আপাততঃ উহা ঐরূপই প্রতীত হয়, কিন্তু এই বিষয়টি অন্য দিক্ দিয়া দেখা যাইতে পারে। কোন একটী অবস্থার নাম মুক্তি, সেই অবস্থা উপস্থিত হইলেই মুক্তি বলা যাইতে পারে। যেমন কামাদি বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তি যখন সেই বন্ধন কাটিল, তাহাদিগের উপরে আপনার সম্পূর্ণ আধিপত্য সংস্থাপন করিল, তখন সে ব্যক্তিকে মুক্ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু কে বলিবে যে এই অবস্থা পূর্ণ কামের অবস্থা? অনন্ত উন্নতি যাহার সম্মুখে, সে এই সামান্য অবস্থা লাভ করিয়া কি প্রকারে সন্তুষ্ট থাকিবে? কামাদি নির্জ্জিত করিয়াও তাহার ভক্ত্যাদির অভাব অনুভূত হইবে। এই ভক্ত্যাদির অভাবের হেতুগুলি তাহার হৃদয় মনকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সে গুলির অপহার জন্য তাহার যত্ন সুদৃঢ় উপস্থিত হয়। ভক্ত্যাদি অনন্ত উন্নতিশীল সুতরাং এই সকলেতে যত উন্নতি হয়, তত এ সকলের অভাব বোধ প্রবল হইয়া থাকে। এই অভাব বোধের অবরোধ নিরসন জন্য যত্ন সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর থাকিয়া যায়। এক এক অবস্থাঘটিত অভাব বোধ যখন বিদূরিত হয়, তখন সেই অভাব হইতে মুক্তি লাভকে আমরা মুক্তি নাম দিতে পারি। কামাদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতিকে মুক্তি নাম দিয়া এই সকল অভাবের পরিহারকে যদি কেহ অন্য নাম দিতে চান, দিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে বস্তুর বিপরিবর্ত্তন হয় না। পৃথিবীতে যত বিবাদ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশে কেবল নাম লইয়া বিবাদ, বস্তু লইয়া নহে। নাম বস্তু-বোধে একান্ত প্রয়োজন, এবং তদ্ভিন্ন পরিষ্কার ভাবে বস্তু বোধ অসম্ভব; কিন্তু তাহা বলিয়া যেখানে বস্তু সাম্য আছে, অথচ নামের ভিন্নতা সেই বস্তুদর্শনের তারতম্য হইতে উপস্থিত হইয়াছে, আমরা সেখানে নামজনিত বিবাদ নিরসনের জন্য বস্তুর সমধিক সমাদর করিব। আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে যদি পরিত্রাণের ক্রমোন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে তবে এই বলিতে হইবে, ভিন্ন ভিন্ন পথে যে পরিত্রাণ হয়, তাহা একদেশী, বর্ত্তমান বিধানে তাহার একদেশিতা নিবারণ হইতেছে।

(প্রাপ্ত।)

কুচবিহার—

রাজপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠা।

কোচবিহার মহারাজের নূতন রাজপ্রাসাদের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, উমানাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু, গিরিশচন্দ্র সেন, কান্তিচন্দ্র মিত্র, কেদারনাথ দে এই সাত জন প্রেরিত এবং বিশ একুশ জন বিধানবাদী ব্রাহ্ম নিমন্ত্রিত হইয়া প্রতিষ্ঠার ৪। ৫ দিন পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে কোচবিহার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সিবিল জজ শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পূর্ব্বতন বাসভবনে তাঁহারা মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অবস্থিতি করেন। ৩রা বৈশাখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর উক্ত গৃহে ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। মহারাজের দেওয়ান রায় কালিদাস দত্ত বাহাদুর বি এল, সিবিল জজ শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, স্কুল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস বাগচি, পাসন্যাল এসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ এম্ এ, চিফ একাউণ্টেডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ, আসিষ্টাণ্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ ও অন্য অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। শুক্রবার সন্ধ্যার পর সাগরদীঘীতে নৌকায় সঙ্কীর্ত্তন হয়। শনিবার রাত্রিতে প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কলিসংহার নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। সাহেব বিবি ও মহারাজের জ্ঞাতিবর্গ এবং রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি ৪। ৫ শত লোকে নাট্যশালা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল মহারাজ শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় দর্শনে সকলেই মহা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রায় সকলেই শেষ পর্য্যন্ত অতিশয় আগ্রহসহকারে অভিনয় দেখিয়াছেন। ভরসা করি কলিসংহারের অভিনয় দর্শন করিয়া এ স্থানের অনেকে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

৬ই বৈশাখ রবিবার পূর্ব্বাহ্নে প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাসাদাঙ্গনে পটমণ্ডপে প্রেরিতবর্গ ও ব্রাহ্মমণ্ডলী এবং দেওয়ান ও জজ প্রভৃতি কতিপয় প্রধান রাজকর্ম্মচারী যাইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলে প্রারম্ভিক উপাসনার পর এক পার্শ্বে মহারাজ সুবর্ণখচিত বিচিত্র আসনে রাজকুমার সহ আসীন হন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় আসনস্থ হইয়া উপাসনা করেন। প্রতিষ্ঠা কার্য্য সংস্কৃত, ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত হয়। সুবর্ণঘট্টা, ছত্র, চামর এবং নানাবিধ বহু মূল্য স্বর্ণ রজতনির্ম্মিত তৈজস সামগ্রী ও গৃহের উপকরণ ও থালাপূর্ণ স্বর্ণ-

রজত তাম্রখণ্ড এবং মহামূল্য বস্ত্রাদি, সুগন্ধিদ্রব্য, ঔষধ ও ঘৃত তণ্ডুল তরকারি ইত্যাদি এক পার্শ্বে সজ্জিত ছিল। উপাসনান্তে মহারাজ নিম্ন লিখিতমতে রাজপ্রাসাদ ও উপরিউক্ত দ্রব্যজাত উৎসর্গ করেন।

"হে গৃহস্থদিগের ঈশ্বর, এই গৃহ ও গৃহস্থিত বস্তুজাত আমি তোমাকে সমর্পণ করিতেছি, তুমি এই সকলকে আশীর্ব্বাদ ও শুদ্ধ কর। এ সকল গৃহ উদ্যান প্রভৃতি আমি পরব্রহ্মকে নিবেদন করিতেছি। এই গৃহের সমস্ত কুঞ্চিকা ও সমুদায় সামগ্রী পরব্রহ্মকে নিবেদন করিতেছি। এ সমস্ত পরিধেয় বস্ত্রাদি পরব্রহ্মকে আমি নিবেদন করিতেছি। এই শয্যা পরব্রহ্মকে আমি নিবেদন করিতেছি। এ সকল তৈজসাদি পরব্রহ্মকে আমি নিবেদন করিতেছি। এ সমুদয় পুস্তক পত্রী লেখনী এবং মস্যাধার প্রভৃতি পরব্রহ্মকে আমি নিবেদন করিতেছি। এ সকল ঔষধ পরব্রহ্মকে আমি নিবেদন করিতেছি। এ সকল স্বর্ণ রজত ও তাম্রখণ্ডাদি পরব্রহ্মকে আমি নিবেদন করিতেছি। এই একতন্ত্রী প্রভৃতি ধর্ম্মসাধনোপকরণ পরব্রহ্মকে আমি নিবেদন করিতেছি।" তদনন্তর উপাধ্যায় হৃদয়ভেদী প্রার্থনা করিয়া শুভ কার্য্য সম্পাদন করেন। সঙ্গীত প্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথের সময়োপযোগী সুমধুর সঙ্গীতে সকলেই বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আয়োজনে কিছু ত্রুটি ও অপূর্ণতা হইয়াছিল, মহারাজ তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিয়া স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তাহা পূরণ করেন। ক্রিয়ার কোন অঙ্গবৈলক্ষণ্য না হয় এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি দেখা গেল।

প্রতিষ্ঠা স্থলে যবনিকার অন্তরালে মহারাণী ও রাজমাতা, এবং মহারাণার মাতা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। কার্য্য সম্পাদিত হইলে মহারানী প্রেরিতবর্গকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া লইয়া যান। তাঁহাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করেন, এবং স্বহস্তে শরবত প্রস্তুত করিয়া সকলকে প্রদান করেন। সেই দিন রাজভবনে প্রচারক ও ব্রাহ্মমণ্ডলীর মাধ্যাহ্নিক ভোজন হয়। আহারান্তে মহারাজ আসিয়া তাঁহাদের সকলের সঙ্গে আলাপ সম্ভাষণ করেন। পরে সমুদায় প্রচারক ও ব্রাহ্মগণকে সঙ্গে করিয়া প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ প্রদর্শন করিবার জন্য লইয়া যান। রাজপ্রাসাদ অতিশয় বৃহৎ ও রমণীয় হইয়াছে। বলিতে কি বঙ্গদেশে এরূপ সুবৃহৎ মনোহর প্রাসাদ নাই। ৭।৮ বৎসর ব্যাপিয়া এই প্রাসাদের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিয়াছে। এইক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয় নাই। ১২।১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম সাজ সজ্জা ও উপকরণাদিতে আরও ৬।৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। সেই দিন সন্ধ্যাকালে পার্সন্যাল এসিষ্টাণ্ট প্রিয়নাথ বাবুর বাসভবনে তাঁহার নিমন্ত্রণানুসারে প্রচারক ও ব্রাহ্মগণ যাইয়া সমবেত হন। প্রিয়বাবু সকলকে সাদরে লুচি মিষ্টান্ন দি ভোজন করান। তথা হইতে প্রার্থনান্তে নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। নগরের অনেক ভদ্রলোক খোল করতাল সহ আসিয়া সেই সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দান করেন। নগরের পথে অগ্নিময় উৎসাহ ও মত্ততার সহিত নৃত্য ও কীর্ত্তন হয়। পথে কীর্ত্তনে বহুলোকের ভিড় হইয়াছিল। বাজার ও নগরের ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ রাজভবনের সম্মুখ ভাগে উপস্থিত হন। তখন আনন্দ উৎসবের জন্য রাজপ্রাসাদ বিশেষ ভাবে আলোক মালায় মণ্ডিত হইয়াছিল। প্রাসাদের সম্মুখ ভাগে মহামত্ততা সহকারে সঙ্কীর্ত্তন হয়। মহারাজ ও মহারাণী উপরের প্রকোষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া তদ্দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করেন। উপর হইতে শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবর্ষণ হইতে থাকে। তখন নাট্যশালার সামাজিক উপাসনা হইবার কথা ছিল; বহুলোকের সমাগম হওয়াতে তথায় স্থানের সমাবেশ হইবে না বলিয়া রাজপ্রাসাদের উত্তর পার্শ্বস্থ প্রশস্ত ভূমিতে উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্ন্যাল উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করেন। উপরে মেঘমুক্ত সুনীল আকাশে পূর্ণ শশধর, সম্মুখে আলোক মালামণ্ডিত সুশোভন রাজপ্রাসাদ, ক্ষণে ক্ষণে সুখস্পর্শ সুমন্দ বসন্ত সমীরণ সঞ্চারণ, তদুপরি ভক্তিবিগলিত সঙ্গীত প্রচারকের সুললিত কণ্ঠনিঃসৃত হরিনামের মধুরধ্বনি লোকের মনপ্রাণ হরণ করিতেছিল। রাত্রি ১০টার পর উপাসনা সমাপ্ত হয়।

সোমবার রাত্রিতে নববৃন্দাবনের অভিনয় হয়। এই অভিনয় অত্যন্ত জমাট ও চমৎকার হইয়াছিল। অভিনেতৃগণ সর্ব্বান্ত ভাবে পূর্ণ হইয়া অত্যন্ত মত্ততা ও নিপুণতা সহকারে অভিনয় করিয়াছিলেন। লোক সকল যেমন হাসিয়াছে তেমন কাঁদিয়াছে, এমন কি অনেকের জীবনের গতি ফিরিয়া গিয়াছে। অভিনয় দর্শনে মহারাজ বিশেষরূপে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রায় ৬০০ ছয় শত সম্ভ্রান্ত লোকে নাট্যশালা পূর্ণ হইয়াছিল। স্থানাভাবে অনেকে বিশেষ কষ্ট পাইয়াছেন ও বহুলোক প্রবেশ করিতে পারে নাই।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রার্থনামতে তাহাদের জন্য অভিনয় করিতে মহারাজ অনুরোধ করেন, তদনুসারে মঙ্গলবার রাত্রিতে পুনর্ব্বার নববৃন্দাবনের অভিনয় হয়। ছয় সাত শত ছাত্র ও মহারাজের নিম্নশ্রেণীস্থ কর্ম্মচারিবর্গ দ্বারা নাট্যশালা পূর্ণ হইয়াছিল। অভিনয় স্থলে মহারাজও উপস্থিত ছিলেন। কোচবিহারে কতকগুলি ভদ্রযুবক ও রাজকর্ম্মচারী একত্র হইয়া একটী ঐক্যতান বাদ্যের সম্মিত

সংগঠন করিয়াছেন। অভিনয়ের তিন দিবস তাঁহারা ঐকতান বাদন করিয়া সকলকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

বুধবার অপরাহ্নে সাগর দীঘীর পারে কাউনসেল্ গৃহের সম্মুখে সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। প্রথমতঃ ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত উক্ত অট্টালিকার বারাণ্ডার উপর হইতে কলিসংহার অভিনয়ের আধ্যাত্মিক ভাব বিশদরূপে ব্যক্ত করেন, তদনন্তর ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু রাজপ্রাসাদের সুন্দর দৃষ্টান্তদ্বারা নববিধানের সার তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। তৎপর ভাই উমানাথ গুপ্ত, মানুষ যে কিছুই নয়, হরিই সমস্ত করেন এ বিষয় সঙ্ক্ষেপে বলেন। প্রায় ৪।৫ শত লোক স্থির ভাবে বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই রাত্রিতে রাজভবনে বিশেষ ভোজ হয়। মহারাজ প্রেরিতবর্গ ও ব্রাহ্মমণ্ডলীকে লুচী নিরামিষা পোলাও পরমান্ন ও মিষ্টান্নাদি নানাবিধ সামগ্রী ভোজন করান। তিনি দুঃখী প্রচারক ও ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে বসিয়া একত্র ভোজন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মগণ সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতায় মত্ত হইয়া ভোজনের সময় ভুলিয়া যান। মহারাজ এক ঘণ্টাকাল তাঁহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া ভোজন করেন। রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় নিমন্ত্রিতগণ আসিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হন। মহারাজ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিয়া খাদ্য দ্রব্যাদি পরিবেশন করান ও করেন এবং আমোদ গল্প করেন। অভ্যাগতদিগের সম্মানের জন্য বাদ্য বাজিতে থাকে। আহারান্তে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মহারাজ ব্রাহ্মমণ্ডলীর সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ও কথোপকথন করেন।

কোচবিহারে সুখাদৃষ্টের উপস্থিত। লীলাবিহারী হরি কোচবিহারকে স্বীয় লীলাক্ষেত্ররূপে মনোনীত করিয়াছেন। যে রাজপরিবার পৌত্তলিকতার দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল, আজ তাহাতে একমেবাদ্বিতীয়মের জয়পতাকা স্থাপিত হইল। যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেন আট বৎসর পূর্ব্বে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন আজ তাহা বৃক্ষাকারে প্রকাশ পাইল। এই মহাবৃক্ষের শীতল ছায়াতে যে এ দেশের শত সহস্র নরনারী বিশ্রাম লাভ করিয়া অচিরে সকল দুঃখ জ্বালা নিবারণ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রিয়দর্শন নবীন ভূপাল শ্রীমৎ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ মহোদয় বহু সদ্গুণের আধার, সুবুদ্ধি, সরল, বিনীত ও মধুর প্রকৃতি। তিনি নানা সদ্গুণশালিনী, ধর্ম্মানুরাগিণী মহারাণীর সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রীতিসূত্রে বদ্ধ হইয়া পবিত্র বিধানের বিধি অনুসারে রাজকার্য্য সম্পাদন ও জীবন যাপন পূর্ব্বক আপনার ও প্রজাবর্গের কুশলবর্দ্ধন করুন, ঈশ্বরের নিকটে আমাদের হৃদয়ের একান্ত প্রার্থনা।

৮। ১০ দিন ক্রমাগত প্রচারক ও ব্রাহ্মমণ্ডলী অতি যত্ন ও আদরে সেবিত হইয়াছেন। মহারাজের আসিষ্টাণ্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাণী বিশেষরূপে তাঁহাদের সংবাদ লইয়াছেন দেওয়ান রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর প্রায় প্রতিদিন আসিয়া প্রচারক ও ব্রাহ্মমণ্ডলীকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। গত বৃহস্পতিবার ও শনিবার যাত্রিকগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া আনন্দ মনে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছেন। প্রতি দিন যাত্রিক-নিবাসে দলবদ্ধ ভাবে মধ্যাহ্নিক উপাসনা হয়, দুই এক জন প্রচারক রাজভবনে যাইয়া উপাসনা করেন।

শুক্রবার মহারাজের উদ্যানে বৃক্ষতলে মাধ্যাহ্নিক উপাসনা হয়। এই উদ্যান রাজভবনের সহিত সংলগ্ন, ইহাকে প্রমদবন বলা যাইতে পারে। ভাই কেদারনাথ দে উপাসনা করেন। প্রচারকগণ মহারাণী ও আচার্য্যপত্নী ও আর্য্যা প্রভৃতি সেই উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। প্রজ্ঞানীয়া আচার্য্য পত্নী প্রভৃতিতে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য বিষয়ে সুমধুর প্রার্থনা করেন। বড় মধুর হইয়াছিল। সেইদিন হইতে রাজভবনে প্রচারকদিগের ভোজন হয়। অপরাহ্নে পেস্কার কালীচরণ সেন মহাশয়ের বাসাতে উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দ রায় উপদেশ দান করেন। বহু ভদ্রলোক তৎশ্রবণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাত্রিতে নূতন রাজপ্রাসাদের ছাদের উপর সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়। তৎপর মহারাজা ও মহারাণী প্রেরিতবর্গকে সাদরে বিদায় দান করেন। প্রথম ২।৩ দিন প্রাতঃকালে বাড়ী বাড়ী নাম কীর্ত্তন হইয়াছিল।

বাবা নানক ও সালস রায় বণিক।

৭৮ পৃষ্ঠার পর।

সালস রায় অনেক মিষ্টান্ন ও ফলমূলাদি আহার্য্য সামগ্রী গুরু নানকের নিমিত্ত আনিয়া করজোড়ে সে সমস্ত তাঁহাকে গ্রহণ জন্য কাতরভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নানক তাঁর একটী শব্দ * দ্বারা এইরূপ বলিলেন, "প্রীতিরূপ অন্ন শ্রদ্ধারূপ লুচি রসনায় প্রদান পূর্ব্বক অহর্নিশি তাহার রস আমি আস্বাদন করিতেছি। হে সালস রায়, তুমি আপনাকে প্রথমে জ্ঞাত হও, ভগবান স্বয়ং তোমাকে তাহা জানিলে তুমি পরম পদ প্রাপ্ত হইবে" দাস অধরকা এই শব্দ শ্রবণ করিয়া ভক্তিতে গদ গদ হইয়া গুরু নানকের পদতলে পতিত হইলেন নানাক তাঁহাকে একজন পরম ভক্ত ও বিশ্বাসী বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন। সালস রায়ও অধরকার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া নানকের পদতলে পড়িলেন এবং

* "প্রীতিপকবান সো ভোজন করীয়ে লুচী- ইত্যাদি রাগ মারু মহল্লা ১।

সদ্গতির প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বাবা নানক বিনীত অধরকাকে শ্রেষ্ঠতর ভক্ত বলিয়া জানিলেন, ধনীসন্তান অভিমানী সালস রায় যে তাঁহাকে নীচ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন; যতক্ষণ সালস রায়ের মন হইতে এ অভিমান দূর হইবা তিনি ভক্ত অধরকার বিনীত ভক্ত না হন ততক্ষণ তাঁহার অন্য কোন উপায়ে সদ্গতি হইবে না, ইহাও তিনি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন; তিনি বলিলেন "সালস রায় তুমি তোমার ঐ দাসের পদতলে পতিত হও, উহার পদধূলিই তোমার মোক্ষের একমাত্র উপায়।" ভগবান সালস রায়ের চিত্তক্ষেত্রে কর্ষণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারও সুভদিন সমাগত হইয়াছিল, তিনি করজোড়ে বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন "হে গুরুজী অধরকাতো এখন সাধু হইয়াছে তাঁহার পদধূলি আমার শিরোধার্য্য, যদি আপনার আদেশ হয় তবে আমি পৃথিবীর সকল লোকেরই পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিতে পারি।" গুরু নানক সালস রায়ের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া আপনার গাত্রমার্জ্জনী তাঁহাকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে তৎপ্রদেশে আপনার প্রতিবিধি রূপে বরণ করিলেন এবং বলিলেন "হে সালস তুমি যতদিন জীবিত থাকিবে এ প্রদেশের ভক্তমণ্ডলীর নেতা থাকিবে, তৎপর অধরকা তোমার পদে অভিষিক্ত হইবেন। গুরু নানক অপর একটি শব্দ * দ্বারা এইরূপ বলিলেন, "সৎগুরু স্বয়ং ভগবান তাঁহার নাম দান করিয়া জীবের হৃদয় দ্বার খুলিয়া দেন, একবার এই অমূল্য ধন ক্রয় করিলে জীবের আর অন্য কোন অভাব থাকে না, অন্তরের নেত্র খুলিয়া যায় এবং অনন্ত আগম নিগম সমস্তই তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হয়। সমস্ত জগতে পণ্যদ্রব্য সর্ব্বত্রতি করিতেছে, ধনী এক ভগবান সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, তাঁহার নামই আমার মূলধন, অষ্ট প্রহর সেই নামের ধূনি জ্বালানই আমার একমাত্র কার্য্য। হে সালস, তুমি নিয়ত প্রার্থনা কর, তোমার অন্তরের কাঁচা রং চলিয়া যাইবে এবং উহা অপূর্ব্ব রঙ্গের আধার হইবে।" গুরুনানক অপর একটি শব্দ † উচ্চারণ দ্বারা এইরূপ বলিলেন "গুরুর শব্দ অনন্ত ধনিবিশেষ অল্পলোক ইহাকে চিনিয়া থাকে। বেদ ইহার অন্ত জানে না, অসহায় পণ্ডিত পাঠ করিয়া কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। হরির নামই একমাত্র নৌকাস্বরূপ, তদ্দ্বারা তুমি ভবপারে গমন কর।" কথিত আছে গুরুনানক বিশ্বম্ভরপুরে একটি ভক্ত মণ্ডলী স্থাপন করিলেন, তিনি দুই বৎসর সাতমাস তথায় অবস্থিতি করিলেন এই কালমধ্যে সালস রায় পরলোক গমন করিলেন গুরু নানক দাস অধরকাকে আচার্য্য পদে বরণ করিয়া বিশ্বম্ভরপুর পরিত্যাগ করিলেন।

(গুরুনানক কর্ত্তৃক কলিসংহার।)

কথিত আছে গুরুনানক এই স্থান হইতে বিশহরি নামক দেশে গমন করিলেন, বিশহরি একটি সমুদ্রস্থিত দ্বীপ। একটি প্রকাণ্ড মৎসের উপর আরোহণ করিয়া গুরুনানক, ভাই বালা এবং ভাই মর্দ্দানা এই সমুদ্র পার হইয়াছিলেন।

কথিত আছে গুরুনানক ভাই বালা ও মর্দ্দানা পাঁচ রাত্রি এই সমুদ্র দিয়া গমন করিতেছেন অকস্মাৎ চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল এবং ভয়ের লক্ষণ সকল চারি দিকে দেখা গেল, ভাই মর্দ্দানা অত্যন্ত ভীত হইয়া গুরু নানককে মনের কাতরতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। গুরু উত্তর করিলেন, ভাই মর্দ্দানা সম্মুখে অত্যন্ত বিপদ আসিতেছে, অল্পক্ষণ বিলম্ব কর, অতি সাবধানে থাকিবে, এখন আর পশ্চাদ্গমনও করিতে পার না, তাহা হইলে পথে তোমার প্রাণনাশ হইবে। কিয়দ্দূর তিন জনে অগ্রসর হইতেছেন এমন সময় কলি অত্যন্ত ভয়ানক আকারে মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কলি স্ত্রীবেশ ধরে অসংখ্য নরনারীর প্রাণ নাশ করিয়া আসিয়াছে, তাহার কেশ আলুলায়িত ও ললাট নর রক্তে চিত্রিত, গলদেশ নর মুণ্ড মালায় ভূষিত, ভয়ঙ্কর দন্ত সকল তাহার মুখে দেখা যাইতেছিল। কলির করাল মূর্ত্তি দেখিবা মাত্র মর্দ্দানা ভয়ে হতচেতন প্রায় হইয়া পড়িলেন। গুরু নানক ইহাকে দর্শন করিবামাত্র তৎপ্রতি ধাবিত হইয়া অপূর্ব্ব তেজ ও উদাম সহকারে একেবারে রাক্ষসীর কেশাকর্ষণ করিলেন এবং হস্তস্থিত দণ্ড তাহার প্রসারিত মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। কলি নানকের হস্তে নিতান্ত প্রপীড়িত লাঞ্ছিত হইতে লাগিল, সে প্রাণপণে নানা প্রকার বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার চীৎকারে আকাশ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল, কলি প্রাণভয়ে কাতর হইল, গুরু নানকের নিকট বিদলিত ও পরাস্ত হইয়া গেল। সাধারণতঃ এ সংসার কলির রাজ্য। সাধু মহাত্মা বিধান সংস্থাপকগণ যুগে যুগে এই কলিসংহার পূর্ব্বক ধর্ম্মের রাজ্য স্থাপন করিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের জীবনের প্রথম অবস্থায় তাঁহারা নানাপ্রকার সাধন ভজন করিয়া নিজ জীবনকে বিবিধপ্রকার পাপ হইতে নির্লিপ্ত রাখিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু যতই তাঁহারা এই ভবসাগরে অগ্রসর হন ততই দেখিতে পান যে সংসারের সঙ্গে ঈশ্বরের চির বিরোধ। সংসারের অধীন হইলে ও ইহার নিয়ম প্রতিপালন করিলে শ্রীহরির সহিত যোগ হয় না, যে পরিমাণে

* "সতি গুরু দাতা নানকা" ইত্যাদি।

† গুরুকা শব্দ নিধান হৈ ইত্যাদি রাগ বিলাবন মহল্লা।

সংসারের সহিত লোকে যোগ রাখে সেই পরিমাণে তাহাদিগের সংসারের বিরোধী হইতে হয়। শ্রীহরির রাজ্য ও তাহার নিয়ম অন্য প্রকারের, তাঁহারা তখন একেবারে সংসারের বিরোধী হন ও ইহার আধিপত্যে একেবারে পদাঘাত করিয়া সংসারকে সংহার করিতে চেষ্টা করেন এই চেষ্টা তাহাদিগের জীবনের একমাত্র ব্রত হয়। তাঁহাদিগের গভীর আধ্যাত্মিক জীবন যতই অগ্রসর হয়, ততই তাঁহারা আপনাদিগের জীবনের নিয়তির প্রতি দৃষ্টি করেন, ততই তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পান যতক্ষণ তাঁহারা নিজ জীবনে সম্পূর্ণ রূপে এই সংসারকে সংহার করিয়া আপনারা শ্রীহরির রাজ্যের প্রজা না হইতে পারেন ততক্ষণ তাঁহারা জীবনের মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অশক্ত। তাঁহাদিগের জীবনে একবার এমন সময় উপস্থিত হয় যখন তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে যেন মূর্ত্তিমান সংসার তাহাদিগের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে থাকে ও অবশেষে তাঁহারা সেই সংগ্রামে জয়লাভ করেন। শ্রীশাক্য বোধী বৃক্ষতলে সিদ্ধিলাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভয়ানক সংগ্রাম সংকারে মারকে যেমন পরাস্ত করিলেন অমনি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল ও দেবগণ কর্তৃক তিনি প্রশংসিত হইলেন, শ্রীঈশা পর্ব্বতোপরি সয়তানকে পরাস্ত করিলে পর ইলায়স ও মুসা প্রভৃতি দেবগণ আসিয়া তাঁহাকে সমাদর করিয়াছিলেন। কথিত আছে যেমন কলি নানক কর্তৃক পরাস্ত হইয়া গেল অমনি নারদ ঋষি আসিয়া তাঁহার স্তব আরম্ভ করিল, তিনি যে এই কলিকালে জীব উদ্ধারের জন্য ভগবান কর্তৃক আহুত হইয়াছেন, সমস্ত সংসার তাঁহার পদতলে তাহা দেবর্ষি তাঁহার স্তব মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিলেন। কথিত আছে, নারদ কলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যেখানে আসিয়াছ তথায় তোমার অধিকার কিছুমাত্র নাই, ইহা জানিয়াও বৃথা কেন এখানে আসিয়াছিলে? কলি উত্তর করিল, "যে আমি এই জন্য আসিয়াছিলাম যে গুরুনানক নিজে আমার অধীন হইবেন না এবং অন্যকেও আমার অধীন হইতে দিবেন না, সে যাহা হউক, এখন আমি এস্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। গুরুনানক উত্তর করিলেন, আমি নিরাকার পরমেশ্বরের আদেশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি এখন হইতে তুমি যে কেবল আমার নিকট অগ্রসর হইবে না তাহা নহে, আমার আশ্রিত দিগের উপর তোমার কোন আধিপত্য থাকিবে না। কলি উত্তর করিল, "হে তাপস মহাশয়, সংসারে এক আধ জন মাত্র তোমার লোক আছে, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তাঁহাদিগের নিকট আমি অগ্রসর হইব না।" নানক উত্তর করিলেন "কেবল তাহা নহে, এখন হইতে যাহারা আমার উপদেশ গ্রহণ করিবে, আমার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম পথে চলিবে তোমার প্রতাপ তাহাদিগের উপর কিছুমাত্র সংস্থাপিত হইবে না। নারদ গোস্বামী এই কথা শ্রবণ করিয়া গুরু নানককে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অনেক স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ব্রাহ্মিকার প্রার্থনা।

হে ভক্তবৎসল ভক্তহৃদয় বিহারি হরি, যুগে যুগে ভক্ত লইয়া কত খেলা করিয়াছ। হে প্রভু! আমার মনে একটি ভাব আসিল, কিন্তু বলিতে পারি না ভাল করিয়া আমি দুর্ব্বলা, তাহাতে আমি পাপী বাক্য সরে না। প্রভু, যখন তোমার ভক্ত ব্রহ্মানন্দ দেহত্যাগ করিয়া তোমার কাছে যাইলেন তখন তুমি তাঁহাকে বলিলে, বৎস তোমার জন্য এই স্বর্গে কত দ্রব্য রাখিয়াছি, যাহা তোমার ইচ্ছা হয় তাই গ্রহণ কর; তিনি বলিলেন, মাতঃ আমি পৃথিবী হইতে আসিলাম আর পৃথিবীর বিষয় না ভাবিলে হয়। আমি তোমার কোলে গভীর যোগাবেশে মগন হইয়া ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিব। পৃথিবী এরূপ স্থান যে আমার এমন যোগ সমাধির মধ্যে পরিবারবর্গের পশুবৎ চীৎকারে যোগ ভাঙ্গিবার উপক্রম করিত; এখন আমি নিরাপদে তোমার ভিতরে ডুবিব। মাতঃ কেশবজননী! তুমি বলিলে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক; ভক্ত বলিলেন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। উভয়ের ইচ্ছার জয় হইল। পৃথিবী এদিকে ভক্তের বিচ্ছেদে অবিশ্বাসে অন্ধকারে পড়িয়া যত বন্ধুবান্ধবে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন, নববিধান ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল—যে নববিধান সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিবেন—যিনি সম্মিলন আনিবেন সকলের মধ্যে, না তাহারই ভিতরে বিবাদ বিরোধ বিচ্ছেদ, ভায়ে ভায়ে মনান্তর, তুমুলকাণ্ড হইল। এমনি করিয়া দুইবৎসর অতীত হইল। তখন যোগেশ্বর ব্রহ্মানন্দকে যোগে নিমগ্ন দেখিয়া মধুর স্বরে ডাকিতেছেন, উঠ বৎস ব্রহ্মানন্দ কত আর নিদ্রা যাও, দেখ জাগরিত হও, তুমি যে নববিধানের নবযোগী, কার্য্যহীন হইতে তুমি পার না, দেখ নববিধান কি বলিয়া কাঁদিতেছেন, নববিধান পৃথিবী পড়িয়া এই বলিয়া কাঁদিতেছেন যে আমি স্বর্গে ছিলাম কত সুখে দেব সহবাসে, ব্রহ্মানন্দ আমাকে আনিয়া চলিয়া গেলেন, আমাকে কাহার কাছে রাখিয়া গেলেন, কেবা আমাকে চিনে, আমি পৃথিবীতে পড়ে মারা যাই। ভক্ত জননী, বলিলে তুমি শুন বৎস আর বিলম্ব নয়, পুনরায় পৃথিবীতে যাও, তোমার কর্ম্ম তুমি না করিলে হবে না। এই কথা শুনিয়া ভক্ত হাসিলেন, মা আনন্দময়ী হাসিলেন আর বলিলেন মা কত রঙ্গ জান তুমি এবার, আমি তোমাকে কোলে করিয়া যাইব; যখন তোমার দেহ ছিল তখন অনেকে তোমাকে বুঝিতে পারে নাই এবার আমাদের বেশ সুবিধা কিন্তু

জীব গুলের কিছু অসুবিধা; যাহা হউক, চল। ভক্ত ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, মা, তোমার আশীর্ব্বাদে আমি সকল কার্য্য করিয়া আসিয়াছি, প্রেম পরিবার করিয়া আসিয়াছি যোগ বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধন শিখাইয়া আসিয়াছি স্ত্রী পুত্র লইয়া কেমন করিয়া হরিনাম করিতে হয় তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি, স্বামি স্ত্রীর কেমন করিয়া যুগল সাধন করিতে হয় তাহাও দেখাইয়া আসিয়াছি, নববৃন্দাবন দেখাইয়া আসিয়াছি কেবল আমার বড় সাধ ছিল যে আনন্দ বাজার আর কলিসংহার করিব। তাহাই হয় নাই, অতএব আমি এই দুইটি কার্য্য করিব। মা আনন্দময়ী বলিলেন, তথাস্তু, এবার মা, ঈশা গৌর ব্রহ্মানন্দ যত ভক্ত লইয়া কলিসংহার করিবেন। মা, আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন বিশ্বাসী হইয়া স্বয়ং ভগবানের কার্য্য দেখিয়া জীবন সফল করি এবং নববিধানের মহিমা গান করিয়া এ দেহ পতন করি।

প্রেরিত।

"ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্"।

ভক্তিভাজন ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

বিগত ১৪ই এপ্রিল বুধবার চট্টগ্রাম ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের বাসায় নাম কীর্ত্তনান্তর উপাসক মণ্ডলী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাস মহাশয়ের কাতলগঞ্জস্থ ভবনে উপস্থিত হন, তথায় স্নানান্তর নব বস্ত্র পরিধান করিয়া সকলে দণ্ডায়মান হইয়া আশা কুটীরে প্রার্থনা করেন। পরে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে বাহির হন। উপাচার্য্য মহাশয় এক হস্তে "জয় ব্রহ্ম" নামাঙ্কিত নিশান এবং অপর হস্তে সুবর্ণ কর্ণিক ধারণ করিয়া গম্ভীর ভাবে সংকীর্ত্তন দল সহ মন্দির প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলে, তথায় শ্রীশ্রীমন্দির নামক নূতন রচিত সঙ্গীত গুলির কয়েকটী গীত হয় এবং সংক্ষিপ্ত উপাসনান্তর, ইষ্টনাম, মন্দিরের নিয়মাবলী এবং "প্রেমরাজ্যের" ব্যাখ্যা, লিখিত ও মুদ্রাঙ্কিত পার্চমেণ্টত্রয় ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীযুক্ত প্যারী মোহন চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক গম্ভীর ভাবে পঠিত হয়। এই শেষোক্ত পার্চমেণ্ট খণ্ডে উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীর অনেকে নাম স্বাক্ষর করেন এবং এই গুলি একত্রে একটী বৃহদায়তন প্রস্তর পাত্রে রক্ষিত হয়। এই বয়নের মুখে একখণ্ড ব্রহ্মনাম খোদিত প্রস্তর দ্বারা আবদ্ধ করিয়া মন্দিরের পূর্ব্বদিকস্থ প্রাচীর রেখার মধ্যস্থানে স্থাপন করা হয়।

এই প্রস্তর খণ্ডের উপরে বৃহদক্ষরে খোদিত "মা" নাম এবং তাহার মধ্যে "God" "খোদা" "পরম সুন্দর চিন্ময় হরি" নাম সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত অপর এক খণ্ড শ্বেত মার্ব্বেল কিছুক্ষণ রাখিয়া দর্শকমণ্ডলীকে নববিধানের মূলে যে সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয় তাহাই দেখান হয়। তদনন্তর উপাচার্য্য মহাশয় স্বহস্তে সুবর্ণ কর্ণিক দ্বারা ইষ্টক সুরকী যোগে মন্দিরের ভিত্তি গ্রথিত করিলেন, এবং শ্রীশ্রীমন্দিরের অবশিষ্ট সঙ্গীতগুলি গীত হইলে প্রচারক মহাশয় প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা সময়ে ইহপরলোকস্থ সমুদয় সাধুদিগের নৈকট্য অনুভব করা হয়; বিশেষতঃ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় এবং তাঁহার বন্ধুদিগের নাম উল্লেখ করা হয়। তদপরে উপাসকদল ব্রহ্মমন্দিরের নিকটবর্ত্তী সুরম্য পাহাড়োপরি নির্ম্মিত উপাসনালয়ে উপস্থিত হইলে উপাচার্য্য মহাশয় উপাসনার কার্য্য শেষ করেন। পরে শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ বসু নবসংহিতা মতে দীক্ষিত হন। দীক্ষাকার্য্য সমাধা করিয়া প্রচারক মহাশয় বেদীর নিম্নে মৃত্তিকায় উপবেশন করিয়া দীক্ষিত এবং উপস্থিত বন্ধুগণের নিকট স্বর্গরাজ্য ও পরলোক তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন এবং সকলে একপ্রাণ হইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে যে সকল স্বর্গীয় ও মধুর সম্পর্ক আছে সে সমস্ত ভোগ করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিলেন। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় মন্দির প্রাঙ্গনে সংকীর্ত্তন, প্রার্থনা এবং বক্তৃতা হয়। প্রায় রাত্রি ৮ টার সময় উপাচার্য্য মহাশয়ের ভবনে উপাসকদল, মন্দিরের কমিটির কতিপয় মেম্বর ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা পলান্ন ও নানাপ্রকার সুস্বাদু ও সুমিষ্ট, মিষ্টাহার করিয়া পরিতৃপ্ত হন। এই মন্দির সংগঠন উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয় ঢাকা কলিকাতা ও লাহোরস্থ নববিধান সমাজের উপাচার্য্য মহাশয়গণ ও শ্রীদরবার হইতে নবমন্দিরের জন্য কৃতজ্ঞতা ও আনন্দসূচক পত্র ও টেলিগ্রাম এবং ঈশ্বরের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষাসূচক প্রার্থনা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নববিধান ব্রাহ্মসমাজ চট্টগ্রাম। প্রণতঃ— শ্রীমহিমচন্দ্র দাস।

সংবাদ।

কাকিয়ানার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী মহাশয় নূতন ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভাই গৌরগোবিন্দ রায়, ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, ভাই কালীশঙ্কর রায়, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রকে তথায় যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন ভাই গৌরগোবিন্দ রায় রংপুরে যাত্রা করিয়াছেন, তথা হইতে কাকিনিয়া ও কুচবিহারে যাইতে পারেন।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সিমলা পাহাড়ে পৌঁছিয়াছেন।

ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁথি ব্রাহ্ম সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তথায় গিয়াছেন।

বিগত ১লা বৈশাখ প্রাতঃকালে নব বর্ষ উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল উপাসনা করিয়াছিলেন।

রংপুরে অভিনয় ও প্রচার করিবার জন্য তথাকার ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক প্রভৃতিবর্গকে তাঁহাদের কোচবিহারে অবস্থানকালীন পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কয় দিন খাটিয়া নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন বলিয়া এবং অনেকের প্রয়োজনবশতঃ অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়া আবশ্যক হওয়াতে রংপুরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ হইতে পারিলেন না।

প্রচারকদিগকে কুলবাড়ী যাইবার জন্য তথা হইতে নিমন্ত্রণ আসিয়াছে।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কোচবিহার হইতে কুড়িগ্রাম ও বুড়ি অঞ্চলে গমন করিয়াছেন।

চট্টগ্রাম এবং চন্দননগর ব্রহ্মমন্দির প্রস্তুতের সাহায্য ভিক্ষা করিবার জন্য আমরা উক্ত দুই স্থানীয় ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছি। দাতাগণ শ্রদ্ধার সহিত যদি এই কার্য্যে কিছু ভিক্ষা প্রদান করেন, আমরা আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিব।

কুচবিহারে একটি নববিধান সমাজ সংস্থাপিত করিবার জন্য মহারাজা ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েক জন নিয়মিত উপাসক পাইলেই সমাজটী খোলা হইবার প্রস্তাব হইয়াছে. এক জন প্রচারক তথায় অন্ততঃ কিছু দিন থাকেন মহাত্মা এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

ভাই গৌরগোবিন্দ রায়ের অনুপস্থিত কালে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল শ্রীদরবারের সম্পাদকের কার্য্য করিবেন এইরূপ নির্দ্ধারণ হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে ভাই ত্রৈলোক্যনাথই এক্ষণে ব্রহ্মমন্দিরের উপাচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন।

নব নাটমন্দির এবং অভিনয় উপযোগী সমস্ত পট ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে প্রায় ২০০০ দুই হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। যুগল মিলন নামক আর একখানি নাটক শীঘ্রই রঙ্গালয়ে দেওয়া হইবে।

আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেন মহাশয় মধ্যে অত্যন্ত কঠিন পীড়ায় কাতর হইয়াছিলেন, ঈশ্বর কৃপায় তিনি একটু আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে একটু একটু করিয়া বল পাইতেছেন।

দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মহাশয় অপেক্ষাকৃত অনেক আরাম হইয়াছেন, ডাক্তারগণ আবার সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবার আশা দিতেছেন।

বিগত ১০ এপ্রেল শনিবার আমাদিগের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সেন অক্সফোর্ড মিশন হোমে "ভারত কি স্বাধীন হইবে?" এই বিষয় একটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতাটি লিবারেল পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। এই সারগর্ভ বক্তৃতার সুখ্যাতি শ্রোতৃবর্গ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই, সম্বাদ পত্রের সম্পাদকগণ তাহা শ্রবণে আমাদিগের ভ্রাতার বিদ্যা বুদ্ধির বহুল সুখ্যাতির দ্বারা পত্রিকাকে পূর্ণ করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

সহর চন্দননগরে একটি ব্রহ্মমন্দির না থাকাতে এখানকার উপাসকমণ্ডলীর বিশেষ অসুবিধা হইতেছে এবং সেই অসুবিধা নিরাকরণার্থ কিছু দিন হইতে একটি মন্দির নির্ম্মাণার্থ আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু কেবল এখানকার কতিপয় উপাসকের সাহায্যে উক্ত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া একপ্রকার অসম্ভব; কারণ এই নগরীর উপযুক্ত একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ২৫০০ পঁচিশ শত টাকার অধিক ব্যয় হইবে ইহা স্থির করা হইয়াছে। অতএব প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজ ও প্রত্যেক ব্রহ্মবিশ্বাসীর নিকট হইতে আমরা বিশেষ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি সকলেই আপন আপন সাধ্যমত সাহায্য করিতে কৃপণতা করিবেন না। কারণ ব্রাহ্মসাধারণের নিকটেই আমরা বিশেষ আশা করিতে পারি। যিনি যাহা দান করিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং ধর্ম্মতত্ত্ব, [illegible] ও [illegible] প্রভৃতিতে তাহা স্বীকৃত হইবে।

পত্রাদি ও মণিঅর্ডার সেক্রেটারির নামে ও শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরচন্দ্র ঘোষ গঞ্জ রথতলা (কেয়ারে) ঠিকানায় পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সেক্রেটারি—
শ্রীশৈলনাথ ঘোষ।

চন্দননগর ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণার্থ নিম্ন লিখিত দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

শ্রীঅঘোরচন্দ্র ঘোষ	চন্দননগর	৪০৲
শ্রীকৃষ্ণমোহন দাস	ঐ	৪০৲
শ্রীবিপিনবিহারি দাস	ঐ	৪০৲
শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দত্ত	ঐ	৪০৲
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দে	ঐ	২৫৲
শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ	ঐ	২২৲
শ্রীহরিচরণ নন্দী	ঐ	১০৲
শ্রীবিনোদবিহারী সরকার	ঐ	৫৲
শ্রীসিদ্ধেশ্বর নায়েক	ঐ	৫৲
	মোট	২২৭

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকুলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২১ ভাগ। ৯ সংখ্যা। | ১লা জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৮০৮ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে সর্ব্বনিয়ন্তা, বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বর! নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক নিয়মাবলী যে অখণ্ড শাসনের অধীনে বাহ্য জগতে তোমার মঙ্গল সঙ্কল্প সাধন করিতেছে, সেই অভ্রান্ত মঙ্গল-শাসনপ্রণালী দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতে ধর্ম্ম-সমন্বয় সম্পাদিত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ যে দিন দেখিবার জন্য প্রত্যাশাপন্নহৃদয়ে তব সন্নিধানে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এক্ষণে সেই শুভ দিনের অভ্যুদয় আমরা দেখিতেছি। আহা, আমাদের এই বর্ত্তমান সময়ের [illegible] ইতিহাসপটে ভাবীমনুষ্যবংশ কি এক আশ্চর্য্য প্রশ্নেরই মীমাংসা দেখিতে পাইবে! সৃষ্টিকাল হইতে হে সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্, এই জন্যই কি তুমি এত সব উন্নতির আয়োজন করিয়াছিলে? উনবিংশ শতাব্দীতে সর্ব্বসমঞ্জসকারী নববিধান প্রতিষ্ঠিত করিবে বলিয়াই কি তুমি যুগে যুগে দেশ দেশান্তরে ধর্ম্মের এক একটি অঙ্গের পুষ্টিতা সাধন করিয়াছ? এক্ষণে সেই সমস্ত অঙ্গ দ্বারা এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রেমপ্রতিমা রচনা করিলে? ধন্য দেব! তোমাকে ধন্যবাদ এবং প্রণিপাত। হরি হে, কেন আর তবে এ যুগের লোকেরা ইহার মধুর আস্বাদন লাভে বঞ্চিত থাকে? দেও, দয়াময় সকলকে সহজজ্ঞানে ইহার সহজ ভাব বুঝিতে দেও। তাহারা মনে করিয়া রাখিয়াছে, তুমি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া একবারে চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়াছ, আর তোমার সঙ্গে নরনারীর কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; কিন্তু হে প্রভো! তুমি যে আত্মার জগতে বসিয়া আর একটি নিত্য প্রেমের ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতেছ, ইহা আমাদের দেশের ভাই ভগ্নীদিগকে দেখাইয়া দেও। আহা! তোমার এই সুন্দর বিধানলীলা দর্শনে যে সশরীরে স্বর্গভোগ হয়! দয়াময় হরি, তোমার সকল পুত্রকন্যাগণ এই আশ্চর্য্য দৈবক্রিয়া যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। এবং আমরা ইহা প্রতি দিনের ঘটনায় যেন বিশেষ করিয়া দেখি, আর অধিকতর ভক্ত বিশ্বাসী হই।

বিধানবর্জ্জিত ব্রাহ্মসমাজ।

দেখিতে দেখিতে গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে তিনটী ব্রাহ্মসমাজ মস্তক উত্তোলন করিল। কিন্তু ইহা ঈশ্বরের সম্পত্তি, না মনুষ্যের? নরোপাসকেরা ইহার ভিতরে কেবল কতিপয় প্রধান ব্যক্তির মস্তিষ্কের ক্রিয়া, বিদ্যা বুদ্ধির

প্রভাব, এবং ধনবল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। তাহারা মত প্রচারের সময় বলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে কোন মধ্যবর্ত্তি নাই, সকলের সমান অধিকার; অথচ কার্য্যকালে তাহাদের জীবনে অবিশ্বাস ও মানবীয় অহঙ্কারের দুর্গন্ধ এত অধিক বাহির হয়, যে তন্মধ্যে ঈশ্বরের প্রভুত্ব প্রায় দেখা যায় না। যে সকল যন্ত্র দ্বারা ভগবান্ এই কার্য্য করিলেন সেই যন্ত্রের চাকচিক্যের প্রতিই তাহাদের দৃষ্টি বদ্ধ থাকে। কিন্তু যাঁহার অলৌকিক প্রভাবে তাহাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইল তাঁহার হিসাবে সিকি পয়সাও কেহ জমা দিতে চায় না। অপর আর এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারা নববিধান শব্দ ব্যবহার করিতে অতিশয় ভীত হয়। পাছে সেই নামের সঙ্গে সঙ্গে কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য বাড়িয়া যায় এই তাহাদের ভয়ের কারণ। কিন্তু যাঁহাদের নামের গৌরব ঘোষণা করিলে করতালির ধ্বনি উঠে, এবং স্বার্থ সিদ্ধি হয়, তাঁহাদিগকে পূজা করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই। এরূপ লোকেরা দৃশ্যতঃ নরোপাসনার বিরোধী হইয়াও ভয়ানকরূপে নরপূজা করে। ব্রাহ্মসমাজের মূলে বিধাতা এবং তাঁহার বিধানকে তাহারা দেখিতে পায় না। এই মনে করে, যদি বিধাতার হিসাবেই সকল সুখ্যাতি প্রশংসা জমা করিয়া দিলাম, তাহা হইলে আমাদের আর কি থাকিল?—এবং আমাদের পৃষ্ঠপূরক কর্ত্তামহাশয়দের নামেই বা কি কীর্ত্তি বজায় রহিল? আবার যখন দেখে, যে স্বদলের লোকেরা পরস্পর সৎকীর্ত্তির প্রশংসার অংশ লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিয়াছে, দুর্ব্বল পক্ষকে সে ধনে বঞ্চিত করিয়া সবল পক্ষ সমস্তই অধিকার করিয়া লইতেছে, তখন এক দল লোক বিশ্বাসী ভক্তের ন্যায় বলিয়া উঠে, ব্রাহ্মসমাজে মানুষের কোন হাত নাই, সকলই ভগবানের লীলা। মনের দুঃখে হয়তো ইহাকে তাহারা তখন বিধান বলিয়া ফেলে। সে কথায় যদি আবার মান সম্ভ্রম দলসংখ্যার হ্রাস ঘটে, তবে আর সে বিধান কথাটার উপর কেহ আর বড় একটা ভরাভর দেয় না। ভীরু অল্প বিশ্বাসীর হস্তে পড়িয়া বিধাতার বিধানের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই, বিধানের প্রতি যদি এইরূপ অবিশ্বাস হইল, তবে ব্রাহ্মসমাজ দাঁড়ায় কোথায়? উহা যে নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্মের মায়ার ছায়াতে তবে পরিণত হইল! গুটি কয়েক বড়লোকের নামের দোহাই দিয়া যদি উহার গুরুত্ব প্রভুত্ব স্থাপন করিতে চাও, কিছুই হইবে না; বেদ বাইবেল কোরাণের ধর্ম্মাবলম্বীরা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। বিধান নাই, অথচ ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া চীৎকার করিতেছি, ইহা অপেক্ষা আর বিড়ম্বনা কিছুই হইতে পারে না। তাহারা যখন দলিল এবং সহি মোহর করা সনন্দ দেখিতে চাহিবে তখন কি বলিয়া উত্তর দিব? সাক্ষী কৈ? যদি সাক্ষীর স্থলে ভগবৎপ্রেরিত ভক্ত দুই চারি জনকে খাড়া করিয়া দিতে পার, তবে বল পাইবে, নতুবা এক ফুৎকারে নিরাকার একেশ্বরবাদ ব্রহ্মজ্ঞান সমস্ত উড়িয়া যাইবে। যে ব্রাহ্মসমাজ বিধাতা সর্ব্বনিয়ন্তার একটি নূতন বিধান নয়, তাহা জালকরা নোটবিশেষ, তাহার জন্য একদিন দণ্ডিত হইতে হইবে। মনুষ্যকৃত ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের নামে কেবল মনুষ্যেরই পূজা হয়, সে কেবল লোকপ্রবঞ্চনার স্থান। সাবধান! সাবধান! মেষচর্ম্মাবৃত শার্দ্দূলদিগকে সাবধান! সময় আসিয়াছে যখন কেবল ঈশ্বরের মহান্ নামের এবং তাঁহার বিধানেরই গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাঁহার বিধানের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত আত্মত্যাগী ভক্তদিগের গৌরব এবং সে গৌরবে ভগবানের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্রাহ্মসমাজ ভগবানের কি এক আশ্চর্য্য লীলার স্থান তাহা ভক্তির চক্ষে সকলে দেখ, নতুবা উহার তাৎপর্য্য কেহ বুঝিতে পারিবে না। যখন আমরা বলি নববিধানের

জয়, তখন তদ্দ্বারা কেবল তাঁহার বিধাতৃত্ব শক্তির জয়ই বুঝিতে হইবে। যে যে মনুষ্যের উপলক্ষে তাহা হইয়া থাকে তাহাদিগকেও ধন্য! কেন না, তাহারা ভগবৎশক্তিরই প্রকাশের মনোনীত আধার, কিন্তু আধার ভিন্ন আর কিছুই নয়। যাহাতে বিধাতার প্রত্যক্ষ হস্ত নাই, যেখানে দেবত্বের স্থানে অসার অবিদ্যাদূষিত মনুষ্যত্ব আত্মাভিমানের জয়ধ্বজা উড়াইতেছে তাহা যদি ব্রাহ্মসমাজ হয় হউক, কিন্তু তাহা কখনই প্রকৃত ব্রহ্মসমাজ নহে। সে বিধানবর্জ্জিত ব্রাহ্মসমাজে হরির কর্তৃত্ব নাই।

প্রাকৃতিক একেশ্বরবাদ * ও নববিধান।

একেশ্বরবাদ প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যপ্রণালী ও নিগূঢ় কৌশল সকল আলোচনা করিলে স্বভাবতই মানব হৃদয়ে এই সত্য প্রতিপন্ন হয় যে অনন্ত জ্ঞানপ্রেমপূর্ণ এক জন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। বিশ্বপিতা আমাদিগের যে মানসিক প্রকৃতি দিয়াছেন, আমাদিগের মনে যে নানাপ্রকার বৃত্তি, বিবেকশক্তি ও সহজ জ্ঞান আছে, তাহা স্বভাবতই এক ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিবার জন্য ধাবিত হয়; প্রার্থনার আবশ্যকতা, পরলোকের পূর্ব্বাভাস, পাপ পুণ্যের প্রভেদ, মনুষ্যের দায়িত্ব ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও লক্ষণ প্রভৃতি গম্ভীরতত্ত্ব সকলের আভাস মনুষ্যের মানসিক প্রকৃতি হইতেই কিয়ৎ পরিমাণে বুঝা যায়। ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব, বীজরূপে সকল মনুষ্য—প্রকৃতির মধ্যে ভগবান্ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, এই জন্য দেখা যায় একেশ্বরবাদ অতি পুরাতন ধর্ম্ম, যে দিন মানবপ্রকৃতি সৃষ্ট হইয়াছে সেই দিন হইতে ইহা প্রচারিত আছে। পুরাতন আর্য্য ঋষিরা একেশ্বরবাদের মহিমা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপের ধর্ম্মসমাজের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিকৃত খৃষ্ট ধর্ম্মের পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের দুর্গ পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে প্রাকৃতিক একেশ্বরবাদের পরাক্রমে কম্পিত হইয়াছিল। ইউরোপের বড় বড় লোক খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদের নিশান হস্তে ধারণ করিয়া সহস্র সহস্র লোকের চিত্ত আকর্ষণ ও জনসমাজে বিষম আন্দোলন করিয়াছিলেন। একেশ্বরবাদ পৃথিবীতে এবং বিশেষতঃ ইউরোপে নূতন ব্যাপার নহে। কিন্তু এ কথা কে না জানে যে একেশ্বরবাদ এত পুরাতন ও প্রশস্ত হইলেও ইহা অত্যন্ত বলহীন, তেজোহীন, নির্জীব শুষ্ক তরল, ইহা কতকগুলি নির্জীব মতেই বদ্ধ থাকে; ধর্ম্ম বলিয়া কখন পরিগণিত হইবার উপযুক্ত নয়। ইহা কখন কাহাকেও পরিত্রাণ অথবা শান্তি প্রদান করিতে পারে নাই এবং দুইটি মনুষ্যকে কখন একত্র দলবদ্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহার দুর্ব্বলতা দেখিয়া কেবল সেই পুরাতন মহাবাক্য বার বার স্মরণপথে উদিত হয়। "মনুষ্য আপনাআপনি ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিয়া কখন বাহির করিতে পারে না।" তাহার মানসিক বৃত্তি সকল ও বিবেক পরিচালনা করিয়া ঈশ্বর লাভ করা আর সামান্য পতঙ্গের পক্ষপুট বিস্তার করিয়া সূর্য্যলোকে গমন করা সমান।

মনুষ্য তাহার সামান্য বুদ্ধি ও মানসিক বৃত্তিসহকারে ঈশ্বরের নিকট গমন করিতে অসমর্থ হইলেও সে পরিত্রাণের আশাবর্জ্জিত নহে। সে নিজে যাইতে পারে না সত্য, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার নিকটে এই ভূধামে অবতীর্ণ হইলে তাহার সকল অভাব দূর হয়, তাহার সকল দুর্ব্বলতার প্রতীকার হয়, তাহার সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়। ধর্ম্ম লইয়া, জ্ঞান লইয়া, পুণ্য লইয়া ঈশ্বরের পৃথিবীতে অবতরণের নাম ধর্ম্মবিধান। করুণাময় ঈশ্বর ধন্য, তিনি এই ঊনবিংশ

* ইহাকে ইংরাজিতে Natural religion বলে, ইহা বিধানবিরোধী।

শতাব্দিতে আবার একটী পবিত্র নব ধর্ম্মবিধান প্রেরণ করিলেন। অনেকগুলি মূলমতে একতা থাকিলেও নব বিধান এবং সেই পুরাতন প্রাকৃতিক একেশ্বরবাদ কখন এক নহে, উত্তর কেন্দ্র হইতে দক্ষিণ কেন্দ্র যত দূর অন্তর, নব বিধান হইতে ইহা তাহা অপেক্ষা অধিক দূরে অবস্থিত। যাঁহারা সামান্য কতকগুলি মতের একতা দেখিয়া এ দুইটিকে এক মনে করেন তাঁহাদিগের ন্যায় ভ্রান্ত জীব আর নাই। খ্রীষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম, মহম্মদীয় ধর্ম্ম, সকলই ধর্ম্মবিধান, সুতরাং ভগবানের অপরাজিত বল ও মুক্তিপ্রদ শক্তিতে তাহারা পরিপূর্ণ। এই সমস্ত ধর্ম্মবিধান কেবল ঐশী শক্তির প্রভাবে পৃথিবীকে এক আলোড়িত করিতে সক্ষম হইয়াছে। নববিধানও যথাসময়ে পৃথিবীকে চমৎকৃত করিবে। বিধানশ্রেণীভুক্ত বলিয়া নববিধান অন্যান্য বিধানের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ, কিন্তু মৃত্যুতে জীবনে যত প্রভেদ বিধান বিরোধী প্রাকৃতিক একেশ্বরবাদ হইতে ইহা তদ্রূপ স্বতন্ত্র।

স্থূল স্থূল মূল মত সম্বন্ধে প্রাকৃতিক একেশ্বরবাদ ও নববিধানের একতা কথঞ্চিত দৃষ্ট হয়। ঈশ্বরের গভীর কৌশলে এই ভারতভূমিতে প্রাকৃতিক একেশ্বরবাদের সহিত নববিধান একত্র রোপিত হইয়াছে। কণ্টকলতা গোধূম বৃক্ষের সহিত এক ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইলে যেরূপ লোকে প্রথমে তাহাদিগকে বিভিন্ন করিয়া লইতে পারে না ইহাদের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। যখন নববিধান সমুচিত প্রস্ফুটিত হয় নাই, যখন ইহা বিধান বলিয়া মানবমণ্ডলীতে ঘোষিত হয় নাই, যখন ইহার উচ্চতর ভাব তেজ ও সত্য সকল ইহার সাধারণ ও সামান্য ভাবনিচয়ের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল, যখন এই সুন্দর পুষ্পটি মুকুল মধ্যে অবস্থিতি করিত, তখন লোকে ইহাকে স্বভাবতই প্রাকৃতিক একেশ্বরবাদ হইতে অভিন্ন বলিয়া অবগত ছিলেন। কিন্তু অগ্নি বস্ত্রের দ্বারা আর কত দিন আবদ্ধ থাকিবে? বিধানতরু শাখা প্রশাখা যতই বিস্তার করিতে লাগিল, যতই ইহার সুন্দর ফল ও ফুল সকল চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিল, ততই ইহা যে বিধান বিরোধী একেশ্বরবাদ হইতে স্বতন্ত্র তাহা বিশ্বাসীমাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল, এবং শ্রীমৎ নববিধানাচার্য্য এই দুইকে স্বতন্ত্র করিবার জন্য সিংহের ন্যায় হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। এই স্বর্গের সামগ্রী ও পৃথিবীর ধর্ম্ম যাহাতে এক হইয়া না যায়, এ দুই দল স্বতন্ত্র থাকে, তাহার জন্য তিনি আমাদিগের প্রেরিতবর্গকে কত না সতর্ক করিয়া ছিলেন, পত্রিকা ও পুস্তকের ভিতর দিয়া কত সিংহনাদ না প্রকাশ করিলেন। গোধূম তরু হইতে কণ্টকলতা যে কত স্বতন্ত্র তাহা তিনি স্পষ্ট দেখাইয়া দিলেন। এক্ষণে বিশ্বাসিমাত্রেরই এই স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যম করিতে হইবে। যাহারা এই স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করিবার তিলমাত্র চেষ্টা করিবে তাহারা নববিধানের প্রতি বিরোধাচরণ যে করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে নববিধান যখন প্রেমের ধর্ম্ম, যখন ইহা হিন্দুমুসলমান খ্রীষ্টান সকলকে এক করিবে তখন একেশ্বরবাদী বিধান বিরোধীদিগের সহিত বিধান বিশ্বাসিগণ এক হইয়া কেন উদারতার পরিচয় দিবেন না? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে নববিধান এবং বিধান বিরোধী একেশ্বরবাদের মধ্যে যে ভয়ানক পার্থক্য তাহার উল্লেখ আমরা স্থানান্তরে করিয়াছি। নববিধান সকল প্রকার অসত্য ও অসারতার শত্রু। যেখানে প্রকৃত শান্তি নাই তথায় মিথ্যা "শান্তি শান্তি" বলা নরক ও দুর্গতির দ্বার উন্মুক্ত করা মাত্র। যেখানে মিল নাই একতা নাই, তথায় "একতা একতা" বলিয়া চীৎকার করা ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিবাদ করা। ঈশ্বরের গভীর কৌশলে যখন ভারতভূমিতে শুষ্ক একেশ্বরবাদের সহিত নববিধান

পরস্পরে সম্মুখীন হইয়াছে, তখন যে শুষ্ক পুরাতন ধর্ম্মবাদিগণ বিধানের ছায়া লাভ করিয়া শীতল হইবে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তখন বিধান বিরোধিগণও যে বিধানবিশ্বাসী হইবে তাহার আর বিচিত্রতা কি? অতএব কাল চতুর্দ্দিকের লক্ষণ সকল আলোচনা করিলে আমাদিগের বিশ্বাস ও আশা শতগুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, সত্যেও অসত্যে, বিধানে ও বিধান বিরোধে সন্ধি সংস্থাপন করিলে কি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ ও বিধানের জয় হইবে, না তাহাদিগের মধ্যে যে পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে তাহা নয়ন পথে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিলে সত্যের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইবে? আমরা বলি শেষোক্ত উপায়ে কেবল ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। যতই আমরা নববিধানকে অবিমিশ্র রক্ষা করিব ততই বিধান বিরোধী ও বিপথগামিগণ আপনাদিগের ভ্রম বুঝিবেন, ততই তাঁহারা বিধানের সত্য গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবেন, এবং সত্যের জয় বিধানের জয় হইবে। এস্থলে অবিমিশ্রকারিতা এবং স্বাতন্ত্র্য অনুদারতা ও নির্দ্দয়তা নহে, ইহা উদারতাও প্রেমেরই ফল। ইহা বিধাতার ইচ্ছার অনুরূপ এবং নরনারীর পরিত্রাণের পথ।

বিধানমাত্রই ঐতিহাসিক ধর্ম্ম। যতদিন ধর্ম্ম কেবল সাধকের মনের ভাবে আবদ্ধ থাকে, যতদিন ইহা তাঁহার মনের গতি, বিধি ও মানসিক চিন্তা ও কার্য্যে বদ্ধ থাকে ততদিন তিনি কল্পনা ও ভ্রমের শৃঙ্খলের অতীত হইতে কখনই সক্ষম হন না। সাধকদিগকে ভ্রম ও কল্পনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ যুগে যুগে ধর্ম্ম বিধান সকল প্রেরণ করেন। ধর্ম্ম বিধান কি? ইহা জীব উদ্ধারের জন্য এ পৃথিবীতে ঈশ্বরের লীলা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ঈশ্বরের লীলা তাহা প্রকটনের জন্য স্থান, মনুষ্য এবং কার্য্য সকলের প্রয়োজন। খ্রীষ্টধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতি সকল ধর্ম্মবিধান, সে সমস্ত প্রকটনের জন্য দেশ কালও পাত্র প্রয়োজন হইয়াছে। সহস্র২ লোকে সেই সমস্ত ঐতিহাসিক ব্যাপারে ভগবানের বিধানলীলায় বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে। নববিধান বিশ্বাসিগণ যতদিন নিজ নিজ মনের ভাব ও চিন্তা রাজ্য অতিক্রম করিয়া বহির্জগতে ইতিহাসে শ্রীহরির বিধানলীলায় বিশ্বাস করিতে সমর্থ না হইবেন, যতদিন তাঁহারা আপনাদিগের বিশ্বাসকে নিজ নিজ মনের পরিবর্ত্তনশীল ভাবের পরিবর্ত্তে ঐতিহাসিক ঘটনা ও নিজ জীবনের পরীক্ষিত বৃত্তান্তের উপর সংস্থাপিত করিতে অসমর্থ হইবেন ততদিন তাঁহাদিগের ধর্ম্মরূপ অট্টালিকা বালিকার উপর সংস্থাপিত থাকিবে। বিশ্বাসিগণ যদি সুদৃঢ় পর্ব্বতের উপর আপনাদিগের ধর্ম্মরূপ গৃহের পত্তনভূমি স্থাপন করিতে চান, তবে যেন বিধানের ঐতিহাসিক ঘটনাকে তাঁহারা দৃঢ় আলিঙ্গন করেন।

প্রচারবৃত্তান্ত।

কুড়িগ্রাম, ধুবড়ি ও দিনাজপুর।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কোচবিহার হইতে যাত্রা করিয়া ১৩ই বৈশাখ রবিবার পূর্ব্বাহ্নে কুড়িগ্রামে উপস্থিত হন। কুড়িগ্রাম রংপুর জেলার অন্তর্গত একটি উপবিভাগ, ইহার পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া ধবলানামক নদী প্রবাহিত। কলিকাতা হইতে বাষ্পীয় শকটযোগে কাঁওনিয়া ষ্টেষণ পর্য্যন্ত আসিয়া তিস্তা নদী পার হইয়া ষ্টীম ট্রাম শকটে কুড়িগ্রামে পৌঁছিতে হয়। তিস্তা হইতে কুড়িগ্রাম ১৮ মাইল। কুড়িগ্রামে এক জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও দুই জন মুন্সেফ আছেন। বিধানাশ্রিত একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে, তথাকার সব রেজিষ্টার উক্ত সমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেহানবিসের ভবনে আমাদের ভ্রাতা অবস্থিতি করেন। সেই দিন অপরাহ্নে "যুগধর্ম্ম" বিষয়ে সমাজ গৃহে বক্তৃতা হয়। প্রথম মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম এ বি এল, এবং দ্বিতীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত সৈয়দ অবদোর্ রহমাণ সাহেব ও অপর ত্রিশ চল্লিশ জন ভদ্রলোক বক্তৃতা শ্রবণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে মুন্সেফ বাবু ও মুন্সেফ সাহেব আমাদের ভ্রাতার সঙ্গে অনেক ক্ষণ সদালাপ করেন। তৎপর সামাজিক উপাসনা হয়। "আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক লোক" বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। পর দিন পূর্ব্বাহ্নে ভোজনান্তে প্রেরিত ভ্রাতা ট্রামযোগে ধুবড়ি নগর অভিমুখে চলিয়া যান। ব্রাহ্ম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দক্ষচরণ বিশ্বাস কোচবিহার হইতে ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের সঙ্গী হইয়াছিলেন। তাঁহারা ধবলা নদী পার হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের কূল পর্য্যন্ত ট্রামযোগে আগমন করেন। ব্রহ্মপুত্রে বাষ্পীয় পোত আরোহণে অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচটার সময় ধুবড়ি নগরে উপস্থিত হন।

ধুবড়ি নিম্ন আসামের অন্তর্গত একটি ডিষ্টিক্ট। এখানে জজ ও মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত এক জন ডেপুটী কমিশনর ও কয়েক জন তাঁহার অধীনস্থ বিচারক আছেন। নগরটী ক্ষুদ্র হইলেও দেখিতে অতি রমণীয়। ইহার উত্তর ও পূর্ব্ব পার্শ্বে বেগবান্ ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত, নদের অপর পারে গিরিশ্রেণী মেঘশ্রেণীর ন্যায় শোভমান। এখানে বিধানবাদী ও বিধানবিরোধী দুইটী ব্রাহ্মসমাজ আছে। বিধানবিরোধী সমাজের উপাসনা গৃহ প্রস্তুত প্রায়, বিধানান্তর্গত সমাজের উপাসনালয়ের জন্য স্থান গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত গৃহের কার্য্যারম্ভ হয় নাই। এখানকার ফৌজদারীর শিরিস্তাদার বিধানান্তর্গত

সমাজের উপাচার্য্য প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যদুনাথ ঘোষের ভবনে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ও তাঁহার বন্ধু আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেই দিন সন্ধ্যাকালে দেওয়ানির শিরিস্তাদার অন্যতর সমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন মহাশয় ও অন্য ২।৩ জন ভদ্র লোক আসিয়া আমাদের প্রচারক ভ্রাতা ও তাঁহার বন্ধুর সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করেন। পর দিন সন্ধ্যাকালে দ্বারিকা বাবুর উদ্যোগে তত্রস্থ বালিকাস্কুল গৃহে ধর্ম্মালোচনার জন্য সভা হয়। অনেক গুলি ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। শুষ্কতার উৎপত্তি কিসে হয় ও তাহা নিবারণের উপায় কি, এবং প্রত্যাদেশ শ্রবণ কিরূপ? এই কয়েক প্রশ্ন হয়, আমাদের ভ্রাতা বিশদ ও বিস্তারিতরূপে তাহা বুঝাইয়া দেন। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল আলোচনা হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। ১৬ই বুধবার সন্ধ্যার পর বিজনি হলে "ধর্ম্মসমন্বয়" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। উকীল আমলা শিক্ষক ইত্যাদি শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন, কয়েকজন মোসলমান ভদ্রলোক ও দুই তিন জন মৌলবী শেষ পর্য্যন্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। এক জন মৌলবী বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বক্তাকে ধন্যবাদ দান ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পর দিন প্রাতে সেই মৌলবী সাহেব আমাদের ভ্রাতার নিকটে আসিয়া অনেক ক্ষণ ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন। ইনি ধুবড়ি গবর্ণমেণ্ট স্কুলের পারস্য ভাষার অধ্যাপক, ইনি পারস্য ও আরব্য ভাষায় বিদ্বান্ একান্ত বিনীত ও ধর্ম্মানুরাগী। যে দিবস ভাই গিরিশচন্দ্র সেন বন্ধুবর যদু বাবুর গৃহে আসিয়া অবস্থিতি করেন, তাহার পর দিনই যদু বাবুর সহধর্ম্মিণী ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন। তিনি পত্নীর সেবা শুশ্রূষায় ও শিশু বালক বালিকাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে কয়েক দিন দিবা রাত্রি বিব্রত থাকেন। কোন কোন দিন আমাদের ভ্রাতার সঙ্গে প্রাত্যহিক উপাসনায় যোগ দান করিবারও অবকাশ পান নাই। দ্বারিক বাবুর উদ্যোগে বক্তৃতাদি সমুদায়ের আয়োজন হইয়াছিল। যাহা হউক, ঈশ্বর কৃপায় যদু বাবুর সহধর্ম্মিণী সেই সাংঘাতিক রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। দ্বারিকা বাবু ধর্ম্মপিপাসু অতিশয় বিনীত ও শিষ্ট লোক, জীবন্ত ঈশ্বরের ধর্ম্ম নব বিধান বিষয়ে আমাদের ভ্রাতার সঙ্গে গভীর ভাবে আলোচনা করিলে অনেক তত্ত্ব জানিতে পারিতেন, সম্ভবতঃ তাঁহার ভ্রম ভ্রান্তি দূর হইত। অনেক সরল প্রকৃতি লোকে না বুঝিতে পারিয়া ও নানা লোক দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া ভয়ানক গোলে পড়িয়াছেন। দ্বারিকা বাবুর অযাচিত সাহায্য ও আদর লাভ করিয়া আমাদের ভ্রাতা তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ আছেন। ধুবড়ি হইতে দক্ষচরণ উপর আসামের অন্তর্গত যোড়হাটে চলিয়া যান। ১৯এ শনিবার ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ধুবড়ি পরিত্যাগ করিয়া কুড়িগ্রামে প্রত্যাগত হন।

২০শে রবিবার প্রাতে কুড়িগ্রামে প্রিয় ভ্রাতা ডাক্তার হরিনাথ সিংহের পুত্রের নব সংহিতা মতে নামকরণ হয়। নামকরণের সভায় মোনসেফ বাবু ও অনেক আমলা মোক্তার উপস্থিত হইয়া শিশুকে যৌতুকাদি দানে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। বহিরঙ্গনে চন্দ্রাতপের নিম্নে পুষ্প পল্লবাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া নামকরণের স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। এই শুভ কর্ম্ম উপলক্ষে হরিনাথ বাবুর বন্ধুগণ ২।৩ দিন ব্যাপিয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। বালকটী সত্যরঞ্জন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। হরিনাথ বাবু প্রায় তিন শত দুঃখী দরিদ্র লোককে দধিচিড়া ফলার করাইয়া বহু সংখ্যক অন্ধ খঞ্জ ও দরিদ্র ভিক্ষুককে এক আনা কি দুই আনা করিয়া দান করিয়াছেন। ব্রাহ্মভ্রাতা ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার রাজেন্দ্র বাবু কাঙ্গালীদিগের সেবায় মহা উৎসাহে গলদঘর্ম্ম পরিশ্রম করেন। সেই দিন রাত্রিতে সামাজিক উপাসনা হয়। পর দিন আমাদের ভ্রাতা দিনাজপুরে চলিয়া যাইবেন এরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু মোনসেফ সৈয়দ অবদো রহমান সাহেবের নিমন্ত্রণ ও একান্ত অনুরোধে বাধ্য হইয়া সেই দিন তাঁহাকে তথায় থাকিতে হইল। রাত্রিতে মোনসেফ সাহেবের ভবনে ভোজন হয়, তাঁহার অপর তিন চারি জন বন্ধুও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মোনসেফ সাহেবের ফরিদপুর জিলায় বাস, ইনি সুশিক্ষিত ও অতিশয় বিনীত শিষ্ট শান্ত। ইনি বহুকাল ইংলণ্ডে বাস ও ইউরোপের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। ইনি ইংলণ্ড হইতে বারিষ্টার হইয়া আইসেন। ইউরোপে বাস ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা ইঁহার অন্তরের বদ্ধমূল ধর্ম্মভাবকে বিচালিত করিতে পারে নাই। কোরাণ গ্রন্থের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, নমাজের প্রতি সাতিশয় অনুরাগ। ইনি একটী বিবীকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাকে মোসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আশ্চর্য্য তিনি বিবী হইয়াও এস্লাম ধর্ম্ম ও নীতির অনুরোধে যবনিকার অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছেন। ইঁহার পতিভক্তি প্রশংসনীয়। সৈয়দ অবদের রহমাণ সাহেব আমাদের ভ্রাতাকে এক খণ্ড কোরাণ গ্রন্থ প্রদর্শন করেন, তিনি বলেন যে এই গ্রন্থ দিল্লির সম্রাট জাহাঙ্গির বাদশার স্বহস্ত লিখিত, দুই শত বৎসর যাবৎ তাঁহাদের গৃহে রক্ষিত।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন পর দিন দিনাজপুরে যাত্রা করেন। পার্ব্বতীপুর ষ্টেষণ হইতে দিনাজপুর পর্য্যন্ত ১৮ কি ২০ মাইল পথ এক ব্রেক লাইন বিস্তারিত। আমাদের ভ্রাতা রাত্রি ১২টার সময় পার্ব্বতী পুরে পঁহুছিয়া ৪টা পর্য্যন্ত মেইল ট্রেণের প্রতীক্ষা করেন। ডাক্তার হরিনাথ বাবুর পত্র পাইয়া ষ্টেশন মাষ্টার বাবু রোহিণীকান্ত দত্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের প্রতি বিশেষ আদর ও যত্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আমাদের ভ্রাতা পর দিন প্রাতে দিনাজপুরে উপস্থিত হন। তাঁহার সংস্কার ছিল যে দিনাজপুরের সমাজ বিধানবিরোধী, তথাকার কাহার সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল না। তিনি কোন বন্ধু হইতে দিনাজপুরের মোনসেফের শিরিস্তাদার শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত সেন মহাশয়ের নিকটে পরিচয়-সূচক একখানা পত্র লইয়া গিয়াছিলেন। রমণী বাবু ইতিপূর্ব্বে ফুলবাড়ীতে বাস করেন, তথাকার বিধানাশ্রিত ব্রাহ্মসমাজের এক জন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। আমাদের ভ্রাতা তাঁহাকে অবলম্বনপূর্ব্বক বক্তৃতাদি করিবেন এই সঙ্কল্প করিয়া বুধবার দিন প্রাতঃকালে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হন। রমণী বাবু ভ্রাতাকে পরম আদরে গ্রহণ করেন। সেই দিনই উপাসনা গৃহে সামাজিক উপাসনার জন্য সমাজের সভ্যদিগকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন এরূপ বিজ্ঞাপনের কথা পূর্ব্বে জানিতেন না, তিনি প্রথমতঃ সমাজে উপাসনা করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। পরে যখন জানিতে পাইলেন এই সমাজ বিরোধী নয়, উদারমতাবলম্বী এবং সমাজের উপাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধাবান, তখন প্রচারিত বিজ্ঞাপনানুসারে তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে তাঁহার আর আপত্তি রহিল না। ২০।৩০ জন লোক উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন, অন্তর্দৃষ্টি বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। করগেটেট আবরণে এখানকার সমাজগৃহটী নগরের মধ্য স্থানে নূতন প্রস্তুত হইয়াছে। মডেল স্কুলের পণ্ডিত সমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন কর মহাশয়ের প্রতি অত্রত্য সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা দেখা গেল। ইনি সরল শিশুপ্রকৃতি ধর্ম্মানুরাগী চিরকৌমার্য্য ব্রতাবলম্বী। ইঁহাকে সংযতেন্দ্রিয় ঋষি বলিয়া অনেকে ভক্তি করে। উক্ত সমাজের অন্যতর উৎসাহী সভ্য অত্রত্য মোনসেফ শ্রীযুক্ত শীতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় অতি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি। তিনি নববিধানের পক্ষপাতী, প্রথম বয়স হইতে আচার্য্যদেবের সঙ্গে তাঁহার যোগ, আচার্য্যদেবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি দেখা গেল। ইনি সরল বিনীত ও মধুর প্রকৃতি, ইঁহার সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ করিয়া আমাদের ভ্রাতা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। তিনি বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে স্থানীয় উপাচার্য্য মহাশয়ের ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া উপাসনা ও ভোজন করেন। ভোজনান্তে তাঁহার সঙ্গে অনেক ক্ষণ সৎপ্রসঙ্গ হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় নব বিধান বুঝিতে পারেন না বলিয়া তাহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন, ভ্রাতা গিরিশচন্দ্রের মুখে উত্তর শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হন, এবং ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম ও উচ্চ ধর্ম্ম বলিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন। সেই দিন সন্ধ্যার পর সমাজগৃহে "ভারতে ধর্ম্মোন্নতি" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। এখানকার হিন্দুসভার পণ্ডিত ও সম্পাদক প্রভৃতি ও কতিপয় মোসলমান আগ্রহপূর্ব্বক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শুনিলাম সকলেই সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। বক্তৃতান্তে মোনসেফ বাবুর ভবনে ভোজন হয়, তিনি অন্য কয়েক জন বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। ভোজনের পূর্ব্বে মোনসেফ বাবু কয়েকটী মধুর সঙ্গীত করেন। পর দিন দিবা ১১ টার ট্রেইনে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কলিকাতায় যাত্রা করেন। দিনাজপুরের বন্ধুগণ তাঁহাকে কয়েকদিন অবস্থিতি করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতায় বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ তিনি অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। দিনাজপুরে আসিয়া কাজ করিবার জন্য উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়কে পত্র লেখা হইয়াছে। দিনাজপুরের ভ্রাতাদিগের প্রীতি মধুর ব্যবহারে আমাদের ভ্রাতা অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছেন, লীলাময় শ্রীহরির লীলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। বিনীত ও সরল ব্যক্তিমাত্রই নব বিধানের সরল সত্য সকল আদরের সহিত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। কতক গুলি কুচক্রী লোকের কুহক ও প্রবঞ্চনায় পড়িয়া নানা স্থানে অনেক সরল শান্ত লোক মারা পড়িয়াছে। আমাদের ভ্রাতা শনিবার দিন প্রাতে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন। তিনি পথে গার্ড ও ষ্টেশন মাষ্টারদিগের আদর যত্ন লাভ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছেন।

কাকিনা উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠা।

(বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।)

বিগত ২০ শে বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারী কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয়ের কাছারী বাটীর প্রাঙ্গণ হইতে অশ্ব গজ পতাকাপুঞ্জ ও বহু লোক সহ মহা সমারোহে নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইয়া ঠিক সন্ধ্যার সময় নূতন মন্দিরে প্রবেশ করা হয়। সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গীত স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের দ্বারা রচিত হইয়াছিল। প্রায় ২।৩ শত লোক সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, জমীদার মহাশয় খালি পায়ে কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ভাবের উচ্ছ্বাসে রাস্তার মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ায় কীর্ত্তনের জমাট একটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। হিন্দুগণ বিজয় বাবুর ভাবে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই জমীদার বাবু করুণ স্বরে অতি সরল ভাবে সময় উপযোগী একটী প্রার্থনা করেন, তাঁহার প্রার্থনা উপস্থিত লোক সমূহের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। প্রার্থনার পর স্থানীয় একটী ব্রাহ্ম এই মন্দিরে একমাত্র নিরাকার পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কাহার উপাসনা স্তব স্তুতি প্রার্থনা হইবে না ইত্যাদি কথা লিখিত একটী লেখা

পাঠ করেন। তাহার পর বিজয় বাবু পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন মত সেই দিনকার উপাসনার কার্য্য করেন। রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত মন্দিরের কার্য্য হইয়াছিল। পর দিন প্রাতে বেলা ৭॥ ঘটিকার সময় উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় উপাসনা করেন। স্থানীয় এবং বিদেশস্থ প্রায় ২০০ ভদ্র লোক উপাসনায় যোগ দান করিয়াছিলেন। মন্দিরটী দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছে, উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে এইটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্দির। জমীদার বাবু অতি যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বোধ করি ভূমির মূল্য ব্যতীত ইহাতে ৬, ৭ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের জন্য কলিকাতার ব্রহ্মমন্দিরের ন্যায় স্বতন্ত্র স্থান করা হইয়াছে। মন্দিরের সম্মুখের বারেন্দার উপরের কারনিসে, বালি ও সিমেণ্ট মাটীতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতম্" প্রভৃতি উপনিষদের কথা গুলি অতি সুন্দর রূপে লিখিত হইয়াছে। লেখা গুলি দেখিলে ভক্তির উদয় হয় এবং লেখককে সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। মহিমারঞ্জন বাবুর এ সম্বন্ধে যে বিলক্ষণ সুরুচি আছে, মন্দির দেখিয়াই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক গুলি স্ত্রীলোকও উপাসনার সময় মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। পল্লিগ্রামে এত লোকের সমাগম আমরা আর কোথায় ও বড় দেখিতে পাই না। সকল লোকের মধ্যেই বেস আগ্রহ, ব্যাকুলতা দেখা গেল। শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় মহাশয় প্রায় তিন ঘণ্টা কাল উপাসনা ধ্যান প্রার্থনা ও বক্তৃতা প্রভৃতি করেন। শ্রীমান্ মনমথধন দে ও শ্রীমান্ সত্যশরণ গুপ্ত (প্রচারক পুত্রদ্বয়) সেই দিন সঙ্গীতের নেতৃত্ব করেন। হারমনিয়ম যোগে ব্রহ্ম সংগীত প্রকাশ্যে বোধ করি সেই প্রদেশে এই প্রথম হইল। সকলেই সংগীত, উপাসনা ও উপদেশ প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। সমুদায় উপাসনার কার্য্য শেষ হইলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহালানবিশ সরল ভাবে একটী প্রার্থনা করেন, উপদেষ্টার উপদেশ শুনিয়া তাঁহার বহুদিনের মনের যে অন্ধকার অবিশ্বাস ছিল তাহা দূর হইল, তাহার প্রার্থনায় এইরূপ কথা সকল শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ঈশ্বর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, তিনি সেই শুভ মুহূর্ত্তে দেবপ্ররোচনায় যে শুভবুদ্ধি লাভ করিয়াছেন যেন কখন আর তাহা না ভুলিয়া যান। একমাত্র প্রত্যাদেশের আলোকে আমরা নিরাকার ঈশ্বরকে এবং তাঁহার ধর্ম্মকে বুঝিতে পারি, মনুষ্য কখন গুরু হইয়া ঈশ্বরের স্থান প্রাপ্ত হইতে পারেনা, স্বয়ং ঈশ্বরই যথার্থ গুরু, ঈশ্বরের আলোক ভিন্ন কেহ কোন দিন কোন সত্য বুঝিতে পারে না, ইত্যাদি বিশেষ বিষয় সকলই সে দিনকার উপদেশের বিষয় ছিল। জমাট কীর্ত্তনের পর প্রায় ১২ টার সময় উপাসনা শেষ হইল। বেলা ৩ টার সময় হইতে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হইয়া ৬ টা পর্য্যন্ত অনেক কথা বার্ত্তা হইল। সকলেই বেস সরলভাবে আগ্রহের সহিত উপাধ্যায় মহাশয়কে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু, জমীদার বাবু এবং একটী হিন্দু শাস্ত্রীয় পণ্ডিত, ইঁহারাই বিশেষ প্রস্তাবক ছিলেন। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় কুমরখালী নিবাসী ভক্তিমান্ ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ মজুমদার মহাশয় আপনার কয়েকটি বন্ধু এবং আত্মীয়ের সহিত মিলিত হইয়া অতি সুন্দররূপে তাঁহার নিজের রচিত ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে অনেক গুলি গান করেন। প্রকৃতির ভিতরে নিরাকার ব্রহ্মের লীলা মাহাত্ম্য আমাদের ব্রাহ্ম বন্ধু অতি চমৎকাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। নদী, হিমাচল, ময়ূর, প্রভৃতির সংগীত বড়ই সুমিষ্ট। আমরা শুনিলাম মজুমদার মহাশয় অনেক দিন হইতে তাঁহার এই সকল গান কুমারখালী, পাবনা, বগুড়া প্রভৃতি স্থানের অপর সাধারণ লোক সকলকে শিক্ষা দিয়া ভগবানের নাম প্রচার করিতেছেন। তিনি এই কার্য্যের জন্য অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। সাধু কার্য্যের সহায় ঈশ্বর, নিশ্চয়ই তাঁহাকে পুরস্কার দিবেন। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় সংগীত শেষ হয়।

পর দিন মঙ্গলবার প্রাতে ৭॥ টার সময় স্থানীয় সমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন রায় মহাশয় উপাসনা কার্য্য করেন। পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় ছেলেরাই সংগীত করেন। উপাসনার শেষে কুমার বাহাদুর অতি সুন্দররূপে নিরাকার ঈশ্বরই যে আমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা, মনুষ্য ঈশ্বর কৃপাবলে অনায়াসে তাঁহার উপাসনা করিতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। তাঁহার শ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে আমরা এরূপ উচ্চভাবের সরল বক্তৃতা আর কখন শুনি নাই। তিনি অতি সরল ভাবে বলিলেন, এই মন্দির স্বয়ং ঈশ্বরই এই প্রদেশের পাপিতাপী লোক সকলকে উদ্ধার করিবার জন্য নির্ম্মাণ করিলেন। আমি কেহই নহি, কিছু নহি, ইহা দেখিয়া সকলে যেন সেই দয়াময় হরির বিশেষ কৃপা স্মরণ করিয়া তাঁহাকেই ধন্যবাদ করেন। বেলা ১২ টার সময় উপাসনা কার্য্য শেষ হয়। বেলা ৫টার সময় বিদেশস্থ বন্ধুদিগের ফটোগ্রাফ তোলা হইলে সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, একটী বক্তৃতা করেন। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা এবং তৎসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা কিরূপ কার্য্য হইতেছে, এই বিষয় প্রায় ১। সওয়াঘণ্টা বেশ প্রাঞ্জল সাধু ভাষায় বর্ণনা করেন। তাঁহার বলা শেষ হইলে কুমার মহিমারঞ্জন বাবু বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়া প্রায় ৩ কোয়াটার ঐ বিষয়ের প্রসঙ্গ করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়

এই ধর্ম্মবিধানের প্রথম প্রবর্ত্তক; এবং তিনি সেই ঘোর অন্ধকার কুসংস্কারের মধ্যে একাকী কি সকল মহৎ কার্য্যই করিয়া গিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়া বক্তা তাঁহার প্রতি হৃদয়ের অগাধ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রোতৃবর্গকে বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার বলা শেষ হইলে কুমারখলীর বন্ধুগণ দুইটি গান করিয়া সভা ভঙ্গ করেন। কুমার বাহাদুর বিদেশস্থ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের প্রতি যথোচিত সম্মান সমাদর প্রকাশ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। তাঁহার বক্তৃতাতে বেস সুরসিকতা প্রকাশ পাইয়াছিল।

পর দিন বুধবার প্রাতে বিজয় বাবুর শরীর অসুস্থ থাকায় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র জমীদার বাবুর এবং অন্যান্য উপাসকগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া উপাসনা করেন। বিকালে ৫॥ টা হইতে রাত্রি ৮ টা পর্য্যন্ত উপাধ্যায় মহাশয়ের সুদীর্ঘ একটী বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার বিষয় "সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বর" ছিল। বক্তা বলিবার সময় ইহার মধ্যে নববিধানের সঙ্গে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষি মুনিদিগের বচনের সঙ্গে এবং যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের জীবনের এবং উপদেশ সকলের ঐক্য অতি স্পষ্টরূপে সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার সময়েই তিনি নববিধান এবং আচার্য্য কেশব চন্দ্রের জীবনে অনুষ্ঠিত হোম জলসংস্কার প্রভৃতির অর্থ বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। তিনি অনর্গল সংস্কৃত শ্লোক, ইংরাজী রাশি রাশি পুস্তকের বচন, বড় বড় বৈজ্ঞানিক বিধানগণের সঙ্গে বক্তৃতার বিষয়সম্বন্ধে কিরূপ যোগ আছে তাহা বিশেষরূপে অতি আশ্চর্য্য ক্ষমতার সহিত বর্ণনা করিয়াছিলেন। ২॥ ঘণ্টা কাল সকলে স্থির ভাবে অবাক্ হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তবু সকলের ক্ষোভ মিটিল না, সকলের জানিবার স্পৃহা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। গৌর বাবু আরও বলেন, এইরূপ ইচ্ছা সকলে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বোধ করি গৌর বাবু সহজে সেখান হইতে আসিতে পারিবেন না। বক্তৃতার পর সংগীত হইয়া সে দিনের কার্য্য শেষ হয়।

পর দিন বৃহস্পতিবার শ্রদ্ধেয় বিজয় বাবু উপাসনা করেন। তিনি আপনার ভাবে ভোর হইয়া প্রেমের উচ্ছ্বাসে এক আশ্চর্য্য রকমের উপাসনা করিলেন; জানি না কত লোক তাঁহার সেই উচ্চ উপাসনার যথার্থ মর্ম্ম বুঝিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দান করিয়াছিলেন। আমাদের ভ্রাতা আর বদ্ধ প্রণালীর উপাসনা করিয়া সুখ পান না। তিনি যোগ ভক্তিতে একেবারে বিমোহিত হইয়া যান, বাক্য বলিতে তাঁহার আর ইচ্ছা করেনা, অবাক্ হইয়া কেবল সেই সত্যং শিবং সুন্দরং হরির অরূপ রূপমাধুরী দেখিতে থাকেন। বিজয় বাবুর সেই সময়কার ভাব দেখিলে দক্ষিণেশ্বরের পরম হংস মহাশয়কে মনে পড়ে। বিজয় বাবু ঈশ্বরেতে ডুবিয়া সুখী হইয়াছেন। তিনি আরও ডুবুন আরও হাসুন, আরও কাঁদুন। যদিও আমরা তাঁহার সকল কথা, ভাব ভঙ্গী ও আচরণকে ভাল বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না, তথাপি আমরা তাঁহার পদতলে বসিয়া তাঁহার ভক্তির প্রসাদবিন্দু ভিক্ষা না করিয়া স্থির থাকিতে পারি না। উপাসনার সময় উপাধ্যায় গৌর বাবু বিজয় বাবুর ভক্তির অংশ প্রার্থী হইয়া প্রার্থনা করেন। পরে খুব প্রমত্ততার সহিত কীর্ত্তন হইয়া বেলা ১১টার সময় উপাসনা ভঙ্গ হয়। সেই দিনকার ভাবে আচার্য্যদেবের পুরাতন সেই প্রিয় মুঙ্গেরের ভক্তি বন্যার কথা মনে আসিল, যে সময়কার ভক্তির ব্যাপারে বিজয় বাবু যোগ দান না করিতে পারিয়া বিরোধী হইয়াছিলেন, কালের কি পরিবর্ত্তন। বিধাতার কি অপার লীলা। এখন দেখি বিজয় বাবু নিজেই সেই ভক্তিপথের পথিক হইয়া নিজে জ্ঞানশূন্য হইয়া পথে পথে হাসিয়া কাঁদিয়া পাগলের ন্যায় নানা প্রলাপ বাক্য বলিতেছেন, কত লোক মনের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহার পদধুলি লইয়া মস্তকে মাখিতেছে, কত লোক তাঁহার ভাবে যোগ দিয়া উপাসনা প্রার্থনাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহারই সেবা সুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিয়াছে, এক এক বার ভয় হয় পাছে এই সকল লোক ক্ষণিকভাবের কুহকে পড়িয়া সত্য পথ ভ্রষ্ট হইয়া আপনাদের আত্মার অনিষ্টসাধন করে। দয়াময় ঈশ্বর ঐ সকল লোককে ভ্রম কুসংস্কার হইতে রক্ষা করুন।

কাকিনায় এবার মহা ব্যাপার করিয়া লিলারসময় হরি আপনার অপার মহিমা প্রচার করিলেন, আমরা এই সকল কার্য্যে কেবল তাঁহারই অলক্ষিত হস্ত স্পষ্ট দেখিতে পাই। জয় মা আনন্দময়ী তোমার নামের জয় এইরূপে সকল স্থানে প্রচারিত হউক। আমরা কাকিনায় যাইয়া বিশেষ শিক্ষিত ও উপকৃত হইয়া আসিয়াছি। কুমার বাহাদুর অতিসহৃদয় ব্যক্তি, দয়াময় হরি তাঁহার মধ্যে আসিয়া যে বিলক্ষণ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা আমরা তাঁহার কথার ভাবে আচরণে বেস স্পষ্ট অনুভব করিলাম। তাঁহার সহাস্যবদন, সকলের প্রতি উদার ও দয়ার ব্যবহার, ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা, সার্ব্বভৌমিক অসম্প্রদায় ধর্ম্ম ভাব সকল দেখিয়া আমরা তাঁহার পক্ষপাতী হইয়াছি। দয়াময় কাহার দ্বারা কি উপায়ে তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মবিধান পূর্ণ করিয়া লইবেন কে বুঝিতে পারিবে? এক জন ভাল হইলে লক্ষ লোক ভাল হয়, এক জনের ধর্ম্মে মতি হইলে কত কুসংস্কার, ব্যভিচার, অত্যাচার দূর হইয়া যায়, তাহাই দেখাইবার জন্য দয়াময় হরি কাকিনায় এই আশ্চর্য্য লিলা করিলেন।

শ্রী—

গৌতম ও গৌরাঙ্গ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

গৌতমের জীবনের উদ্দেশ্য।

এই জগতে জগদ্বিধাতা সাধারণ অসাধারণ যত বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। গৌতমের জীবন ও বিধাতার বিধাতৃত্বের ভিতর দিয়াই জগতে অভ্যুদিত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার জীবনেরও কোন না কোন উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকিবে। সৃষ্ট বস্তু যেমন সাধারণ অসাধারণ দুই প্রকার আছে, তেমনি তাহার উদ্দেশ্যও সাধারণ অসাধারণ দুই প্রকার। সাধারণ বস্তুর সাধারণ উদ্দেশ্য, অসাধারণ বস্তুর অসাধারণ উদ্দেশ্য। সৃষ্টবস্তু নিচয়ের মধ্যে গৌতম একটি অসাধারণ বস্তু, সুতরাং তাঁহার জীবনের বা জন্মের উদ্দেশ্যও অসাধারণ হইবে, তৎপক্ষে আর সন্দেহ নাই। কেন না উদ্দেশ্য বা গুণ অনুসারেই বস্তুর মূল্য বা গৌরব। বস্তুর কোন গৌরব নাই মূল্য ও নাই তাহার গুণের বা উদ্দেশ্যেরই গৌরব। এ কথা সকলেই জানে যে গুণের জন্যই বস্তুর আদর, গুণ ব্যতীত বস্তু আর বস্তু নহে। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে বস্তুর সৃষ্টি হয় সেই উদ্দেশ্যের গৌরব অনুসারে বস্তু মহিমান্বিত হইয়া থাকে। গৌতম কি উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বা প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য কি ছিল, অদ্যকার এই প্রস্তাবে তাহারই আলোচনা করা যাইবে।

কোন উৎকৃষ্ট শিল্প নৈপুণ্য দর্শন করিলে যেমন তাহার রচয়িতা বা শিল্পীর কথা মনে পড়ে এবং প্রশংসা করিতে ইচ্ছা যায়, গৌতমের জীবনের শিল্পচাতুর্য্য দর্শন করিলে ও সেই রূপ এক মহান শিল্পীর কথা মনে উদিত হয়। মনে হয়, গৌতম স্বাধীন কি পরাধীন ছিলেন, ইহা জিজ্ঞাসা করি। গৌতম রাজপুত্র, গৃহস্থাশ্রমী, গৌতম পুত্রদারাদি পরিবার পরিবৃত হইয়াও সংন্যাসী হইলেন কেন? এত সুখ এত ভোগ ঐশ্বর্য্য, এত প্রভুত্ব প্রভুত্ব ও মান মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিলেন কেন? পিতা, মাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, প্রজা, অমাত্য প্রভৃতির আশ্রিতদিগের মমতা পরিত্যাগ করিলেন কেন একথা জিজ্ঞাসা করি। যদি গৌতম স্বাধীন হইতেন, এ সকল কখন পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। তাঁহার জীবনের অবস্থা দর্শনে বোধ হয় তিনি যেন অচেতন পুত্তলিকা ছিলেন, কে যেন তাঁহাকে সূত্রবদ্ধ করিয়া টানিত, তিনি সেই টানে পড়িয়া চলিতেন, নিজে বিচার করিয়া চলিতে পারিতেন না। কেন না এ সংসারে গৌতমের ন্যায় উপস্থিত সুখের জন্য বিসর্জ্জন করিতে আর এক জনকেও দেখা যায় না। যদি এ সকল ত্যাজ্য বস্তু, নিশ্চয় পরিত্যাগ করিতেই হইবে, ইহা পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থাপিত ছিল, তবে গৌতম রাজপুত্র, রাজ্যেশ্বর, অতুল্য বিভবশালী হইলেন কেন? তবে আর বিবাহ করিয়া দাম্পত্য প্রেম স্থাপন ও পুত্রোৎপাদন করিলেন কেন? এবং সেই পুত্র দারাদি সমুদয় পরিবারকেই বা আবার ভোগসুখে বঞ্চিত করিয়া ভিক্ষান্নভোজী দরিদ্র সাজাইলেন কেন; কেন এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? যিনি এ সকল কার্য্যের কর্ত্তা তিনি ভিন্ন অন্যের কি সাধ্য আছে, এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে?

যদি এই সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় চারিদিকে সহস্র সহস্র নর নারী কেবল ভোগসুখে প্রমত্ত হইয়া রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অভিভূত হইয়া নানাপ্রকার অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে—অপিচ এই সকল নির্য্যাতনের ভিতরে এক অনির্ব্বচনীয় ক্রিয়াশীলতা উদ্যমশীলতা (অভিভূতভাবে) স্ফূর্ত্তি পাইতেছে ইহাও বুঝিতে পারা যায়। সেই ক্রিয়াশীলতা উদ্যমশীলতা ঐ সকল রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র, জরা, মৃত্যুর প্রতিকূলে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। কিসে মৃত্যু মরিবে, কিসে রোগ শোক জরা প্রভৃতি চলিয়া যাইবে, কিসে চিরসেব্য অমৃত লাভ হইবে মনুষ্য সেই দুঃখের ভিতরেও মোহগ্রস্ত অবস্থায় থাকিয়াও যেন কিছু কিছু চেষ্টা করিতে চাহে—ইহা বুঝিতে পারা যায়। মনুষ্য এই রোগ শোকে মুহ্যমান থাকিয়া মরিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, তাহারা অমৃতের পুত্র কন্যা, অমৃতের অধিকারী হইয়াও যেন শাপগ্রস্ত হইয়াই ক্লেশ ভোগ করিতেছে ইহা যেন তাহারা কিছু কিছু বোঝে। এই সকল লোক যেন অন্ধ হইয়া, পথহারা হইয়া আছে, পথ পাইলেই যেন ইহারা গম্যপ্রদেশে চলিয়া যাইতে পারে—সুতরাং একটা পথপ্রদর্শক আলোকের প্রয়োজন, আলস্যের বিরুদ্ধে একটা তেজ বা তীব্রতার প্রয়োজন এবং ক্রটি ও অভাবের বিরুদ্ধে একটা শক্তির প্রয়োজন। ইহারা গম্যপথ চিনিয়া লইতে পারে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারে এমত একটা উপায় হওয়া যেন আবশ্যক বলিয়া তাহাদের বোধ হইতেছিল। কিন্তু আপনারা অসক্ত দুর্ব্বল বলিয়া যেন কোন বলের প্রতি কাতরচিত্তে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, যখন এইরূপ আবশ্যক বোধ হইল তখনই গৌতমের অভ্যুদয় হইল। গৌতম এই আপদসঙ্কুল সমুদ্র পথের যাত্রীদিগের অভয় জ্ঞাপনার্থ এক আলোক স্তম্ভরূপে সংসারী জীবদিগের সম্মুখে অভ্যুদিত হইলেন।

কার্য্যের কর্ত্তা দুই প্রকার, এক স্বয়ং কর্ত্তা, দ্বিতীয় প্রেরিত কর্ত্তা। এক জন নিজের ইচ্ছানুসারে স্বয়ং কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। আর একজন অপরের ইচ্ছানুসারে প্রেরিত ও পরিচালিত হইয়া কার্য্য করে। ইহার প্রথম দৃষ্টান্ত কুম্ভকার। ঘট নির্ম্মাণের উপযোগী করিয়া মৃত্তিকা প্রস্তুত করা, মসৃণ করা, এবং সেই মৃত্তিকা দ্বারা ঘট প্রস্তুত

করা এ সমুদয় কুম্ভকারের আপনার ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে আপনি নির্দ্ধারিত করে। দ্বিতীয় কর্ত্তার দৃষ্টান্ত যেমন পাচক। পাচক তণ্ডুল পাক করিবে, ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবে কি প্রণালীতে, কি প্রকার স্বাদের, তাহার একটিতেও তাহার নিজের কোন রুচি বা ইচ্ছা খাটাইতে পারিবে না, ভোক্তার রুচি ও ইচ্ছানুসারে তাহাকে সমুদায় অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে হইবে।

গৌতম এই পাচকের ন্যায় পরানুবর্ত্তী প্রেরিত কর্ত্তা, সুতরাং প্রেরকের যাহা ইচ্ছা তদনুসারেই তাঁহাকে কার্য্য করা আবশ্যক হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে গৌতম পথহারা অন্ধ লোকদিগের আলোক, অলস অকর্ম্মণ্য লোকদিগের তেজ, এবং অসমর্থদিগের জীবনের শক্তিরূপে আবির্ভূত হইলেন। অন্যান্য লোকের অবস্থা যেরূপ গৌতমেরও তাহাই হইল। অপর সামান্য লোকদিগের ন্যায় গৌতমের পিতা মাতা, আত্মীয় বন্ধু, স্ত্রীপুত্র, দেহ ও দেহজন্য মায়া মমতা রোগ শোক এই সমুদায়ের সম্ভাবনা সহ গৌতম জন্মগ্রহণ করিলেন। কেন এরূপ হইল? অপর লোকেরা এই অবস্থায় মুহ্যমান হইয়া আছে, আর উত্থানশক্তি নাই—গৌতম পৌরুষসহকারে এই সকল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধ দিগে উত্থিত হইবেন এবং দেখাইবেন যে যদিও মানুষ নানাপ্রকার ক্লেশে মুহ্যমান হইয়া আছে, কিন্তু ইচ্ছা করিলে সে ইহার প্রতিকার করিতেও পারে। এই জন্য গৌতম বিশেষ মনুষ্য। সাধারণ মনুষ্য সাধারণ প্রচারক বিশেষ মনুষ্য বিশেষ প্রচারক। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদির সঙ্গে মনুষ্য জীবনের যেরূপ পার্থক্য আছে, সাধারণ মনুষ্যের সঙ্গে আবার বিশেষ মনুষ্যের সেইরূপ পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য কি প্রকার, গৌতম রাজ্য পাইয়াছিলেন তদ্দ্বর তুচ্ছভাবে পরিত্যাগ করিবার জন্য, সাধারণ মনুষ্য রাজ্য পায় ভোগী ঐশ্বর্য্যমত্ত হইবার জন্য। গৌতম স্ত্রী পুত্র পরিবার পাইয়াছিলেন ঐহিক নহে, কিন্তু পারত্রিক কল্যাণসাধনের জন্য, গৌতম মান মর্য্যাদা, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি আপন জীবনের প্রত্যেক উপাদান দ্বারা সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা এক একটি স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিবার জন্যই এ সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহার জন্য পাইয়াছিলেন, তাহাই করিয়াছেন। এই সকল পরিত্যাগ করিয়া করিলেন কি? অবলম্বন করিলেন কি? গৌতম দেখাইলেন "এ সকল অসত্য, নশ্বর, অচিরস্থায়ী মরীচিকাবৎ কেবল দুঃখের আকর।" কিন্তু সত্য নিত্য চিরস্থায়ী, কেবলমাত্র নির্ব্বিকল্প সুখের আকর এমন এক বস্তু আছে, তাহা অবলম্বন করিতে পারিলে আর দুঃখ পাইতে হয় না, সে বস্তু দেখাইলেন কৈ? সত্য বস্তু নিত্য বস্তু না পাইলে, না দেখিলে পাইবার আশা না পাইলে, অসত্য বস্তু পরিত্যাগ করিবে কেন, পরিত্যাগ করিতে পারিবে কেন? তাহা কি গৌতমের প্রচারের বিষয় ছিল? হাঁ ছিল, সে বস্তু নির্ব্বাণ। তিনি নির্ব্বাণ প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার করিয়াছেন। যাঁহার জীবনের লক্ষ্য নির্ব্বাণ প্রচার, তাঁহার চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্জলিত হওয়া চাই, নতুবা নির্ব্বাণ করিবেন কি? এই জন্য রাজ্যভোগের অগ্নি—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদির অগ্নি, বিদ্যাভিমান, অহঙ্কার, মানমর্য্যাদা প্রভৃতির মহাগ্নি তাঁহার চতুর্দ্দিকে প্রজ্জলিত হইয়াছিল। গৌতম এক মহাশক্তি, মহাতেজ, মহা আলোকের প্রভাবে সমুদয় অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া মানুষ অমর ও নিরাপদ হইতে পারে তাহা দেখাইয়া দিলেন।

নির্ব্বাণ হইলে মরণধর্ম্মা মনুষ্য অমর হয় কিরূপে? অগ্নি জ্বলিত থাকিলে তাহার জ্বালা হয়, জ্বালার অর্থ দুঃখ। নির্ব্বাণ হইলে সেই জ্বালা নিবারিত হইল, দুঃখ বাধা দূর হইল মানিলাম। তাহাতে মৃত্যুভয় ঘুচিল কিসে? তাই শুনিবে? শোন। জ্বালাতে দুঃখ হয়, দুঃখেই মৃত্যু, দুঃখ দূর হইলেই মৃত্যু নিবারিত হইল।

ভাল তাহা হউক, যাহা বলা হইল এত একটা অবস্থা। এ ত কোন বস্তু নহে। বস্তু না পাইলে নিত্যত্ব সত্যত্ব কিসের? কিসের তাই বলিতেছি—পৃথিবীর সাধারণ লোকের চক্ষুর দোষ আছে; এই জন্য তাহারা বস্তু দেখিতে পায় না কি অবস্থাতেই দেখিতে পায়। এ নিমিত্ত গৌতম বস্তুর নাম করিলেন না, যাহা লোকে দেখে না, বোঝে না, যাহার ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না, গৌতম তাহার নামও করিলেন না। পৃথিবী দুঃখে পাপে পুড়িতেছে,—জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছে, ইহার উপশম বুঝিতে পারিবে। যাতনা ছিল এখন নাই, ইহা বোঝা অতি সহজ। এই সহজ পথ ধরিয়া নির্ব্বাণ পথের নিকটে এলেই বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। গৌতম জানিতেন, নির্ব্বাণ ও যা মুক্তি ও তা, তিনি জানিতেন নির্ব্বাণ ও যা ঈশ্বর প্রাপ্তি ও তা। তিনি জানিতেন নির্ব্বাণ ব্যতীত কেহ তাঁহাকে বুঝিতে ও ধরিয়া রাখিতে পারিবে না কিন্তু নির্ব্বাণ পাইলে তাহাকে আর যত্ন করিয়া বুঝাইতে হইবে না যে আপনি বস্তু কি, ধন কি, সম্পৎ কি, লক্ষ্য কি, বল কি, সৌন্দর্য্য কি, আরাম কি, সুখ কি, সমুদয় বুঝিবে এই জন্য বলা হইয়াছে যে গৌতম কেবল নির্ব্বাণ প্রচার করিতেই আসিয়াছিলেন তাহাই করিলেন।

সংবাদ।

ভাই বলদেব নারায়ণ গয়ায় কিয়ৎকাল অবস্থানান্তর জাহানাবাদ দানাপুর ও খগোলে বক্তৃতাদি দ্বারা প্রচার করিয়া আরাতে উপস্থিত হইয়াছেন।

ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া কাঁথির নিকটবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও তমলুক প্রদেশে সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়া বেড়াইতেছেন।

রংপুরের উৎসবান্তে ভাই গৌরগোবিন্দ রায় ভাই রামচন্দ্র সিংহ ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র কাকিনিয়ায় যান। কাকিনার ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তথায় যাইবার জন্য তাঁহারা বিশেষ অনুরোধ পত্র প্রাপ্ত হন। উক্ত সমাজবিধান বিরোধী নয় উদার মতাবলম্বী ও বিধানজিজ্ঞাসু অনুরোধ পত্রে এই ভাব প্রকাশ পাওয়াতে এবং তাঁহাদের দ্বারা আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদিত হইবে এরূপ জ্ঞাপন করাতে তাঁহারা সেই উৎসবে যাইয়া যোগ দিয়াছিলেন। উক্ত উৎসবের বিশেষ বৃত্তান্ত প্রাপ্ত পত্রে পাঠকগণ অবগত হইবেন।

ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার এইক্ষণ শিমলা পাহাড়ে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি বম্বে হইতে সিমলা গিয়াছেন। বম্বেতে উৎসাহ পূর্ণ বক্তৃতাদি হইয়াছিল।

গৃহস্থ প্রচারক ভাই নগেন্দ্র নাথ মিত্র ইংরেজি ও বাঙ্গলায় বক্তৃতাদি করিয়া নানা স্থানে নববিধান তত্ত্ব প্রচার

করিতেছেন। সম্প্রতি কলিকাতাস্থ অলবার্ট হলে ও শিবপুরে তিনি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন।

আর্য্যনারী সমাজের অন্তর্গত কতিপয় মহিলা নববর্ষের আরম্ভে চিত্তশুদ্ধি ও পুণ্যবৃদ্ধির জন্য নবসংহিতা বিহিত বিশেষ বিশেষব্রত সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নির্দিষ্ট দিবস সকলে তাঁহারা যথানিয়মে ব্রতবিধি পালন করিয়া গত কল্য তাহার উদ্‌যাপন করিয়াছেন, তদুপলক্ষে তাঁহারা নিষ্ঠা পূর্ব্বক ভক্তসেবা করিয়াছেন।

উপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংস্কৃত গদ্য পদ্যে সম্পাদিত শ্রুত প্রকাশের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে নব সংহিতা, জীবনবেদ, ব্রহ্মগীতোপনিষদ অর্থাৎ কুটীরে যোগ ভক্তি শিক্ষার্থীর প্রতি উপদেশে সংস্কৃতানুবাদ এবং দৃষ্টান্ত সর্ব্বস্ব নামক ব্যাকরণ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

গত বুধবার রাত্রিতে শিমুলিয়া পল্লীস্থ কঙ্কড় যন্ত্রালয়ে কয়েকজন উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবা প্রেরিত বর্গ ও কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় সঙ্কীর্ত্তন ও ভক্তিবিষয়ে উপদেশ ও প্রার্থনা হইয়াছিল। পরে যুবক বন্ধুগণ নানাবিধ সুপক্ক ফল ও লুচি সন্দেশাদি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন।

আগামী বুধবার হইতে প্রতি বুধবার সন্ধ্যাকালে নব নাট মন্দিরে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে।

বিধানাশ্রিত কলিকাতাস্থ প্রচারক পরিবারদিগের ভরণপোষণ জন্য ১৮৮৬ সালের এপ্রেল মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়।

মাসিক দান	...	৭৮৲
শান্তি সভা	..	৩৪৲
ভিক্টোরিয়া কলেজ	...	১৭৸১০
আনুষ্ঠানিক ও এককালীন দান	...	৬৮৲
বস্ত্রের জন্য দান	...	১০০৲
পাথেয়	...	৪০৲
		৩৩৭৸১০

ব্যয়।

চাউল, কয়লা, বাজার, দুগ্ধ প্রভৃতি	...	১০৪৷৷১৫
রোগীদিগের ঔষধ ও পথ্য জন্য বিশেষ	...	১২৸০
ভাই প্যারিমোহন চৌধুরীর মাতা	...	৩৲
ধোপা, ব্রাহ্মণী ও একজন কর্ম্মচারির বেতন	...	১০।০
বস্ত্র খরিদ	...	১০৫।০
মন্দিরে যাতায়াতে গাড়ি, পাল্কি	...	৩৷৷৶০
ভাই কেদারনাথের বাড়ী ভাড়া	...	১০৲
পাথেয় হিসাব	...	৪০৷৷৶০
বিনামা	...	১৲
		২৯১৻১৫
গত মাসের অতিরিক্ত ব্যয় শোধ	...	২৭৻৫
		৩১৮৴০
হস্তে স্থিতি	...	১৯৷৷৶১০
		৩৩৭৸১০

মাসিক দান।

মহারাজা কুচবিহার	...	৪০৲
মহারাণী ঐ	...	২০৲
শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু রংপুর	...	২৷৷০
ঐ ভূষণচন্দ্র কর্ম্মকার নওয়াখালী	...	১৲
শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী	...	৪৲
তেজপুর ব্রাহ্মসমাজ	...	২৷৷০
শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় পুনা	...	২৲
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	১৲
" " যাদবচন্দ্র রায়	...	১৲
" " শ্রীশচন্দ্র দাস রংপুর	...	২৲
" " অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল মোকামা	...	২৲
৩ জন বন্ধু	...	১৲
		৭৮৲

আনুষ্ঠানিক ও এককালীন দান।

মহারাণী কুচবিহার	...	৪০৲
শ্রীযুক্ত কালীশংকর দাস	...	১০৲
" ভগবান চন্দ্র চৌধুরী, মুরাদনগর	...	৫৲
" কে, এন, দুয়াল সোলাপুর	...	৫৲
" লালা মহেশ চাঁদ, চক্রতা পাহাড়	..	৩৲
" মতিলাল ঘোষ, ছাপরা	...	৫৲
		৬৮৲

বিশেষ ভিক্ষা।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ চন্দ্র দাস মণ্ডল [illegible] আনুমানিক মূল্য	...	১০০৲
		১০০৲

পাথেয়।

শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী, কাকিনা		৪০৲
		৪০৲

বিজ্ঞাপন।

রবিবার ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৮০৮ শক বেলা ৪ ঘটিকার সময় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসক মণ্ডলীর সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে।

"যে ১৭ ই মাঘ ১৮০৬ শক শ্রীদরবারে এবং ১৮ ই মাঘ ১৮০৬ শক উপাসক মণ্ডলীর সভায়, মন্দিরের ট্রষ্টি নিযুক্ত করা সম্বন্ধে যাহা নির্দ্ধারণ হইয়াছে সেই অনুসারে ট্রষ্টি নিয়োগ বিষয়ক প্রয়োজনীয় বিষয় সকল মিমাংসিত হয় ইহা বাঞ্ছনীয়।"

সমগ্র উপাসক মণ্ডলীকে উক্ত সভায় উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির } শ্রীরামেশ্বর দাস
৩০শে বৈশাখ ১৮০৮ শক } সহকারী সম্পাদক।

☞ এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকুলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারামুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২১ ভাগ। ১০ সংখ্যা। | ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৮০৮ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে দীনবন্ধু হরি, তুমি সঙ্কল্প করিয়াছ, এবার তোমার বিধান মাহাত্ম্য পৃথিবীকে দেখাইবে। হে সত্যসঙ্কল্প, তোমার সঙ্কল্প কখন অপূর্ণ থাকিতে পারে না। যদি আমরা তোমার সঙ্কল্প সাধনে প্রতিবন্ধক হই, তুমি আমাদের মুখাপেক্ষা করিবে না। তোমার কার্য্যক্ষেত্রে অন্য লোকদিগকে ডাকিয়া আনিবে, এবং তাহাদিগের দ্বারা তোমার বিধানের গৌরব সংস্থাপন করিবে। মনুষ্যের সাধ্য কি তোমার কার্য্যের প্রতিরোধ করে। এবার তুমি বিধানের চক্র যে প্রকার বেগে ঘুরাইতে আরম্ভ করিয়াছ, তাহাতে ইহার সম্মুখে যে কোন বাধা বিপত্তি দাঁড়াইতে পারিবে, ইহা মনে করিতে পারি না। প্রখর স্রোতের মুখ শিলাখণ্ড দ্বারা অবরুদ্ধ করিতে যত্ন করিলে, সে যত্ন যেমন বিফল হইয়া যায়, তোমার বিধানস্রোত অবরোধ করাও এখন তেমনই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আমরা শিলাখণ্ডের ন্যায় অবরুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে যদি সে স্রোতের মুখে পড়ি, তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যাইব, তাহার স্থিরতা নাই। তাই হে প্রভো, তব পাদপদ্মে প্রণত হইয়া আমরা প্রার্থনা করি, আমরা যেন সভয়ে তোমার অনুসরণ করি, তুমি আমাদিগকে ডাকিয়াছ বলিয়া আমাদিগের মুখাপেক্ষা করিবে, ইহা মনে করিয়া যেন নিশ্চিন্ত না থাকি। তোমার প্রতি অবাধ্যতা যে কোন আকারের হউক, আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিবে, তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না বলিয়া আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে অপসারিত করিবে। তোমার নব বিধানে চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভের জন্য যত্ন করিতে হইবে, এবং তাদৃশ লোকই তোমার প্রয়োজন। আমরা যদি সেরূপ না হই, তুমি কেন আমাদিগের মুখাপেক্ষা করিবে। হে দেবাদিদেব ভগবান্, আমরা যেন সর্ব্বদা ত্রস্ত থাকিয়া তোমার অনুসরণ করি, এবং সর্ব্বদা ইহা মনে রাখি যে তোমার ইচ্ছামত আমাদিগের জীবন না হইলে আমাদের দ্বারা তোমার কার্য্য সাধিত হইবে না, অন্য লোকে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া কৃতার্থ হইবে। সর্ব্বদা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করাই যেন আমাদিগের জীবনের সর্ব্বোচ্চ অভিলাষ হয়, এই তব চরণে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা।

সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ।

আমরা যখন ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া হিন্দুসমাজের সঙ্গে প্রথম সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই, তখন

আমাদের গুরুজন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে বহু সম্প্রদায় আছে, তোমরা একটী সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়াইলে লাভের মধ্যে এই লাভ দেখিতেছি।" আমরা তখন এ কথার গুরুত্ব ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারি নাই, এখন দেখিতেছি, ইহার মধ্যে অতিগুরুতর উপদেশ বিনিহিত রহিয়াছে। পৃথিবী সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শত শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, সমুদায় খণ্ডকে এক সূত্রে বদ্ধ করিবার জন্য ভগবানের এবার বিচিত্র লীলা, ইহাতে যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, আমরা যে তৎপ্রতি শাসনদণ্ড উত্তোলন করিব না, ইহা কখনই হইতে পারে না। সময় আসিয়াছে যে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে যে সাম্প্রদায়িকত্ব সমুপস্থিত তাহা খণ্ডন করিতে হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা নিবারণ জন্য আমাদিগের বিধান সর্ব্বপ্রথম হইতে যত্ন করিয়া আসিয়াছে। কলিকাতা সমাজের সহিত প্রথম বিরোধ এই জন্যই হইয়াছিল। আমাদিগের বিধান নিত্যোন্নতির প্রতি চির উন্মুখ। যে দিন কেহ বলিবে আর অগ্রসর হইতে পারি না, তাহার সহিত বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। যে সমাজ আর উন্নত না হইয়া একই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিবে বলিল, সেই সমাজ একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। সম্প্রদায় উন্নতির বিরোধী, সে নূতন আগম কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। স্বর্গ হইতে নিত্য নূতন আলোক আসিতেছে, সাম্প্রদায়িকতার আবরণে আবৃত চক্ষু বিশিষ্ট লোক সকল সে আলোক দেখিতে পায় না, দেখাইতে চাহিলেও দেখিতে চায় না। যেখানেই এই দশা ঘটিয়াছে, চিরোন্নতিশীল বিধানকে তাহা হইতে পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। কেন না এ বিধান সাম্প্রদায়িকতার সীমা মধ্যে কখন আপনাকে বদ্ধ রাখিতে পারে না।

আমাদিগের বিধানের ভূমি অতি প্রশস্ত। ইহা মহাত্মা রাজা রামমোহন হইতে আরব্ধ হইয়া বর্ত্তমান সময়ে আসিয়া সমুপস্থিত। পৃথিবীর স্তর সমুদায় যেমন উহার ক্রমিকোন্নতির লক্ষণ দেখায়, তেমনি ইহার উন্নতি মধ্যে যে সকল বিভাগ স্তরীভূত হইয়া গিয়াছে আর উন্নতির চিহ্ন প্রদর্শন করে না, তাহারা স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং যেখানে দাঁড়াইয়াছে সেখানেই উহার পূর্ব্বভাব প্রদর্শন জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে, আর অগ্রসর হয় নাই। এক দল কেবল বেদ বেদান্তবাদী, এক দল কেবল হিন্দু সীমা মধ্যে আবদ্ধ, আর এক দল সে সীমা অতিক্রম করিয়া বাহ্যোন্নতির পক্ষপাতিরূপে কেবল শুষ্ক জ্ঞানে রুদ্ধগতি। বিধানের পশ্চাতে অবস্থিত এই ত্রিবিধ পরিত্যক্ত ভূমি উহার ক্রমিকোন্নতির লক্ষণ প্রদর্শন করে, কিন্তু স্বয়ং বিধান তন্মধ্যে কখন অবরুদ্ধ নহে। ইহার কোন একটির মধ্যে অবরুদ্ধ হইলেই সাম্প্রদায়িকতা আসিল, এবং এই সাম্প্রদায়িকতাতেই বিধানের মৃত্যু। আমাদিগের বিধান সর্ব্বতোভাবে এই মৃত্যু অতিক্রম করিয়া আসিতেছেন এবং চিরকাল উহা অতিক্রম করিবেন।

এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম বেদান্ত নিচয়ের অপৌরুষেয়তার উপরে সংস্থাপিত ছিল। বেদান্তমূলক ব্রাহ্মধর্ম্ম এখন আর্য্যসমাজমধ্যে গিয়া উপস্থিত। এই আর্য্যসমাজ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম অভ্যুদয় অবস্থা নিকটে প্রদর্শন করিতেছে। হিন্দুসীমামধ্যে থাকিয়া, কলিকাতা সমাজ যদিও পূর্ণতর উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত, তথাপি যে, ইহা চির দিন ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় প্রস্থান প্রদর্শন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক ব্রহ্মর্ষি প্রধানাচার্য্য মহাশয় চির অমর হইয়া এই প্রস্থানের চির নিদর্শন হইয়া থাকিবেন, ইহা কাহার সাধ্য অস্বীকার করে। তৃতীয় প্রস্থানে উচ্চতার অপগম অনেক দিন হইল হইয়াছে, এখন যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে

পশ্চাদ্গতি দ্রুতপদে সমুপস্থিত, আমরা এইমাত্র নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। এই ত্রিবিধ সাম্প্রদায়িকতা পশ্চাতে ফেলিয়া নব বিধান চির উন্নতির পথে ধাবিত।

আমরা নব বিধানের উর্দ্ধগতির কথা বলিবার জন্য এবার এ প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। ইহার যে সাম্প্রদায়িকতা উচ্ছেদ করিবার সামর্থ্য তাহারই উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। নব বিধান পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের ত্রিবিধাবস্থার সহিত কখন সমভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে পারেন না, ইহা হইলে তাঁহার অসাম্প্রদায়িক ভাব সর্ব্বথা তিরোহিত হইয়া যায়। ভ্রূণাবস্থার অপরিস্ফুট ভাবে অবস্থিত যন্ত্রকে বর্দ্ধনশীল দেহ কখন আপনার ক্রিয়ার জন্য স্বীকার করে না, আমরাও পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অবরুদ্ধ গতি যন্ত্রকে আমাদিগের বিধানের চিরগতিশীল শক্তিপ্রকাশের স্থল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। অন্যান্য অবরুদ্ধগতি সম্প্রদায়ের যে অবস্থা, উহাদিগেরও সেই অবস্থা। ইহারা যখন আর নূতন আলোক ও জীবন গ্রহণ করিল না, তখন নিত্য নূতনত্বসূচক নববিধান সমাগত হইয়া নিত্যোন্নতির ব্যাপার জগতে প্রকাশ করিলেন। আমরা নববিধানবাদী, অতএব পক্ষপাতী হইয়া এ কথা বলিতেছি, কেহ যেন এ কথা মনে না করেন। নব বিধান, যে [illegible] সংস্থাপিত উহাই উহার নিত্য নবীনত্ব [illegible] জগতের নিকটে বলিতেছে। তুমি আমি [illegible] ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ [illegible] [illegible] হই, স্তরীভূত তিনটির একটির মধ্যে [illegible] নিপতিত হইবে কিন্তু তাহা বলিয়া নববিধানের কিছুই ক্ষতি হইবে না। ইনি বলিতেছেন, ঈশ্বরকে অহর্নিশ দর্শন কর, তাঁহার কথা শুনিয়া চল, লোকের কথায় কর্ণপাত করিও না, তুমি আর ঈশ্বর ইহার মধ্যে যেন কোন ব্যবধান না আইসে, আদেশে প্রত্যাদেশে জীবিত থাক, বুদ্ধির কুমন্ত্রণা শ্রবণ করিও না, ঈশ্বর তোমাকে নিত্য নব ভাবে উজ্জীবিত করিবেন, নিত্য নব লীলা দেখাইবেন, তাঁহার হাতে সমুদায় রাখিয়া দাও, কিছু আপনার বলিয়া রাখিও না। যিনি এই কথা বলিতেছেন, তিনি কোন কালে সাম্প্রদায়িকতার সীমা মধ্যে অবরুদ্ধ হইতে পারেন না, কেন না ঈশ্বর সাধককে এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেন না, তিনি কেবলই ঊর্দ্ধ দিকে টানিতেছেন। তাই আমরা বলিতেছি, সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িক মৃত ভাবের উচ্ছেদ করিয়া বিধানবাদিগণ অগ্রসর হইতে থাকুন, তাঁহাদিগের জীবনে বিধানপতি নিত্যলীলা অবিচ্ছেদলীলা প্রদর্শন করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিবেন।

এ কাল কি প্রত্যাদেশের নহে ?

স্বর্গ হইতে যখন বিধান সমাগত হয়, তখন জীবন্ত প্রত্যাদেশের কাল। এই জীবন্ত প্রত্যাদেশের কাল যতই ভূতকালের অন্তর্ভূত হইতে থাকে, ততই বিধানের উষ্ণতার অপগম হয়. সংসারের শীতল বায়ু বিধানের লোকদিগের উপরে বহিতে থাকে, অসমসাহসিকতা, উদ্যম নির্ভর প্রভৃতি চলিয়া যায়, সাংসারিক গণনার ফলাফল চিন্তা ইত্যাদি আসিয়া সাধকগণকে অধিকার করে। এ সময় প্রত্যাদেশের সময় কি না লক্ষণ দ্বারা তাহা সকলের প্রত্যক্ষ বিষয় হইবে, আমাদের তৎসম্বন্ধে বাক্যব্যয় বিফল। তবে এ প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন এই যে, সময়ের গতি অবলোকন করিয়া, সেই সকল উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন যাহাতে ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধে প্রত্যাদেশের দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া না যায়। কেহ কেহ বলিবেন, কালের গতি অবরোধ করিতে পারে কাহার সামর্থ্য আছে ? লিখিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিলে কি হইবে ? যাহা হইবার তাহা হইবেই হইবে, তৎসম্বন্ধে আর বৃথা উদ্যম প্রয়ো-

জন কি ? যদি আমরা একান্ত কালের অধীন হইতাম, কালের পরিবর্ত্তনে যদি আমাদিগের সামর্থ্য না থাকিত, কালের কুটিলগতি যদি মনুষ্যগণের আচরণবর্ত্তিত না হইত, আমরা আপত্তিকারিগণের আপত্তিতে নিরুত্তর হইতাম। আমরা ঈদৃশ নিরাশার বাক্যে কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত নহি। যদি আমাদিগের দোষে কালের গতি ফিরিয়া থাকে, আমাদিগেরই যত্নে উহার গতি পুনর্ব্বার ফিরিবে সন্দেহ নাই।

আমাদিগের দোষে প্রত্যাদেশের আগম মন্দীভূত হইয়াছে, সুতরাং প্রেরিতত্বের কালের অপগমের সময় উপস্থিত, ইহা আমরা যে প্রমাণ বলে স্বীকার করিয়া লইয়াছি, সেই প্রমাণবলে সংশোধনেরও দ্বার প্রশস্ত রহিয়াছে, প্রদর্শন করিয়াছি। আমরা এত দূর বলিতে প্রস্তুত যদি আমরা সংশোধন না করি, আমাদিগের স্থান অপরে অধিকার করিবে, তথাপি প্রত্যাদেশের যে দ্বার আমাদিগের বিধানে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহা কখন অবরুদ্ধ হইবে না। সাধক, প্রচারক, প্রেরিত ইহাঁদিগের শ্রেণী প্রবাহ প্রবহমাণরূপে স্থিতি করিবে। নব বিধানের এই বিশেষ লক্ষণ, ইহা না থাকিলে নব বিধান অর্থ শূন্য হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎযোগ কাটিয়া দাও, আর নব বিধান রহিল না। যেখানে সাক্ষাৎ যোগ, সেখানে সাধকত্ব, প্রচারকত্ব, প্রেরিতত্ব, অবশ্যম্ভাবী।

আমরা যাহা বলিলাম তাহা প্রসঙ্গক্রমে। এ কাল কি প্রত্যাদেশের নহে, আমাদিগকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইতেছে। এই প্রশ্নের উত্তর স্থলে আর একটি প্রশ্ন সহজে উপস্থিত হইতেছে, এ কাল কি নব বিধানের নহে ? যদি নব বিধানের হয়, তবে এ কাল প্রত্যাদেশের কাল তাহাতে আর সন্দেহ কি ? নব বিধান ও প্রত্যাদেশ এ দুইয়ের যুগপৎ স্থিতি। একের অভাবে অপরের তিরোধান সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। নববিধান যদি অন্যান্য বিধানের ন্যায় একটি ভাব প্রদান করিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করিতেন, নিত্য নব, ভাব সাধককে অর্পণ করা যদি ইহাঁর লক্ষ্য না হইত, তাহা হইলে প্রত্যাদেশের আগম অবরুদ্ধ হইত তাহাতে আর সন্দেহ কি ? নব বিধান মানিব অথচ প্রত্যাদেশের আগম মানিব না ; প্রত্যাদেশের আগম থাকিবে, অথচ প্রেরিতত্বাদি থাকিবে না, ইহা অসম্ভব। আমাদিগের অপরাধে বিধানের মন্দগতি হওয়া সম্ভবাতীত নহে, কিন্তু একেবারে উহার তিরোধান হয় নাই, হইবে না। মন্দগতি এবং দ্রুতগতি পূর্ব্বাপর হইয়া আসিয়াছে, এখনও হইবে, তাহা বলিয়া 'তিরোধান' শব্দ আমরা কোন কালে প্রয়োগ করিতে পারি না। মানিলাম এখন মন্দগতি, কিন্তু কি হইলে পুনরায় বিধানের দ্রুতগতির সম্ভাবনা তাহা আলোচ্য।

আমাদিগের দৃষ্টিতে এমন কোন বর্ষ যায় নাই, যাহাতে আমরা বিধানশক্তির ক্রিয়া স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি নাই। যে সময়ে উহা সাধারণ চক্ষুর অগোচর ছিল, সে সময়ে আমাদিগের নিকটে উহা কিরূপ ভাবে অবস্থিত ছিল ইহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু এ স্থলে এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে উহার গতি মন্দ, এ জন্য সর্ব্বত্র সকলের কর্ত্তৃক উহা সুস্পষ্ট অনুভূত হয় নাই। গত দুই বৎসর গূঢ় ভাবে উহার ক্রিয়া চলিতেছিল, এ বৎসর আর সেপ নহে। এরূই সময়ে যদি আমরা আমাদিগের দোষ শোধনের জন্য অগ্রসর হই, সহজে আমরা আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে সক্ষম হইব।

আমাদিগের দোষ শোধনের জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন আত্মত্যাগ। এ আত্মত্যাগের বিষয় আমরা অনেক সময়ে বলিয়াছি, কিন্তু সময়ের উপযোগী আত্মত্যাগ বলিবার জন্য আবার আমাদিগকে উহার পুনরুল্লেখ করিতে হইতেছে। বিধানপতি ঈশ্বর আমাদিগের সম্বন্ধে

কি চান তাহা যোগচক্ষুতে অবলোকন করিয়া স্বাভিলাষের বিরোধে তদনুসরণ আত্মত্যাগ। এই আত্মত্যাগ ভিন্ন এ সময়ে আর দ্বিতীয় উপায় নাই, যদ্দ্বারা আমাদিগের কৃতাপরাধের নিষ্ক্রয় হইতে পারে।

যোগচক্ষুতে অবলোকন বলাতে আমরা দ্বিতীয় উপায়ের প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। ঈশ্বর আমার সম্বন্ধে কি চান আমি কি প্রকারে জানিব। আমার বুদ্ধি আমাকে উহা বলিয়া দিতে পারে না, আমার কোন প্রকার যত্নে উহার আবিষ্কার হইবার সম্ভাবনা নাই। যোগ ভিন্ন, ঈশ্বর সহ আত্মার ঐক্য ভিন্ন, তিনি কি চান আমি কি প্রকারে বুঝিব? সুতরাং তাঁহার সহিত যোগসমাধান আমার একান্ত প্রয়োজন হইতেছে। যোগ সর্ব্বাপেক্ষা দুরধিগম্য, তাহা বিনা যদি যথার্থ আত্মত্যাগ সম্ভবনা হইল, তাহা হইলে উপায় আমাদিগের হস্তগত হইল না, লক্ষ্যসিদ্ধিও হইল না। আমরা এই যোগকে যোগের প্রারম্ভিক সোপানে আবদ্ধ করিয়া সহজ করিতে চাই। অন্তরে বিবেকবাণী এবং বাহিরে ঘটনোপস্থিত নিদেশ এ দুইয়ের অনুসরণ যোগের প্রথমাবস্থা। এ দুইয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, এবং ঈশ্বর কি চান আমরা বুঝিতে পারি। তিনি যাহা চান তদ্ভিন্ন অন্য কিছু অভিলাষের বিষয় না রাখা যথার্থ আত্মত্যাগ।

বিবেকবাণী শ্রবণ এবং ঘটনোপস্থিত নিদেশ অনুসরণ বৈরাগ্য ভিন্ন হয় না। যাহার নিজের জীবন, পরিবার ও বন্ধুবর্গে আসক্তি আছে সে বাণী বা নিদেশ কিছুই অনুবর্ত্তন করিতে পারে না। তাহার নিকটে উহা এরূপ বিপজ্জনক বলিয়া মনে হয় যে সে নিজের জীবনের প্রতি আসক্তির জন্য অথবা পরীবার বন্ধুবর্গের প্রতি আসক্তির জন্য ভীত হইয়া পশ্চাদ্গামী হয়। যেখানে বাণী ও নিদেশ অনুসরণে চিত্তে আন্দোলনা উপস্থিত হয়, শ্রবণ ও দর্শন মাত্র তৎক্ষণাৎ কোন কথা না বলিয়া তৎসাধনে প্রবৃত্তি না হয়, সেখানে বাণী ও নিদেশাগম বন্ধ হইয়া যায়। বৈরাগ্য যৎকালে মনুষ্যের মনকে সর্ব্ববন্ধনের অতীত না করে, সে কালে শ্রবণ ও দর্শন এই জন্য যথাযথ সম্পন্ন হয় না।

বৈরাগ্য, যোগ ও আত্মত্যাগ এই তিনটিকে আমরা উপায়রূপে বিন্যস্ত করিলাম। এই তিনের যথোপযুক্ত নিয়োগ ভিন্ন বিধানশক্তির অধীন হওয়ার উপায় নাই। আমরা আশা করি, এই তিনের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি নিপতিত হইবে, এবং এতদ্দ্বারা আমরা কৃতাপরাধ হইতে মুক্তি লাভ করিব। এই কয়েকটি যথার্থ উপায় পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন পার্থিব উপায়ে সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, ইহা জানিয়া যেন আমরা বৈরাগ্য যোগ ও আত্মত্যাগকে নিত্য সম্বল করিতে পারি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

হে বিধানবাদী, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি কোন গুণে স্বর্গের ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিলে, তাঁহার বাণী সাক্ষাৎ ভাবে শ্রবণ করিলে? পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ, যোগী ঋষি মহর্ষিগণ কত কঠোর সাধন করিলেন, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেন, আপনার বলিবার সংসারে কিছু রাখিলেন না, কামাদি রিপুনিচয়কে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে স্ব স্ব বিষয় হইতে সর্ব্বথা প্রত্যাহার করিলেন, তৎপর তাঁহারা দর্শন শ্রবণে অধিকারী হইলেন, তুমি সে সকল কিছু না করিয়া একেবারে দর্শন শ্রবণে অধিকারী হইলে ইহার অর্থ কি? আমাদিগকে কি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে তুমি পূর্ব্বপুরুষগণের তপস্যার ফল, প্রেম ভক্তির ফল, উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে ভোগ করিতে অধিকার পাইয়াছ? কৈ তোমার যোগিগণের যোগ, ভক্তসমূহের অনুরাগ, তপস্বিসকলের তপস্যা কিছুই দেখিতে পাই না, অথচ তোমার জীবনের আরম্ভ দর্শন ও শ্রবণে, এ কথায় বিশ্বাস করিব কি প্রকারে? হে ভ্রাতঃ, তুমি যাহা বলিলে তাহা সকলই সত্য। আমি দেখিতেছি আমার জীবনে যোগ নাই, ভক্তি নাই, জ্ঞান নাই, তপস্যা নাই, এমন কি সাধন ভজনে আমি অনিপুণ, আমি অন্বেষণ করিয়া আমাতে এমন কোন গুণ দেখিতে পাই না, যাহার জন্য বিশ্বজননী

আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া দর্শন শ্রবণে অধিকার অর্পণ করিতে পারেন। অথচ আমি যখন দেখিতেছি, দর্শন শ্রবণ আমার প্রাণ, তদুপরি আমার সমুদায় অধ্যাত্ম জীবন স্থিতি করিতেছে, তখন তাঁহার করুণা ভিন্ন কোন হেতু যুক্তি আমি তোমায় প্রদর্শন করিতে পারিতেছি না। তবে বিনা কারণে কিছু হয় না, ঈশ্বর বিনা হেতুতে কিছু করেন না, ইহা যদি বল, তাহা হইলে এই এক কারণ দেখিতে পাই যে আমি জানি যে আমার যোগ ভক্তি আদি কিছু নাই, ইহাই তাঁহার কৃপাবতরণের কারণ হইতে পারে। কারণ শুনিয়াছি, তিনি দীন দেখিলেই দয়া করিয়া থাকেন। ভ্রাতঃ, যে কারণ বলিলাম তাহা যদি তোমার নিকটে প্রচুর প্রতীত না হয়, আমার নিকটে অন্য কারণ অন্বেষণ করিও না। কিছু নাই যে জানে হরি তাহার সকল হন, জীবনের পরীক্ষায় ইহা জানিয়াছি। জানিবে, ইহাই আমার চির সম্বল।

হে বিধানবাদী, যোগাদি তোমার কিছু নাই, অথচ হরি তোমায় কৃপা করিলেন, এ তাঁহার বৈষম্য বুদ্ধির অগম্য। হউক, দীন বলিয়া তিনি তোমায় কৃপা করিলেন মানিলাম, কিন্তু একটী কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি তাঁহাকে দেখ আর শোন যাই কর, তোমার পাপ তপস্যাদি বিনা যাইবে কি প্রকারে? তুমি সে বিষয়ে কি উপায় স্থির করিয়াছ? ভ্রাতঃ, আমার উপায় শ্রবণ কর। আমার উপায় অতি সরল ও সহজ। মা, আমায় নিগুণ জানিয়া আমার বাড়ীতে পদার্পণ করিলেন, আমায় মধুরবাণী শুনাইলেন। আমি দেখিলাম, আমি অতি অযোগ্য অথচ আমার প্রতি তিনি এত করুণা করিলেন। ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইল, হায় এত করুণা তিনি আমায় কেন করিলেন, অবশ্য আমাকে করুণা দ্বারা ক্রয় করিয়া লইবার জন্য। যদি তিনি আমায় ক্রয় করিতে চান, আমি কেন তবে বিক্রীত হই না। বিক্রীত হইব কি প্রকারে? আমার বাড়ীতে সর্ব্বদা যাহাতে পদার্পণ করিতে পারেন তাহার উপায় অবলম্বন করিলেই আত্মবিক্রয় হইল। এত ভাল বাসেন যিনি, তিনি যা না ভাল বাসেন, তা না করা, সাধন বল ভজন বল তপস্যা বল আমার সব। এই এক উপায় আমার মহৎ উপায়। আমি কেবল নিরন্তর মার নিকটে এই প্রার্থনা করি, যদি জীবনে আর কিছু করিতে না পারি, এই সামান্য উপায়টি যেন আমার জীবনে সিদ্ধ হয়।

• বিধানবাদী, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাতে আমার মনে ত্রমাম্বয়ে সংশয় উপস্থিত হইতেছে। তুমি যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতির সমন্বয়বাদী, অথচ দেখিতেছি তুমি বলিতেছ, তোমাতে এ সকলের কিছুই নাই। বল তবে তুমি নববিধানবাদী হইলে কি প্রকারে? হে ভ্রাতঃ, আমি সমন্বয়বাদী সন্দেহ কি, কিন্তু আমি স্বয়ং সমন্বয়কারী নহি। সমন্বয়ের কর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্ বিধানপতি, তিনি আমার ভিতরে থাকিয়া যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান প্রভৃতির মিল ঘটাইতেছেন, কেবল এক দিকে গতি হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিতেছেন। আমি এক দিকে দৌড়াইলাম, দেখি আস্তে আস্তে তাহার অপর প্রান্তে আনিয়া ফেলিয়াছেন। কোন এক দিকে আমার গতি আমি স্থির রাখিতে পারি না। যত কেন যত্ন করি না, আমার সাম্যাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে হয়। আমার যোগ নাই, ভক্তি নাই, কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, ইত্যাদি যে বলিয়াছি তাহার এই এক কারণ। আমিতো চাই একটা কিছু লইয়া থাকি, আমার ঈশ্বর তাহা হইতে দেন না। আমি ইতস্ততঃ তাড়িত হই বলিয়া আমার অমুকটি আছে, আজ পর্য্যন্ত বলিতে পারিলাম না। এখন এই সকল দেখিয়া শুনিয়া স্থির করিয়াছি, যাহা আমার ঈশ্বর ভাল বাসেন না ত্যাগ করিব না, যাহা তিনি ভাল বাসেন তাহাই করিতে যত্ন করিব। এই এক উপায়ে আমি দেখিতেছি নববিধানসাধনে আমি সিদ্ধ হইব। তিনি যদি চান আমি কখন যোগবিমুখ হইব না, আমি কেন যোগ বিমুখ হইব। তিনি যদি ভক্তি ভাল বাসে, আমিও ভক্তি ভাল বাসিব। যদি তিনি জ্ঞানের পক্ষপাতী হন, আমিও জ্ঞানের পক্ষপাতী হইব। যদি তিনি সর্ব্বদা কর্ম্মশীল হন, আমি নিরন্তর কর্ম্মশীল হইব। যা চান তিনি আমি যখন তাই চাইব, তখন আর নববিধান আমাতে অপূর্ণ থাকিবে কেন? দেখ ভ্রাতঃ, এক উপায়ে আমার সমুদায় লাভ হইতেছে, তাই আমি এ উপায়কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অবলম্বন করিয়াছি। এ উপায়ের কোন নাম দিতে যদি তুমি চাও, তুমি শাস্ত্র অন্বেষণ করিয়া বাহির কর, আমায় যেন জননী এই আশীর্ব্বাদ করেন যে, আমি এক এই উপায়েই সিদ্ধমনোরথ হই।

শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রার্থনা।

কমলকুটীর।

৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক।

হে দয়াময়, হে বিধাতা, এই ভিক্ষা তোমার দাসের তোমার ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়। তোমার রাজ্য ফাঁকিতে চলে না। স্বর্গেতে তুমি এক জন মানুষ প্রস্তুত করিয়াছিলে, সেই মানুষ আমি। যখন আমি হইলাম, আমার হস্ত,

পদ, নাসিকা সমুদয় হইল। যখন তুমি পৃথিবীতে আমাকে আনিলে তখন আমি ছিলাম সকল অখণ্ড। গোড়ার কথা বলিতেছি, ভগবান, নববিধানের প্রথম অক্ষর বেদের ওঁকার। ক্রমে নাক, চক্ষু, কর্ণ, ঠোঁট সব বিদেশে গেল; শরীরের অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দিকে গেল; কেহ দক্ষিণে, কেহ পশ্চিমে, কেহ উত্তরে প্রচার করিতে গেল; জায়গা খালি পড়িয়া রহিল। অখণ্ড খণ্ড হইল; মানুষ নাই, তবে চক্ষু কর্ণ কি? মূল না থাকিলে গাছ কি? নববিধানে এক জন, মরিবার পূর্ব্বে আবার অখণ্ড হইব এই বাসনা আছে। আমি বিনয় ও অহঙ্কারের সহিত বলিতেছি, আমি আসিলাম অঙ্গ লইয়া, আমাকে ছাড়ুক, শুকাইবে। মাধবী থাকে বৃক্ষ জড়াইয়া, বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া; বৃক্ষ ছাড়ুক অমনি শুকাইবে, কেহ বাঁচাইতে পারিবে না। হে ঈশ্বর, ইহাঁরা আমার যোগেতে আশ্রিত। এঁদের বসিবার পাহাড় আমি, যোগ করিবার গহ্বর আমি। দয়াল হরি, নব বিধান একটা; এঁরাও যা আমিও তা, আমিও যা এঁরাও তা। আমি আর এঁরা একটা। ঈশা যে কাঁসর বাজান তাও আমাদের কাণে আসে, গৌরাঙ্গ যে ঘণ্টা বাজান তাও আমরা শুনি। কত ব্যাপার দেখি আমরা, যা অন্যে দেখে না, কত কথা শুনি আমরা যা অন্যে শুনে না। পরমেশ্বর, এই ভিক্ষা, এক শরীর এক প্রাণ কর, সকলে এই ঘরে বসে একখানা মানুষ হই। একখানাই গড়াইতে গড়াইতে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে যাবে। এইত আমার গৌরব, হরি, যে কেউ নিলেও আছি, না নিইলেও আছি। স্বর্গের ছাপ আর দলিল আছে আমার কাছে। গোড়ায় ঠিক আছে, এ জন্য বড় গ্রাহ্য করি না কে কি বলে, কে কি করে। দয়াময়, মনুষ্যসমাজের এই ভ্রান্তি দূর কর যে, তাকে এখন বিদল করা যায় যে স্বর্গে ছিল সকল অখণ্ড। মা, তোমার সন্তানত কখন এক জন হতে পারে না স্বার্থপর হয়ে। সে সকল, সকলে মিলে একখানা। এক জন মানুষ, কিন্তু তার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা অঙ্গ সকলে। একখানা মানুষ। ঋষিরা দর্শন করেন সমস্ত বর্ণমালা অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত; সেই বর্ণমালা একটী কথাতে একটি ভাব। সমুদয় যখন এক হইল, বর্ণমালার যোগ হইল, তখন একটী কথা হইল। বেদ, পুরাণ, বাইবেল, ভাগবত সব স্বতন্ত্র, কিন্তু সব একখানি হইল নববিধানে। প্রাণেশ্বর, এ সকল প্রচার, সাধন ভজন, পড়া শুনা কিছু হচ্চে না। এ সকল বিয়োগের ব্যাপার। সব এক হউক, এক বিধানের অঙ্গ হইয়া থাকুক। এঁদের বুঝ্‌তে দাও যে এখানে কেউ আমি আর আমরা হতে পারে না; সব এক। এক ঈশ্বর উপরে, এক সন্তান নীচে, কৃপা করিয়া এই দৃশ্যটি কিছু দিন দেখাও, হাত যোড় করিয়া এই ভিক্ষা করি। পাঁচটা মানুষ যেন না দেখি। এক উপরে, এক নীচে। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রাহ্মসমাজ বলিয়াছিলেন উপরে; একমেবাদ্বিতীয়ম্ নববিধান বলিতেছেন পৃথিবীতে। সমুদয় মনুষ্যসমাজ এক। নবদুর্গার সন্তান নব মানুষ। শত হস্ত, শত কর্ণ, শত নাসিকা, শত চক্ষু এই যে প্রকাণ্ড নরাকৃতি মানুষ, সেই আমি। আমার শরীরে কুড়িটা প্রচারক। যিনি যেখানে থাকেন, আমি যাই। এঁরা এক শরীরের অঙ্গ। যিনি যেখানে যান, যিনি যেখানে প্রচার করেন, সেই এক পুরুষ করেন। দয়াময়, এক কর, এক কর। এই ঘরে তুমি দয়া করিয়া নববিধানের লক্ষণ বিবৃত কর, আমরা সেই গুলি চরিত্রের সঙ্গে মিলাইয়া লই। দেবতারা দিন কতক এই ঘরে খুব যাতায়াত করুন। আহার সাত্ত্বিক, বসন সাত্ত্বিক, বাড়ী সাত্ত্বিক, স্থান সাত্ত্বিক, সব সাত্ত্বিক। অন্যের দ্রব্য লইব না। ব্রহ্মহস্ত হইতে যাহা প্রদত্ত, কেবল তাহা লইব। অসাত্ত্বিক কাপড়, শরীরে উঠিও না, অসাত্ত্বিক ধন, হস্তে আসিও না, অসাত্ত্বিক বাড়ী, আমার শরীরকে আশ্রয় দিও না। যদি কেউ আজ এব্রত লইয়া আবার ডুব দিয়া জল খান (এই রকম লোক আছে আমার শরীরে) তারা নববিধান কাটিবে। অতএব মা, সাবধান করে দাও, যোগ চক্ষে দেখ্‌তে দাও তুমি এক, আমরা এক। যোগী করে লও, আর ফাকি নয়। হে প্রেমময়, হে গতিনাথ, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, এই ঘরে যে চাই হইয়া, পরীক্ষা দিয়া যেন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া খুব শুদ্ধ ও খাটি হইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মহাত্মা ঈশার জীবন চরিত।

[সাধু অঘোর নাথ মহর্ষি ঈশার জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার যে টুকু অংশ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে আমরা ক্রমে প্রকাশ করিব।]

যখন সমুদায় পৃথিবী ঘোরতর অজ্ঞানে আচ্ছন্ন ছিল, প্রলয় কালের ন্যায় গাঢ় তিমিরাবৃত নিশীথ সময়ের নিস্তব্ধতায় চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ ছিল, যখন সমস্ত জনসমাজে অতি দূষণীয় পৌত্তলিকতার দুর্গন্ধ, চারিদিকে অন্ধতা অজ্ঞানতা ও অপবিত্রতার স্রোত প্রবাহিত ছিল, গ্রীস, রোম ইজিপ্ত ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি সমুদয় দেশে বিচিত্র কোটি কোটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত; দেবার্চ্চনাই যখন তৎকালবর্ত্তী জনগণের চিত্ত লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, যখন নীতি ও চরিত্রের মূল পর্য্যন্ত বিলোড়িত হইয়া গিয়াছিল; বিলাস ও ইন্দ্রিয়সেবা মানবমণ্ডলীতে মূর্ত্তিমান্ বিরাজ করিত; অবসাদ, বিচ্ছেদ ও ব্যভিচারের আধিপত্যে সকলে বিমর্দ্দিত ও বিকম্পিত ছিল, যখন জ্ঞানসূর্য্য ও সত্যসূর্য্য সময়ে সময়ে স্বীয় আলোক ও

তেজস্বিতা বিস্তার করিয়াও মানবীয় হৃদয়াকাশে সঞ্চরমাণ ঘোর ঘনঘটায় আবৃত হইয়া অবশেষে যখন নিষ্প্রভ ও নিস্তেজপ্রায় হইয়া আসিল; মহামতি সক্রেটিস্ যে স্বর্গীয় উচ্চ নীতির ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, কাল সহকারে তাহারও আধিপত্য যখন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া আসিল, পূর্ব্বে প্লেটো যে পরমার্থ তত্ত্ব প্রচার করিয়া, আরিষ্টটল যে উন্নত বিজ্ঞানালোক বিস্তার করিয়া তৎপ্রদেশীয় লোকের হৃদয়ক্ষেত্র হইতে কতক পরিমাণে ভ্রম, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতারূপ কণ্টক বনের মূল উৎপাটন করিয়া যান, তাহাও আবার যখন মিথ্যা বিজ্ঞান ও ভ্রান্তিসঙ্কুল মত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে অস্তমিত হইল; যখন দার্শনিকগণ কেবল অলীক দর্শন ও মিথ্যা তত্ত্বশাস্ত্রের চর্চ্চায় প্রমত্ত থাকিতেন ও গর্ব্বিত ভাবে প্রকাশ্যে আহার বিহার পান ভোজন জীবের একমাত্র সুখ, এই মত প্রচার করিতেন, ঈদৃশী দুরবস্থার মধ্যে যখন কেবল মাত্র য়িহুদী ধর্ম্ম একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া প্রচ্ছন্ন গৌরব, শান্তি ও অমূল্য সত্য বিস্তার করিত, কিন্তু তাহাও আবার গর্ব্বিত কপট ফিরুসী এবং অবিশ্বাসী শুষ্ক কঠোরচিত্ত স্যাডিউসী লোকের ভাববিরহিত ভক্তি, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও আচরণ দ্বারা নিতান্ত বিকৃত ও দূষিত হইয়া গেল; এইরূপে যখন ধর্ম্মজগতে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল, আধ্যাত্মিক মৃত্যুর ভীষণাকার বিকট বদনে মানব মানবী উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইল, তখন এক অতুল প্রভাবশালী আলোকের প্রয়োজন হইল, এক মহা তেজস্বিনী ঐশী শক্তির সঞ্চার ভাব আবশ্যক হইল, এক জীবন্ত মহাপুরুষের উত্থান প্রার্থনীয় হইল। বস্তুতঃ সমুদয় মানবমণ্ডলী এই গভীর আন্তরিক রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইতেছিল, সকলে যেন মুমূর্ষুপ্রায়। এ রোগের কি উপশম নাই? এ যন্ত্রণার কি কেহ শান্তিদাতা নাই, এরূপ মৃতাবস্থায় কি কেহ জীবনদাতা নাই? তবে কি বিশ্ববিধাতা নিদ্রিত, তবে কি সেই জগৎপ্রাণ দীনবন্ধু উদাসীন, তবে কি সেই স্নেহময়ী বিশ্বজননী নির্দয়? যিনি ভগ্নহৃদয়ের প্রচ্ছন্ন শোকানল নির্ব্বাণ করেন, যিনি জনগণের চিত্তের নিভৃত গূঢ়তম স্থানে বাস করিয়া সন্তাপ হরণ করেন, সেই চিন্তাপহারী হৃদয়বাসীর প্রেম হস্ত সকলের মস্তকে নিপতিত হইল। সেই হস্তই এক মহাপুরুষকে উত্থাপিত করিল।

এই উপযুক্ত সময়ে পূর্ব্বদিকে তরুণ অরুণসদৃশ মানবচরিত্রের আদর্শ জনসমাজের পরম হিতৈষী মহানুভব ঈশা প্যালেষ্টাইনের পবিত্র ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই স্থানে তিনি অধিকার করিয়াছিলেন, এবং এখানেই তিনি জীবনের লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। যেমন বসন্তসমাগমে বৃক্ষরাজী নব পল্লবিত হইয়া ফলপুষ্পাগমের প্রতীক্ষা করে, যেমন গ্রীষ্মকালে আতপতাপিত পরিশ্রান্ত পথিক বর্ষার আগমন প্রতীক্ষা করে, যেমন তৃষিত চাতক নবজলধরের প্রত্যাশায় আশ্বস্ত থাকে, তদ্রূপ সমুদায় মানবজাতি ঈশার প্রতীক্ষা করিতেছিল। এই প্রকৃত সময়েই তিনি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। বাহ্য অবস্থা ও আন্তরিক ঘটনাবলী অনুকূল না হইলে কোন মহাপুরুষের শুভাগমন হয় না। মহাজনেরা সাময়িক বিশেষ অভাব মোচনের জন্যই প্রেরিত হয়েন। ঈশাও নিশ্চয় নিকটবর্ত্তী জনসমাজের বিশেষ দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত অবনীমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাবৎ সভ্যজাতি একসূত্রে গ্রথিত ছিল এবং রোমের প্রভূত পরাক্রমশালী সম্রাটের শাসনাধীন ছিল। তৎকালে রোমই একমাত্র রাজবল বিপুল বীর্য্য ঐশ্বর্য্য, বিজ্ঞান সাহিত্য ও সভ্যতার কেন্দ্রীভূত স্থান ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না, এবং গ্রীক ভাষা তাবৎ শিক্ষিত লোকদের মধ্যে প্রচলিত থাকাতে যেন বিধাতা ঈশার প্রচারের পথ পরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পৃথিবীতে প্রত্যেক ধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের অতি নিগূঢ় গভীর সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। এই নিয়মেই খৃষ্টধর্ম্মের সহিত ঈশার নৈকট্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈশার চরিত্র ও বিশ্বাস খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রাণ, সুতরাং তিনি যে ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হইয়া অনন্ত আলোক বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলে মৃত মনুষ্য জীবিত হয়। তিনি ইহ লোকে কি প্রকারে জীবিত ছিলেন এবং কি রূপেই বা তাঁহার মৃত্যু হইল, কিরূপে তিন বৎসর মাত্র প্রচারে তাঁহার ধর্ম্ম চারি দিকে প্রচারিত, বিস্তৃত হইয়া পড়িল, কিরূপে তাঁহার অল্পকালব্যাপী প্রচারে অদ্ভুত প্রত্যক্ষ ফল পরিলক্ষিত হইল, কিরূপে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে একটি অলৌকিক নবজীবন সঞ্চারিত হইল, কিরূপে তাঁহার সহজ সরল বাক্যসকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জনসমাজকে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিল; কিরূপে তাঁহার স্বর্গীয় উৎসাহানল অগ্নিসদৃশ সমুদায় দেশকে বিকম্পিত করিল, কিরূপে তাঁহার প্রভূত তেজঃপুঞ্জ নির্জীব লোকদিগের অন্তরে জীবন সঞ্চার করিল, এবং কিরূপেই বা তিনি অটল অচলের ন্যায় রাশি রাশি বিঘ্ন বাধার মধ্যে কতক গুলি সরলচিত্ত লোকের হৃদয়ভূমিতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইলেন, ইহা ভাবিলে বিস্ময়ার্ণবে পতিত হইতে হয়। বস্তুতঃ যিনি শৈশবাবস্থায় পিতামাতার নিকট কিছু মাত্র শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই, এবং কোনরূপ বিশেষ জ্ঞানালোকও প্রাপ্ত হয়েন নাই, বিশেষতঃ যিনি এমন পল্লীতে জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন, যে স্থান সমুদায় দুষ্ক্রিয়া ও পাপের জন্য প্রসিদ্ধ; যাঁহার সহচরগণ সর্ব্বাংশে অজ্ঞ ও ইতর; জন কয়েক কর্ম্মকার কুম্ভকার ধীবরতনয় যাঁহার নিরন্তর অনুচর ছিল, তাহাদের নিকট হইতে কি তাঁহার কোন্

সদ্ভাব, আলোক, সভ্যতা ও পারমার্থিক সত্য শিক্ষা করিবার সম্ভাবনা ছিল? বরং তাহাদের অন্ধতা ও নীচতার স্রোতে পড়িয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইবারই তাঁহার সমধিক সম্ভাবনা। কিন্তু দৈববলে ও দেবপ্রসাদ যাঁহার নিয়ত সঙ্গী তাঁহাকে আর উন্নত হইবার জন্য চিন্তাসাগরে মগ্ন হইতে হয় না।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী "ব্রাহ্মবন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন" বলিয়া একখানি পত্র মুদ্রাঙ্কনার্থ আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদিগের সহযোগী সেই পত্র ভেরীতে প্রকাশ করিয়াছেন, আর সে পত্র পত্রস্থ করা নিষ্প্রয়োজন। এই উপলক্ষে আমাদিগের কিছু বলিবার আছে, তাহা বলিয়া রাখা ভাল।

আমরা সাম্প্রদায়িকতার একান্ত বিরোধী। কোন প্রকার নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, ইহা আমাদিগের পক্ষে অসহনীয়। কিন্তু মনুষ্যমাত্রে এমন একটি দৌর্ব্বল্য আছে যে, সম্প্রদায় সৃষ্টি না করিয়া সে থাকিতে পারে না। ঈশ্বর যেমন এক, সমুদায় মনুষ্য তেমনি এক, এই সত্য প্রচার করিয়া নববিধান সাম্প্রদায়িকতার মূলে কুঠারাঘাত করিতে আসিয়াছেন। ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি বা আবার নূতন সম্প্রদায়ের কারণ হন, এই আশঙ্কা আমাদিগের মনে উদিত হইতেছে। তিনি ভক্তিতে দীক্ষিত। আমরা শেষ সময়ে তাঁহাতে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের বিশ্বাস জন্মিয়াছে, ভক্তি বলপূর্ব্বক তাঁহাকে অধিকার করিয়াছে, কিন্তু কেবল ভক্তিতে বিকার নিবারণ হওয়া একান্ত অসম্ভব।

"শ্রুতিস্মৃতিবিহীনানাং পাঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"

বৈষ্ণব ভক্তগণের এই বাক্য যদি তাঁহার জীবনে সংলগ্ন হয়, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়।

এখন যাঁহারা তাঁহার বিরোধী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মুখে আমরা অনেক প্রকারের কথা শুনিতে পাই, সে সকল কথায় বিশ্বাস করিয়া আমরা তাঁহার বিরুদ্ধে কোন ভাব পোষণ করিতে চাই না। তবে আমাদিগকে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। তিনি যে ভক্তিতে দীক্ষিত, তাহা পুণ্যভূমির উপরে সংস্থাপিত। পুণ্য ভিন্ন ভক্তি হয় না। যে বৈষ্ণবধর্ম্মে এখন ঘোর বিকার উপস্থিত, উহার মূল এ সম্বন্ধে অত্যন্ত বিশুদ্ধ।

"ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং শ্রবণন্তথা॥"

এ অনুশাসন অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমাদির উপায় না বলিয়া কাহাকে তাহাকে নাম দান করা অসঙ্গত। আমরা ভরসা করি, আমাদিগের ভ্রাতার উপরে এ সম্বন্ধে অনেকে যে দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাহা অমূলক প্রতিপন্ন হইবে।

নিরাকার ঈশ্বরেতে নিরাকার ভক্তগণকে দর্শন ইহা অতি উচ্চ যোগ। এ যোগ দোষাবহ নহে। অনেকে বলেন যে, তিনি নিরাকার ঈশ্বরেতে সাকার ভক্তগণকে দর্শন করেন, এমন কি তাঁহাদিগের গাত্র স্পর্শ করিয়া তিনি সুখানুভব করেন। ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ "ব্রাহ্মবন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন" যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে দেখিলাম এরূপ কোন ভাব প্রকাশিত হয় নাই। অথচ এমনও কিছু লেখা নাই যাহাতে দোষারোপকারিগণের কথা খণ্ডিত হইতে পারে। আমরা নিজ কর্ণে শুনি নাই, কিন্তু শেষ দেখার সময়ে এক জন শিক্ষিত ব্যক্তি শুনিয়া আসিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাতে প্রতীত হয়, অন্যের মনের কথা বলা, বিদেশে থাকিয়া সেখানে তাঁহাকে দেখা ইত্যাদি কতকগুলি অলৌকিকতা তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। দুর্ব্বলচিত্তে এ সকল সহজে স্থান পায়। আমরা কি মনে করিব ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে ঈদৃশ দুর্ব্বলতা অধিকার করিয়াছে?

তিনি আমাদিগের মধ্য হইতে প্রস্থান করিয়া একাকী জীবনপথে বিচরণ করিতে করিতে অনেক স্থানে অনেকের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে আমরা পরিতপ্ত হইয়াছি সন্দেহ নাই। সর্ব্বত্র হইতে শিক্ষা গ্রহণ এক কথা, মন্ত্র গ্রহণ, দীক্ষা গ্রহণ অন্য কথা। তিনি স্বাধীন ভাবে যাহা করিতে চান করুন, কে তাঁহার প্রতিরোধ করিবে? কিন্তু তিনি পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় স্বাধীন হইয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম সর্ব্ব ভাবের সামঞ্জস্য আপনাতে যে ফলাইতে পারিবেন না, তাহা তাঁহার প্রস্থান কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাঁহা হইতে নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি এই জন্যই আমরা আশঙ্কা করি। তিনি এবং তাঁহার বন্ধুগণ সকলে মিলিত না হইলে যে বিকার সমুপস্থিত হইবে, তাহা কাহারও ক্ষমতা নাই যে নিবারণ করে।

সাধনের তারতম্যে, উত্তরোত্তর ভূমিলাভের অগ্রপশ্চাতে প্রতিমনুষ্য ভিন্ন। এই ভিন্নতার অন্যতা লইয়া লোকে দলবদ্ধ হয়। দলবদ্ধ হওয়ায় দোষ নাই, যদি সেই সেই দলের অবিরোধে অবাধে একতার ভূমির দিকে আরোহণ হয়। আমরা এক জনসমাজ মানি। সমুদায় মনুষ্য সমুদায় দল ইহারই অঙ্গীভূত। ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একতার ভূমিতে আরূঢ়, ইহা দেখিতে পাইলে আমরা

তাঁহাকে সেই "এক জনসমাজের" লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম। তিনি যে ভূমিতে দণ্ডায়মান সে ভূমি ছাড়িয়া অন্য ভূমিতে শীঘ্র বা বিলম্বে আরোহণ করিবেন কি না কে বলিতে পারে? এখনকার ভূমির ভবিষ্য ফল কি আমরা দেখিতে পাইলেও বলিব না, কেন না কয়েক বর্ষ প্রতীক্ষা করিলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল সকলেরই চক্ষুর্গোচর হইবে।

আচার্য্যের প্রার্থনার সার।

১৮০১ শক, ২৭ মাঘ হইতে।

সঙ্কল্পসিদ্ধৌ খলু কল্পবৃক্ষঃ
সঙ্কল্পশূন্যান ন তথা ত্বমেব।
অতো বিধানস্য বিপূরণার্থং
স্পৃহাং মমোদ্দীপয় দিব্যসত্ত্বাঃ॥

সঙ্কল্পসিদ্ধিবিষয়ে নিশ্চয় তুমি কল্পবৃক্ষ। কিন্তু যাহার কোন সঙ্কল্প নাই, তাহার সম্বন্ধে তুমি তো কল্পবৃক্ষ নও। অতএব বিধান পূর্ণ হয় এজন্য স্বর্গবাসী মহাজনগণের প্রতি আমার স্পৃহা উদ্দীপন কর।

সম্পদ্বিপাকে সুখমস্ত দুঃখে
মানোঽপমানে ত্বমপাবৃণোষি।
স্বর্গং তদা সেতুরকারি চৈব
জনোঽত্র সর্ব্বে প্রবিশন্তু তেন॥

হে মাতঃ, যখন বিপদকে সম্পদ, দুঃখে সুখ, অপমানে মান হয় তখন তুমি স্বর্গ প্রকাশ করিয়া থাক এবং এই লোককে সেতু কর। সকলে সেই সেতু দিয়া স্বর্গে প্রবেশ করুক।

তৎ সৎ ততঃ স ত্বমতো হসি ত্বং
স্বপুত্রকন্যাভিরহো গৃহস্থঃ।
নোদাসীনস্ত্বং পরিবারযুক্তং
ত্বামর্চ্চয়ামেতি নিবেদয়ামঃ॥

তুমি প্রথমতঃ ছিলে "তৎসৎ", তার পর হইলে "সেই তুমি", তার পর হইলে নিজ পুত্রকন্যাগণকে লইয়া "তোমরা"। তুমি উদাসীন নও, তুমি গৃহস্থ। পরিবার যুক্ত আমরা তোমাকে অর্চ্চনা করিব, এই আমরা তোমায় নিবেদন করি।

নিত্যং পয়োম্বুমিব প্রেমতত্ত্বাঃ
প্রেম্না তব প্রেমপ্রবাহমেষু।
জনেষু বিষ্টং ত্বস্থিতা পরার্থ-
মুৎস্রষ্টুমীহেমহি তদ্বিধেহি॥

তোমার যে প্রেমের প্রবাহ এই সকল ব্যক্তিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা প্রেমে প্রমত্ত হইয়া যাহাতে রক্তের সঙ্গে পরের জন্য জলযন্ত্রের ন্যায় নিত্য উদ্গিরণ করিতে চেষ্টা করি, সেইরূপ বিধান কর।

নাসন্ গৃহাণাস্তু তবপ্রিয়াণা-
মিতি শ্রুতং দেহজ বসন্তু গেহে।
নায়ং মমেতি প্রবিশুদ্ধভাবৈঃ
সেবাবিধৌ নন্দতু চিত্তমস্য॥

হে মাতঃ, শুনিয়াছি তোমার প্রিয় সন্তানগণের গৃহ ছিল না, তাঁহারা এই দেহে বাস করুন। এ দেহ আমার নয়, এই বিশুদ্ধ ভাবে তাঁহাদিগের সেবাবিষয়ে এ ব্যক্তির চিত্ত আনন্দিত হউক।

অমূর্ত্তিরদ্যাপি ধৃতা ন চাস-
মাদর্শনিষ্ঠো ন য আবিরাসীৎ।
ন বাস্ত্বহা সাধুমহাজনৌঘাৎ
সিদ্ধঃ প্রবিষ্টৈন স চাস্য স্বতঃ॥

আজও নিরাকার মূর্ত্তি ধরা হয় নাই। যে আদর্শ প্রকাশ পাইয়াছে, আমি সে আদর্শনিষ্ঠও হই নাই। সাধু মহাজন গণ হইতে প্রবিষ্ট শোণিতেও সিদ্ধ হই নাই। হে মাতঃ, তাই প্রার্থনা করি, সেই আদর্শ সিদ্ধ হউক।

গ্রস্তং জগৎ সর্ব্বমহো মহাজনা
গ্রস্তা বয়ঞ্চ দ্রাবয়সি ত্বমেব তান্।
সর্ব্বে ত্বমি ত্বং নিখিলেষু বস্তুষু
নিত্যং ত্বমেকো হরিরস্য চিত্তহৃৎ॥

সমুদায় জগৎ গ্রাস করিলে, মহাজনগণ এবং আমরাও গ্রস্ত হইলাম। তুমিই আমাদিগকে উদ্ধার কর। তোমাতে সকলে, সমুদায় বস্তুতে তুমি, নিত্য তুমিই এক। তাই প্রার্থনা করি, এক হরি চিত্তহারী হউন।

রাজত্বমুন্মোচ্য সখিত্বমীশ
সম্পাদিতং তাঃ পরিবারবর্গঃ।
নির্বোজতুল্যং কৃতবান্ ভবেদং
কদর্থনং নন্দয়তি প্রিয়ং নঃ॥

হে ঈশ্বর, রাজত্ব ছাড়াইয়া তোমায় সখা করিয়াছে, আবার তোমার পরিবারগণ তোমায় নির্বোজতুল্য করিয়া ফেলিয়াছে। তোমার এই প্রিয় কদর্থনা আমাদিগকে আনন্দিত করে।

সংসারসূত্রেণ প্রমত্তসিংহং
নিবদ্ধুমস্মিন্ বিফলঃ প্রযত্নঃ।
ভক্তিঃ প্রগল্‌ভ কৃতবত্যমুং
হরের্নিবাসং কথমস্য বন্ধঃ॥

[ঈশানপ্রচারযাত্রার]।

ইহলোকে প্রমত্ত সিংহকে সংসারসূত্রে বান্ধিবার যত্ন বিফল। যেহেতু প্রগল্‌ভা ভক্তি ইহাকে হরির নিবাস করিয়াছে, ইহার বন্ধ কেন হইবে?

অবিস্মিতঃ জ্ঞানমপেক্ষ্য বিস্ময়ং
ভক্তো নরঃ কাঙ্ক্ষতি নিত্যনূতনম্।
সুবিস্মিতান্ নঃ কৃতবান্ কুরুষ্ব চ
সৌন্দর্য্যমন্তর্ঘটয়ন্ নবং নবম্॥

অবিস্মিত জ্ঞান রাখিয়া দিয়া ভক্ত জন নিত্য নূতন বিস্ময় আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। অন্তরে নূতন নূতন সৌন্দর্য্য সম্পাদিত করিয়া আমাদিগকে সুবিস্মিত করিয়াছ, আরও সুবিস্মিত কর।

অঙ্গীকৃতং দেশমবাপ্তুকামাঃ
বিবেকজপ্রস্তরটঙ্কিতঞ্চ।
নবং বিধিং প্রাপ্য মুষাসদৃক্ষাঃ
কুর্ম্মোহস্য যাত্রাং সহগামিনস্তে॥

অঙ্গীকৃতদেশ লাভ করিবার আমরা অভিলাষী। বিবেকজ প্রস্তরে খোদিত নব বিধি প্রাপ্ত হইয়া মুষার ন্যায় আমরা, হে মাতঃ তোমার সহগামী হইয়া যাত্রা করি।

আরুহ্য বিশ্বসশিলোচ্চয়ং বিভো
পূতৈশ্চরিত্রৈস্তব দর্শনেন।
আদেশবাণীং শৃণুমস্তদস্তু
নীতির্বিশুদ্ধা হৃদয়াধিদেবতা॥

হে বিভো, বিশ্বাসরূপ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া পবিত্র চরিত্রে তোমায় দর্শন করতঃ তোমার আদেশবাণী শ্রবণ করি, তাহাই হউক। বিশুদ্ধ নীতি আমাদিগের হৃদয়াধিদেবতা হউন।

বিশ্বাসহীনত্বমপোহ্য কল্পনাং
দাসাগ্রগণ্যং ত্বদধীনরত্নম্।
মুষাং বিলোক্য ত্বয়ি তৎসভাবৈ
রেকত্ব মুপ্তং জগদীশ প্রার্থয়ে॥

বিশ্বাসহীনত্ব এবং কল্পনা পরিত্যাগ করত, সমুদায় কার্য্য যাঁহার তোমার অধীন ছিল সেই দাসাগ্রগণ্য মুষাকে তোমাতে অবলোকন করিয়া, হে জগদীশ, তাঁহার ভাবসংস্কারে একত্ব লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করি।

আদেশানদ্য যান্ স্পষ্টং ত্বং প্রচারিতবান্ স্বয়ম্।
বিশ্বাসাচরণৈস্তাংস্তান্ প্রকটীকর্তুমর্থয়ে॥
[মুষাসম্মেলন]।

অদ্য তুমি নিজে স্পষ্ট যে সকল আদেশ প্রচার করিলে বিশ্বাস ও আচরণ দ্বারা সেই গুলিকে প্রকট করিতে প্রার্থনা করি।

অহং মুষা নাহমতোহতিরিক্তঃ
স্বতন্ত্রতাং যাতু মৃতস্য তস্য।
ন সাহ্যমুক্তসোস্তি যুগান্তরে ত্বং
রূপান্তরং সাধুজনং করোষি॥

আমি মুষা, আমি মুষা হইতে অতিরিক্ত নই। মৃত মুষার স্বতন্ত্রতা চলিয়া যাউক। অনুসরণশীলের স্বতন্ত্রতা নাই, এ জন্যই যুগান্তরে তুমি সাধুজনকে রূপান্তর করিয়া থাক।

সংবাদ।

অনেক দিন হইতেই সংবাদ পত্রে পাঠ করিতেছি, যে হলকার মহারাজা আচার্য্য দেবের মাতা ঠাকুরাণীকে ও আচার্য্য পত্নীকে কিছু মাসিক টাকার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র যখন নিজ মুখে প্রকাশ্য বক্তৃতায় এবং তাঁহার নিজের ইণ্টারপ্রেটার কাগজে নির্দ্ধারিত মাসিক আয় দ্বিগুণিত হওয়ার সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আর বাহিরের লোকে তাহা বিশ্বাস না করিবে কেন? আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রায় বৎসরাবধি এই কথা লইয়া আন্দোলন চলিতেছে, অথচ এই কাল মধ্যে ইন্দোরের রাজদরবার হইতে এ সম্বন্ধে এক খানি পত্রও আচার্য্য দেবের পরিবারস্থ কাহারও নিকটে আসিল না, টাকা আসা তো দূরের কথা। মহারাজা অতিশয় সজ্জন দয়াপরতন্ত্র লোক, আমরা তাহা অনেক দিন হইতে জ্ঞাত আছি। বিশেষতঃ তিনি আমাদের আচার্য্যদেবকে যে যথেষ্ট ভালবাসিতেন তাহার অনেক প্রমাণ আমরা আচার্য্যদেব পৃথিবীতে থাকিবার সময় প্রাপ্ত হইয়াছি। আচার্য্যদেবের গমনে তাঁহার মনে যে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। ভাই প্রতাপচন্দ্র যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া আচার্য্যদেবের প্রসঙ্গ করেন, তখন তাঁহার মনে সহসা দয়ার উদ্রেক হইয়া তাঁহার বিধবা মাতা ও স্ত্রীর কথা মনে হওয়ায় তাঁহার নিজের স্বাভাবিক দয়ার ভাব হইতে ভাই প্রতাপচন্দ্রকে মহারাজ ঐরূপ কথা বলিয়া থাকিবেন। এ কথা বোধ করি মহারাজ এবং ভাই প্রতাপচন্দ্র ভিন্ন আর কেহ জানেন না। মহারাজও শরীরের অসুস্থতায় সর্ব্বদা কাতর থাকেন, সুতরাং ভাই প্রতাপচন্দ্র চলিয়া আসিলে তিনিও সে কথা ভুলিয়া গিয়া থাকিবেন। আচার্য্য দেবের পরিবার হইতে মহারাজকে কখন কোন প্রকার পারিবারিক অবস্থা জানান হয় নাই। কেবল একটা কথা লইয়া বৃথা অনেকে ভ্রমে পড়িয়াছেন দেখিতেছি। সত্যের অনুরোধে আমরা সকলকে জানাইতে বাধ্য হইলাম যে, এ পর্য্যন্ত মহারাজার নিকট হইতে আচার্য্য পরিবারের সাহায্য জন্য কিছু আইসে নাই কিংবা এ সম্বন্ধে মহারাজ অথবা তাঁহার কোন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে তাঁহারা কোন পত্রাদিও পান নাই।

গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ বুধবার রাত্রি ৮টার সময় নবনাট মন্দিরে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন এম এ "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়" এই বিষয়ে ইংরাজি ভাষায় একটী অতি সুন্দর বক্তৃতা করিয়া-

চেন। যদিও সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না তথাপি ঐরূপ বক্তৃতা খুব বহু লোকে শ্রবণ করেন প্রার্থনীয়। বক্তার ভাষা, জ্ঞানের প্রশংসা চারি দিক হইতে শুনা যাইতেছে। আগামী বুধ বারে পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় উক্ত নাটমন্দিরে বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা ও শাস্ত্র পাঠ করিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছে।

পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় বিশেষ কার্য্যানুরোধে অল্প দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। কুচবিহার রাজ্যে তিনি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। সে ক্ষেত্র অতিশয় প্রশস্ত। মহারাজ শীঘ্রই একটি নববিধান মন্দির নির্ম্মাণ করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। শুনিতেছি, তিনি ইহার জন্য ১৫০০০ টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন। দয়াময়ের নাম ধন্য হউক। গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার রাত্রিতে কণ্ট্রাক্টার সাহেবদের একটী উৎকৃষ্ট বাটীতে প্রকাশ্য প্রার্থনা সংগীত ও উপদেশ হইয়াছিল। অনেকগুলি ভদ্র লোক সেই উপাসনায় যোগ দান করিয়াছিলেন।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কয়েক দিন মঙ্গলগঞ্জে থাকিয়া ঢাকায় গমন করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ যাইবেন এমন ইচ্ছা করিয়াছেন।

ভাই কালীশঙ্কর দাস প্রায় ৮ মাস হইতে দারুণ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। গত বৎসর যখন তিনি কাকিনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, ধুবড়ি প্রভৃতি স্থানে প্রচার জন্য গমন করেন, তখন দুর্ব্বল শরীরে সবলে সংকীর্ত্তন করায় তাঁহার পৃষ্ঠে একটি বেদনা ধরে, সেই বেদনা অনেক সেবা শুশ্রূষাতে আরোগ্য না হইয়া ক্রমে উহা প্রবল হয় এবং তাহাই এখন প্রায় সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বিষম যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। তিনি দিবারাত্রির মধ্যে ভাল ভাবে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে পারেন না। বুকে পিঠে সর্ব্বদাই বেদনায় অস্থির, তাহার উপর তাঁহার বাম পদখানি একেবারে অসাড় হইয়া পড়িয়াছে, উঠিতে বসিতে ভয়ানক কষ্ট। প্রথমতঃ বেদনা সামান্য মনে করিয়া প্রলেপ মালিস প্রভৃতি দেওয়া হয়, তাহার পর বিজ্ঞ ডাক্তার কান্তগিরী মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া প্রায় দুই মাস কাল চিকিৎসা করেন। পরে কবিরাজী চিকিৎসা হয়, তাহাতেও উপকার বোধ না হওয়ায় এলোপেথি চিকিৎসক বিখ্যাতনামা ডাক্তার দয়ালচন্দ্র সোম মহাশয় দয়া করিয়া প্রায় দুই মাস কাল দেখেন। তাঁহার চিকিৎসায় যন্ত্রণার তীব্রতা একটু কম বোধ হইয়াছিল। এক্ষণে আবার হোমিওপেথি ডাক্তার রাধাকান্ত ঘোষ মহাশয় বিশেষ যত্ন করিয়া চিকিৎসা করিতেছেন।

১০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার আমাদের শান্তিপুরস্থ ভ্রাতা পরমেশ্বর মল্লিক মহাশয় নব সংহিতার ব্যবস্থা মতে তাঁহার পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। ভাই কেদারনাথ দে তথায় উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছেন।

হুগলীর নিকট অমরপুর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব কয়েক দিন ধরিয়া খুব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অমৃতলাল বসু, ভাই কেদারনাথ দে, ভ্রাতা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরাগড়ীর উৎসাহিত সবক ব্রাহ্মগণ সহ অনেকগুলি ব্রাহ্মবন্ধু তথায় গমন করিয়াছিলেন। এই উৎসবের সময় তথাকার বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে।

ভ্রাতা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরাগড়ীর তিনটি ব্রাহ্মযুবককে সঙ্গে লইয়া কাঁপি, তমলুক, ঘাটাল ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলে প্রায় এক মাস কাল নব বিধানের কথা সকল খুব উৎসাহের সহিত প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা যেখানে গিয়াছেন সেখানেই বিশেষরূপে আদর পাইয়াছেন। এখন নববিধানের নূতন কথা শুনিবার জন্য সকল লোকই বেশ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সংগীত সংকীর্ত্তন শুনিয়া আবাল বৃদ্ধ নর নারী চক্ষের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারেন না।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীদাস সরকার মহাশয়ের বাটীতে গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। কলিকাতাস্থ সমস্ত প্রচারক এবং অধিকাংশ ব্রাহ্ম তথায় উপস্থিত ছিলেন। আমাদিগের বন্ধু প্রতি বৎসর সময়ের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সুপক্ক ফল সকল এবং মিষ্টান্ন ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে ভোজন করাইয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন।

গত ৭ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার কাঁসারিপাড়াস্থ সুবিখ্যাত ধনী শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ পরামানিক মহাশয়ের বাটীতে প্রেরিতবর্গ হরিসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞাপন।

রবিবার ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৮০৮ শক, ইং ৩০এ মে, বেলা ৪ ঘটিকার সময় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসক মণ্ডলীর সভার বিশেষ অধিবেশন হইবে, তাহাতে মন্দিরের ট্রষ্টী নিয়োগ সম্বন্ধে যাহা যাহা স্থির হইতে বাকি আছে তাহা বিবেচিত হইবে। সমগ্র উপাসক মণ্ডলীকে উক্ত সভায় উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
৮৯ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৮ শক।

শ্রীরামচন্দ্র সিংহ।
সম্পাদক।

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকুলার রোড্ বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২১ ভাগ। ১১ সংখ্যা। | ১ লা আষাঢ়; সোমবার, ১৮০৮ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে অনন্ত পরমেশ্বর, আমরা তোমার নিকটে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছি যে, আমরা যে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি, এ যাত্রার আর পরিসমাপ্তি হইবে না., ক্রমান্বয়ে তোমার দিকে চলিতে থাকিব। প্রলোভনে পড়িয়া পথে দাঁড়ান আমাদিগের পক্ষে অপরাধ ও মৃত্যু। প্রভো, অনন্ত পথে যাহাদিগের গতি, তাহাদিগের গতিনিবৃত্তি হইবে কেন? তোমার সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধ দিন দিন ঘনিষ্ঠ হইতেছে, নিজের ইচ্ছা ও অভিলাষ চলিয়া গিয়া তোমার ইচ্ছা আমাদিগের ইচ্ছা হইতেছে, সর্ব্বপ্রকারের ঘটনার ভিতরে চিত্ত তোমার কল্যাণকর অভিপ্রায় দেখিতেছে, সর্ব্বাবস্থায় মন ভয়শূন্য হইতেছে, সর্ব্বদা তোমার ভিতরে আত্মা বাস করিতেছে যদি এরূপ হয়, এবং এক দিনের জন্যও এ সকল ভাবের হ্রাস না হইয়া কেবলই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহা হইলে অনন্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার ফল ফলিতেছে। তোমার যেমন শেষ নাই, আমাদিগেরও তেমনি তোমার অভিমুখীন গতির শেষ নাই। আমাদিগের মৃত্যু তখনই যখন আমাদিগের গতি স্থগিত হইল। বল, দেব, আমরা চলিতেছি, না দাঁড়াইয়া গিয়াছি, না পশ্চাদ্গমন করিতেছি। গতি ভিন্ন আমাদিগের যে কিছুতেই গতি নাই। আমরা এখানে আসিয়াছি থাকিবার জন্য নহে, চলিয়া যাইবার জন্য, দেহান্তে যেখানে যাইব, সেখানেই যে নিত্যকাল বাস তাহাও নহে, ক্রমান্বয়ে গতির পর গতি। বল তবে সে গতি স্থগিত হয় কেন? আমরাই আমাদিগের গতি স্থগিতের কারণ, না ইহার মধ্যে আর কিছু আছে? সংসারের প্রতি আসক্তির মূল আমরা স্বয়ং না আর কেহ? আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক সংসারের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া আর ফিরিয়া পাইতেছি না। এখন কে আমাগিকে পশ্চাৎদিকে টানিতেছে আর বলিতেছে, আর কোথায় যাইবে, চিরকাল আমারে লইয়া বাস কর। সংসারে ঠেকিয়া গতি স্থগিত হইয়া গেল, বল, নাথ, আবার সে গতি পুনরায় কি প্রকারে আরম্ভ করি। চলিতে চাই পা উঠে না, কে যেন পশ্চাৎ দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। যে টান পশ্চাৎ দিকে তদপেক্ষা সমধিক টান সম্মুখের দিকে, না হইলে, প্রভো, আর তো উপায়ান্তর দেখিতেছি না। একবার ইচ্ছাকে, দেখিতেছি, এক স্থানে অধীন করিয়া দিলে সে যে আর স্বয়ং মুক্ত হইবে, তাহার উপায় থাকে না।

এখন দেখিতেছি, তোমার দিকে তাকাইয়া চীৎকার রবে সাহায্য প্রার্থনা ভিন্ন আর উপায় নাই। তাই, তব পদতলে অবিশ্রান্ত এই প্রার্থনা করিতে দাও যে আমরা যেন ক্রমান্বয়ে সম্মুখের দিকে গতিশীল থাকি, কখন স্থগিত বা পশ্চাদ্গামী না হই।

যোগের অবমাননা।

কোন কোন ব্রাহ্ম সাধকের জীবনে সাধনের বিকার সমুপস্থিত দেখিয়া অনেকের মনে যোগের প্রতি অনুরাগ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহারা বলিতেছেন, এ পথে আত্মাকে ছাড়িয়া দেওয়া অত্যন্ত বিপদের হেতু। পার্থিব রাজ্য ছাড়িয়া অন্তর রাজ্যে বিচরণ করিবেন বলিয়া যাঁহারা ক্রমান্বয়ে অন্তর্ব্বর্ত্তী অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করিতে থাকেন, তাঁহারা পরিশেষে স্বপ্ন সমুদায়কে বাস্তবিক বলিয়া তাহাতেই আসক্ত হইয়া পড়েন। পরিশেষে তাঁহাদিগের ধ্যেয় ঈশ্বর পর্য্যন্ত এই স্বপ্নের অধীন হইয়া যান। সুতরাং এ পথে না গিয়া পরিমিত উপাসনা সাধন ভজন করা শ্রেয়ঃ, অদৃশ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে বাড়াবাড়ী করা কোনরূপে যুক্তিযুক্ত নহে।

প্রকাশ্য পত্রিকায় ঊনবিংশ শতাব্দীর যোগ বলিয়া যে প্রকার উপহাস করা হইতেছে তাহাতে আমাদিগের হৃদয় একান্ত আহত হইয়াছে। যদি কাহারও মন বিকারগ্রস্ত হইয়া স্বপ্ন দর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তবে তাহাতে স্বভাবসিদ্ধ যোগের প্রতি বীতরাগ হইবার কোন কারণ নাই। যোগের প্রতি দোষারোপ না করিয়া সে ব্যক্তিতে বিকার উপস্থিত হইল কেন, অনুসন্ধান করিয়া দেখা একান্ত প্রয়োজন। যোগের নামে যে সকল বিকার সমুপস্থিত হইয়াছে তাহা নিবারণ করিবার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দী সমুপস্থিত হইয়াছেন। পূর্ব্বাপর যোগের নামে যে সকল বিকার ঘটিয়াছে, তাহা পুনরায় এ সময়ে ব্যক্তি বিশেষে সংঘটিত হওয়া একপ্রকার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, অন্যথা বিকার না জানিয়া ঊনবিংশ শতাব্দী তাহার প্রতিকার করিবেন কি প্রকারে?

পাতঞ্জল যোগদর্শনে বিভূতিপাদ বলিয়া একটি পাদ আছে, ইহাতে প্রকৃত যোগ পথ ছাড়িয়া গিয়া লোকে অলৌকিক বিষয়ের পশ্চাদ্গমন করিলে কি প্রকার বিকার সমুপস্থিত হয় প্রদর্শিত হইয়াছে। এ পাদে অদ্ভুত ভাব সম্পাদনে যত গুলি সূত্র আছে, তাহার একটিরও বিষয় ঈশ্বর নহেন। যাহার চিত্ত ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল, সে কখন এই সকল বিকারের হস্তগত হয় না। মহর্ষি পতঞ্জলি এই জন্যই সূত্র করিয়াছেন,—

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ। ৩। ৩৬।

প্রাতিভাদি অসমাহিত অবস্থায় সিদ্ধি বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু সমাধিসম্বন্ধে সে সকল উপসর্গ। প্রাতিভাদি কাহাকে বলে পাঠকগণ শ্রবণ করুন।

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্ত্তা জায়ন্তে। ৩। ৩৫।

তদনন্তর প্রাতিভ হইতে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, দূরস্থ, অতীত অনাগত এ সকল বিষয়ে জ্ঞান জন্মে, শ্রাবণ হইতে দিব্য শব্দ শ্রবণ হয়, বেদনা হইতে দিব্য স্পর্শ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আদর্শ হইতে দিব্যরূপ এবং আস্বাদ হইতে দিব্য রস সম্বন্ধে বোধ জন্মে, বার্ত্তা হইতে দিব্য গন্ধ জানা যায় *।

কি আশ্চর্য্য, এমন সকল অদ্ভুত ব্যাপারকে মহর্ষি যথার্থ যোগসম্বন্ধে উপসর্গ বলিয়া নিন্দা করিলেন। যদ্দ্বারা এক প্রকার সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়, দিব্য শব্দ, দিব্য স্পর্শ, দিব্য রস, দিব্য রূপ, দিব্য গন্ধ এ সকল বোধের বিষয় হয়, তাহা হেয় বলিয়া কি তিনি ভাল করিয়াছেন? হাঁ

---

* প্রাতিভাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাতীতানাগতজ্ঞানং, শ্রাবণাদ্দিব্যশব্দশ্রবণং, বেদনাদ্দিব্যস্পর্শাধিগমঃ, আদর্শাদ্দিব্যরূপসম্বিৎ, আস্বাদাৎ দিব্যরসসম্বিৎ, বার্ত্তাতো দিব্যগন্ধবিজ্ঞানমিত্যেতানি নিত্যং জায়ন্তে।—ব্যাসভাষ্যম্।

করিয়াছেন বৈ কি? এ সকল তো স্বাভাবিক নহে, এ কেবল স্নায়ুবিকার ঘটিত। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসকগণ তাদৃশ রোগগ্রস্ত রোগীগণের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন, এ সকল কোথা হইতে সমুৎপন্ন হয়। আমরা যদি ঈদৃশ বৃত্তান্ত পাঠ না করিতাম, হয় তো সিদ্ধির লালসায় এত দিন স্বপ্নের রাজ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃত লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইতাম। আমাদিগের এক জন যোগের নামে বিকারের পথে ধাবিত হইয়া যে বিপদে নিপতিত হইয়াছিলেন, তাহা লিখিলেই ঈদৃশ পথাবলম্বন প্রকৃতিস্থতা কি অপ্রকৃতিস্থতা সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণ অবরুদ্ধ করিলে যে শব্দ শ্রবণ হয় ঐ শব্দে মন ক্রমান্বয়ে অভিনিবেশ করিতে করিতে আমাদিগের বন্ধু সেই অস্ফুট শব্দ মধ্যে শঙ্খ ঘণ্টাদি বহু যন্ত্রের নিনাদ শুনিতে পান। পরিশেষে আর তাঁহার কর্ণ অবরোধ করিতে হইত না, একটু মন স্থির করিলেই তিনি সেই সকল শব্দ শুনিতে পাইতেন। তাঁহার এই দিব্য শ্রবণ লাভ * সর্ব্বনাশের কারণ হইল। তিনি উপাসনা করিবেন বলিয়া যাই মনঃসংযম করিতেন, অমনি দিব্য যন্ত্র নিনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইয়া ঈশ্বর হইতে তাঁহার মনকে তাহারই দিকে টানিয়া লইয়া যাইত। তিনি বহু কষ্টে এই "দিব্যশ্রুতি" পরিহার করেন, তবে উপাসনাদিতে অধিকার প্রাপ্ত হন। মহর্ষি পতঞ্জলি এ সকলকে সমাধিপক্ষে উপসর্গ কেন বলিয়াছেন, এই এক দৃষ্টান্তেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। আর এই দিব্য শব্দ শ্রবণ যে রোগ বিশেষ, তাহা যিনি একবার কর্ণরোগের নিদান পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। আমরা ঈদৃশ এক জন কর্ণরোগীকে স্বয়ং দর্শন করিয়াছি। কর্ণের শব্দবাহী স্নায়ু সকলের বিকারে যুগপৎ শঙ্খ ঘণ্টাদির নিনাদ শুনিতে পাওয়া যায়। অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণ অবরোধ করিয়া যে শব্দ শ্রবণ করা যায়, তাহাতে চিত্ত ক্রমে অভিনিবিষ্ট করিলে সেখানে শোণিত প্রবাহ অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং এই প্রকারে তত্রত্য স্নায়ু সকল বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়ে। বিকারের যত আধিক্য হইতে থাকে তত কর্ণের শোঁ শোঁ শব্দ শঙ্খ ঘণ্টাদি বহু যন্ত্রের নিনাদে পরিণত হয়। ইহার অর্থ এই—তত্রত্য স্নায়ুসকল এমনই স্পর্শশীল হয় যে একটি সামান্য শব্দ ঢক্কা নিনাদের ন্যায় উহাকে উদ্বিগ্ন করে। আমাদিগের এ সম্বন্ধে অধিক বলা ভাল নয়, শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐন্দ্রিয় স্নায়ুনিচয়ের বিকারে কি প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার সকল উপস্থিত হয় বলিয়া দিবেন। তবে আমাদিগের একটি কথা না বলিলে চলিতেছে না, স্নায়ু বিকারে যে সকল দিব্য মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহাই অযোগিগণের সর্ব্বনাশের হেতু। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা দেবতাগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেছেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, আর তাঁহাদের আহ্লাদ ধরে না। নেত্রস্থ স্নায়ুসকলের বিকারে যে এই সকল প্রকাণ্ড ভ্রম উপস্থিত হয়, তাহা আর এখন কাহারও অবিদিত নাই। পূর্ব্ব ঋষিগণের এ সম্বন্ধে মনের ভাব কি আমাদিগের দেখা উচিত।

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ। ৩।৫১।

সমাধিতে অভিনিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণের পথে একটি বিঘ্ন উপস্থিত হয়, সেটি তত্তৎস্থানবাসী দেবগণ কর্ত্তৃক হইয়া থাকে। সাধককে তাঁহারা তাঁহাদিগের সঙ্গে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করেন। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিতেছেন, যোগাভিলাষী ব্যক্তি সেই সেই দেবগণের সঙ্গে বিহার করিবেন এরূপ যেন অভিলাষী না হন, এবং

* শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্। ৩।৪০।
শ্রোত্র ও আকাশ এ দুইয়ের সম্বন্ধে মনঃসংযম করিলে দিব্য শ্রোত্র লাভ হয়।

এই সকল দেখিয়া যেন বিস্মিত ও নিজের যোগ-প্রভাব মনে করিয়া অহঙ্কৃত না হন। তাহা হইলে ফল কি হইবে? পুনরায় অনিষ্ট উপস্থিত হইবে। কি প্রকার অনিষ্ট? ভোগাসক্তি, এবং আপনাকে সিদ্ধ মনে করিয়া যোগে অপ্রবৃত্তি।

পাঠকগণ দেখুন, যথার্থ যোগ অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার পুনর্ম্মিলন আকাঙ্ক্ষা না করিয়া অদ্ভুতশক্তি লাভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের যে একটি দুরাকাঙ্ক্ষা সমুপস্থিত হয়, তৎপ্রতি পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের কি প্রকার বিষদৃষ্টি। স্নায়ুবিকার জন্য দিব্যমূর্ত্তি সমুদায় দর্শন করিয়া দেবতাজ্ঞানে সেই সকলেতে চিত্ত আবদ্ধ করা যোগের পক্ষে কি প্রকার অন্তরায় আমরা যেমন বুঝি ঋষিগণও তেমনি বুঝিতেন। বুঝিয়াও তাঁহারা তত্ত্বদ্বিষয়ের উপদেশ করিয়াছেন কেন? অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়া সংশয়িগণের সংশয় দূর করিবার জন্য। সকলের মনে রাখা উচিত যে এই সকল স্নায়ুবিকার ঘটিত দিব্য মূর্ত্তিদর্শন যার যেমন সংস্কার তদনুসারে ঘটিয়া থাকে। কেহ বা ইন্দ্রাদিকে দেখিবেন, কেহ বা শিব শুকাদিকে দেখিবেন, কেহ বা ঈশা মুষা প্রভৃতিকে দেখিবেন। যিনি যাকেই দেখুন, মূর্ত্তি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, স্নায়ুবিকার উপস্থিত। যোগপূর্ণ আধ্যাত্মিক, সেখানে পার্থিব কিছু আসিলেই বিকার ভিন্ন আর কিছু নহে ধ্রুববিশ্বাস করিতে হইবে।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে সকলেরই প্রতীত হইবে, প্রাচীন ঋষিগণ যথার্থ যোগ কি তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন এবং তজ্জন্য সিদ্ধি নামে খ্যাত যোগের বিকার গুলিকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেন। সিদ্ধিমন্ত্রকে ঈশ্বরারাধনার উপায় না বলিয়া শারীরক ক্রিয়াঘটিত বলাতেই তাঁহারা ইহার প্রকৃত তত্ত্ব যে জানিতেন বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। আমরা যেমন স্নায়ুবিকার বলিতেছি, তাঁহারা তেমন না বলুন, কিন্তু শারীরিক ক্রিয়াঘটিত যখন তাঁহারা জানিতেন, তখনই বলিতে হইতেছে, তাঁহারা মূলবিষয় অবগত ছিলেন।

আমাদিসের প্রস্তাব দীর্ঘ হইল, অন্যথা আমরা তাঁহাদিগের লেখা হইতেই দেখাইতাম, জলাদির উপর দিয়া চলিয়া যাওয়া প্রভৃতি অদ্ভুত ব্যাপার যে বায়ু ঊর্দ্ধে নয়ন দ্বারা পরিবেষ্টন বায়ু হইতে শরীরকে লঘুকরণের ফল * তাহা তাঁহারা অবগত ছিলেন। যাহা যোগ নহে, তাহার নাম লইয়া, বা তজ্জনিত বিকারের অধীন হইয়া কেহ যেন যোগের অবমাননা না করেন ইহাই আমাদিগের বিনীত ভিক্ষা। আমাদিগের মধ্যে কেহ যদি অস্বভাবিক পথে বিচরণ করিয়া বিকারগ্রস্ত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার প্রতি কটূক্তি বর্ষণ না করিয়া তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া দেওয়া ভাল। যদি তৎপ্রদর্শনেও তিনি বিকারের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হন, ঈশ্বরের হস্তে তাঁহার সংশোধনের ভার রাখিয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ কল্প। যদি কৃপাপাত্র কেহ থাকে, তবে যোগ ভ্রমে বিকারে নিপতিত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা আর কেহ তেমন নাই। যোগীর অহঙ্কার নাই, ভ্রান্ত যোগীর (অবশ্য এ শব্দ তৎপ্রতি প্রয়োগ করিতে পারা যায় না) অহঙ্কার তাহার সর্ব্বনাশের মূল। যদি এখনকার বিজ্ঞানের প্রতি ইহাঁরা উপেক্ষা করেন, যোগোপদেষ্টা মহর্ষি পতঞ্জলির উক্তি "সঙ্গস্ময়াকরণম্" এইটি স্মরণ করিয়া বিকারের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃ।

---

* উদানজয়াজ্জল পঙ্ক কণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ। ৩। ৩৮।

উদানস্য জয়াৎ সংযমদ্বারেণেতরেষাং বায়ূনাং নিরোধাচ্চোর্দ্ধং গামিত্বেন জলে মহানদ্যাদৌ মহতি বা পঙ্কে তীক্ষ্ণেষু কণ্টকেষু ন মজ্জতে যোগী। লঘুত্বমাপন্ন উপর্য্যেব গচ্ছতীত্যর্থঃ। উৎক্রান্তি র্ম্মরণমপি তেষাং স্বেচ্ছয়া ভবতি।

কৃতার্থতার মূল।

যিনি যাহার অনুষ্ঠান করেন, তিনি তাহাতে কৃতার্থ হন, এ অভিলাষ স্বতঃসিদ্ধ। এ সংসারে অকৃতার্থ হয় না এরূপ লোক অতি অল্পই দেখা যায়। পুনঃপুনঃ অকৃতার্থ হইয়া যদি কোন একটি বিষয়ে কৃতার্থ হয়, তবে লোকে আপনাকে তাহাতেই সৌভাগ্যবান্ মনে করে এবং পূর্ব্ব অকৃতার্থতা সমুদায় ভুলিয়া যায়। ইহলোকে যে ব্যক্তি কেবলই সকল বিষয়ে অকৃতার্থ হয় তাহার জীবন ভারবহ হইয়া উঠে। অনেক লোক এই ক্লেশ বহন করিতে না পারিয়া আত্মহত্যারূপ ঘোর পাপের আশ্রয় গ্রহণ করে। আমরা কৃতার্থতার মূল অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমরা যাহা বলিব অযোগী ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে তাহা উপযোগী হইবে না সত্য, কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই যোগাবলম্বন অবশ্যকর্ত্তব্য এবং সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার যখন আমরা মনে করি, তখন আমাদিগের প্রদর্শিত পন্থা উচ্চ হইলেও আমরা তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে কুণ্ঠিত নহি।

আমাদিগের দেশের উপদেষ্টৃগণ সর্ব্বপ্রথমে বাসনা ত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহারা বাসনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, অশুভ বাসনা, শুভ বাসনা। অশুভ বাসনা পরিহার করিয়া প্রথমতঃ চিত্ত শুভবাসনায় নিবিষ্ট করিবে, পরিশেষে শুভবাসনাও অতিক্রম করিয়া সর্ব্বথা বাসনাশূন্য হইবে।

"শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনা সরিৎ।
পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি॥
অশুভেষু সমাবিষ্টং শুভেষ্বেবাবতারয়।
স্বমনঃ পুরুষার্থেন বলেন বলিনাংবর॥"

যোগবাশিষ্ঠ ৪। ১। ১০।

এই গেল প্রথম কথা, তৎপর—

"ততঃ পক্ববাসনেন নূনং বিজ্ঞাতবস্তুনা।
শুভোঽপ্যসৌ পরিত্যাজ্যো বাসনৌঘো নিরাধিনা॥"

যোগবাশিষ্ঠ ৪। ১৩।

প্রথম অশুভ বাসনা পরিত্যাগ, শুভ বাসনায় চিত্ত নিবেশ, পরিশেষে শুভ বাসনা পর্য্যন্ত পরিহার, এই পূর্ব্বতন যোগিগণের পন্থা। অশুভ বাসনা গিয়া শুভবাসনার যত আধিক্য হয়, তত ত্যাগের পথ পরিষ্কার হইয়া আইসে এ জন্য শুভ বাসনা বৃদ্ধিকে আর্য্য ঋষিগণ নির্দ্দোষ বলিয়াছেন।

"সন্দিগ্ধায়ামপি ভৃশং শুভামেব সমাহর।
শুভায়াং বাসনাবৃদ্ধৌ তাত দোষো ন বিদ্যতে॥"

যোগবাশিষ্ঠ ৪। ১৪।

শুভাশুভ উভয় বাসনা পরিত্যাগ ইহা শুনিলে মনে হয়, অশুভ বাসনা পরিহার্য্য তাহাতে সন্দেহ কি, কিন্তু ক্রমে শুভবাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে এ উপদেশ কি প্রকারে গৃহীত হইতে পারে? যদি শুভ বাসনা না থাকিল, তবে মানুষের আর থাকিল কি? শুভ বাসনাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, সেই শুভবাসনার অভাবে মনুষ্য আর জড় এ দুইয়ের মধ্যে তো আর কোন পার্থক্য থাকে না। শুভবাসনাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব তাহাতে সন্দেহ কি? এই জন্য "শুভবাসনার বৃদ্ধিতে কোন দোষ নাই" বলা হইয়াছে, কিন্তু জানিতে হইবে মনুষ্যত্বের উপর আবার দেবত্ব আছে, সে দেবত্ব এতদুভয়ের অতীত হওয়া।

দেবত্ব কি? নিজের কিছু না থাকিয়া যখন দেবতারই সকল হয়, তখন দেবত্ব লাভ হইয়া থাকে। তুমি বলিবে, এখানে স্বভাবকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া হইতেছে, সুতরাং ঈদৃশ অবস্থাকে কদাপি শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে না। স্বভাবসঙ্গতব্যাপারেই মনুষ্যের দেবত্ব, তদ্বিরুদ্ধাচরণে নহে। স্বভাবানুসরণ সর্ব্বত্র কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবত্ব লাভে সমগ্র স্বভাব সমগ্রভাবে অনুসৃত হইয়া থাকে, অসমগ্র ভাবে নহে। মনুষ্য এক অখণ্ড স্বভাবের অন্তর্গত। সে আপনাকে খণ্ডশঃ গ্রহণ করে বলিয়া সেই স্বভাবের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। আত্মাতে স্বভাবের অনুসরণে মনুষ্যত্ব, অখণ্ড

স্বভাবের সহিত একত্বে দেবত্ব। আমরা কি বলিলাম ভাল করিয়া বুঝাইতে যত্ন করিতেছি।

মনুষ্য যখন জ্ঞানাদির অনুসরণ করে, তখন তাহার অ স্বপ্রকৃতির, অনুসরণ হয়, সুতরাং সে আর পশুত্বে স্থিতি করে না, মনুষ্যত্বে আরূঢ় হয়। মনুষ্য আপনি এক জন হইয়াও সমুদায় মনুষ্যমণ্ডলী এবং পরিবেষ্টিত প্রকাণ্ড প্রকৃতি সহ এক অখণ্ড সামগ্রী। সে আপনাকে স্বতন্ত্র পৃথক্ এবং বিচ্ছিন্ন মনে করে, এবং তদ্রূপ করিবার বিশিষ্ট হেতুও আছে সত্য, কিন্তু তাহার সমগ্র জীবন এই অখণ্ড প্রকৃতি সহ এমনই অনুভূত যে, সে একাকী এই সকলের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া যত চলে, তত তাহার অকৃতার্থতা দিন দিন বাড়িতে থাকে। মানুষ শত প্রকারে যত্ন করিয়াও আপনাকে সম্যক্ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, তাই তাহার জীবন একেবারে নিষ্ফল ও অকর্ম্মণ্য হয় না। সে অবশ ভাবে অখণ্ড স্বভাবের অনুসরণ করে, এ জন্য তাহার জীবন একেবারে সবল হয় না।

এই অখণ্ড স্বভাবের সহিত নির্ব্বোধ ভাব স্থাপন মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত কি না? এই কার্য্য যথাযথ সম্পাদন করিতে হইলে, তাহার জ্ঞান কত দূর বিস্তৃত আবশ্যক। সে আপনার তত্ত্বই ভাল করিয়া জানে না বোঝে না, তাহাতে সে এই অখণ্ড স্বভাবকে অবগত হইয়া তাহার অনুসরণ কি প্রকারে করিবে? এই অখণ্ড স্বভাবের যিনি নিয়ন্তা মনুষ্য যদি তাঁহার সহিত একত্ব লাভ করিতে পারে, তবেই তাহার অখণ্ড স্বভাবের সহিত একত্বের সম্ভাবনা। আমি সেই নিয়ন্তা পুরুষের সহিত আমার আত্মাতে মিলিত হইতে পারি, তাঁহার সহিত একত্ব সম্পাদনে আমাকে বিস্তৃত মনুষ্যমণ্ডলী বা প্রশস্তা প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিতে হয় না, সেরূপে আয়ত্ত করা আমার সাধ্যাতীত। সুতরাং অখণ্ডস্বভাবের সহিত একত্ব নিষ্পাদনহেতু যোগাবলম্বন একান্ত আবশ্যক।

এই যোগে শুভাশুভ বাসনাত্যাগ উভয়েরই প্রয়োজন। যদিও অন্তর্যামী পরমপুরুষ শুভবাসনাকেই আমার পরিচালক করিবেন, কিন্তু কখন্ কোন্ শুভবাসনা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কার্য্য করিলে অখণ্ড স্বভাবের সহিত আমার একতা হইবে আমি জানি না, তাহা কেবল তিনিই জানেন, কেন না তাঁহারই শুভ ইচ্ছায় সমুদায় পরিচালিত হইতেছে। আমি পরমাত্মা সহ এমনই ইচ্ছাসাম্যে অবস্থিতি করিব যে, আমার বলিবার কিছুই থাকিবে না। ইটী শুভবাসনা এই বলিয়া যদি আমি তাহার অনুসরণ করি, আমার কৃতার্থতা হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। কেন না সে সময়ে হয় তো অন্য প্রকার শুভকামনার অনুসরণ করিলে তবে আমার অখণ্ড স্বভাবের সহিত একতা ঘটিত। যত দিন যোগের অবস্থা না হইয়াছে, তত দিন শুভবাসনাকে নিয়ামক করা এই জন্য ভাল যে, সেই শুভ বাসনা সকলই সর্ব্বনিয়ন্তার হস্তগত হইয়া আমাদিগকে অখণ্ড স্বভাবের সহিত এক করিয়া দিবে, এবং তখন আমরা নিয়ত কৃতকৃত্যতা অনুভব করিব।

পরলোকগত অক্ষয়কুমার দত্ত।

মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের পরলোক গমনে সমস্ত শিক্ষিত বঙ্গদেশ শোক প্রকাশ করিতেছেন। এক জন বঙ্গভাষার ধাত্রী এবং বঙ্গ দেশে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারের বিশেষ উপায় ও দেশের অসাধারণ গৌরব স্বরূপ অসাধারণ মানসিক তেজঃসম্পন্ন পুরুষ, চারিদিক অন্ধকারময় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া শিক্ষিত লোকমাত্রেই হাহাকার করিতেছেন, কিন্তু আমরা সাধারণ লোকের সহিত কেবলমাত্র উক্তরূপ শোক করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। মৃত মহাত্মার সহিত ভগবান আমাদিগকে বিশেষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার জীবন ও

মৃত্যু স্মরণ করিলে কোন বিধান-বিশ্বাসীর হৃদয় হরিলীলা রসে আর্দ্র না হয়? তাঁহার বিশ্বাস, রুচি ও ভাব অনেক বিষয়ে ভগবানের নবধর্ম্ম-বিধানের অনুরূপ যে ছিল না তাহা কাহার অবিদিত নাই, কিন্তু ভগবানের কার্য্য আমাদিগের কার্য্যের ন্যায় নহে, তিনি তাঁহাকেই আহ্বান করিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ বিধান বৃক্ষে জল সিঞ্চনের ভার এক সময়ে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মসমাজরূপ বীজ হইতে এই নব বিধানরূপ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা রক্ষিত ও অঙ্কুরিত করিবার জন্য তাঁহারই হস্ত নিয়োজিত হইয়াছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পরলোক গমনের পর ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ ক্ষুদ্রতরী হিন্দুধর্ম্মরূপ বিশাল সাগরবক্ষে বিলীন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আমাদিগের প্রধানাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভাব প্রথম হইতেই যে অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুভাবের প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাতী, এ কথা কে না জানে? তাঁহার জীবন হিন্দু-ধর্ম্মরূপ সাগরের একটী বিন্দুমাত্র। যে সময়ে বেদ ও ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার যেরূপ অগাধ ভক্তি ছিল তাহাতে যদি মৃত মহাত্মা ব্রাহ্ম-সমাজের একটী স্তম্ভরূপে না থাকিতেন তাহা হইলে ইহা হইতে এত শীঘ্র কখনই নববিধান প্রসূত হইবার আশা হইত না, ইহা হিন্দুধর্ম্মে বিলীন হইয়া পড়িবার সম্ভব হইতে পারিত। শ্রীযুক্ত প্রধানাচার্য্য মহাশয় বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং ব্রাহ্ম-সমাজে সেই মত প্রচার করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেন। রক্ষণশীল প্রধানাচার্য্য মহাশয় হিন্দুসমাজে কোন প্রকার বিপ্লব বা আন্দোলন আনয়ন করিতে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে হিন্দুগণ পুষ্প চন্দন নৈবিদ্য সহকারে যেরূপ দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকেন তাঁহারা ঠিক সেই ভাবে পরব্রহ্মের পূজা করিলেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে। হিন্দুগুরুগণ শিষ্যদিগকে যেরূপ মন্ত্র দিয়া থাকেন, তিনি সেইরূপ মন্ত্র দিবার বিধি তৎকালীন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাঁচড়াপাড়া এবং বংশবাটীতে কয়েকটি পরিবার মধ্যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মমতে মন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছিল এবং পুষ্প চন্দন নৈবিদ্য সহকারে পর ব্রহ্মের পূজার বিধি প্রচারিত হইয়াছিল, কর্ত্তাভজাদিগের প্রাদুর্ভাব কিয়ৎ পরিমাণে এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা মুখ-ব্যাদান করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদ হস্ত যাহার মস্তকে নিত্য বিদ্যমান, তাঁহার মহৎ অভিপ্রায়ের জন্য যাহা সংসৃষ্ট তাহা কে বিনাশ বা বিকৃত করিতে পারে? ব্রাহ্মসমাজের আসন্ন বিপদ নিবারণ কর্ত্তা রূপে মৃত মহাত্মা সেই সময়ে আহূত হইয়াছিলেন। তিনি সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান অসি ধারণ করিয়া সকল প্রকার কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিলেন, প্রচলিত বেদ যে অভ্রান্ত নহে এবং ইহা ব্রাহ্মদিগের অভ্রান্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র কখন হইতে পারে না তাহা তিনি স্পষ্ট এবং পরিষ্কার রূপে প্রতিপন্ন করিলেন; এবং মন্ত্র প্রদান ও পূজা বিধি প্রবর্ত্তনের যৎপরোনাস্তি প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মসমাজে বিষম সংগ্রাম ও বিপ্লব আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তখনকার কৃতবিদ্য নব্য সম্প্রদায়স্থ প্রায় সকল ব্রাহ্মই মৃত মহাত্মার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহারই চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন এবং পরিশেষে ব্রাহ্মসমাজকে একটি আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। পাশ্চাত্য এবং হিন্দু ভাবের সংগ্রাম বহুদিন ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজে চলিয়া আসিয়াছিল। মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্ত এই পাশ্চাত্য ভাবের প্রতি-নিধি ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি যেরূপ প্রখর,

বিচারশক্তি যেরূপ সুতীক্ষ্ণ ছিল এমন আর অল্পই দেখা যায়। তিনি যে কেবল হিন্দু কুসংস্কার হইতে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়াছেন তাহা নহে তখন এদেশে বিকৃত খ্রীষ্টধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। খ্রীষ্টানদিগের কুসংস্কার এবং দেশীয় বালক বৃন্দের অন্ধভাবে খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুসরণ তাঁহারই প্রভাবে অনেক পরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি অনেকবার যেরূপ উৎকৃষ্ট ও সুযুক্তিসম্পন্ন বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা আমাদিগের মধ্যে অনেকেরই স্মরণ আছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই তাঁহার অসাধারণ চিন্তা শক্তির পরিচয় প্রদান করে। তিনি অনেক দিন ধরিয়া ইহার সম্পাদকীয় কার্য্য করিয়া বঙ্গ ভাষার যে উৎকর্ষ সাধন করেন, এবং এদেশীয়দিগের মধ্যে যেরূপ জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো প্রচার করেন তজ্জন্য বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। তিনি কোকালে আমিষ ভক্ষণের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন, কত যুবককে যে তিনি আমিষ ভক্ষণ পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন এবং দুর্জ্জয় যুক্তি সহকারে কত যুবকের চিত্ত যে তিনি ধর্ম্মপথে আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা গণনা করা দুঃসাধ্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাঁহার বিশ্বাস, ভাব ও রুচি অনেক পরিমাণে যুগধর্ম্ম বিধানের অনুরূপ ছিল না কিন্তু তবু তাঁহারই দ্বারা ভগবান্ যথাসম্ভব আপন কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইলেন এবং কার্য্য সম্পন্ন হইলে ভগবান্ ব্রাহ্মসমাজরূপ ক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে অবসর প্রদান করিলেন। শেষ জীবনে তাঁহার বিশ্বাস ও ভাব যে কিরূপ ছিল তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় তাঁহার জীবনের শেষ গ্রন্থ, তিনি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া এখন পরলোকে গমন করিয়াছেন, শান্তিদাতা এখন তাঁহার আত্মাতে শান্তি বিধান ও পরিশ্রমের পুরস্কার প্রদান করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

সংসারে বিপৎ পরীক্ষা অনেক, এখানে মানুষ মানুষের উপর কেবল শরীর সম্বন্ধে অত্যাচার করে তাহা নহে, আত্মার সম্বন্ধেও ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে ধর্ম্মরক্ষা দুর্ব্বলের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। যাঁহারা ধর্ম্মবীর তাঁহারা এই সকল বাধা অতিক্রম করেন সত্য, কিন্তু এই সংগ্রামে অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে ও আপন জীবন পর্য্যন্ত বলি অর্পণ করিতে হয়। যদি ধর্ম্মবীর ভিন্ন অন্য কাহারও ধর্ম্মরক্ষা পাওয়া অসম্ভব হইল, তবে ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবার জন্য এ সংসারে আসা কি প্রকারে সিদ্ধি পায়? সাধারণ লোকে এমন কি উপায় অবলম্বন করিতে পারে যাহাতে সমুদায় প্রতিকূলাবস্থা অতিক্রম করিয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। আমরা প্রথমতঃ দেখিতে চাই, ধর্ম্মবীরগণ যে সমুদায় প্রতিকূলাবস্থা অবহেলায় অতিক্রম করেন তাহার মূল কি? তাঁহাদিগের জীবনের মূলসূত্র ধরিলে, উপায় বাহির হইতে পারে, ইহাই বিজ্ঞানসিদ্ধ কথা। যে বিষয়ের জন্য যিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন, তাঁহার মধ্যে সেই বিষয়ের প্রাকৃতিক নিয়ম আমরা পাঠ করিতে পারি। তিনি যে কারণে কৃতকার্য্য হইলেন, অন্যেও সেই কারণে কৃতকার্য্য হইবেন, কেন না একই বিষয়ে দুই স্থলে প্রাকৃতিক নিয়ম দুই প্রকার হইতে পারে না। ধর্ম্মবীরগণের আমরা আশ্চর্য্য নির্ভর দেখিতে পাই। তাঁহারা বিশ্ববিধাতার উপরে শিশুর ন্যায় এমনই নির্ভর করেন যে, কোন প্রতিকূল অবস্থাই তাঁহাদিগকে তাহা হইতে স্খলিতপদ করিতে পারে না। শিশু সন্তান যখন মার অঞ্চল ধারণ করিয়া থাকে, তখন কোন প্রকার বিভীষিকা তাহাকে ভীত করে না, তাহার মন মাতে এমনই আশ্বস্ত যে সে মনে করে পৃথিবীতে এমন কিছু ভয়ের বিষয় নাই, যাহা তাহার মার নিকটে পরাস্ত না হয়। শিশুর এই বিশ্বাস মার ভয় ও আর্ত্তনাদ দর্শনে বিচলিত হয়, অথচ সে মাকেই জড়াইয়া ধরে, ধর্ম্মবীরগণের শিশুর নির্ভর আছে, অথচ তাহার বিচলন তাঁহাদিগেতে নাই। তাঁহারা মৃত্যু মধ্যে জীবন দেখেন, সুতরাং এমন আর কি আছে যাহা তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে। এই অলৌকিক নির্ভর আয়ত্ত করিতে না পারিলে, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, এ সংসারে কাহারও ধর্ম্ম সংরক্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মবীরগণ যে নির্ভর লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা সামান্য লোক তাহা উপার্জ্জন করিব কি প্রকারে? স্বভাবলব্ধসামগ্রী যদি উপার্জ্জিত হইতে না পারে, তবে ইহাই স্বীকার করিতে হয়, অনন্তকালেও এক জন সেই সমুদায় বিষয় লাভ করিবেন না, যাহা তাঁহার এখন নাই। মনুষ্য যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সকল বিষয়ের সম্ভাবনা

লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহাতে এই সকল সম্ভাবনা আছে বলিয়া যত্ন করিলে কালে সে সেই সকল বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে। তোমার আমার নির্ভর এখন অতিযৎসামান্য, কিন্তু নির্ভর অভ্যাস করিলে যে তাহা বাড়ে না, তাহা তুমিও বলিতে পার না, আমিও বলিতে পারি না। কারণ আমাদের পূর্ব্বাপেক্ষা নির্ভর বাড়ে নাই এ কথা সত্যের অনুরোধে বলিতে পারি না। যদি কিছু বাড়িয়া থাকে সত্য হয়, তবে আরও এত দূর বাড়িতে পারে, যাহাতে সংসারের বিভীষিকা দর্শনে ঈশ্বরে আশ্বস্ততা নিবন্ধন আমরাও ভীত হইতে না পারি। এই নির্ভর যদি আমাদিগের উপার্জ্জিত হয়, তবে সাধ্য কি যে সংসার আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করে।

ক্ষত্রিয়গণের বাহুবল, ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মবল এই কথাটী এ দেশে একান্ত প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বাহুবল সাধারণের চক্ষুগোচর হয়, কিন্তু ব্রহ্মবল অদৃশ্য, এবং কেবল অন্তশ্চক্ষুঃ প্রত্যক্ষ। আমাদিগের দেশীয় প্রাচীন আর্য্যেরা বাহুবল অপেক্ষা ব্রহ্মবলে সমধিক বিশ্বাস করিতেন। পূর্ব্বকালে ব্রহ্ম এবং বেদ এ দুইকে অভিন্নভাবে গ্রহণ করা হইত। বেদই ব্রহ্ম এ জন্য রাজগণ নিজ নিজ ক্ষাত্রেয়বলের উপরে সমধিক আস্থা না রাখিয়া অত্যুচ্চ বেদজ্ঞ ঋষিগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। যখন ভূপতিগণ এইরূপে ঋষিগণের আশ্রিত হইয়া পড়িলেন তখন ব্রাহ্মণজাতির গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচার বাড়িল। এই অত্যাচারের ফল বৌদ্ধধর্ম্ম, এবং এ ধর্ম্মের শেষ অভ্যুদয় ক্ষত্রিয় জাতির শিরোভূষণ মহামতি শাক্য হইতে। তিনি যজ্ঞবিধির অনর্থকতা লোকের মনে মুদ্রিত করিয়া দিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকারের অলৌকিকতা লোকের মন হইতে নিষ্কাশিত করিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু যথার্থ ব্রহ্মবল তিনি উড়াইয়া দেন নাই, উড়াইয়া দিতে পারেন না। ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্ম ব্রহ্ম, এ দুই অর্থেই আমরা এ বল দেখিতে পাই। প্রথমতঃ ব্রহ্মবেদ—বাণী ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ বাণী ব্রহ্মাধিষ্ঠানে সমুদ্ভূত। তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন সে প্রার্থনা যদি ব্রহ্মাবির্ভাবে সমুদ্দীপ্ত আত্মা হইতে সমুত্থিত হয়, দেখিবে সে প্রার্থনার কি অদ্ভুত বল। ব্রাহ্মণগণের হৃদয় যতদিন স্বার্থ, অভিমান প্রভৃতি নীচ সংসারের বাসনায় কলুষিত হয় নাই, তত দিন তাঁহাদিগের স্তব স্তুতি প্রার্থনাতে যথার্থই ব্রহ্মবল নিহিত ছিল। আজ প্রতিব্যক্তি ব্রহ্মের নিকটস্থ হইতে অধিকার লাভ করিয়াছেন, এখন সকলেই প্রার্থনোত্থিত ব্রহ্মবলের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্ম ঈশ্বর তাঁহার বল ব্রহ্মবল। এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, কেননা এ সম্বন্ধে সংশয় ও বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে ব্রহ্মের বল অনুভূত করিতে হইলে, সহায়রূপে গ্রহণ করিতে হইলে, ব্রহ্মের একান্ত অনুগত বাধ্য হইতে হয়। যেখানে এ ভাব নাই, সেখানে ব্রহ্মসাধিত আশ্চর্য্য কার্য্য সকল লোকে অকৃতজ্ঞতাবশতঃ আত্মবলের উপরে আরোপ করে এবং এইরূপে ইহ লোক পরলোক উভয়ই হারায়। উভয় বিধ অর্থে ব্রহ্মবল যাহাতে আমাদিগের সকলের বল হয় তজ্জন্য সকলের যত্ন একান্ত আবশ্যক।

মনুষ্য ঈশ্বরাদেশে চলিতে বাধ্য লোকের কথা শুনিয়া চলিতে নহে। তুমি যদি আদেশ পাইয়া তাহার সঙ্গে মনুষ্যের পরামর্শে কর্ণপাত কর, দেখিবে মনুষ্যের পরামর্শ আদেশের ঠিক বিপরীত এবং তোমাকে বিপথে লইয়া যাইবার জন্য যত্ন করিতেছে। মানুষ জ্ঞানপূর্ব্বক এরূপ কুপরামর্শ দিয়া থাকে, ইহা আমরা বলিতে চাই না, তাহার বুদ্ধির গতি এই প্রকার, ইহাই আমাদিগের বলিবার উদ্দেশ্য। বুদ্ধি ফলাফল বিচার করে, সে যে সমস্ত ঘটনা সম্মুখে দেখিতে পায়, তাহারই উপরে তাহার সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করে। বর্ত্তমান ঘটনা সমুদায় কিরূপে পর্য্যবসান হইবে সে তাহা জানে না, কেন না তাহা বুদ্ধির আয়ত্তাধীন নহে, সুতরাং আদেশের নিকটে বুদ্ধির সিদ্ধান্ত চিরদুর্ব্বল। যিনি সমুদায় ঘটনার নিয়ামক তিনি ভবিষ্যৎ কোটী ঘটনার জ্ঞান আয়ত্তাধীনে রাখিয়া একটি আদেশ প্রচার করেন, সে আদেশের নিকটে মনুষ্যের বুদ্ধি দাঁড়াইবে কি প্রকারে? এক জন পরামর্শদাতা আদেশানুসারী ব্যক্তির প্রথম প্রথম অকৃতার্থতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারে, সেই তো তোমায় পরামর্শ দিয়াছিলাম ঈদৃশ সাহাসকতায় প্রবৃত্ত হইও না এখন দেখিলে আমার পরামর্শ গ্রহণ না করায় কি প্রকার ফল ফলিল। যিনি আদেশবিশ্বাসী তখনও তিনি প্রথমে তাঁহার কথার যে মূল্য স্থির করিয়াছিলেন, এখনও সেই মূল্য ভিন্ন কিছু বেশি দেখিতে পান না, কেন না সেই পরামর্শদাতা বর্ত্তমান ঘটনার মধ্যে বিচরণ করিতেছেন, ভবিষ্যৎ তাঁহার চক্ষুর নিকট হইতে পূর্ব্ববৎ প্রচ্ছন্ন। আদেশানুসরণকারী ব্যক্তি বিশ্বাসবলে ভবিষ্যৎ মধ্যে বিচরণ করেন, সুতরাং বর্ত্তমান তাঁহার বিভীষিকার কারণ হয় না। নববিধানে আদেশ সর্ব্বোপরি পরিগৃহীত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রত্যেক সাধকের নিকটে ভবিষ্যৎ বান্ধা পড়িয়াছে। নববিধানবাদী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একান্ত আশ্বস্ত। তিনি জানেন তাঁহার স্নেহময়ী জননীর হস্তে যখন সুদূর ভবিষ্যৎ স্থিতি করিতেছে এবং তাঁহারই নিকট হইতে আদেশ আনিতেছে তখন প্রতিকূল

ঘটনা সকল যে দেখিতে প্রতিকূল, ফলে প্রতিকূল নহে এ বিষয়ে তাঁহার আর অনুমাত্র সন্দেহ থাকে না। যদি বিপরীত পরামর্শদাতা দীর্ঘজীবী হন, তবে তিনি সময়ে তাঁহার পরামর্শের অনর্থকতা দেখিয়া লজ্জিত হন এবং মনুষ্য বুদ্ধি যে অতি দুর্ব্বল তখন তিনি বুঝিতে পারেন।

আচার্য্যের প্রার্থনা।

[কমলকুটীর]

৪ ঠা জুন, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, হে বিশ্বাসীর সারধন, তুমি কাহাকেও বেশী ভালবাস, কাহাকেও কম ভালবাস, পৃথিবীতে যে এই রকম একটা কথা আছে, এ কি সত্য? যেমন ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ, এঁরা তোমার যত প্রেম পান, আমাদের মত পাপীরা তা পায় না। আমাদের খাওয়া দাওয়ার খোঁজ তুমি লও না এ কি সত্য? এই কথা পৃথিবী বরাবর বলে আসছে। আর যদি খুব উচ্চ তত্ত্ব এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা যায় তবে এই কথা বলা যায় যে তোমার সাধারণ দয়া সকলের উপর, কিন্তু বিশেষ দয়া বিশেষ লোকের উপর। এ কথা কেন পৃথিবী তুলিল? স্বর্গ পক্ষপাতী, এ ত মনে হয় না। তবে কি তুমি কাহাকেও ভালবাস, কাহাকেও ভালবাস না? তোমার ন্যায় বিচার ভারি, তোমার পক্ষপাত নাই। কিন্তু আমরা কি ধর্ম্মের বাহাদুরী করেছি যে তোমার বিশেষ দয়ার উপযুক্ত হলাম? এইটা কেমন করে হয় ভাবতে ভাবতে মনে হল, ইহার ভিতরে কিছু একটা কারণ আছে। সেটা কি? বুঝিবার রকম। যে বোঝে তুমি তাকে দশ গুণ ভালবাস, তাকে তুমি দশ গুণই ভালবাস। যে বোঝে শত গুণ তুমি তাকে ভালবাস তাকে তুমি শতগুণই ভালবাস। যে বোঝে তুমি তাকে লক্ষ গুণ ভালবাস, তুমি তাকে লক্ষগুণই ভালবাস। হে পিতা, যত ভুল মানুষের কাছে। তোমার কোমল প্রেম যে কেউ দেখতে পায় না। তাই গোল হয়। কেউ তোমার প্রেম সিকিখানা দেখতে পায়, কেউ আধখানা দেখতে পায়। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে আমরা গোপন কথা শুনেছি। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে, আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে তুমি কত ভালবাস। আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমার কাছে নিবেদন করিতে পারি। আমাদের প্রতি বিশেষ কৃপা তোমার এই জন্য যে আমরা তোমার হাতখানি আমাদের মাথার উপর দেখিতে পাই। সকলের মাথায় তোমার হাত আছে, কিন্তু হাত সকলে দেখে না, মানে না। তোমার দয়া কি আবার ছোট বড়? অনন্ত দয়ার ভাগ করিবে কে? যে বলে তোমার বিশেষ দয়া পেয়েছে, সেই পেয়েছে। আমাদের সৌভাগ্য এই যে আমরা তোমার বিশেষ দয়া বুঝতে পারি। তুমি যে আর কাহাকেও দয়া কর না, তাহা নয়; কিন্তু আমরা বুঝতে পারি বলিয়া আমাদের সৌভাগ্য অধিক। সকলেই যেন বলে, তুমি সকলেরই মা। আমরা যেন কখন না বলি, আমাদের মা ইতর বিশেষ করেন। তুমি তা কর না। মা যিনি তিনি সকলকে ভালবাসেন। হে দয়াসিন্ধু, এই শুভ বুদ্ধি তুমি আমাদের দাও। আমাদের সকলকে তুমিই খাওয়াও, তুমিই পরাও। আমরা এ জীবনে অনেক জানিলাম। এই জানিলাম যে, এই কয়টা লোক তোমার বিশেষ দয়ার অধিকারী, কারণ তারা জ্ঞান পেয়েছে, তোমার বিশেষ দয়া বুঝিতে পারিতেছে যে, তারা তোমার সেবা করিতেছে ও তুমি তাদের সেবা করিতেছ। মা তুয়ে আমাদের সমুদায় বিশেষ করে বুঝিয়ে দিলে। মা, তুমি আমাদের বিশেষ ধন, তুমি আমাদের বিশেষ বন্ধু, বিশেষ মা, বিশেষ সম্পদ। মা, তোমার বিশেষ করুণাটী মিষ্ট। তুমি বিশেষ আসনে আমাদের বসালে, বিশেষ দয়া দিলে, বিশেষ করুণার মুকুট পরালে। দয়াময়, এই ছেলে মেয়ে, এরা তোমার ছেলে মেয়ে, এরা তোমার অন্তঃপুরের দাস দাসী, এরা তোমার প্রজা, এদের কাছে আসতে দিয়েছ, হাত পা ছুঁইতে দিয়াছ, যখন যা দরকার দিয়াছ, আর কি বলিব? কৃতজ্ঞতা তোমাকে দি। আমরা কয়টী ভাই বিশেষরূপে তোমার কাছে বিশেষ ভাবে ধন সম্পত্তি পেয়ে, বিশেষ দয়া পেতে এখন তোমাকে বিশেষরূপে দিতে পারিলে হয়। তোমার দিকে খুব হল, আমাদের দিকে কিছু যে হল না। আমাদের কর্ত্তব্য বলে দাও। আমরা দেখি, দেখাই, দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হই। কৃতার্থ হরিভক্তদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন খুব বিশেষ যত্ন ভক্তি তোমাকে করিতে পারি, বিশেষ সেবা দিতে পারি। এবার অল্পে হবে না, এবার মাতামাতি, এবার বাড়াবাড়ি। আমরা জগতের লোককে দেখাব তোমার দিকে যেমন হল, এ দিকেও তেমনি হবে। সকলেই প্রমত্ত হবে। সেই নববৃন্দাবনে যা দেখেছি, সেই রকম কর। হে দীননাথ, দয়াসিন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেমন পেলাম অনেক, তেমনি যেন অনেক দি এবং প্রাণ মন তোমার চরণে ঢেলে দিয়ে মত্ততার সুখে সুখী হইতে পারি, তুমি কৃপা করিয়া এই অনুগ্রহ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নমাজ।

নমাজের দুই অঙ্গ, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক। অনেক দিন হইল নমাজের আধ্যাত্মিক গূঢ় তত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্বে বিবৃত হইয়াছে। এবার নমাজ সম্বন্ধীয় কতিপয় নিয়ম ও শারীরিক প্রক্রিয়ার তত্ত্ব পাঠকবর্গকে সংক্ষেপে জ্ঞাপন করা যাইতেছে। নমাজে জমায়ত অর্থাৎ মোসলমানদিগের সামাজিক উপাসনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আজাঁদান হয়, এ স্থলে আজাঁ শব্দের অর্থ বিজ্ঞাপন। যিনি আজাঁ দেন তাঁহাকে মোজেন বলে। প্রত্যেক মস্‌জেদে এক এক জন নির্দ্দিষ্ট মোজেন থাকেন। তিনি যথাসময়ে নমাজের বিজ্ঞাপনসূচক আজাঁ দান করেন। মোজেন আজাঁতে উচ্চৈঃস্বরে যে কয়েকটী আরবি শব্দ উচ্চারণ করেন তাহার অর্থ "ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহার দিকে আহ্বান, তাঁহাতেই পরিত্রাণ" ইত্যাদি। নমাজের পূর্ব্বে কেব্‌লাভিমুখে অর্থাৎ মক্কাভিমুখে বসিয়া মন্ত্র বিশেষ উচ্চারণ করিয়া অজু আরম্ভ করিতে হয়। বিশেষ প্রণালী ও নিয়ম অনুসারে তিন বার করিয়া মুখ, কর্ণ, নাসিকা, গ্রীবা, হস্ত পদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমর্ষণ ও প্রক্ষালন করার বিধি, ইহাকে তেহারত অর্থাৎ শুদ্ধতা সম্পাদন বলে। যথা—আমি পাপ কথা উচ্চারণ করিয়া মুখ কলুষিত করিয়াছি ইহাকে শুদ্ধ করিয়া এক্ষণে পবিত্র নমাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছি ইত্যাদি। প্রত্যেক অঙ্গ আমর্ষণ ও প্রক্ষালনের সময় এক একটী আরব্য বচন উচ্চারণ করিতে হয় যথা—মুখ প্রক্ষালনের সময় বলিতে হয় "আল্লাহুম্মা আনি আলাজেক্‌রেকা ও সোকরেকা ও তলাওতে কেতাবেকা।" অর্থ হে পরমেশ্বর, তোমার নাম উচ্চারণ করিতে এবং তোমাকে কৃতজ্ঞতা দান করিতে ও তোমার গ্রন্থ পাঠ করিতে তুমি আমাকে সাহায্য দান কর ইত্যাদি। প্রতি দিন পাঁচ বার নির্দ্দিষ্ট সময়ে নমাজ পড়ার নিয়ম, নমাজফজর, নমাজ জহর, নমাজ আসর, নমাজ মগ্‌রব, নমাজ আশা, অর্থাৎ পৌর্ব্বাহ্নিক উপাসনা, মাধ্যাহ্নিক, আপরাহ্নিক ও সায়াহ্নিক এবং নৈশিক উপাসনা। পৌর্ব্বাহ্নিক বা প্রাথমিক নমাজ নিশান্তে, অরুণোদয়ের পূর্ব্বে হওয়ার বিধি। যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া সেই বস্তুর অনুরূপ আয়তন লাভ করে তখন নমাজ জহর বা মাধ্যাহ্নিক উপাসনা হইবে। ইহা ঠিক মধ্যাহ্ন কালে নয়, বেলা দ্বিপ্রহরের কিয়ৎক্ষণ পরে নির্দ্দিষ্ট; নমাজ জহরের দুই তিন ঘণ্টা পরে নমাজ আসরের অর্থাৎ তৃতীয় বা আপরাহ্নিক নমাজের সময়। যখন সূর্য্যরশ্মি পীতাভা ধারণ করে সেই সময়ে ও তাহার পূর্ব্বে আসরের নমাজ সম্পাদন করার বিধি। আসরের নমাজ ক্রমান্বয়ে দুই বার প্রথম ও দ্বিতীয় রূপে সম্পাদন করার ব্যবস্থা আছে। তৎপর সূর্য্য অস্তগত হইলে নমাজ মগরব অর্থাৎ সায়াহ্নিক উপাসনা হয়। পরে যখন পশ্চিম আকাশের আরক্তিম বর্ণ অদৃশ্য হইয়া যায় তখন নমাজ আশা অর্থাৎ নৈশিক উপাসনা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

হজ্‌রত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে স্বর্গীয় দূত জেব্রিলের নিকটে তিনি এইরূপ পাঁচ বার নমাজ করার বিধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং জেব্রিল তাঁহাকে নমাজ শিক্ষা দিয়াছেন। হজ্‌রত বলিয়াছেন যাহারা নির্ম্মল স্রোতো জলে পাঁচ বার স্নান প্রক্ষালন করেন তাহাদের দেহ যেমন ধূলি কর্দ্দমাদি বিমুক্ত ও পরিশুদ্ধ থাকে, তদ্রূপ যাঁহারা পাঁচ বার নমাজরূপ স্বর্গীয় জলপ্রবাহে আত্মাকে প্রক্ষালন করেন, তাঁহাদের আত্মাতে পাপকর্দ্দম বদ্ধমূল হইতে পারে না। নমাজে কক্‌বিরের সময় অর্থাৎ পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ববাচক বচন উচ্চারণ করিবার সময়ে নমাজি উভয় হস্ত ঊর্দ্ধাভিমুখে প্রসারণ করিয়া থাকেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে জলমগ্ন ব্যক্তি উদ্ধারের জন্য যেমন লোকের উদ্দেশে হস্ত প্রসারণ করে, তদ্রূপ উপাসক আপনাকে পাপসমুদ্রে নিমগ্ন জানিয়া হস্ত বাড়াইয়া থাকেন। যেন পরমেশ্বর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করেন। নমাজে রকুর অর্থাৎ মস্তক অবনমনের ভাব এই যে হে পরমেশ্বর, আমি তোমার দাস, তোমার দিকে মস্তক নত করিতেছি। রকু হইতে উপাসক মস্তক উত্তোলন করিয়া বলেন "রব্বানা লকা আল্‌হামদো" অর্থাৎ হে আমাদের প্রভো, সম্যক্ প্রশংসা তোমারই, তাহার ভাব এই যে আমার গলদেশ পাপ বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াতে এক্ষণ আমি তোমার প্রশংসা করিতেছি। নমাজের সময় ভূমিতলে প্রথম মস্তক স্থাপন করার ভাব এই, আমি মৃত্তিকায় পরিণত ছিলাম, পরে মস্তক উত্তোলন দ্বারা এই প্রকাশ পায় যে এই মৃত্তিকা হইতে তুমি আমাকে সৃজন করিয়াছ। দ্বিতীয় জজ্‌দাব অর্থাৎ দ্বিতীয় নমস্কারের ভাব এই যে মৃত্তিকার ভিতরে তুমি আমাকে স্থাপন করিবে, অবশেষে মস্তক উত্তোলনের অর্থ এই যে প্রলয়কালে ভূগর্ভ হইতে তুমি আমাকে উত্থাপন করিবে। অঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করার ভাব এই যে হে ঈশ্বর, আমাকে পুণ্যধন দান কর। দক্ষিণ দিকে সেলাম করার ভাব এই যে হে পরমেশ্বর আমার কার্য্যলিপি দক্ষিণ হস্তে প্রদান কর, বাম হস্তে প্রদান করিও না। কথিত আছে, জীবনের সদসৎ কার্য্যের স্মৃতিলিপি যাহারা স্বর্গে গমন করিবে তাহাদের দক্ষিণ হস্তে, যাহারা নরকে গমন করিবে তাহাদের বাম হস্তে প্রদান করা হইয়া থাকে। প্রতি দিন পাঁচ বার করিয়া প্রত্যেক মোসলমানের জন্য এইরূপ উপাসনা করার বিধি। যাহারা দেশ পর্য্যটনে রত, তাহারা আবশ্যক মতে সংক্ষেপে নমাজ পড়িতে পারেন, কিন্তু অন্য মোসলমানদের জন্য যথা নিয়মে সমাজের সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

সংবাদ।

শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে কুচবিহারের মহারাজ ঢাকা নববিধান মন্দির নির্ম্মাণের সাহায্যার্থ ৫০০ পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন।

কিছু দিন হইল, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় দিনাজপুরে তথাকার ব্রাহ্মদিগের নিমন্ত্রণানুসারে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি দুইটী বক্তৃতা, সামাজিক উপাসনা ও সৎপ্রসঙ্গাদি করিয়া ব্রাহ্ম ও অপর সাধারণকে বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দিত করিয়াছেন। ভাই রামচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার সঙ্গে দিনাজপুরে প্রচারার্থ গিয়াছিলেন।

আমাদিগের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র গত জ্যৈষ্ঠ মাসে নিম্নলিখিতরূপে নানা স্থানে প্রচার করিয়াছেন;

শ্রীরামপুর—গত ২রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার সন্ধ্যাকালে শ্রীরামপুরস্থ নূতন ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা সম্পাদন ও উপদেশ দান। ৩রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে তত্রত্য পুরাতন ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের অনুরোধে তাঁহাদের সমাজে উপাসনা কার্য্য সম্পাদন। তাঁহারা নববিধানের প্রচারকগণের উপদেশপ্রার্থী হইয়াছেন।

রামপুরহাট—৩ রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার সন্ধ্যাকালে রামপুরহাট ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা সম্পাদন ও নববিধান বিষয়ে উপদেশ দান। ৪ ঠা প্রাতে সমাজের সম্পাদকের বাটীতে সমস্ত ব্রাহ্মগণকে লইয়া উপাসনা ও "ভক্তির বিবিধ অবস্থা" বিষয়ে উপদেশ দান। অপরাহ্নে দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন সহকারে প্রচার।

বোলপুর—৫ ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার বোলপুরে উপাসনা কার্য্য সম্পাদন ও অপরাহ্নে "বর্ত্তমান ধর্ম্মবিধানের শক্তি ও সাধন প্রণালী" সম্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতা। এই বক্তৃতায় স্থানীয় মুন্সেফ ও উকীল প্রভৃতি গণ্য লোকেরা উপস্থিত ছিলেন।

বর্দ্ধমান—৬ ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার প্রাতে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের বাটীতে উপাসনা।

হুগলী—৬ ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার হুগলীতে ব্রাহ্মগণের সহিত রাত্রিতে সৎপ্রসঙ্গ ও নিশীথ উপাসনা। ৭ ই প্রাতে হুগলী প্রার্থনা সমাজে উপাসনা কার্য্য সম্পাদন।

অমরপুর—১১ ই জ্যৈষ্ঠ সৌগন্ধা গ্রামে বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন।

গোবরডাঙ্গা—২৩এ জ্যৈষ্ঠ গোবরডাঙ্গায় "মনুষ্যত্ব ও নববিধান" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা।

আমাদিগের অমরাগড়িস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের উপরে গ্রামস্থ লোকেরা ভয়ানক উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে, শুনিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত হইলাম।

আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বিশেষ ধন্যবাদের সহিত নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি অবিকল প্রকাশ করিতেছি। আমাদের কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট এই পত্র আসিয়াছে।

ওঁ তৎসৎ।

কাকিনিয়া—১২৯৩ সাল, তাং ২৮ শে জ্যৈষ্ঠ।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

সংবাদপত্র পাঠে ও শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট জানিতে পারিলাম যে, শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর কবিরাজ মহাশয় ক্রমেই অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি আমাদিগের এক জন চির আত্মীয় লোক, তাঁহার চিকিৎসা বিষয়ে দৃষ্টি করা আমার উচিত, এ জন্য মণিঅর্ডার যোগে আপনার নিকট ১০০ এক শত টাকা পাঠাইলাম, অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রাপ্তি সংবাদ লিখিবেন ও এই টাকার দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করাইবেন। আপনি সকলের তত্ত্বাবধায়ক বলিয়া আপনার হস্তে টাকা পাঠান গেল। মধ্যে মধ্যে কবিরাজ মহাশয়ের শারীরিক অবস্থা লিখিয়া বাধিত করিবেন। আপনাদের সকলের দৃষ্টির জন্য ফটোগ্রাফ দুই খানা পাঠান গেল। মঙ্গলময়ের কৃপায় আমরা ভাল আছি, আগামীতে আপনাদের কুশল সমাচার বাঞ্ছনীয়। নিবেদনমিতি।

প্রণত—

শ্রীমহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী।

কুমার বাহাদুরের এত গুলি টাকা দান আমরা হঠাৎ প্রাপ্ত হইয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছি। তিনি আমাদের প্রতি এত দয়া করিলেন কেন? স্নেহময়ী জননী তাঁহার মধ্যে থাকিয়া আমাদের এই দুঃসময়ে এই কার্য্য করিলেন, এ কথা কি আমরা স্বীকার করিব না? আমরা জানি না কি বলিয়া দাতার প্রতি আমরা আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদান করিব। পত্রিকা খানি পাঠ করিবার সময় চক্ষে জল আসিল, রোগীও চক্ষে জল না ফেলিয়া থাকিতে পারিলেন না, আর কি বলিব মনে মনে দাতার চরণে প্রণাম করিতেছি। তিনি তাহা যেন গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রদত্ত এই উপকার আমরা যেন কখন বিস্মৃত না হই।

আমাদিগের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ খাঁটুরায় নিজ পৈতৃক বাস ভবনে গত ২৯ এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্বীয় পরলোকগত পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ অতি সমারোহের সহিত নবসংহিতার ব্যবস্থা মতে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। অনেক গুলি ব্রাহ্ম বন্ধু এই কার্য্যে বিদেশ হইতে গিয়াছিলেন। অনেক উৎকৃষ্ট বিষয়ে দান করা হইয়াছে, আমরা স্থানাভাবে শ্রাদ্ধের বিশেষ বিবরণ ও দানের তালিকা এবারে পত্রস্থ করিতে পারিলাম না।

☞ এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকুলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২১ ভাগ। ১২ সংখ্যা। | ১৬ ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৮০৮ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফঃস্বল ঐ ৩্

প্রার্থনা।

হে প্রাণারাম পরমেশ্বর, ইচ্ছা হয় তোমাকে লইয়া সমুদায় দিন অতিপাত করি, দেহ মন যেন কোনরূপে তাহার বিবাদী না হয়। কিন্তু আজ বিংশতি বর্ষ যাবৎ দেখিতেছি দেহ মনের বিরোধ ঘুচিল না। দেহ মনকে চির জীবনই ভজনবিরোধী বলিয়া গ্রহণ করিব? ইহারা কি চির কালই সুখের পথে কণ্টক হইয়া থাকিবে? তোমার দাস যখনই এ বিষয় ভাবিয়াছে, তখনই তাহার মনে একটি সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইয়াছে, সে সিদ্ধান্ত দুর্ব্বলতা পরিপোষণ জন্য অথবা তন্মধ্যে তোমার যথার্থই কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে, সে তাহা জানে না। সময়ে সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য প্রকাশ পাইবে, এই কেবল সে বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছে। এই কণ্টক অহঙ্কারনিকৃন্তন বলিয়া সে বহন করিতেছে, প্রভো, তুমি জান তাহার এ ভাব কতদূর ন্যায্য বা অন্যায্য। তবে তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা যায়, বল, নাথ, এ দাসের ভাগ্যে কি জীবনব্যাপী উপাসনার ঘনমিষ্টতা কোন দিন লাভ হইবে না? ঘন মিষ্টতা লাভ হউক বা না হউক একটি বিষয়ে তোমার নিকটে প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে, জীবনবন্ধো, তুমি সেইটি দান করিয়া কৃতার্থ কর, এদাসের যেন সুখে দুঃখে মিষ্টতায় তিক্ততায় সকল সময়ে তোমার নিকটে বসিয়া থাকিতে প্রগাঢ় অভিলাষ থাকে। দ্বারের ভিখারী দ্বারে পড়িয়া থাকিতে পারিলেই তাহার কৃতার্থতা। স্বামিন্ তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছে, তুমি দীন হীনকে এই আশীর্ব্বাদ দানে কৃতকৃত্য কর।

সাধকের প্রতি ঈশ্বরের শুভ দৃষ্টি।

সাধনের পথ চিরকাল কণ্টকাকীর্ণ, এখানে কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন ব্যতীত অগ্রসর হইবার উপায় নাই, ইহাই চির কাল প্রসিদ্ধ আছে। যখন এই পথের কথা মনে হয়, এবং এই পথগামী ব্যক্তিগণের বহুল আয়াস ও ক্লেশ দৃষ্টি পথে নিপতিত হয়, তখন সহজে হৃদয়ে এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয় যে, সাধারণ জনসমূহের এপথে আসা সহজ নহে, তাহাদিগের নিকটে এ সকল একটী প্রকাণ্ড বিভীষিকা। এই বিভীষিকার জন্যই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, এ পথে লোকের গতায়াত

অল্প, এবং এই গতায়াতে যে লাভ আছে তাহা অল্প লোকেই বিদিত।

মনুষ্য সুখের প্রত্যাশায় না করে এমন কিছু নাই, পৃথিবীর বাণিজ্য ব্যবসায়ে লোকে যে প্রকার প্রয়াস প্রযত্ন এবং কষ্ট ক্লেশ বহন করে, তাহা দেখিয়া এই বলিয়া অবাক্ হইতে হয়, ইহারা পার্থিব সুখের জন্য যাহা করে, তাহার চতুর্থাংশ যদি সাধনার্থ অর্পণ করে, তাহা হইলে অধ্যাত্ম রাজ্যে দ্বিগুণ লাভ হইতে পারে। মানুষ ইহা কেন করে না সহজে বুঝিতে পারা যায়। পার্থিব ভোগের সামগ্রী সকল যে প্রকার স্পষ্ট ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, অধ্যাত্ম রাজ্যের প্রাপ্য বস্তু সকল সে প্রকার নহে। ইহা অধিকারী ব্যক্তির যেমন হৃদয়রঞ্জন এরূপ অন্য জনগণের নহে। একজন বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিল, দাস দাসীগণে পরিবেষ্টিত হইল, সুখদ সামগ্রী সকলে গৃহপূর্ণ হইল, আত্মীয় স্বজনেরা আসিয়া গৃহ নিরন্তর কোলাহলময় করিয়া তুলিল, লোক লৌকিকতা, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ, আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান, আমোদ প্রমোদ তৌর্য্যত্রিকাদিতে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকল লোকে জানিল, পল্লীতে একজন সম্পন্ন লোক হইলেন দশ জনের পার্থিব সুখ বর্দ্ধনে তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা জন্মিয়াছে। সকল লোকেই পৃথিবীর সুখ চায়। সুতরাং সেই সম্পন্ন লোকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

মনে কর সেই পল্লীর এক পার্শ্বে একজন দীন সাধক বাস করেন। বিদ্যাবত্তা প্রভৃতিতে তিনি এই সম্পন্ন লোক হইতে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। পাঠাবস্থায় ইনি সেই সম্পন্ন ব্যক্তি হইতে সকল বিষয়ে প্রশংসনীয় ছিলেন। পল্লীর লোকে ইহাঁর উপরে যে প্রকার আশা সংস্থাপন করিয়াছিল, সেরূপ ঐ সম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি কখন করে নাই। কিন্তু কালে দুজনের বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত গতি হইল। একজন ধনার্জ্জনে অসম সাহসে প্রবৃত্ত হইলেন, এমন সাহসিক কার্য্য নাই যাহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না, আর একজন ভীরুর ন্যায় কাপুরুষের ন্যায় সর্ব্ববিধ সাহসিকতা হইতে নিবৃত্ত হইলেন, যে পথে গেলে ন্যায়োপার্জ্জনে কথঞ্চিৎ জীবনাতিপাত হয় সেই পথ ধরিলেন। কালে উপার্জ্জনের প্রতি বীতরাগ হইয়া যথাকথঞ্চিৎ লব্ধ আহারে জীবনাতিপাতে প্রবৃত্ত হইলেন। যদিও তিনি সাধনের পথে চলিতে লাগিলেন, তথাপি সাধনে যে সকল আড়ম্বর আছে তাহা সর্ব্বথা পরিহার করিলেন। লোকে তাঁহাকে উভয়কুল ভ্রষ্ট বলিয়া মনে করিতে লাগিল। যদি তাহারা তাঁহাকে সন্ন্যাসী ভিখারির বেশে দ্বারস্থ দেখিত, শ্মশানে মশানে ঘুরিতে প্রত্যক্ষ করিত, তাহা হইলে তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান্ হওয়া কথঞ্চিৎ সম্ভবপর ছিল। সুতরাং বিদ্বান্ যুবা বুদ্ধিহীন ভ্রষ্টমতি বলিয়া প্রতিদিন তিরস্কৃত হইতে লাগিলেন, স্ত্রীপুরুষ বালক সকলেরই নিকটে তিনি শোক বা উপহাসের পাত্র হইলেন। তাঁহার কথা ও ভাব বুঝিতে পারে পল্লীতে এমন এক জনও নাই। তিনি নিজের গুপ্ত সম্পত্তি নিজে ভোগ করিয়া নিন্দা উপহাস তিরস্কার প্রভৃতির অতীত হইলেন, তাহাতে এই ফল হইল যে লোকে তাঁহাকে আরও অপদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিল।

আমরা যে দুইটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিলাম, তাহাতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, এই দুই জনের জীবনের কোন্ জীবনটি সাধারণ জনগণ সম্বন্ধে সমধিক আকর্ষক। যিনি সাধনে প্রবৃত্ত তাঁহা হইতে লোকে বীতরাগ হইয়া যিনি ধনসঞ্চয়কারী যুবা তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইল। তিনি সকল বিষয়ে তাহাদিগের আদর্শ হইলেন। এমন কি পল্লীর লোকের মনে এত দূর ধারণা হইল যে, অধিক লেখা পড়া শিখিলে লোক অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, ধনোপার্জ্জনে প্রবৃত্তি থাকে না। সুতরাং সকল পিতা মাতা,

সন্তানগণকে অর্থকরী বিদ্যা উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত করিলেন, উচ্চতম জ্ঞানোপার্জ্জন হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। কোথায় সাধু যুবার দৃষ্টান্তে পল্লীর লোক সকলের উচ্চতম জীবন লাভ হইবে, না যাহাতে শীঘ্র ঐ স্থানের অধোগতি হয় তাহারই পথ প্রশস্ত হইল। মূর্খতা সকল দিকেই ভয়ানক। ইহা পৃথিবীর ইন্দ্রিয়সুখ ভিন্ন আর কিছু বোঝে না, সুতরাং অধ্যাত্ম বিষয়ে চিরনিমীলিত নয়ন। যেখানে এই মূর্খতা আছে, সাধকের জীবন সেখানে সে মূর্খতা দূর করিতে পারে না, আরও ঘনীভূত করে।

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে, ঈদৃশ প্রতিকূলাবস্থা মধ্যে সাধকের পুরস্কার কি? পুরস্কার ঈশ্বরের শুভদৃষ্টি। এই এক শুভ দৃষ্টি তিনি নিয়ত দর্শন করেন বলিয়া পৃথিবীর প্রতিকূলতা তাঁহার প্রতিকূলতা বলিয়া প্রতীত হয় না, বরং অনেক সময়ে অনুকূলই অবলোকন করেন। এই যে লোক সকল বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে উপহাস করিতেছে, তিরস্কার করিতেছে, তাহাতে যেন তিনি উদাসীন হইলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টান্তে যে জ্ঞানধর্ম্মের প্রতি সকলে বীতরাগ হইতেছে, তৎসম্বন্ধে কি তিনি গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করেন না? তিনি এমন উপায় সকল কেন অবলম্বন করেন না, লোকে যাহাতে তাঁহাকে ঈশ্বরানুগৃহীত সিদ্ধপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করে এবং তৎপ্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়। এখানে এক উত্তর এই যে, তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের সেরূপ আদেশ নহে এবং তিনি তদ্রূপ উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহার ঈশ্বর ও মনুষ্য উভয়ের প্রতিকূলে অপরাধ ঘটিবে। কেন অপরাধ ঘটিবে, ইহা বোঝা কিছু সুকঠিন বিষয় নহে। লোকে আমাকে সাধক বলিয়া গ্রহণ করুক ইহা বলিয়া কোন উপায় অবলম্বন করিলে সেই পরিমাণে ঈশ্বর হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়া হইল, আর এক দিকে লোকে বেশধারী সন্ন্যাসিগণের মুখে প্রশংসা করিয়া থাকে, সেরূপ জীবন আপনারা গ্রহণ করিবে এরূপ কখন মনে করে না, সুতরাং সন্ন্যাসের প্রতি জ্ঞানপূর্ব্বক অপরাধ জন্মাইয়া লোকের অনিষ্ট সাধন করাতে মনুষ্যের প্রতিকূলে অপরাধ সংঘটিত হয়। তাই সেই সাধু যুবা অনাড়ম্বরের যে পথ ধরিয়াছেন, তাহাই প্রকৃষ্ট, এবং তাহাতেই তিনি কৃতার্থ হইবেন।

এ কৃতার্থতার মূল কি? ঈশ্বরের শুভদৃষ্টি। এই সাধু যুবার যখন আত্মবিসর্জ্জন পূর্ণতা লাভ করিল, ঈশ্বরের জন্য তিনি করিতে না পারেন এরূপ দুষ্কর কিছুই রহিল না, তখন ঈশ্বর গোপনে জনহৃদয় আলোড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সকল লোক, নিন্দাকারিগণের মধ্যে প্রধান ছিল, তাহাদিগেরই চিত্ত গূঢ়ভাবে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কোন্ এক শুভযোগে তাহাদিগের চিত্তে কি এক অপূর্ব্ব ভাব প্রবেশ করিল, সেই ভাব তাহাদিগের অন্ধতা দূর করিয়া দিল, এবং সে সময়ে সেই সাধু যুবার সৎপরামর্শ তাহাদিগের জীবনপথের আলোক হইল।

আমরা যাহা বলিলাম ঠিক তাহাই বলিবার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। আমরা এই শুভদৃষ্টির কথা বলিব বলিয়া এত কথা বলিলাম। সাধক শুভ দৃষ্টি কি প্রকারে বুঝিবেন? যখন তিনি দেখিবেন যে, ঈশ্বর ক্রমান্বয়ে তাঁহার প্রতি দাবী দাওয়া বাড়াইতেছেন। ইটি ছাড়, ওটি ছাড়, এটি কর, ওটি কর ক্রমান্বয়ে এইরূপ করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এত কালের নিদ্রিত বিবেক এমনই জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছেন যে দিবা রজনী তাঁহার ভৎর্সনার বল ক্রমেই বাড়িতেছে। সাধক তখন এমনই অবস্থায় দণ্ডায়মান যে, আর বলিতে পারেন না, আজ যেখানে আছি, কল্য সেইখানেই থাকিব। সংসারী লোকদিগের নির্দ্দিষ্ট গম্য পথ আছে, নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে, কিন্তু ঈশ্বরহস্তে ধৃত সাধকের পথ ও কার্য্য নিত্য

নূতন। তিনি সংসারী লোকদিগের দৃষ্টিতে চঞ্চল ও বাতুল, কিন্তু অনন্তের দিকে ধাবিত তাঁহার জীবন কেবল অনন্ত গতিই প্রকাশ করে। আমরা ঈশ্বরের শুভদৃষ্টির এই একটি লক্ষণ প্রকাশ করিলাম, যাঁহারা সাধক তাঁহারা নিজ নিজ জীবনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া লক্ষণ মিলাইয়া লউন।

জীবনগত কণ্টক।

পদলগ্ন কণ্টক যতক্ষণ উন্মোচন করা না যায়, ততক্ষণ মন অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত থাকে, হস্ত নিরন্তর সেই দিকে ধাবিত হয়, প্রতিপদ বিক্ষেপে সমুদায় শরীর সেই কণ্টকাঘাতে ব্যথিত অনুভূত হয়। সকল মানুষের জীবন মধ্যে এইরূপ এক একটি কণ্টক বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, মানুষ ভুলিয়া থাকিতে চায় ভুলিয়া কাকিতে পারে না, যখন তখন ঐ দিকে দৃষ্টি পড়ে। পদবিদ্ধ কণ্টক বাহির করিতে না পারিলে এক প্রকার চর্ম্মবর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলে এবং কয়েক দিন তজ্জন্য বড় ব্যথা অনুভূত হয় না, কিন্তু পরিশেষে সেই বর্দ্ধিত চর্ম্ম এমনই স্পর্শাসহ হইয়া উঠে যে ভূমিতে পদস্থাপন কঠিন হইয়া পড়ে। জীবনগত কণ্টক সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। সংসারের বিবিধ আমোদ প্রমোদ বর্দ্ধিত হইয়া কণ্টকের ব্যথা কয়েক দিন ভুলাইয়া দেয়, কিন্তু যে পরিমাণে ভুলাইয়া দেয় সেই পরিমাণে স্পর্শাসহিষ্ণুতা উৎপাদন করে, ইহা প্রত্যেকের জীবনে অনুভূত সত্য।

আমরা জীবনগত কণ্টকনিচয়ের প্রশংসা করিব বা নিন্দা করিব। আমাদিগের মনে হইতেছে পূর্ব্বে আমরা ইহার প্রশংসা করিয়াছি, আজও কোন অপ্রশংসার কারণ দেখিতেছি না। কণ্টকশূন্য জীবন আমাদিগের মনের মত নয়, এবং কণ্টকশূন্য জীবনকে আমরা নিতান্ত অস্বাভাবিক মনে করি। যেখানে গোলাপ আছে সেখানে কণ্টক আছে, যেখানে জীবন-পুষ্প কোরকাবস্থা বা প্রস্ফুটিত আকার ধারণ করিয়াছে, সেখানে তন্নিম্নে কণ্টক থাকিবে ইহা আর একটা আশ্চর্য্য কি? কণ্টক আছে বলিয়াই আমরা এক অবস্থাতে স্থির হইয়া থাকিতে পারি না, এবং আমাদিগের জীবনে গতিশীলতা সমুপস্থিত হয়।

মনে কর, তুমি ঈশ্বরের কৃপায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলে, প্রকাণ্ড প্রদেশ তোমার হস্তগত হইল। তুমি ছিলে দরিদ্র, হঠাৎ হইলে অতুল ধনের অধিকারী। তোমার এই পরিবর্ত্তনে মহোল্লাস সমুপস্থিত হইল, কিন্তু তখন তোমার পরিতাপের সীমা রহিল না, যখন দেখিলে এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অভাবনীয় অচিন্তনীয় কতক গুলি কণ্টক আসিয়া তোমার জীবনে জুটিয়াছে। তুমি চেষ্টা করিয়া আর সে গুলি উন্মোচন করিতে পারিলে না, সুতরাং প্রথম প্রথম আমোদ প্রমোদাদি দ্বারা সেই গুলিকে আবৃত করিতে যত্ন করিলে। ইহাতে তোমার দুর্গতি বাড়িল বই হ্রাস হইল না। তুমি আমোদ প্রমোদের সজ্ঘর্ষণে কণ্টক সকলের তীক্ষ্ণ ধার অপসারিত করিবে মনে করিয়াছিলে তাহার বিপরীত ঘটিল। ঘর্ষণে তাহার মুখ সুতীক্ষ্ণ হইল এবং পূর্ব্বাপেক্ষা তোমার ক্লেশোৎপাদন করিতে লাগিল। যে পরিমাণে সজনস্থলে তুমি ঐ আঘাত ভুলিতে প্রযত্ন কর, সেই পরিমাণে নির্জ্জনে তোমায় সমধিক ব্যথা দিতে লাগিল। পরিশেষে সজনাবস্থাও আর তোমায় উহার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। সমুদায় ধন সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য তোমার বিষদিগ্ধ হইয়া গেল, তুমি সধনাপেক্ষা তোমার নির্ধনাবস্থাকে অধিক ভালবাসিতে প্রবৃত্ত হইলে। বুদ্ধের রাজ্য ভূমি ত্যাগের কাহিনী তোমার হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল। তাঁহার জীবন যদি অনায়াসে হস্তগত করিতে

পারিতে, তবে তোমার এ দুঃখের পর্য্যবসান হইত, কিন্তু দেখিলে সে পথও বহুল কণ্টকাকীর্ণ। বুদ্ধের অসম পুরুষকার না পাইলে কেবল রাজ্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া তুমি কি করিবে? যদিই বা পুরুষকার থাকে, তাহা হইলেও নিস্তার নাই। অমন পুরুষকারও শেষ পর্য্যন্ত বুদ্ধের সহায় হইতে পারে নাই। আত্মপ্রয়াস ছাড়িয়া পরিশেষে তিনি কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। তবে দেবপ্রসাদ চাই। সে দেবপ্রসাদ পাইবে কোথায়? আত্মসামর্থ্যের শেষ না হইলে তো আর তাহার অবতরণ হইবে না। অতএব তুমি যে দিকে অবলোকন করিতেছ সেই দিকেই দেখিতেছ কণ্টকময়, তোমার জীবনে কণ্টক কোনরূপে ঘুচিল না, কোন দিন যে ঘুচিবে আমরা মনে করিতেও পারি না।

আমরা বলিয়াছি, কণ্টক আছে বলিয়া জীবন গতিশীল। স্থির হইয়া থাকা অপেক্ষা আমরা গতিশীলতা ভাল বাসি। মানুষ যদি কণ্টকের আঘাত অনুভব করিয়া করিয়া নিরাশ হইয়া পড়ে, তবে তাহার শোচনীয় অবস্থা। কণ্টকের আঘাত চৈতন্য সম্পাদন জন্য, যত্ন চেষ্টা বর্দ্ধিত করিবার জন্য, নিরাশাজনিত শৈথিল্য ও অচেতনতা আনয়ন করিবার জন্য নহে। তুমি কণ্টকের জন্য কৃতজ্ঞ হও, এবং কণ্টকাঘাতে আত্মগতি, গতিশীল তুরঙ্গমের ন্যায় বর্দ্ধিত কর। ইহাতে তোমার পুরুষকার বাড়িবে, নির্ভর বাড়িবে, দেবপ্রসাদ সহজে তোমার উপরে অবতরণ করিবে। কণ্টক কেন আসিল, মানুষ তাহা ভাবে না, সেখানে বিধাতার গূঢ় কল্যাণাভিপ্রায় কি ভাবিয়া দেখে না, কেবল পুনঃপুনঃ আত্মভাগ্যকে ধিক্কার করে, এবং ধিক্কার করিতে করিতে নিরাশারসাগরে ডুবিয়া মরে। মানব, তুমি তোমার জীবনের একটি একটি করিয়া কণ্টক গণনা কর, এবং সেই কণ্টকগুলি কেন তোমার জীবনে উপস্থিত প্রার্থনালব্ধ আলোকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লও, বুঝিয়া লইয়া সেই গুলির সদ্ব্যবহার কি সেই প্রার্থনাতেই অবগত হও। দেখিবে সেইগুলির যথোচিত ব্যবহারে তোমার জীবন কেমন অগ্রসর হইয়া যায়।

জীবনে কণ্টক এক প্রকার নয়, বহু প্রকার। সকল জীবনেরই উপযোগী বিশেষ বিশেষ কণ্টক আছে। যাঁহারা বিষয়বন্ধন অনেক পরিমাণে ছেদন করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, লোকে মনে করিতে পারে তাঁহাদিগের জীবন কণ্টকশূন্য। কণ্টক ও পাপ এ দুই অভিন্ন সামগ্রী সকলেই মনে করিয়া থাকেন, এবং কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাহা সত্যও বটে। কণ্টক অনেক সময়ে পাপ দুর্ব্বলতা, অনেক সময়ে তৎসম্ভাবনা। ধনের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য হইতে যে সকল কণ্টক সমাগত হইয়া জীবনে প্রবেশ করে, তাহা পাপ না হউক পাপের সম্ভাবনা লইয়া আইসে। ধর্ম্মসাধনেও বহুতর কণ্টক আছে। এখানে সেই সকল কণ্টক ঈদৃশ সম্ভাবনা লইয়া সমুপস্থিত হওয়ায় ধনজনিত পাপাপেক্ষা সমধিক মারাত্মক। কেন না ধনজনিত পাপের ঔষধ ধর্ম্মরাজ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ধর্ম্মরাজ্যকৃত পাপের ঔষধ বল আর কোথা হইতে সংগৃহীত হইবে? কণ্টক যদি পাপের সম্ভাবনা হইল তবে তাহার প্রশংসা করি কেন? প্রশংসা করি এই জন্য যে দেহে রোগের সম্ভাবনা দেখিয়া যেমন তৎপ্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিয়া জ্ঞান বর্দ্ধিত হয় তেমনি কণ্টকরূপী পাপের সম্ভাবনা দেখিয়া তন্নিবারণে সাধনসম্পত্তি সমধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয়। যাহাতে সাধন বাড়ে, তাহা দুঃখদায়ক হইলেও এই জন্য প্রশংসনীয়। সাধনের মাত্রা বাড়াইয়া কণ্টকদলন আমাদিগের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

মানুষের প্রতি সম্মান না থাকিলে ঈশ্বরের প্রতি সম্মান হয় না, এ কথার কোন অর্থ আছে কিনা ইহা বিচারের

বিরুদ্ধ। আমরা দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে পাঠ করিয়াছি, জীবগণের প্রতি যাহার চিত্ত প্রণত নহে, তাহার সমুদায় ভজনার্চ্চনা ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় বিফল। বিদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রও এই কথাই প্রকারান্তরে আমাদিগকে উপদেশ দান করিয়া থাকে। যত মহাজন সকলে এক মুখে এই কথা বলিয়াছেন। আমরা ইহার বিপরীত সিদ্ধান্তে কখন উপস্থিত হইতে পারি না। আমরা দেখিয়াছি, যখনই ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ সকল উপেক্ষা করিয়া কাহারও প্রতি উদাসীন হইয়াছি বা হেয়দৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছি, অমনি আমাদিগের মনের সাম্যভাব বিনষ্ট হইয়াছে, মন স্পষ্ট স্বীকার করুক বা না করুক বুঝিতে পারিয়াছে, একটি গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে। পূর্ব্বাভাসবশতঃ, অভিমানবশতঃ আমরা পৃথিবীতে কোন কোন সম্বন্ধ আজও যথোচিত সম্মাননার দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেছি না. ইহাতে অনেক সময়ে আমাদিগকে পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হয়। পৃথিবীতে যত প্রকার সম্বন্ধ আছে. যদি কেবল সেই সম্বন্ধের জন্য আমরা সম্মান প্রদর্শন করিতে না পারি. তাহা হইলে চিত্তের প্রণত ভাব রক্ষা করা সহজ নহে। মনুষ্যমাত্র সদোষ, এ জন্য দোষগুণের বিচার দ্বারা ন্যায়ানুসারে কতটুকু সম্মাননা প্রাপ্য ইহা দেখিয়া যদি উহা অর্পণ করিতে যাই, তাহা হইলে অনেক স্থলে আমাদিগকে সম্মানের পরিবর্ত্তে অসম্মান প্রদর্শন করিতে হয়। যদি অন্ধ হইয়া সম্মান দেওয়া হয়, তাহা হইলেও মনুষ্যোচিত কার্য্য হয় না। এই কঠিন সমস্যায় পড়িয়া, আমরা কি করিব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। হয় উদাসীনতা, নয় হেয়জ্ঞান এ দুয়ের কোন একটি সুতরাং অবলম্বনীয় হইয়া পড়ে। দোষকে দোষ বলিয়া গ্রহণ এবং তৎপ্রতি ঘৃণা। অথচ সম্বন্ধজনিত প্রণতভাব তৎসহকারে রক্ষা করা, এ দুই যুগপৎ সাধন করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আজ এ কথা বলিতেছি তাহা নহে, আরও কতবার এ কথা বলিয়াছি। এ দুই ভাব একত্র পোষণ করা সম্ভব, তাহার পূর্ব্বাভাস আমরা পাইয়াছি, এবং এই শিক্ষায় আমরা প্রবিষ্ট হইয়াছি এই জন্য আমরা এ কথা পুনরায় অন্য প্রকারে বলিলাম, ভরসা করি, আমাদিগের মণ্ডলী এই অপূর্ব্ব শিক্ষার পরিচয় দান করিয়া পৃথিবীকে আশ্চর্য্যান্বিত করিবেন।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে আর একটী কথা আমাদিগের মনে পড়িল, কথাটী গুরুতর সন্দেহ নাই। এক জনকে সম্বন্ধ জন্য সম্মান অর্পণ এবং তাঁহার পাপচ্ছেদন করিবার জন্য যত্ন, এ দুই পরস্পর অত্যন্ত বিরোধী। যে মণ্ডলী এই দুই কার্য্য যুগপৎ সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাকে সাধারণ লোকে ঘোর কপটাচারী বলিয়া অবশ্য গ্রহণ করিবে। মনে কর, এক জন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে তাঁহার উচ্চপদজনিত সম্মান প্রকাশ্যে অর্পণ করিলাম, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার চরিত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহাদিগের সঙ্গে দোষকীর্ত্তনেও যোগ দিলাম। এখানে পরস্পর বিরোধী ব্যবহার স্বয় সমুপস্থিত। এই যাঁহাকে সম্মান দিলাম তাঁহারই দোষোল্লেখে পুনরায় প্রবৃত্ত ইহা দেখিয়া লোকে কি স্থির করিবে? এ ব্যক্তি ঘোর কপটী নীচ! সমক্ষে যাঁহাকে সম্মান দেয় পরোক্ষে তাঁহার নিন্দায় সায় দেয়, ইহার তুল্য নিন্দনীয় চরিত্র আর কি হইতে পারে? ফলতঃ ঈদৃশ লোক নিন্দাভাজন হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তবে এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে সম্বন্ধের প্রতি সম্মান, দোষের প্রতি ঘৃণা এ দুই যেখানে ঠিক পরিমাণে আছে, সেখানে এ দুই প্রকাশ পাইবে অথচ পরোক্ষে নিন্দাকারীর নিন্দনীয় স্বভাব নববিধ ব্যক্তিতে থাকিবে না, ইহা সম্ভবে কি প্রকারে? সম্ভব কেবল স্বভাবের অনুসরণে। মনে কর, আমার পিতাকে আমি স্বভাবতঃ পিতা বলিয়া ভক্তি প্রদর্শন করি, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে সুবহুদোষ আছে। যেখানে দোষের উল্লেখ শ্রবণ করি, তাহার প্রতিবাদ করিতে পারি না, কিন্তু মর্ম্মাহত হই। দোষোল্লেখস্থলে এমন কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হয়, যাহাতে তাঁহার দোষ নিজমুখে কীর্ত্তিত হয়। সে দোষের প্রতি আমার ঘৃণা নাই তাহা নহে, কিন্তু তৎকীর্ত্তনে বা তৎকীর্ত্তন শ্রবণে একটি ক্লেশ সমুপস্থিত হয়। যাঁহাকে সম্মান দেখাই তাঁহার দোষকীর্ত্তনে ক্লেশানুভব, ইহা গোপনে নিন্দাকারীর চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং দোষকীর্ত্তনে তাহার আহ্লাদ ও আমোদ প্রকাশ পায়। যেখানে দোষকীর্ত্তনে আহ্লাদ আমোদ আছে, জানিবে সেখানে নব মনুষ্যের জন্ম হয় নাই, খল কপটতার স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। দোষোল্লেখ সময়ে মর্ম্মপীড়া লাভ ভক্তি ও প্রণতভাবের নিত্য সহচর।

দীর্ঘকাল উপাসনা সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা শুনিয়াছি, তন্মধ্যে উহার বিরুদ্ধে যে একটী যুক্তি আনয়ন করা হয় তৎসম্বন্ধে আজ আমাদিগের কিছু বলিবার আছে। আমরা ইহা মানি, যাঁহারা দীর্ঘকাল উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের সেই সমগ্র সময় যে ঠিক খাটি উপাসনা হয়, তাহা নহে, অনেকাংশ সময়ে মন এ দিকে ও দিকে যায়, বা অন্যবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া সময়ের অনেক অংশ উপাসনা হইতে বিমুক্ত করিয়া ফেলে। যাঁহারা অল্প সময় উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের সময় টুকু যদি বিক্ষেপের অধীন না হয়, তবে তাঁহাদিগের উপাসনা অল্প সময় ব্যাপী হইয়াও অধিক না হউক সমপরিমাণে ফল আনয়ন করে। অধিকন্তু লাভ এই হয় যে, দীর্ঘকাল উপাসনাকারী ব্যক্তিগণ জনসমাজের নিকট হইতে যে মিথ্যা সম্মান আকর্ষণ করিয়া

অপরাধী হয়, ইহাঁরা সে প্রকার অপরাধী হন না। যাহা বলা হইল তাহাতে বিক্ষেপাধীন দীর্ঘকালব্যাপী উপাসনা যে নিন্দাসহ তাহা সকলেরই প্রতীত হইবে। যদি কেহ এ নিন্দার পাত্র হইতে পারে, তবে তাহা এই প্রবন্ধলেখক। তবে কেন সময়সংক্ষেপ করা হয় না? সংক্ষেপ করা হয় না এই জন্য যে, আমরা অধিক ক্ষণ আমাদিগের ইষ্টদেবতার সঙ্গে বাস করিতে অভিলাষ করি, তবে কি করিব, মন বিবাদী, শরীর প্রতিকূল। যদি অধিক ক্ষণ সহবাসের আন্তরিক অভিলাষ থাকে, তবে সে অভিলাষ যখন ইষ্টদেবতা দেখিতেছেন, তাহাতেই আত্মার কৃতার্থতা। যদি লোকের মনে ভ্রান্তি উপস্থিত করিবার গূঢ় দুরভিসন্ধি থাকে, সে দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে না, কেন না চরিত্র তাহার বিপরীত দেখাইয়া দিবে, এবং দীর্ঘ কালোপাসক ফিরূসীর নিন্দা আসিয়া মস্তকে পড়িবে। তবে আমরা অল্প সময় ব্যাপী উপাসকগণকে একটি বিষয়ে অনুরোধ করিতে চাই, তাঁহারা অল্প সময়ে ভাল উপাসনা করিয়া যেন সন্তুষ্ট না থাকেন। কেন না তাহাতে তাঁহাদিগের ইষ্টদেবতার প্রতি অনুরাগ অল্প প্রকাশ পায়। যাঁহাকে ভাল বাসি, তাঁহার নিকটে অধিক ক্ষণ বসিতে কাহার না ভাল লাগে? অল্পসময়ব্যাপী উপাসনা অল্পানুরাগ দেখায়, এ জন্য কাল [illegible] র জন্য অভিলাষ আমরা দূষণীয় মনে করিতে পারি না।

আচার্য্যদেবের প্রার্থনার সার।

১৮০১ শক, ২ চৈত্র হইতে।

ত্বৎক্রোড়স্থং মুনিবরং ধ্যানস্তিমিতলোচনম্।
বাসনা পাপনির্ব্বাণাকাঙ্ক্ষিণোঽনুভবাম তম্॥
[শাক্য সম্মেলনম্]

ধ্যানস্তিমিতলোচন তোমার ক্রোড়স্থ সেই মুনিবরকে আমরা বাসনা ও পাপ নির্ব্বাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া উপলব্ধি করি।

শান্তপ্রবৃত্তিনীচিয়ঃ প্রস্তরাঙ্কিতমূর্ত্তিবৎ।
স বুদ্ধস্ত্বয়ি নির্ব্বাণে নিরতান্ নো নিমজ্জয়॥

প্রস্তরে অঙ্কিত মূর্ত্তির ন্যায় যাঁহার সমুদায় প্রবৃত্তিতরঙ্গ নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, তিনিই বুদ্ধ। তুমি নির্ব্বাণ, তোমাতে নিবৃত্ততৃষ্ণ আমাদিগকে নিমগ্ন কর।

অস্তিনাস্তি সুখদুঃখধর্ম্মাধর্ম্মাদি রূপকম্।
সর্ব্বাধিমূলং সংশোষ্য বুদ্ধত্বং প্রাপ্য যাম তে॥

অস্তি নাস্তি, সুখ দুঃখ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম ইত্যাদিরূপ সমুদায় ক্লেশের মূল শোষণ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করত তোমার নিকটবর্ত্তী হইব।

ন তু ভক্তিশ্চরিত্রস্য মিলনং সাধুসম্ভ্রমঃ।
নির্ব্বাণসাধনায়াম্ব মনো নির্ব্বিষয়ং কুরু॥

ভক্তি নয় কিন্তু চরিত্রের মিলনই সাধুর প্রতি সম্ভ্রম। অতএব, হে মাতঃ, নির্ব্বাণ সাধনের জন্য মনকে বিষয়শূন্য কর।

যাত্রাং তবাজ্ঞয়ারভ্য লব্ধাত্মতত্ত্বমাপ্তবান্।
নির্ব্বাণং ত্বয়ি সত্যেঽদ্য যোগেনাত্মা বিশত্বসৌ॥

তোমার আজ্ঞায় যাত্রা আরম্ভ করিয়া প্রথম আত্মতত্ত্ব তদনন্তর নির্ব্বাণ লাভ করিলাম। আজ সত্যস্বরূপ তোমাতে এই আত্মা যোগে প্রবিষ্ট হউক।

ঋষিভিঃ পূর্ব্বগৈরেকীভূয়াসারংমবস্তু চ।
নির্ব্বাপ্য ধারয়াম ত্বাং সচ্চিদানন্দ সাত্মনা॥

পূর্ব্বগামী ঋষিগণের সঙ্গে এক হইয়া অসার অবস্তু নির্ব্বাণ করত আত্মযোগে সচ্চিদানন্দ তোমায় ধারণ করিতে অভিলাষ করি।

নিবৃত্তিনিয়মো যোগ আত্মতত্ত্বে সমাদরঃ।
একত্র মিলিতা যেষু ত্বন্মগ্নান্ কুরু তাদৃশঃ॥

যাঁহাদিগেতে নিবৃত্তি, নিয়ম, যোগ ও আত্মতত্ত্বে সমাদর একত্র মিলিত হইয়াছে, তোমাতে নিমগ্ন তাঁহাদিগের ন্যায় আমাদিগকে কর।

আনন্দাৎপ্রভবো বাস আনন্দে তত্র মজ্জনম্।
যেষাং সচ্চিৎপরাণাংতদ্যোগং যাচেম সন্ততম্॥
[ঋষি সম্মেলন]

সচ্চিৎপরায়ণ যাঁহাদিগের আনন্দ হইতে উদ্ভব, আনন্দেতে বাস, এবং আনন্দেই মগ্নভাব, নিরন্তর তাঁহাদিগের যোগ [illegible] করি।

জাতীয়ভাবো যোগোঽয়ং বিজাতীয়বিমিশ্রণৈঃ।
নাপনেয়স্ততোঽনেন বিশেষয় বিধৌ বিভো॥

যোগ আমাদিগের জাতীয় ভাব, ইহা কখন বিজাতীয় ভাব সংমিশ্রণে দূর করা সমুচিত নহে। অতএব, বিভো, এই যোগ দ্বারা আমাদিগকে এ বিধানে বিশেষ কর।

যোগসংস্থাপনখ্যাতং নামোদ্ধরাম যোগিনাম্।
ধৃত্বা করতলন্যস্তকোলীবাব্রহ্ম চিন্ময়ম্॥

করতলন্যস্ত বদরিকার ন্যায় চিন্ময় ব্রহ্মকে ধারণ করিয়া যোগিগণের যোগসংস্থাপন জন্য প্রসিদ্ধ নাম উদ্ধার করিব।

ভবাম বৈদিকাহ্যন্তর্বাহ্যে পৌরাণিকা বয়ম্।
যোগেনাম্ব মহাত্মানো জীবিকা স্তে ভবন্তু নঃ॥

হে মাতঃ, আমরা অন্তরে বৈদিক, বাহ্যে পৌরাণিক হইব। যোগে মহাত্মা সকল আমাদিগের জীবিকা হউন।

ত্বমেব নেতা নান্যোঽস্তি স্বশিষ্যবৃন্দবেষ্টিতঃ।
বিহরোপদিশন্ ধর্ম্মং স্বভৃত্যান্ পরিপালয়ন্॥

তুমিই আমাদিগের নেতা আর কেহ আমাদিগের নেতা নাই। তুমি স্বশিষ্যগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নিজ ভৃত্যগণকে পরিপালন এবং ধর্ম্ম উপদেশপূর্ব্বক বিহার কর।

স্বর্গারোহণ মেকস্যান্যস্যাবতরণং ভুবি।
অস্য সম্মিলিতে চোভে বিদ্ধেম প্রেম শুদ্ধতাম্॥

একের স্বর্গারোহণ, অন্যের পৃথিবীতে অবতরণ এ দুইই আজ আমাদিগেতে মিলিত হইয়াছে। আমরা প্রেম ও শুদ্ধতা উভয়ই লাভ করিব।

তাং তনুং তং মনুষ্যঞ্চ যস্যাং যং নিবসন্ত্যথ।
প্রবোধয়ন্তি তে দিব্যা অস্মদুত্থাপয় প্রভো॥

যে তনুতে দিব্যধামবাসিগণ বাস করেন এবং যে মনুষ্যকে, তাঁহারা জাগ্রত করিয়া তুলেন সেই তনু এবং সেই মনুষ্যকে প্রভো, আমাদিগের মধ্য হইতে উত্থাপন কর।

ধ্রুবং স্বরূপং প্রাকট্যে যাত্যাধিক্যমথান্নতাম্।
প্রাকট্যসময়েঽস্মিংস্তে চক্ষুষ্মত্তাং বিধেহি নঃ॥

প্রাকট্যের সময়ে স্বরূপ আধিক্য প্রাপ্ত হয়, তদনন্তর উহার অল্পতা সমুপস্থিত হয়। তোমার এই প্রাকট্যসময়ে আমাদিগকে চক্ষুষ্মত্তা দাও।

শাসনানুগমনাত্মচিন্তন
বাসনোপরমযোগসংভৃতাঃ।
নো ভবেম যদি নাথ তদ্গুণ-
প্রাভবাবমতিদুর্গতা বয়ম্॥

শাসনের অনুগমন, আত্মচিন্তা, বাসনানিবৃত্তি এবং যোগ এ সকল সংযুক্ত যদি না হই. তাহা হইলে, হে নাথ, সেই সকল গুণপ্রভব যাঁহারা তাঁহাদিগের অবমাননাজনিত দুর্গতি আমাদিগের হইবে।

অত্যদ্ভুতং ধর্ম্মমহো সমাগতং
লব্ধা‥ বিদ্মো ন তু গৌরবং-তব।
স্বর্গীয়সন্তানসমাগমস্য চ
প্রোদ্ভাবয়াস্মাসু তয়োঃ সদৃক্ষতাম্॥

অহো সমাগত আশ্চর্য্য ধর্ম্ম লাভ করিয়া তাহার গৌরব বুঝিলাম না, তোমার স্বর্গীয় সন্তানগণের সমাগমের গৌরবও বুঝি না। আমাদিগের ভিতরে এ দুয়ের উপযুক্ততা উদ্ভাবিত কর।

প্রবোধয়াস্মান্ নিখিলেষু বস্তুষু
স্ত্রীপুত্রদাসাদিষু বন্ধুষু প্রভো।
প্রকাশয়ংস্ত্বাং ঘটনাক্রিয়াসু যৎ
প্রেমাবতারং কৃতবান্ বিধিস্তব॥

তোমার বিধান সমুদায় বস্তুতে, বন্ধুনিচয়ে, স্ত্রী পুত্র দাসাদিতে এবং ঘটনা ও ক্রিয়া সমূহে তোমাকে প্রকাশিত করিয়া যে তোমার প্রেমের অবতার করিয়াছে সেইটি আমাদিগকে, হে প্রভো, বুঝাইয়া দাও।

(প্রাপ্ত।)

খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা।

গত ২৪ জ্যৈষ্ঠ রবিবারে মঙ্গলগঞ্জের জমীদার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ চন্দ্র আশের পিতা স্বর্গীয় মঙ্গল চন্দ্র আশের আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতার বিধি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা, অমরাগড়ী, অমরপুর, মুড়িয়ালী, চন্দন নগর, রঙ্গপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। গোবরডাঙ্গা গ্রামটী কলিকাতা হইতে ৩৬ মাইল দূরে উত্তর পূর্ব্ব দিকে যমুনা নামক একটী অতি ক্ষুদ্র নদীর তীরে সংস্থাপিত। গুড় এবং চিনির কারখানার জন্য এই স্থান সুপ্রসিদ্ধ। নদীতে প্রচুর পরিমাণে পাটাশেওলা জন্মে, তাহার দ্বারাই গুড়ের গাদ কাটিয়া চিনি প্রস্তুত করা হয়। এই স্থানে আসিতে হইলে কলিকাতা হইতে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ের শকট যোগে গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনে আসিয়া নামিতে হয়। খাঁটুরা গ্রাম গোবর ডাঙ্গার পার্শ্বেই বায়ড় নামক হ্রদাকার সুবিস্তীর্ণ জলাশয়ের কূলে অবস্থিত।

শ্রা[illegible] দিবস রবিবার প্রাতে যথাবিহিত অবগাহন স্নানে [illegible] কলে দলবদ্ধ হইয়া স্বর্গগত পুরুষের চিতাভস্ম সম্বি[illegible] বস্ত্ররূপা আধারটী সমাধিস্থলে লইয়া চলিলেন। প্রধান [illegible]রী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ চন্দ্র আশ ভস্ম পাত্রটী হস্তে লইলেন, এবং বন্ধুদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র মোহন দত্ত শোকচিহ্নরূপে ব্যবহৃত গৈরিক বস্ত্রখানি লইয়া চলিলেন। পরে সকলে বাটীর পার্শ্বস্থিত উদ্যান মধ্যে সমাধিস্থলে উপনীত হইলে, বিশ্বপিতা পরমেশ্বর সমীপে সময়োচিত প্রার্থনার সহিত মর্ম্মর প্রস্তরময় আধারস্থ সেই পবিত্রচিতাভস্ম ভূগর্ভে রক্ষিত হইল। যথা সময়ে এই স্থানে একটী সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে। অনন্তর বন্ধুগণ সকলে গৃহের বহিরঙ্গনে সমবেত হইলেন। এইখানে সুশীতল চন্দ্রাতপের নিম্নে উপাসনার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সকলে আপন আপন আসন পরিগ্রহ করিলেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মিকা তাঁহাদিগের স্থানে বসিয়া উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন, এবং গ্রামস্থ কতকগুলি নারীও উপস্থিত থাকিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত দর্শন করিয়াছিলেন। প্রাঙ্গণের সম্মুখ ভাগে শ্রাদ্ধের দান সামগ্রী সকল অতি যত্নের সহিত স্তরে স্তরে ও শ্রেণীবদ্ধরূপে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আনুষ্ঠানিক ব্যাপার সকল পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় সুসম্পন্ন হয়; শ্রদ্ধেয় ভাই ত্রৈলোক্য নাথ পুত্রের কর্ত্তব্য বিষয়ক হিন্দু শাস্ত্রেতে শ্লোক সকল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, এবং শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃত লাল উপাসনার কার্য্য করেন। উপা-

সমাপ্তে ভাই কুঞ্জবিহারী দেব বিশেষ প্রমত্ততার সহিত সঙ্কীর্ত্তন করেন। গৃহস্বামী শ্রাদ্ধের দান প্রভৃতিতে অন্যাধিক প্রায় ছয় সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইউরোপের ভট্ট মোক্ষমূলর ও মণিয়র উইলিয়মস্, কলিকাতার হাতীবাগান ও নবদ্বীপের হিন্দু অধ্যাপকদিগকে অর্থ ঘড়া ইত্যাদি; দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস, গাজীপুরের পাহাড়ী বাবা, এবং বৈষ্ণব, খৃষ্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধ সাধুদিগকে শ্রাদ্ধের দান দেওয়া হইবে। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মমন্দির, ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মপ্রচারক ও সাধক সংক্রান্ত ও অন্যান্য বহুবিধ দান ত আছেই। গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনের নিকট খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের পার্শ্বে স্বর্গীয় মঙ্গলচন্দ্রের স্মরণার্থ "মঙ্গলালয়" নামে দুই হাজার টাকা ব্যয়ে একটী যাত্রিনিবাস সংস্থাপিত হইবে। স্বর্গীয় মহাত্মা অতি ধীরপ্রকৃতি, সহিষ্ণুগুণসম্পন্ন, পরদুঃখে দুঃখী ও সদাশয় ছিলেন। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার সুশীতল ক্রোড়ে অনন্ত সুখ ও শান্তিতে রক্ষা করুন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যার পর খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনা হয়। এই ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দিরটী দেখিতে ছোট হইলেও অতি সুন্দর হইয়াছে। মন্দিরের দুইটী ঘর; সম্মুখের ঘরটী বড়, পুরুষদিগের জন্য, এই ঘরে প্রায় চল্লিশ জন লোক বসিতে পারে; পার্শ্বের ঘরটী ছোট, মহিলাদিগের জন্য, ইহাতে দশ হইতে পনর জনের বসিবার স্থান হয়। খাঁটুরানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্তের যত্নে এই মন্দির নির্ম্মিত, এবং স্বর্গবাসী ভক্তিভাজন আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রামের বাহিরে একটী প্রশস্ত পুষ্পোদ্যানের মধ্যস্থলে সুন্দর ক্ষুদ্র চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরটী দণ্ডায়মান; চতুর্দ্দিকে সুবিস্তীর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র নয়নের আনন্দ বিধান করিতেছে; ইহার এক পার্শ্ব দিয়া রেলওয়ে লাইন গোবরডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে বনগ্রামাভিমুখে গমন করিয়াছে; ষ্টেশনটী মন্দিরের খুব নিকটেই। ভাই দুর্গানাথ রায়ের সঙ্গীত সহকারে উপাসনা আরম্ভ হয়; শ্রদ্ধেয় ভাই গৌরগোবিন্দ উপাসনার কার্য্য করেন। প্রকৃত জগৎ সংসার যে অসার মায়ার জগৎ সংসার নহে, সেই দিনকার উপাসনায় ইহা তিনি অতি স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বাবুর প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তনান্তে উপাসনা শেষ হয়।

পরবর্ত্তী সোমবার ও মঙ্গলবারে খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কার্য্য সমাধা হয়। সোমবার প্রাতে শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের কার্য্য ও কুঞ্জবিহারী বাবু সঙ্কীর্ত্তন করেন। বৈকালে বেলা ৫ টার পর ক্ষেত্রমোহন বাবুর সুবৃহৎ গৃহের উপরকার হলে সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। আমরাগড়ীর যুবক ভ্রাতাগণ বিশেষ উৎসাহ ও মত্ততার সহিত সঙ্কীর্ত্তন করেন। সঙ্কীর্ত্তনান্তে আমরাগড়ী বিধান-সমাজের উপাচার্য্য ভাই ফকিরদাস রায় শ্রীহরির নামগানই শান্তিলাভের প্রধান উপায় এই ভাবে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার পর শ্রদ্ধেয় ভাই উমানাথ চেতন ও অচেতন যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে জগৎজননীর মাতৃরূপ দর্শন সম্বন্ধে একটী বিশেষ প্রার্থনা করেন। তদনন্তর কয়েকটী সঙ্গীতান্তে এই দিনকার কার্য্য শেষ হয়।

মঙ্গলবারে প্রাতে বামড়তীরবর্ত্তী চণ্ডীতলায় উপাসনা হইবার কথা ছিল। যত দিন ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব এই ভূলোকে বিদ্যমান থাকিবে কেবল তত দিন কেন, ধর্ম্মজগতের ইতিহাসের মধ্যেও খাঁটুরার বামড়তীরবর্ত্তী চণ্ডীতলার শোচনীয় ইতিহাস, ধর্ম্মের জন্য—জীবন্ত জাগ্রত অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে বিশ্বাসের জন্য ব্রহ্মকন্যার নির্যাতনের ইতিহাস, ঘোরতর কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক পরিবার মধ্যে সত্যালোকপ্রাপ্তা অটল বিশ্বাসপরায়ণা অসহায়া অবলার উপর নিষ্ঠুর উৎপীড়ন—নিদারুণ অত্যাচারের ইতিহাস জাজ্বল্যমান্ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে, কখন বিলুপ্ত হইবে না। ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠকগণ বোধ হয় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্তের স্বর্গবাসিনী সহধর্ম্মিণী কুমুদিনীর ইতিবৃত্ত অবগত আছেন; যদি না থাকেন তবে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই "কুমুদিনী-চরিত" একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের জন্য কিরূপে জীবন দিতে হয়, বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা কিরূপে প্রদর্শন করিতে হয়, অনেকেই তাহা হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। দুঃখের বিষয় উক্ত দিবস জামাই ষষ্ঠীর দিন হওয়াতে পৌত্তলিক পূজাড়ম্বরের আধিক্য হেতু চণ্ডীতলায় আর উপাসনা হইতে পারে নাই। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণচন্দ্র আশের বামড়তীরবর্ত্তী উদ্যানে সামিয়ানার নিচে উপাসনা হয়; ভাই অমৃতলাল উপাসনার কার্য্য করেন। শ্রদ্ধেয় ভাই কেদারনাথ, ভাই দুর্গানাথ, ক্ষেত্রমোহন বাবু ও লক্ষ্মণ বাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভাই কেদারনাথ তাঁহার প্রার্থনায় বিশেষরূপে কুমুদিনীর আদর্শ জীবনের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

বৈকালে গোবরডাঙ্গায় যমুনার ধারে ষষ্ঠীতলায় সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। নরনারী মিলিয়া সর্ব্বসমেত লোকসংখ্যা প্রায় তিন শত হইয়াছিল। আমরাগড়ীর ভ্রাতাগণ কর্ত্তৃক বিশেষ জমাট কীর্ত্তন হয়। ভ্রাতা নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র "মনুষ্যত্ব ও নববিধান" সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন; তাঁহার পর ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় "পুরুষের মধ্যে ঈশ্বরকে পিতা, ভ্রাতা ও পুত্ররূপে এবং নারীর মধ্যে ঈশ্বরকে জননী, ভগ্নী ও কন্যারূপে দর্শন" বিষয়ে কিয়ৎক্ষণ বলেন। তদনন্তর শ্রদ্ধেয় ভাই উমানাথ একটী অতি সুন্দর রূপক অবলম্বন করিয়া একটী সরস বক্তৃতা করেন।

তিনি গোবরডাঙ্গাবাসিগণকে খর্জ্জুর বৃক্ষরূপে এবং আপনাকে ও সমাগত ব্রাহ্মবন্ধুগণকে শিউলীরূপে (যাহারা খর্জ্জুরাদি বৃক্ষের রস সংগ্রহ করে) বর্ণনা করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, খর্জ্জুর গাছ যদিও কণ্টকাকীর্ণ তথাপি তাহা মিষ্টরসের আধার, শিউলীগণ সেই রস আহরণ করিবার জন্য আগত। খর্জ্জুর বৃক্ষে উঠিবার জন্য রজ্জুর বন্ধনী, বৃক্ষচ্ছেদনের জন্য ছুরিকা এবং রসাকর্ষণের জন্য নলের প্রয়োজন। এ স্থলে খর্জ্জুর বৃক্ষরূপী গোবরডাঙ্গানিবাসীগণ হইতে হরিপ্রেমরস সংগ্রহের জন্য বিধানবিশ্বাসী শিউলীগণকে বৈরাগ্যের আরোহণরজ্জু, ক্ষমার অস্ত্র এবং অহঙ্কার বা আত্মবিনাশের নল ব্যবহার করিতে হইবে। ভাই উমানাথের এই সময়োচিত বক্তৃতায় উপস্থিত শ্রোতাগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তথাকার কতকগুলি অল্পবুদ্ধি অজ্ঞান লোক হরিনাম কীর্ত্তনের ভাণ করিয়া বিধিমতে এই সময়কার উৎসবকার্য্যে বিঘ্ন জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার বিধানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া দুর্ব্বল কুসংস্কারান্ধ মনুষ্য কখন জয় লাভ করে নাই—তাঁহারাই বা পারিবেন কেন? শুনিয়াছি তাঁহারা হরিসভার লোক, তাহা সত্য হইলে অতি লজ্জার বিষয় বলিতে হইবে। হরিসভার সভ্য হইয়া পার্শ্বস্থ হরিনাম কীর্ত্তনকারী দলের মধ্যে তাঁহারা কিরূপে ইষ্টকাদি প্রক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন বলিতে পারি না। যাহা হউক, আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি যে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরে আপনাদের এই ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হইয়াছেন। অবশেষে, বক্তৃতান্তে সঙ্কীর্ত্তনের প্রবল তরঙ্গ গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় ছুটিল। ভাই অকিঞ্চনদাসের নেতৃত্বাধীনে সকলে নগর সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইলেন; পথপার্শ্ববর্ত্তী গৃহস্থ নরনারী সকলে দলে দলে বাহিরে আসিয়া হরিনাম সুধা পান করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

এইরূপে খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কার্য্য আনন্দে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ক্ষেত্রমোহন বাবু ও লক্ষ্মণ বাবুর আতিথেয়তায় নিমন্ত্রিতগণ বিশেষ পরিতোষ লাভ করিয়াছেন।

সংবাদ।

বিগত ৬ই আষাঢ় রবিবার বরিশাল কালেক্টারীর হেড কেলার্ক শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার বসু মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সুনীতি দেবীর সহিত ছাপরা একাডামির তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষের নব সংহিতার ব্যবস্থামত শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বরিশালে কালীকুমার বাবুর বাসা বাটীতেই এই অনুষ্ঠান হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল আচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর এবং পাত্রের ২২ বৎসর। বিবাহ সভায় প্রায় ৪০০ শত ভদ্রলোক দর্শক উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের প্রণালী প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য দেখিয়া অনেকেই আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর এই নব দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করুন। তিনিই ইহাঁদের সংসার পথের নেতা হউন।

হাবড়ার অতি সন্নিকট অমরাগড়ি নামক পল্লিগ্রামে কয়েকটী ব্রাহ্ম যুবকের উপর গ্রামস্থ কতকগুলি লোক দ্বারা নিদারুণ উৎপীড়নের কথা আমরা প্রতি দিনই শুনিতে পাইতেছি। সে দিবস স্কুল ঘর পোড়াইয়া দিয়া স্কুলের ডেস্ক, টেবিল, ম্যাপ প্রভৃতি অনেক টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট করিয়া ছিল। পুলিস কর্ত্তৃক তদারকে দোষী ব্যক্তি ধরা পড়িল না। কয়েক দিন যাইতে না যাইতে আবার সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মদিগকে মারপিট, গালিগালাজ, বিষ্ঠা প্রভৃতি নিক্ষেপ, স্ত্রীলোকদিগকে অপমান করিবার জন্য বাড়িতে শতাধিক লোক একত্র দলবদ্ধ হইয়া অনধিকার প্রবেশ, রাত্রিকালে ১৫। ১৬ জন লাঠিয়াল আসিয়া ডাকাতির ন্যায় বাড়ী আক্রমণ করা প্রভৃতি বিবিধ প্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা অনেক দিন হইল এরূপ অত্যাচার সকলের কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম, ভাবিতাম যখন জেলা হাবড়া এত নিকট, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইনেস্পেক্টার, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি এত নিকটে রহিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই দুষ্টলোকদিগকে শীঘ্রই রাজদ্বারে শাসিত ও দণ্ডিত হইতে হইবে। কিন্তু কৈ এ পর্য্যন্ত তো আমরা সুসভ্য ইংরাজ রাজ্যে আছি, কি অন্য কোন অসভ্য রাজ্যে বাস করিতেছি তাহার বুঝিতে পারিতেছি না। এখনকার সময়ে সামান্য পল্লিগ্রামস্থ অশিক্ষিত লোক সকল অন্যায়রূপে নির্দ্দোষ ব্যক্তিদিগকে অপমান ও উৎপীড়ন করিতে পারে কোন্ সাহসে আমরা যে ভাবিয়া ইহার কারণ স্থির করিতে পারি না। আমাদের ব্রাহ্ম বন্ধুগণ বিশ্বাস বলে এই সকল পরীক্ষা সহ্য করিতেছেন বলিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহারা তো ইংরাজ রাজ্যের প্রজা বটেন। তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া যদি ধর্ম্মকে, বিশ্বাসকে ঠিক রাখিয়া চলিয়া যান। তাহা হইলে পিতামাতার ন্যায় দয়াবান গবর্ণমেণ্ট কি তাঁহাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিবেন না? তাঁহারা আপনাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা দিতেছেন বলিয়া কি গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ ও অনায়াসে এই সকল ঘটনা হইতে দিবেন? আমরা কাহার নিকট কাঁদিতেছি কিছুতো বুঝিতে পারিতেছি না। হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট, উলুবেড়িয়া ডিপুটী বাবু, ইনেস্পেক্টর বাবু মহাশয়

গণ কি একবার উক্ত গ্রামে পদার্পণ করিয়া এই সকল ঘটনার সত্যাসত্য তদন্ত করিবেন? গরিব ব্রাহ্মদিগকে সাহায্য করিলে তাঁহাদের ইহকাল পরকাল রক্ষা হইবে। ব্রাহ্ম বন্ধুগণ খুব বিশ্বাসের সহিত এই সকল পরীক্ষা বহন করিতেছেন শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। মরিতেতো হইবেই যদি বিশ্বাসী হইয়া সত্যের জয় পতাকা উড়াইতে উড়াইতে ভবপারে চলিয়া যাইতে পারি তাহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি আছে? অত্যাচারকারি ভাইদিগের প্রতি তাঁহারা খুব মিষ্ট ব্যবহার করিতে আরম্ভ করুন। তাঁহাদের বাড়ি বাড়ি যাইয়া হরিনাম শুনাইতে যেন তাঁহারা বিরত না হন। "মেরেছ কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দিব না।" মহাজনের এই মহা বাক্য তাঁহাদের সকলের যেন মনে থাকে। প্রাণ দিয়া গ্রামস্থ বালক বালিকা যুবা বৃদ্ধের যেমন উপকার করিয়া আসিতেছিলেন উৎপীড়িত হইতেছেন বলিয়া যেন একদিনের জন্যও সেই সকল দেশহিতকর অনুষ্ঠান করিতে বিরক্তি প্রকাশ না করেন। "পীর দিয়া তো রোনা কেয়া" সত্যের জয় বিশ্বাসী ভক্তের জয় হইবেই হইবে। এ পৃথিবী ধর্ম্ম উপার্জ্জনের স্থান, এখানে পুরস্কারের প্রত্যাশা যেন কেহ না করেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারের বিভাগে অনেকদিন হইতে যে সহস্রাধিক টাকা ঋণ ছিল তাহা ক্রমে পরিশোধ হইয়া এক্ষণে ৫০০ টাকার কিঞ্চিৎ অধিক দাঁড়াইয়াছে। মঙ্গলগঞ্জের জমীদার বাবু লক্ষণ চন্দ্র আশ মহাশয়কে তাঁহারা পিতার শ্রাদ্ধের সময় এই ঋণ শোধ জন্য অনুরোধ করা হয়। তিনি দয়া করিয়া ৫০ টাকা ঐ ঋণ শোধ দিবার জন্য সাহায্য করিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার এই দান স্বীকার করিতেছি।

বিদেশস্থ অনেক বন্ধু আমাদিগের শ্রদ্ধেয় ভাই কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ মহাশয়ের পীড়ার সংবাদে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার বিশেষ সংবাদ জানিবার জন্য বার বার পত্র লিখিতেছেন, এবং কেহ কেহ অর্থ দ্বারাও সাহায্য করিতেছেন, আমরা বন্ধুদিগের এই সকল সহানুভূতি ও সাহায্য জন্য বিশেষ উপকৃত ও আপ্যায়িত হইয়াছি। কবিরাজ মহাশয় এক্ষণে পাথুরিয়াঘাটার সুবিখ্যাত কবিরাজ দ্বারিকানাথ সেনের চিকিৎসায় আছেন। দ্বারিক বাবু বলিয়াছেন, তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া শীঘ্রই তাঁহার রোগ আরোগ্য করিয়া দিবেন। অন্যান্য উপদ্রব কিঞ্চিৎ কম বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পায়ের দৌর্ব্বল্য কিছু কমে নাই। তাঁহাকে দেখাইবার জন্য মধ্যে এক দিন ফৌজদারী বালাখানার প্যারীমোহন কবিরাজ মহাশয়কেও আনা হইয়াছিল।

আমাদের প্রতিপালক গ্রাহকগণের নিকট কাতরে নিবেদন, তাঁহারা যেন ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার বর্ত্তমান বৎসরের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবার জন্য যত্নবান হন। বৎসরের অর্দ্ধেক কাল গত হইতে চলিল অদ্যাপি প্রায় কাহারও নিকট হইতে অগ্রিম মূল্য আসে নাই।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, ঢাকা, ময়মনসিংহ হইয়া কীশোরগঞ্জ গিয়াছেন তাঁহার প্রচার কার্য্য বিবরণ পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইবে।

ভাই বলদেবনারায়ণ বেহার অঞ্চলের অনেকটি গ্রামে প্রচার করিয়া কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই আবার প্রচার জন্য যাত্রা করিবেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে "নব ভক্তি" তত্ত্বসার নামক পুস্তক উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে ঢাকা নববিধান মন্দিরে প্রদত্ত নিম্নলিখিত আদর্শটী উপদেশ আছে, যথা—অটল বিশ্বাস, সরলতা, দীনতা, দাসত্ব, অনুরাগ, এক নিষ্ঠতা আসক্তি, সুনির্ম্মলাভক্তি, ভক্তির পথ, সুনির্ম্মলা ভক্তি লাভের উপায়, ভক্তি রক্ষার উপায়, অবতার বাদ। ধর্ম্মপিপাসুদিগের পক্ষে এই পুস্তক বিশেষ উপযোগী। তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব লাভ করিতে পারিবেন।

চন্দন নগর ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণার্থ নিম্নলিখিত দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বপ্রকাশিত ও স্বীকৃত দান,	মোট	২২৭৲
শ্রীরামেশ্বর খাঁ, মানকুণ্ডা	"	৫৲
শ্রীউমাচরণ খাঁ, ঐ	"	৪৲
শ্রীকবিলচন্দ্র দে, হাজিনগর	"	১০৲
জনৈক বন্ধু, ঐ	"	২৲
শ্রীজগেন্দ্র চন্দ্র খাঁ, মানকুণ্ডা	"	২০৲
শ্রীসি-বত পিলে, বোনপুর কেন্দ্রাপাড়া	"	১০০৲
লালা মহেশ চাঁদ	"	২৲
		৩৭০৲

প্রেরিত।

নববিধান প্রচার।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়,

বিগত ১৩ই জুন নোয়াখালীর রয়াল থিয়েটার গৃহে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরী মহাশয় "আর্য্য ধর্ম্ম ও নববিধান" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাস্থলে সহরের মুন্সেফ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি মাননীয় অনেকেই উপস্থিত থাকিয়া সভার আনন্দবর্দ্ধন করেন। সঙ্গীত ও প্রার্থনার পরে বক্তা এই মর্ম্মে বক্তৃতা করেন।

"অতি প্রাচীন কাল হইতেই আর্য্যযোগীঋষিগণ জীবন্ত জাগ্রত ব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ উপলব্ধি করেন। তাঁহারা বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য তাবৎ বিষয়কে অসার বলিয়া উপেক্ষা করত অতীন্দ্রিয় জগতে বাসের জন্য লোলুপ ছিলেন। তাঁহারা অন্তরেন্দ্রিয়ের দ্বারা একমাত্র নিরাকার পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতেন। তাঁহারা ব্রহ্মকে অরূপ অথচ পরম সুন্দর, অশব্দ অথচ শব্দব্রহ্ম, রসহীন অথচ রসস্বরূপ, তৃপ্তিহেতু বলিয়া জানিতেন এবং আত্মার চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দর্শন, আত্মার

কর্ণে তাঁহার অনাহতবাণী শ্রবণ এবং আত্মার রসনায় তাঁহার রস আস্বাদন করিয়া দ্বিজত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব উপভোগ করিতেন। যাহারা শারীরিক সুখকেই সর্ব্বস্ব মনে করিত, কিন্তু ব্রহ্মেতে যুক্ত হইয়া তাঁহাকে দর্শন স্পর্শাদি করিতে পারিত না, তাহাদিগকে তাঁহারা শরীরস্থ বা কায়স্থ বলিতেন। ব্রাহ্মণ সন্তানগণও এতদবস্থা হইলে শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতেন। বাস্তবিক শরীর আত্মার আশ্রয় নহে। জীবাত্মার আশ্রয় স্বয়ং ব্রহ্ম, দেহ হইতে আত্মা পৃথক্, আত্মা দেহকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে মাত্র। দুঃখের বিষয় যে বর্ত্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক ও বিজ্ঞানবিদেরাও এই সহজ সত্য দেখিতে পান না। তাঁহারা আত্মাকেও জড়কল্পনা করিয়া পৃথিবীতে জড়বাদ প্রচার করিতেছেন, ইহাঁদের ব্রহ্মবিদ্যা ও আত্মবিদ্যার অনধিকার দেখিয়া আর্য্যগণ জীবিত থাকিলে, ইহাঁদিগকেও কায়স্থ বলিতেন। প্রাচীন আর্য্যগণ নিজে নিজে আত্মার সহিত পরমাত্মার এই নিগূঢ় সম্বন্ধ অনুভব করিতেন। কিন্তু কালক্রমে ভারতার্য্যগণের এই যোগস্পৃহা তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ হইতে বিলুপ্ত হয় এবং ভারতবর্ষ যোগভ্রষ্ট হওয়াতে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। বিকৃত আর্য্যধর্ম্ম হইতে নববিধান কোন কোন বিষয়ে ভিন্ন তাহা বলা কঠিন। আর্য্যধর্ম্মের অর্থ যদি পরবর্ত্তী বিকৃত ধর্ম্মমত বা ধর্ম্ম গ্রন্থাদি হয় তাহা হইলে নববিধান আর্য্যধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। নব বিধান কোন পুস্তকের ধর্ম্ম নহে, কিম্বা কতক গুলি মতের সমষ্টি নহে। স্বয়ং ঈশ্বর মানবাত্মাতে যে ধর্ম্মবিধান করেন তাহাই নববিধান। কোন অজ্ঞাত স্থানে যদি কোন মানবাত্মা নববিধান সম্বন্ধে বক্তৃতা শ্রবণ বা পুস্তক পাঠ অথবা ইহার প্রচারকগণের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াও প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বর হইতে ধর্ম্ম লাভ করে, তাহা হইলে সে আত্মা নববিধানের আত্মা অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরের প্রভাবে ঈশ্বরকে লাভ করাই নব বিধানী হওয়া।* এক কথায় জীবন্ত জাগ্রত বিধাতাই নব বিধানের নেতা।" ক্রমশঃ—

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ত্রৈমাসিক আয় ব্যয় বিবরণ।

জানুয়ারি হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১৮৮৬।

আয়।

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত উমানারায়ণ সেন	...	৬৲
" তারকচন্দ্র সরকার	...	৩৲
" নরেন্দ্রনাথ সেন	...	৩৲
" প্রিয়নাথ ঘোষ	...	৩৲
" গোবিনচাঁদ ধর	...	২৲
" দুর্গাদাস গুপ্ত	...	২৲
" গোপালচন্দ্র দাস	...	২৲
" কৈলাসচন্দ্র মান্না	...	২৲
" শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	...	১॥০
" মধুসূদন সেন	...	১।০
" যদুনাথ ঘোষ	...	১৷৷০
" অমৃতলাল সেন	...	১।০
" কেদারনাথ সান্যাল	...	১৲
" হরনাথ ভট্টাচার্য্য	...	১৲
" বেণীমাধব মজুমদার	...	১৲
" মকুন্দবল্লভ মজুমদার	...	১৲
" রাজকৃষ্ণ বসু	...	১৲
		৩৩৸০
৩৪জন সভ্যের ।০ আনা মাসিক দানের স্থুল		১৪০

উৎসব উপলক্ষে এককালীন দান।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কুচবিহার	...	২০৲
শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র রায়	...	৫৲
শ্রীযুক্ত বেণীমাধব রা...	...	২৲
" শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	...	২৲
" লক্ষ্মণ চন্দ্র আশ	...	২৲
" রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৲
" হরচন্দ্র মজুমদার	...	২৲
" জগদীশচন্দ্র রায়	...	১৲
" মতিলাল ঘোষ, ছাপরা	...	১৲
" কেদার নাথ সান্ন্যাল,	...	১৲
" অভিমুক্তেশ্বর সিংহ	...	১৲
" তারকচন্দ্র সরকার	...	১৲
" লোলিত মোহন রায়	...	১৲
" যদুনাথ ঘোষ	...	১৲
" বেনীমাধব মজুমদার	...	১৲
" কৈলাশচন্দ্র বসু, রংপুর	...	১৲
" অধর চন্দ্র দাস	...	৷০
		৪৪৸০
উৎসবোপলক্ষে দান সংগ্রহ	...	৪১৷৶১০
খাজনা	...	২৪৲
ঋণ গ্রহণ	...	৫০৷৷৵১৫
কুল আয়		২০৯৶৫

ব্যয়।

নিয়মিত মাসিক ব্যয়		৫৭৷৶১৭
গ্যাস	৪১৷০	
ভৃত্যের বেতন	৭৲	
তৈলাদি খুচরা ব্যয়	১৸৶১০	
উৎসবোপলক্ষে ব্যয়।		
মন্দির সংস্কার	৫৭৷৷৵০	
মন্দির সুসজ্জিতকরণ	১৫৸০	
বিবিধ ব্যয়	১৩৷১৫	
নগর সংকীর্ত্তন	৯৲	
গাড়ীভাড়া	৭৷৷০	
ভোজন	২৪৷৵০	১২৭৷০১৫
ঋণ পরিশোধ	৩৸০	
ঋণের কারণ সুদ	১৷১০	২৩৲৭
কুল ব্যয়		২০৯৶৫

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকুলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারামুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২১ ভাগ।
১৩ সংখ্যা।

১ লা শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৮০৮ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে বিশ্বপিতঃ পরমেশ! তুমি আমাদিগকে প্রিয়তম পুত্রকন্যা বলিয়া ভালবাস স্নেহ কর, ইহা আমরা জানি, তোমার ভক্তমুখে শুনিয়াছি, কিন্তু ভোক্তা হইয়া কখন ভোগ করি নাই, তাই জীবনের উজ্জ্বল বিশ্বাসরূপে ইহা আয়ত্ত করিতেও পারি নাই। তোমাকে স্নেহময় পিতা বা স্নেহময়ী জননী বলিয়া জানা এক কথা, আর তোমার স্নেহনীরে সিক্ত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা অন্য কথা। তুমি যে জগদ্বাসী নর নারী সকলকে তুল্যরূপে ভালবাস ইহা ছোট বড় সকলেই জানে, কিন্তু সকলে ভোগ করিতে পায় না। তাই সেই ভোগের মিষ্টতা গাঢ়রূপে জীবনে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য তোমার সন্তানগুলিকে রোগ শোক দুঃখ দারিদ্রের ভিতরে নিক্ষিপ্ত কর, এবং যেন ত্রিলোকে কেউ নাই—আশ্রয় নাই—উপায় নাই—আশা ভরসা রাখিবার স্থান নাই এইরূপ অকূল সমুদ্রগর্ভে ভাসাইয়া দেও, তখন তোমার সন্তান নিরাশ ও ভগ্নহৃদয় হইয়া কি করে গোপনে তাহা নিরীক্ষণ কর, এবং স্বয়ং আশ্রয় উপায় আশা ভরসার স্থান হইয়া নিকটে অবস্থিতি কর। যখন দেখ, সন্তানের মনের সমুদয় সাংসারিক আশা ভরসা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এবং আত্মীয় স্বজন বিদ্যাবুদ্ধির গৌরব বিপর্য্যস্ত হইয়াছে তখন এক একটি করিয়া আশ্রয় উপায় আনিয়া সংমুখে উপস্থিত কর। সেই আশ্রয়ের ভিতরে তোমার বিশ্বাসী সন্তান তোমায় স্পষ্টরূপে দেখিতে পায়। তোমায় ধনীর গৃহে গিয়া গোপনে রুগ্ন সন্তানের চিকিৎসার জন্য ভিক্ষা করিতে দেখে। পথ্যের ও ঔষধের নানা আয়োজন করিতে দেখে, তুমি প্রতি দিন ঔষধ পথ্য প্রস্তুত করিয়া দেও, এবং শিয়রে বসিয়া মিষ্ট কথা বলে সান্ত্বনা কর শুশ্রূষা কর। এ সকল দেখে শুনে আর কি অবিশ্বাসী বা অল্প বিশ্বাসী হইয়া থাকা যায়? যার কেউ নাই, কেউ ছিল না তার এত সহায় সম্পদ আসিল কোথা হইতে, চিকিৎসক ঔষধ না পাইয়া নিরাশ হইয়াছিল সে চিকিৎসক অতি সহজে আরোগ্যপ্রদ ঔষধ পাইয়া সহসা হাসিল। এই সকল ঘটনা দেখিয়া অল্প বিশ্বাসী আর অন্ধকারে আবৃত হইয়া থাকিতে পারিল না, নব বিধানের অর্থ—অবিশ্বাসীদিগকে পূর্ণবিশ্বাসী করা, এইবার তাহা হইল। পিতঃ! তোমার অল্প বিশ্বাসী সন্তান এবারে তোমার লীলাময় চাতুর্য্য বুঝিতে পারিয়া কৃতার্থ হইল।' হে নববিধানের হরি! তুমি পুরাতন অল্প বিশ্বাসীকে

অল্প বিশ্বাস লইয়া তোমার বিধানের রাজ্যে বাস করিতে দিবে না বলিয়া এই নূতন বিশ্বাসপ্রদ কৌশল অবলম্বন করিয়াছ, ধন্য তোমার করুণা। ধন্য তোমার প্রেম, ঠাকুর! এই বার বুঝিয়াছি, তুমি ঈশা গৌরাঙ্গের মত দাসিকেও ভালবাস, একটুও কম নহে। এখন দাসের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর যেন প্রতিদিন উজ্জ্বল রূপে তোমাকে ভক্তবৎসল হরিরূপে, দয়াময় পিতারূপে বা স্নেহময়ী জননীরূপে, সুখে দুঃখে, রোগে শোকে, সুস্থতা অসুস্থতা সকল অবস্থায় নিকটে দেখিতে পায় এবং তোমায় নিকটে দেখিয়া নিরাশা শুষ্কতার হস্ত হইতে বাঁচিয়া যায়।

ধর্ম্মের মাহাত্ম্য।

ধর্ম্মাবহ ঈশ্বরের মাহাত্ম্য এবং ধর্ম্মের মাহাত্ম্য একই। ঈশ্বরের যে প্রকার স্বার্থসম্বন্ধ নাই, তাঁহা হইতে প্রবাহিত ধর্ম্মও তেমনই স্বার্থগন্ধবর্জ্জিত। যাঁহারা ধর্ম্মকেই জীবনের একমাত্র সার বস্তু করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবনও এই জন্য নিঃস্বার্থতার পরিচায়ক। ধর্ম্মাবহ ঈশ্বর, ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিক এ তিনের প্রধান লক্ষণ স্বার্থবিরহিতা, এবং ইহাতেই শোভা ও মাহাত্ম্য।

প্রথমতঃ ধর্ম্মাবহ ঈশ্বরসম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু বলিতে হইতেছে। ঈশ্বর স্বয়ং স্বার্থগন্ধশূন্য এ কথা বিচারের বিষয় নহে, কেন না ঈশ্বর ঈশ্বরই নহেন, যদি তাঁহার স্বার্থ থাকে। ঈশ্বর প্রয়োজনশূন্য হইয়া এই অসীম বিশ্ব সৃজন করিলেন, এ কথা বলিলে এখন আর কপিলের ন্যায় কাহার মনে অযুক্ত বলিয়া লাগে না। কেন না অনন্ত প্রেমই এখন সকলের মনে স্বার্থবিরহিত উচ্চতম প্রয়োজন বলিয়া সহজে প্রতীত হয়। জীবের কুশল কল্যাণ নিত্যসুখ ঈশ্বর চান, তদ্ভিন্ন তিনি আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষী নহেন। আচ্ছা, জীবের এই সকল হয়, ইহা যখন তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন, তখনই সেইটি জীবের হইতেছে না দেখিলে তজ্জন্য তাঁহার ক্লেশও অবশ্যম্ভাবী হইবে। মনুষ্য যাহার সুখ চায় কল্যাণ চায়, যখন তাহার তাহা হয় না, তখন সে তজ্জন্য অত্যন্ত মানসিক কষ্ট পায়। মানুষ এবং ঈশ্বর এ দুইয়ের এতৎসম্বন্ধে উপমা হয় না। মানুষের যেমন আশা আছে, তেমনই নিরাশা আছে। কেন না অনন্ত ভবিষ্যৎ তাহার আয়ত্তাধীন নহে। মনুষ্য যাহা আকাঙ্ক্ষা করে তাহা হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। এই জন্য মনুষ্য নিজের প্রত্যাশিত বিষয়ে সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত ও দুঃখশূন্য থাকিতে পারে না। যদি বল অপরের কল্যাণ ও সুখাকাঙ্ক্ষা বিষয়ে মনুষ্য যখন ঈশ্বর সহকারে এক, এবং সে স্থলেও তাহাকে দুঃখানুভব করিতে দেখা যায়, তখন ঈশ্বরেতেও যে তদ্রূপ দুঃখানুভব নাই, এ কথা কি প্রকারে বলিব। এখানে ইহা বুঝিতে হইবে যে, মানুষ কালেতে আবদ্ধ জীব। সকল বিষয়ের সফলতা বিফলতা সে কালের সীমা মধ্যে আবদ্ধ করে, সেই অপেক্ষিত কাল অতিক্রম করিয়া গেলেই তাহার মনে মহান্ ক্লেশ সমুপস্থিত হয়। ঈশ্বর কালের অতীত, তিনি জীবের সুখশান্তি কল্যাণ সিদ্ধবৎ নিত্য দর্শন করিতেছেন, সুতরাং অসিদ্ধবৎ দর্শনে যে ক্লেশ হয়, তাহা তাঁহার কোন দিন হইবার সম্ভাবনা নাই।

লোকে চিরকাল মনে করিয়া আসিয়াছে যে স্তব, স্তুতি, মহিমা গান প্রভৃতিতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, এবং যাহারা সে সকলেতে উদাসীন বা বিরোধী, তাহাদিগের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট। সুতরাং নিজের মহিমা শ্রবণাদিতে যখন ঈশ্বরের সুখ বোধ আছে এবং তাহা না হইলে যখন তিনি অসন্তুষ্ট, তখন ঈশ্বর স্থূল বিষয়ের আকাঙ্ক্ষী না হইলেও বৌদ্ধগণ "অরূপরাগ" যাহাকে বলে তাহা তাঁহার আছে, এতদ্দ্বারা

বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে। ঈশ্বরসম্বন্ধে এরূপ মনে করা তাঁহার অবমাননা কে না মনে করিবেন, কিন্তু মানুষ যে এরূপ মনে করে তাহার কারণ আছে। যাহারা ঈশ্বরের স্তবস্তুতিতে প্রবৃত্ত তাহারা বাস্তবিকই সুখী, আর যাহারা তাহা করে না তাহারা পদে পদে দুঃখী, ইহা দেখিয়া লোকে কেন না মনে করিবে যে, ঈশ্বর স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হন বলিয়া ইহাদিগকে সুখী করেন, আর যাহারা তৎসম্বন্ধে উদাসীন বা বিপক্ষ তাহাদিগকে দুঃখে নিঃক্ষিপ্ত রাখেন। তবে অধ্যাত্ম সূক্ষ্ম দৃষ্টি না হইলে এ সম্বন্ধে মানুষের ভ্রম ঘোচে না, ঘুচিবে যে তাহার সম্ভাবনাও নাই, তবুও আমরা বক্তব্য বিষয়ের অনুরোধে ইহার কারণ বলিতেছি।

ঈশ্বর স্তবস্তুতি চান বা মানুষ স্তবস্তুতি না করিয়া থাকিতে পারে না এইটি সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে হইবে। স্তবস্তুতি প্রভৃতি দুই প্রকারে আসিতে পারে, ভয়ে ও প্রেমে। প্রথমটি কোন না কোন আকারে সময় বিশেষ সকল মানুষেতেই দেখিতে পাওয়া যায়, দ্বিতীয়টি অনুরাগী ভিন্ন অন্য কাহাতেও লক্ষিত হয় না। ঈশ্বরেতে শক্তিও আছে, প্রেমও আছে, কোন সময়ে যে এ দুয়ের মাত্রার ন্যূনাতিরেক হয় তাহা নহে। যাহারা কেবল শক্তি দর্শন করে প্রেম দর্শন করে না, তাহারা ভয়ে পরিচালিত হইয়া স্তবস্তুতিতে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং ঈশ্বর তদ্দারা সন্তুষ্ট হইলেন অথবা হইলেন না, তাহার বিচার সমুপস্থিত হয়। ঈশ্বর তোমার স্তবস্তুতি শুনিয়া কিছু করিবেন বা করিবেন না তাহা নহে, তুমি স্তবস্তুতি করিলে অথচ তোমার আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে লাভ করিলে না, সেই সময়ে তোমার প্রতিবাসী আকাঙ্ক্ষিতাপেক্ষা সমধিক লাভ করিল, সুতরাং তোমার মনে হইল, ঈশ্বর তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট আর তোমার প্রতিবাসীর প্রতি সন্তুষ্ট। ফলতঃ এখানে সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি কিছু নাই, তাঁহার নিত্য বিধান হইতে উভয়বিধ ঘটনা একই মঙ্গলাভিপ্রায়ে সংঘটিত হইল, তুমি তাহার অর্থ অন্য প্রকার করিলে এই মাত্র।

সাধারণ লোকে এ সিদ্ধান্ত শুনিয়া বলিবেন, কি সর্ব্বনাশ! এ কথা বলিয়া উপাসনা প্রার্থনা প্রভৃতির মূল কাটিয়া দেওয়া হইল, আর কেন লোকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে। "তৎ কর্ম্ম হরিতোষণম্" তাহাই কর্ম্ম যাহাতে হরির সন্তুষ্টি হয়, এ শাস্ত্রীয় মূল ছেদন করিয়া কি ঘোর অনিষ্ট সাধন করা হইল না? আমরা বলিতেছি, না। ভয়ের পথে এ কথা শুনিয়া ভয় হয় বটে, কিন্তু প্রেমের পথে ইহাতে কোন ভয় নাই। ভয় স্বার্থপ্রণোদিত, সুতরাং উহা যথার্থ ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য নহে। যে ধর্ম্ম দিয়া ধর্ম্মাবহ ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, তাহা নিঃস্বার্থ, ঈশ্বরেতে সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি নাই আমরা এই জন্য বলিয়াছি যে, তাঁহার স্বার্থ নাই। যদি তাঁহার আকাঙ্ক্ষা থাকিত তাহা হইলে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি থাকিত। তাঁহার যাহা করিবার তাহা করিবেনই, তুমি স্তবস্তুতি কর বা না কর তাহাতে কিছু আসে যায় না। তিনি তাহাই করিবেন যাহাতে তোমার অনন্ত কল্যাণ ও অনন্ত সুখ হয়। এই ক্রিয়া যদি তোমার নিকটে কোন কোন সময়ে নিতান্ত তিক্ত বোধ হয়, সে তোমার বোধশক্তির দোষ, তাঁহার নহে। তিক্তও অমৃতরস, যদি তাহা হইতে পুণ্য পবিত্রতা ও নিত্যশান্তি সমাগত হয়।

তুমি বলিবে, তাঁহার যাহা করিবার তাহা যদি তিনি করিলেন, তবে আমরা স্তবস্তুতি না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকি না কেন? থাকিতে পারিবে না, হয় ভয়, নয় প্রেম তোমায় তাহাতে প্রবৃত্ত করিবেই করিবে। ভয়ে ক্লেশ আছে, মনঃক্ষোভ আছে, কিন্তু প্রেমে তাহা নাই। ঈশ্বরের নিকট হইতে যাহা আইসে প্রেম তাহাতেই আনন্দিত, কেন না কি আসিল সে তাহা দেখে না এক অক্ষুণ্ণ প্রেমই নিরন্তর দেখিয়া সে সুখী হয়। প্রেমের যে এই নিঃস্বার্থ

ভাব ইহাই যথার্থ ধর্ম্ম, কেন না এখানে ধর্ম্মাবহ ঈশ্বর এবং ধর্ম্মের স্বরূপ এক হইতেছে।

তবুও তুমি বলিবে, ঈশ্বরাধনা সম্বন্ধে এ কথায় লোকের প্রবৃত্তি হইবে না, কেন না ইহা আশা করা যাইতে পারে না যে যখন লোকে জ্ঞানে ইহা বুঝিতে পারিবে যে তাহাদিগের স্তবস্তুতিতে ঈশ্বরের ক্রিয়ার তৎপ্রতি কোন অতিক্রম হইবে না, তখন তাহারা প্রেমের অনুরোধে তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। আমরা বলি, যদি মনুষ্যের জ্ঞান জন্মে তবে তাহার সেই জ্ঞানই তাহাকে এই বলিয়া আরাধনায় নিযুক্ত করিবে যে, তদ্দ্বরা মনকে সেই অবস্থায় আনয়ন করিতে পারা যায়, যাহাতে ঈশ্বরের ক্রিয়ামাত্রে প্রেমদর্শন করিয়া তজ্জনিত অতুল আনন্দ অনুভব হয়। এখানে আমরা দেখিতেছি, ঈশ্বর যেমন নিঃস্বার্থ, ধর্ম্ম তেমনই নিঃস্বার্থ, সাধকও তেমনি নিঃস্বার্থ। তিনের নিঃস্বার্থ ভাব একত্র মিলিত হইয়াছে বলিয়াই, ধর্ম্মজগতের এত মাহাত্ম্য।

সাধকসম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধের শেষ করি। আমরা যখন প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্ব স্ব ধর্ম্মে লোক সংগ্রহ করিতে যত্ন দেখিতে পাই, তখন তাঁহাদিগের সেই নিঃস্বার্থ চেষ্টা আমাদিগের হৃদয়ের প্রণতি আকর্ষণ করে। তাঁহাদিগের ভ্রম থাকে থাকুক, কিন্তু তাঁহারা লোকসংগ্রহে কেন যত্ন করেন সেই কারণটির প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতা উত্থিত হয়। যে সকল লোককে তাঁহারা সংগ্রহ করিতে চান, তাহাদিগের তাঁহারা কি চান? পরিত্রাণ চান অর্থাৎ কল্যাণ চান, নিত্য সুখ চান। হয় তো তাঁহাদিগের মতে দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু কাহারও সাধ্য নাই যে বলেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ে দোষ আছে। হৃদয় তাঁহাদিগের নিঃস্বার্থ, তাই সকল ধর্ম্মই নিত্য গৌরবান্বিত।

উপদেষ্টা ও পাপবোধ।

কে উপদেশ প্রদানে অধিকারী? যিনি উপদেশের বিষয় স্বয়ং আয়ত্ত করিয়াছেন, যাঁহার জীবন সেই উপদেশের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এই সাধারণ বিশ্বাসের অধীন হইয়াই হউক আর যে কারণেই হউক, সিদ্ধ না হইয়া কেহ উপদেশ দানের কার্য্যে পূর্ব্বকালে প্রবৃত্ত হন নাই। এখন এতৎসম্বন্ধে মহাপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যে কেহ উপদেশ দানে অগ্রসর। অনেক সময়ে তাঁহাদিগের জীবন প্রশস্ত উপদেশের বিপরীত অথচ তাঁহারা উপদেশ দানে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত নহেন, এরূপ পরিবর্ত্তন কি প্রকারে শুভকর হইতে পারে, আমাদিগের একবার আলোচনা করিয়া দেখা সমুচিত।

পূর্ব্বকালে প্রয়াস প্রযত্ন সহকারে সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সাধক একটী অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন, এবং সেই অবস্থা পাইলেই আপনাকে সিদ্ধ মনে করিতেন। তিনি যাহাদিগকে উপদেশ দান করিতেন, তাহাদিগকে সেই রূপ উপদেশ দিতেন যাহাতে সেই অবস্থায় তাহারা আসিতে পারে। এখনকার উপদেষ্টৃগণ আপনাদিগকে কিছু মনে করিতে পারেন না, সুতরাং যাঁহাদিগকে উপদেশ দান করেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে আপনাকেও অন্তর্ভূত করিয়া লন এবং উপদিষ্ট উপদেষ্টা উভয়ই সমযাত্রী বলিয়া পরিগণিত হন। এখন জিজ্ঞাসা এই, উপদেষ্টা এবং উপদিষ্ট যদি উভয়েই অসিদ্ধ তাহা হইলে একের উপদেশ দান এবং অপরের উপদেশ গ্রহণ, ইহা কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে। ঈদৃশ উপদেষ্টার উপদেশে সিদ্ধ হওয়ার যখন সম্ভাবনা নাই, তখন এ পদ অতি শীঘ্র উঠিয়া যাইবে, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে সকল লোক সমভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইবে, আর উহার ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা থাকিবে না।

আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে

এই মাত্র বলা হইয়াছে যে, এ কালে উপদেষ্টা কখন আপনাকে সিদ্ধ মনে করিতে পারেন না। তিনি যে উপদেশ দেন তিনি তাহার অতীত নহেন, তাহার অন্তর্ভূত। তিনি উপদিষ্টগণের সমযাত্রী। প্রথমতঃ উপদেষ্টা আপনাকে সিদ্ধ মনে করিতে পারেন না কেন? তিনি জানেন, তাঁহার সমস্ত উপদেশের বিষয় অনন্তোন্নতি উন্মুখীন, সুতরাং তাহা সর্ব্বথা আয়ত্তীকৃত হইবার নহে, সাধনভেদে ইহাতে ক্রমিক অগ্রসরতা আছে এইমাত্র। যিনি সেই উপদেশের বিষয়ে কতক দূরে অগ্রসর হইয়াছেন, এবং তাহার ফল আপনার জীবনে কথঞ্চিৎ অনুভব করিয়াছেন, তিনি তাঁহার ভ্রাতৃবর্গকে তাহা গ্রহণ করিতে বলিতে পারেন। তিনি আপনি সেই উপদেশের অতীত না হইয়াও এইরূপে তাঁহার সমযাত্রিগণকে তদ্গ্রহণে অনুরোধ করিতে অধিকারী। তিনি যদিও এক অর্থে অগ্রগামী, তথাপি অন্য অর্থে সমযাত্রী। এরূপ সম্বন্ধ উপদেষ্টা উপদিষ্টের মধ্যে চির দিন থাকিবে, সুতরাং এ দুই শ্রেণীর বিলোপের সম্ভাবনা নাই।

যাহা বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আর একটি বিষয়ে পূর্ব্বকালের উপদেষ্টৃগণ হইতে এ কালের উপদেষ্টৃ নিচয়ের পার্থক্য দেখা যায়। প্রাচীন সময় তাঁহারা যেমন সিদ্ধ মনে করিতেন, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগকে পাপমুক্ত বিশ্বাস করিতেন। এতৎসম্বন্ধে এখন সম্পূর্ণ পার্থক্য সমুপস্থিত। এখনকার উপদেষ্টৃগণ একদিকে যেমন আপনাদিগকে সিদ্ধ মনে করেন না, অপরদিকে তেমনি মুক্ত মনে করেন না। অমুক্ত ব্যক্তি অপরকে মুক্তির জন্য আহ্বান করেন, ইহাও পূর্ব্ববৎ অধিকারবিচ্যুতির কারণ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। কিন্তু এখানেও অধিকার পাপের প্রকাশ নিবৃত্তিতে, কিন্তু সম্ভাবনাতে স্থিতিতে। এইরূপ পরিবর্ত্তনে একটি সুমহৎ মঙ্গল সমুপস্থিত, এবং সে মঙ্গল কিছু সামান্য নহে।

উপদেষ্টা এবং উপদিষ্ট এ উভয়ের মধ্যে সকল বিষয়ে সহানুভূতি থাকা একান্ত প্রয়োজন। অবস্থাসাম্য সহানুভূতির মূল। যেখানে অবস্থাগত ঘোরতর বৈষম্য সেখানে কখন সহানুভূতি তিষ্ঠিতে পারে না। সত্য বটে যে একবার রোগযন্ত্রণা অথবা দারিদ্র্য দুঃখ অনুভব করিয়াছে, সে তাদৃশাবস্থাপন্ন লোকদিগের প্রতি সহানুভূতি করিতে সক্ষম, কিন্তু এ সহানুভূতি বহুদিন স্থিরতর থাকিবে তাহার সম্ভাবনা অল্প। অনেক দিন সুস্থতা ও প্রচুর ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে করিতে লোকের মনের পূর্ব্বাবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই পাঁচ দিন পূর্ব্বে রোগের যন্ত্রণা ও দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করিয়া সহানুভূতি যেরূপ সজীব থাকে, পাঁচশ বৎসর পরে, আর সেরূপ থাকে না। অনেক স্থলে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, দরিদ্রের ধনলাভ দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতির কারণ হয় না, তৎপ্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিবার কারণ হয়। কেননা সে সময়ে দরিদ্র জনের নীচভাব সকল এ ব্যক্তি যেমন বুঝিতে পারে এমন পুরুষানুযায়ী ধনিগণের বুঝিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং প্রচুর ধনপ্রাপ্ত দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি না হইয়া ঘৃণা জন্মিয়া থাকে। পাপী পাপ পরিত্যাগ করিয়া সাধু হইয়াছি মনে স্থির করিলে তাহার অবস্থা এই শেষোক্ত প্রকারের ধনশালী দরিদ্রের অবস্থা হয়। যত দিন যায়, তত পাপিগণের সঙ্গে তাহার সহানুভূতি চলিয়া গিয়া তাহাদিগের প্রতি ঘৃণা উপস্থিত হয়। এ ঘৃণা উপস্থিত হইবার কারণ এই যে সে তখন মনে করে ইহারা এমনই নীচ যে এই সামান্য পাপগুলি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না।

যাঁহার জীবনে পাপের প্রকাশ নাই, কেবল তাহার সম্ভাবনা দর্শনে ভীত, তিনিই কেবল যথার্থ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারেন। তিনি আপনাকে মুক্ত মনে করেন না, সুতরাং অপর অমুক্তগণকে তিনি নীচ বলিয়া কি

প্রকারে দেখিবেন। যখন দেখেন অপরে পাপ করিতেছে, তখন তৎসম্ভাবনা আপনার মধ্যে দেখিয়া তিনি তাহাকে সহানুভূতি দিতে কুণ্ঠিত হন না। ঈদৃশ লোকে উপদেষ্টৃপদের উপযুক্ত, কেননা তাঁহার হৃদয় সর্ব্বথা উপদিষ্টগণের সঙ্গে সহানুভূতিতে আবদ্ধ। আমি বিশুদ্ধ ও পবিত্র এ বোধ অবিনয় ও অভিমান আনয়ন করে, তাহাতে উপদিষ্টগণের প্রতি ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। উপদিষ্টগণ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতীয় মনে করাতে তাহাদিগের উপরে ইহাঁর প্রভাব নিপতিত হয় না, কেননা তাহারা তাঁহা হইতে আপনাদিগকে এতদূর স্বতন্ত্র মনে করে যে, কোন কালে তাঁহার জীবন তাহারা পাইবে এরূপ আশা করিতে পারে না। এস্থলে প্রাচীন গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু নূতন উপদেষ্টা উপদিষ্টের সম্বন্ধ কখন হইতে পারে না।

উপদেষ্টার পাপ বোধ তাঁহাকে দিন দিন উন্নত ভূমিতে উত্তোলন করে। তিনি আপনাকে পাপী জানেন বলিয়া মুহূর্ত্তমাত্র আপনার বলশক্তি ও বুদ্ধির উপরে নির্ভর করেন না, সর্ব্বদা ভগবানের উপরে সকল বিষয়ে তাঁহার নির্ভর। যাঁহারা উপদিষ্ট তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতেছেন, ইহা কখন মনে করিতে পারেন না ; কেননা এক অন্ধ অন্য অন্ধকে কি প্রকারে পথ দেখাইবে, এক পঙ্গু অন পঙ্গুকে কি প্রকারে বহন করিবে। উপদেষ্টার এই ভাব উপদিষ্টগণকে নীচতা হইতে রক্ষা করে, এবং তাঁহাদিগের সকলকে ঈশ্বরের নিকটে সাক্ষাৎসম্বন্ধে যাইতে সাহসী করে। আমরা আমাদিগের প্রবন্ধের শিরোনাম উপদেষ্টা ও পাপ বোধ দিয়াছি, কারণ আমরা মনে করি, এই দুয়ের একত্র স্থিতি এ যুগের নূতনত্ব।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ঈশ্বর প্রকৃতি মধ্যে যাহা নিহিত করিয়া দিয়াছেন মনুষ্যের সাধ্য নাই যে, তাহাকে অতিক্রম করে। আমরা বহুকাল হইতে এ সত্যে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, এবং সম্প্রতি ইহার যে দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি তাহাতে আমাদিগের সেই বিশ্বাস বিলক্ষণ দৃঢ় হইয়াছে। আমাদিগের সহযাত্রী শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর জ্ঞান ও বিশ্বাস সম্বন্ধে ত্রুটি আমরা প্রথম হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার জীবনে যে ভক্তির বীজ আছে, তাহা মনুষ্যপ্রযত্নে রোপিত নহে। যদিও তিনি স্বীয় অধিকৃত ভূমির বাহিরে পদার্পণ করিতে গিয়া অনেক অযুক্ত সংস্কারে নিপতিত হইয়াছেন, এবং বিরুদ্ধবাদিগণের প্রকাশিত বিবরণে যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তবে তাঁহার মত মধ্যেও ভূরি ভূরি ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তথাপি একথা আমারা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, ভক্তি তাঁহাকে পরিহার করে নাই, বরং তাহার সেই সেই বিকাশ তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা প্রাচীনকালে অত্যধিক সমাদৃত ছিল। তিনি শ্রীদরবার হইতে কেন বহির্ভূত হন নাই, তাঁহার স্থান সেখানে কেন আছে ও চিরকাল থাকিবে আমরা এবার তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়াছি। ঈশ্বর যাহা তাঁহাতে স্থাপন করিয়াছেন, তৎপ্রতি সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধনে তিনি যত্ন করেন নাই বটে, কিন্তু দেখা যাইতেছে, ভিন্ন পথে যত্ন করিতে গিয়া তাঁহার ভক্তি সর্ব্বোপরি আপনার প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছে। যে সকল অযুক্ত সংস্কার বা ভ্রম আসিয়াছে, তাহাও এই জন্য ভক্তির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ভক্তিসম্বন্ধে যে বিশেষ ভাব তাঁহাতে একবার স্বীকৃত হইয়াছে, চির কাল আমরা তাহা স্বীকার করিব, এবং তাঁহার সমুদায় অযুক্ত সংস্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া যে টুকু ভক্তির আধিক্য উপস্থিত হইয়াছে তাহা আমরা আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিব, এ অধিকার হইতে আমাদিগকে আমরা কখন বঞ্চিত করিব না। কেন না এইরূপ স্বীকার ও গ্রহণে সম্বন্ধের অপরিহার্য্যত্ব রক্ষা পায়, অন্যথা তাহা থাকিয়াও সাধকসম্বন্ধে থাকে না। প্রকৃতি মধ্যে ঈশ্বর রোপিত ভাবের অবিনাশিত্বে যদি আমাদিগের বিশ্বাস থাকে তবে তাহা এইরূপে প্রকাশ হইবেই।

উপাসনাতে নিত্য আনন্দ লাভ, ইহার তুল্য এ পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট সম্পত্তি কি আছে? কিন্তু এই আনন্দের স্থায়িত্ব অসম্ভব যদি জীবন দিন দিন পুণ্যোতেও পবিত্রতায় বর্দ্ধিত না হয়। আনন্দ ও পুণ্য ধর্ম্মরাজ্যে অভিন্ন সামগ্রী, ইহার একটির সঙ্গে আর একটির বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই।

আমারা যখন এইটি ভাবি, তখন মনুষ্য যে জীবনের পবিত্রতা দেখিয়া একজন সাধকের উপাসনার সত্যতার বিশ্বাস করে ইহাতে তাহাকে কখন দোষারোপ করিতে পারি না। কে বলিবে, আমাদিগের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র আনন্দকে প্রধান করিয়া ধর্ম্ম ও পুণ্যকে অধঃকরণ করিয়াছে। যদি তান্ত্রিক ব্যভিচার অবলোকন করিয়া কাহারও মনে এ সম্বন্ধে সংশয় হয়, তবে তাঁহাকে বিশেষরূপে বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনা করিতে আমরা অনুরোধ করি। বৈষ্ণব ধর্ম্মের নাম শুনিয়া আপনারা হাসিবেন, কেন না বর্ত্তমানে উহাতে তান্ত্রিকাচার প্রবেশ করিয়াছে। আমরা স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের এবং প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা বলিতেছি। সেখানে পুণ্যের কতদূর সমাদর সকলে দেখিতে পাইবেন। শ্রীচৈতন্য আচণ্ডাল সকলকে হরিনাম দিলেন, কিন্তু হরিনাম গ্রহণে তাঁহাদিগকে অধিকারী বলিলেন, যাঁহারা তৃণ অপেক্ষা আপনাদিগকে নীচ মনে করেন, বৃক্ষ অপেক্ষা যাঁহার সহিষ্ণু, নিজে মানশূন্য, অথচ অপরের মান-বর্দ্ধক। অপুণ্যবান্ কপটাচারীর শ্রবণ কীর্ত্তন সিদ্ধ হয় না বলিয়া পুরাণ শাস্ত্র নীতি ও পবিত্রতার প্রতি সামান্য সমাদর প্রদর্শন করেন নাই। কোন ধর্ম্মের বিকার দেখিয়া আমাদিগের তৎসম্বন্ধে বিচার করা উচিত নহে, তাহার মূলের দিকে দৃষ্টি রাখা আমাদিগের সমুচিত।

আমাদিগের ধর্ম্ম সত্যের প্রতি কি প্রকার সমাদর প্রদর্শন করিতে হয়, আমাদিগকে নিয়ত শিক্ষা দিতেছেন। সত্য সকলকে মুক্ত করে এবং সর্ব্ব প্রকারের ভয় হইতে রক্ষা করে। যেখানে তোমার আচরণসম্বন্ধে সংশয় সমুপস্থিত হয়, সেখানে সত্যের আলোক দিয়া তৎসম্বন্ধে বিচার কর, কোথায় তন্মধ্যে ভ্রম মিথ্যা অবিনয়াদি অবস্থান করিতেছে, অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। অহঙ্কার অভিমান নিবারণের পক্ষে সত্যের যে প্রকার সামর্থ্য, এমন আর কিছুই নাই। আমি কি, যে ব্যক্তি সত্যভাবে চিন্তা করে সে আপনাকে যাহা নয় তাহা মনে করিয়া কখন অভিমানে স্ফীত হইতে পারে না। সত্যদর্শী লোক একটী শিক্ষা লাভ করিয়া তাহা কখন বিস্মৃত হন না, কেননা সত্যের প্রতি সমাদরবশতঃ বিস্মৃতি কখন তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না। তিনি অন্যের সঙ্গে ব্যবহারে সত্য ব্যবহার করেন, এবং সে প্রকার ব্যবহার কখন অনুমোদন করেন না যাহা সত্যবিরোধী। পৃথিবীর সঙ্গে এই স্থলে তাঁহার পার্থক্য হয়, এবং পৃথিবী তাঁহাকে তৎকালে বুঝিতে না পারিলেও পরে বুঝিতে পারে। অন্যের উপরে কতদূর অধিকার সত্য তাহা বুঝাইয়া দেয়, এবং সত্যানুগামী ব্যক্তিকে কখন অধিকারের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে দেয় না। ঈদৃশ ব্যক্তি আত্মপ্রভাব বিস্তারে কখন প্রয়াস স্বীকার করেন না, কেননা তিনি জানেন তাঁহার প্রভাব নহে। সত্যের প্রভাব লোকের নিজের উপরে রাজত্ব করে। ইনি জানেন আমার নিজ শক্তিতে কিছু হয় না। তাই সকল কার্য্যে সেই পরম শক্তির নিদর্শন অনুসরণ করিয়া চলেন। এইরূপ অনুসরণে সর্ব্বদা তাঁহার কৃতার্থতা উপস্থিত হয়, কিন্তু কোথা হইতে কৃতার্থতা আসিতেছে সত্যের আলোকে দেখিয়া তিনি আত্মাভিমানের হস্ত হইতে রক্ষা পান। তিনি বন্ধুজনকৃত সাহায্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করেন, কিন্তু সে সাহায্যের মূল কোথায় দর্শন করিয়া ব্যর্থ তোষামোদ দ্বারা তাঁহাদিগকে স্ফীত করিতে কখন প্রবৃত্ত হন না। ফলতঃ তাঁহার জীবনের সকল প্রকার ব্যবহারে সত্যের প্রভাব এমনই প্রকাশ পায় যে লোকে তাঁহাকে এমনই সাম্যাবস্থায় সর্ব্বদা অবলোকন করে যে তাঁহাকে কোন একটি আখ্যা দিয়া বিশেষ করিতে পারে না। তিনি সকলেরই সমষ্টিরূপে প্রতিভাত হন।

প্রাপ্ত।

প্রচারবৃত্তান্ত।

ময়মন সিংহ, কিশোরগঞ্জ ও জঙ্গলবাড়ী।

গত বারের ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিত হইয়াছে যে, ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের প্রচারবৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে আগামী বারে প্রকাশ করা যাইবে। সেই লিখার অনুরোধে আমি নিজের প্রচার বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতে বাধ্য হইলাম। আমি বিগত ৫ই আষাঢ় শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণে নিজালয় হইতে ঢাকা নগরে উপনীত হইয়া ৮ই সোমবার ট্রেইণে ময়মনসিংহে যাত্রা করি। ঢাকাস্থ নব বিধান সমাজের উপাচার্য্য ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের অনুপস্থিতিবশতঃ শুক্রবার ব্রাহ্মিকা সমাজের কার্য্য, রবিবার সামাজিক উপাসনা এবং দুইদিন দেবালয়ে নিয়মিত উপাসনার কার্য্য আমাকে করিতে হইয়া ছিল। সোমবার অপরাহ্ণে ময়মনসিংহে উপনীত হই। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে ট্রেইণে এই আমার প্রথম যাত্রা। পূর্ব্বে জলপথে ৬।৭ দিনে বহু অর্থ ব্যয় ও বহু কষ্টে ময়মনসিংহে পহুঁছিতে হইত, এইক্ষণ রেইল পথ হওয়াতে অতি সামান্য ব্যয়ে ঢাকা হইতে ৭ ঘণ্টায় তথায় পহুঁছা যায়। ময়মনসিংহের রেইল পথে ভাওয়ালের সুদূরব্যাপী নিবিড় অরণ্য দেখিয়া মনে বড় আনন্দ হয়। ময়মনসিংহের সঙ্গে আমার জীবনের বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। আমি কিশোর কাল হইতে প্রায় পঁচিশ বৎসর এই নগরে জীবন যাপন করিয়াছি। এস্থানে আমার বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্ম্ম শিক্ষা হয়, এবং আমি বিষয় কর্ম্ম করি। প্রায় ২০ বিশ বৎসর এখানকার ব্রাহ্মমণ্ডলীর সঙ্গে আমার উপাসনার যোগ ছিল। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের এক সময়ে বেশ শ্রী ছিল, এইক্ষণ তাহা ছিন্ন ভিন্ন ও নিতান্ত হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে।

কোচবিহারবিবাহের গোলযোগই তাহার প্রধান কারণ। কলিকাতার প্রতিবাদকারীদিগের উত্তেজনায় এখানকার তরুণবয়স্ক ব্রাহ্মগণ বিষম উত্তেজিত হইয়া তুমুলকাণ্ড করিয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা ভক্তের প্রতি পরমোপকারী জ্যেষ্ঠের প্রতি অত্যন্ত অবমাননা ও হৃদয় বিদারক নিদারুণ ব্যাপার অনেক হইয়াছে। আন্দোলনের ব্যাপারে অনেক ছল চতুরতা ও অসত্য এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নিন্দা যে ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দান করে। আমার সঙ্গে যাঁহাদের ৮।১০ বৎসরের ধর্ম্মের সম্বন্ধ ছিল, এমন কি প্রতিদিন অনেক কাল যাঁহাদের সঙ্গে এক গৃহে বাস, একত্র ভোজন ও একত্র উপাসনাদি হইয়াছে, তাঁহারা ধর্ম্মচার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সময় আমার নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া একটী কথা জানিতে চাহেন নাই। তখন ঘোর আন্দোলন স্রোতে তাঁহাদের হৃদয় দুর্দ্দম পদ্মানদীর বেগ ধারণ করিয়াছিল। ভিন্নদলে বিভক্ত হইয়া কালক্রমে এইক্ষণ তাঁহারা যদিচ অনেক প্রশান্ত হইয়াছেন, তথাপি এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের একজনও একদিন বন্ধুভাবে আমার নিকটে উক্ত আন্দোলনের গূঢ়তত্ত্ব ও গূঢ় কারণ জানিতে চাহেন নাই। আমাকে এরূপ অবিশ্বাস করার হেতু আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমি যে তাঁহাদের নিকটে কোন অপরাধ করিয়াছি এরূপ ও স্মরণ হয় না। এইক্ষণ তাঁহারা কেবল বাহ্যিক সভ্যতা ও ভদ্রতার যোগ আমার সঙ্গে রক্ষা করেন, ধর্ম্মের যোগ কিছুই রাখেন না। ইহাঁদের মধ্যে অনেক সরল প্রকৃতি লোক আছেন। কিন্তু তাঁহারাও কুচক্রী লোকের চক্রান্তে বিশেষরূপে প্রতারিত হইয়াছেন, বড় দুঃখের বিষয়। তাঁহাদের ধর্ম্মোন্নতি হইয়াছে, ভক্তি বিশ্বাস্ বাড়িয়াছে এরূপ দেখিতে পাইলে মনে আহ্লাদ হইত। তাহার কিছুই দেখা যায় না, বরং বিপরীত ফল ফলিয়াছে। পূর্ব্বে যে একটা উপাসনার জমাট ছিল, এইক্ষণ তাহা নাই। শুনিলাম দৈনিক একত্র উপাসনা হয় না, অনেকে উপাসনা করেন কিনা সন্দেহ। সকলে দেশহিতৈষীদিগের দলভুক্ত হইয়া সমাজসংস্কারে বিশেষ উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছেন, বাহ্যোন্নতির দিকেই সকলের একান্ত ঝোঁক হইয়াছে। যাহাহৌক এবিষয়ে আর আক্ষেপ করা বৃথা। ভগবান্ সুমতি দান ও জীবন পরিবর্ত্তন না করিলে কিছুতেই কিছু হইবার নয়।

বিগত ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে এখানকার মন্দিরের ছাদ ও প্রাচীর স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মন্দিরে আর উপাসনাদি কার্য্য হইতে পারিতেছে না। এখানকার সমাজের ন্যায় মন্দিরের ভগ্নাবস্থা। অর্থাভাবে তাহার জীর্ণ সংস্কারও হইয়া উঠিতেছে না। এবার ময়মনসিংহ নগরে আমি তিন দিনমাত্র ছিলাম। কয়েকটি গরিব দুঃখী বিধানবাদী ব্রাহ্মকে লইয়া প্রতিদিন উপাসনা করা গিয়াছে ও তাঁহাদের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ হইয়াছে। ১০ই বুধবার সন্ধ্যার পর মুক্তাগাছার জমিদার শ্রীযুক্ত অমৃত নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের অট্টালিকায় বক্তৃতা হওয়ার কথা ছিল, সমুদায় আয়োজন হইয়াছিল। সন্ধ্যা হইতে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হয়, তজ্জন্য লোকের সমাগম হইতে পারে নাই, বক্তৃতাও হয় নাই। মেঘের ঘোর ঘটা দেখিয়া আর বক্তৃতার উদ্যোগ করা যায় নাই। বৃহস্পতিবার রাত্রিতে নৌকাযোগে আমি কিশোর গঞ্জে যাত্রা করি।

১২ই শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে ৯।১০টার সময় হোসেনপুরে উপনীত হইয়া চিড়ে ফলার করিয় তথা হইতে পদব্রজে কিশোর গঞ্জের পথ অবলম্বন করি। হোসেনপুর হইতে কিশোরগঞ্জ ১০ দশ মাইল, ময়মনসিংহ হইতে ব্রাহ্মভ্রাতা শ্রীযুক্ত কালী ভৈরব দাস আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন। কিয়দ্দুর পথ চলিয়া গেলে প্রবল বেগে বারি বর্ষণ হইতে থাকে, বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে একটি দেশীয় দরিদ্র খৃষ্টানের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হই। গৃহস্বামী আপন পরিবার এবং একটি পীড়িত স্ত্রীলোককে গৃহ হইতে বাহির করিয়া আমাদিগকে গৃহাভ্যন্তরে আশ্রয় দান করিতে উদ্যত হন। আমাদের প্রতি তাঁহার সদয় ব্যবহারে আমরা যৎপরোনাস্তি প্রীত হই, কিন্তু পীড়িত স্ত্রীলোককে বৃষ্টিতে ভিজিতে দিয়া সুখে তাঁহার গৃহে বাস করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না, তখন গৃহস্বামীও ইতস্ততঃ করেন। পরে আমরা বহিরঙ্গনস্থ উপাসনাগৃহে যাইয়া আশ্রয় লই। মেঘদুর্দ্দিনবশতঃ সে দিন আর কিশোরগঞ্জে যাওয়া হয় না। ফিরিয়া যাইয়া হোসেনপুরে এক জন আত্মীয় উকিলের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক রজনী যাপন করি। পর দিন প্রায় ১০টার সময়ে কিশোরগঞ্জে উপস্থিত হইয়া তথাকার নব বিধান সমাজের উপাচার্য্য প্রিয় ভ্রাতা বিহারীলাল সেনের গৃহে আশ্রয় লই। কিশোরগঞ্জ ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রীক্টের একটি উপবিভাগ। স্থানীয় ব্রাহ্ম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায়ের যত্ন ও চেষ্টায় এস্থানে একটী ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের অনেক অংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, কোচবেহারের মহামান্যা মহারাণী ও মঙ্গলগঞ্জের বদান্য জমীদার বাবু লক্ষণচন্দ্র আসেরী ও অন্য কোন কোন দাতার অর্থানুকূল্যে সম্প্রতি তাহার জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে। এখানে কয়েক জন আনুষ্ঠানিক উপাসনাশীল ব্রাহ্ম সপরিবারে বাস করিতেছেন। এই স্থানে একটি এণ্ট্রেন্স স্কুল আছে। সেই দিন অপরাহ্নে স্কুল গৃহে স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার দত্তের জন্য শোক প্রকাশ ও তাঁহার স্মরন চিহ্ন স্থাপন নিমিত্ত ছাত্রদিগের যত্নে এক সভা আহ্বান হয়। প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ অগস্তি বি, এ উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ

করিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। আমি তাঁহার সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হই। অক্ষয় বাবুর সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া একার্য্যে আমার অন্তরে উৎসাহ ও আহ্লাদ হয়। সভার কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। একটি ছাত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতিচরণ দে বি এ, এবং স্কুলপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বঙ্গার বন্ধু স্বর্গীয় মহাত্মার জীবন ও গুণানুবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পার্ব্বতী বাবুর বক্তৃতায় অনেক সদুপদেশ ছিল। চাঁদার সাহায্যে অক্ষয় বাবুর নামে একটি পুস্তকালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব ধার্য্য হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। আমি চারি দিন কিশোরগঞ্জে স্থিতি করি, প্রতিদিন প্রাতে কয়েক জন ব্রাহ্মবন্ধুকে লইয়া বিহারী বাবুর গৃহে পারিবারিক উপাসনা, রাত্রিতে সঙ্গীত প্রার্থনা ও সৎপ্রসঙ্গাদি হয়। রবিবার দিন মন্দিরে সামাজিক উপাসনা হইয়াছিল, উপদেশের বিষয় জীবন্ত ঈশ্বর ছিল। সোমবার অপরাহ্নে স্কুল গৃহে "দেবশক্তি" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। শতাধিক লোক সমাগত হইয়াছিল। সবডিবিজনের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ মজুমদার বি এ, এবং কতিপয় সুশিক্ষিত লোক ও আমলা মোক্তার, শিক্ষক ও ছাত্রগণ উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গল বার অপরাহ্নে ভাই দীননাথ কর্ম্মকার মহাশয়ের নিমন্ত্রণ ও অনুরোধানুসারে তাঁহার আলয়ে জঙ্গলবাড়ী গ্রামে যাত্রা করি। ভাই দীননাথ ও সঙ্গে চলেন।

কিশোরগঞ্জ হইতে জঙ্গলবাড়ী ৬ মাইল পথ, তথায় পদব্রজে চলিয়া যাই। কর্ম্মকার ভ্রাতাদের বাড়ী একটী ক্ষুদ্র নদীর তীরে ঋষির আশ্রমের ন্যায় অতি সুন্দর। বাটীর পর্ণশালা গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, চতুর্দ্দিকে নানাবিধ ফল পুষ্পের উদ্যান, দক্ষিণ ভাগে একটী সুন্দর ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, দেখিলেই মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়। বাটীর ভিতরে প্রাত্যহিক পারিবারিক উপাসনার জন্য একটি পর্ণকুটীর এবং বহিরঙ্গনে রাস্তার পার্শ্বে সামাজিক উপাসনার গৃহ স্থাপিত আছে। কর্ম্মকারেরা তিন ভাই, তাঁহারা সকলেই উপাসনাশীল ধর্ম্মানুরাগী, কনিষ্ঠ শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ কর্ম্মকার একজন নেটিভ ডাক্তর, জ্যেষ্ঠ ভাই দীননাথ কর্ম্মকার ও চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার ময়মনসিংহে নব বিধান প্রচার জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছেন। বাড়ীতে প্রতিদিন প্রাতে পারিবারিক উপাসনা ও রাত্রিতে সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি হয়, এবং প্রতিবৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নেও রাত্রিতে সামাজিক উপাসনা হইয়া থাকে। ইঁহাদের প্রতি দেশীয় লোকের শ্রদ্ধা আছে। ইঁহাদের একজন বৃদ্ধ অন্ধ আত্মীয় অতিশয় নিষ্ঠাবান্ উপাসনাশীল। শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ সময়োপযোগী অনেক গুলি নূতন নূতন ভাবের ব্রহ্ম সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। আমি কর্ম্মকার ভ্রাতাদের সাদর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের গৃহে তিন দিন অবস্থিতি করি। প্রতিদিন প্রাতে যথানিয়মে পারিবারিক উপাসনা, রাত্রিতে সঙ্কীর্ত্তন প্রার্থনা হয়। বৃহস্পতিবার দুই বেলা সামাজিক উপাসনা হইয়াছিল। প্রাতে আধ্যাত্মিক জাতিভেদ, রাত্রিতে ধর্ম্মের নেশা উপদেশের বিষয় ছিল। সেই দিন অপরাহ্নে তত্রত্য মাননীয় জমীদার দেওয়ান আমিমদাদ খাঁ সাহেবের বহিরঙ্গনে স্কুল গৃহে নববিধান ও মুসলমান ধর্ম্মের সার তত্ত্ব বিষয়ে বাঙ্গালাতে বক্তৃতা হয়, এবং ইমান (বিশ্বাস) বিষয়ে একটি উর্দ্দু প্রবন্ধ পাঠ করা যায়। স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ ও অল্প সংখ্যক ভদ্রলোক এবং ভূম্যধিকারী সাহেব ও তাঁহার দুই এক জন আত্মীয় এবং কোন কোন মৌলবি উপস্থিত ছিলেন। দেওয়ান সাহেব ও তাঁহার আত্মীয়গণ উর্দ্দু বক্তৃতা শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন, এবং অনেক শিষ্টাচার ও সদালাপ করিয়া আমাকে বিদায় দেন। কিশোরগঞ্জ প্রদেশ মোসলমানপ্রধান স্থান, এখানকার জমীদার দেওয়ান সাহেবেরা মহামান্য ও দেশ বিখ্যাত। জঙ্গলবাড়ীর অনতিদূরস্থ যোলানের মিয়াঁবংশ ও এ দেশের মধ্যে বড় লোক। এক সময় ইঁহারা বড় তেজীয়ান্ ও প্রতাপশালী ছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কঠিন শাসনে এইক্ষণ নিস্তেজ হইয়া আছেন। মিয়াঁদের কতক গুলি আশ্চর্য্য নিয়ম আছে। ইঁহাদের মধ্যে বহু বিবাহ নাই, ইঁহারা এক স্ত্রী বিদ্যমানসত্ত্বে আর দার পরিগ্রহ করেন না, বিধবা বিবাহ দেন না, ইঁহাদের অধিকারস্থ বাজার বন্দরে বেশ্যা আশ্রয় পায় না, মদের দোকান স্থাপিত হইতে পারে না। ইঁহাদের অধিকার ভুক্ত করিমগঞ্জ এদেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বন্দর, আশ্চর্য্য যে এই বন্দরে একটি মদের দোকান ও একটি বেশ্যালয় নাই। শুনিলাম আমিষ ভক্ষণ অবৈধ বলিয়া ইঁহাদের মধ্যে এইক্ষণ আলোচনা চলিতেছে। ইঁহাদের নমাজে নিষ্ঠা ও আরবী পারসীর চর্চ্চা বেশ আছে। এই মিয়াঁবংশে এইক্ষণ লাল মিয়াঁই প্রধান লোক, তিনি অতিশয় শিষ্ট ও সদালাপী। লালমিয়াঁ সাহেব আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট যাইবার উদ্যত ছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি গুরুতররূপে পীড়িত হওয়াতে সাক্ষাৎ হওয়ার সুবিধা হইয়া উঠে নাই। এদেশে কত যে মোসলমান ইদোৎসবে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সে দিন কিশোরগঞ্জের অনতিদূরে এক মাঠে ইদের নমাজ পড়িবার জন্য প্রায় দশ সহস্র মোসলমান সমবেত হইয়াছিল। শুক্রবার দিন আহারান্তে নৌকাযোগে ভাই দীননাথ কর্ম্মকারকে সঙ্গে করিয়া আমি কিশোরগঞ্জে প্রত্যাগমন করি। সেই দিন হইতে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে থাকে। রবিবার পর্য্যন্ত কিশোরগঞ্জে স্থিতি করি। শনি-

বার রাত্রিতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের শিরিস্তাদার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর দে মহাশয়ের বাসায় ব্রাহ্মজীবন কিরূপ হওয়া উচিত বিষয়ে আলোচনা এবং উপাসনা হয়। তথাকার প্রায় সমুদায় ব্রাহ্ম ও অপর কয়েকটী লোক উপস্থিত ছিলেন। রবিবার প্রাতে স্থানীয় ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু জগমোহন বীর মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হয়। বিকালে মন্দিরে সামাজিক উপাসনা হইয়াছিল, নব বিধানের মূতনত্ব উপদেশের বিষয় ছিল। সোমবার আহারান্তে গফরগাঁ ষ্টেশনে যাত্রাকারি। কিশোর গঞ্জ হইতে গফরগাঁ ষ্টেশন পর্য্যন্ত ১৮ মাইল পথ, ৬।৭ মাইল গরুর গাড়ীতে যাইয়া অবশিষ্ট পথ পদব্রজে চলিয়া যাওয়া হয়। স্থানে স্থানে বৃষ্টির জন্য বড় অসুবিধা বোধ করিতে হইয়াছিল। ব্রহ্মপুত্রের পারের ঘাটে মাঝি মাল্লা শূন্য এক ক্ষুদ্র নৌকাতে একরাত্রি ও দুই প্রহর কাল যাপন করিতে হয়। বহু কষ্টে মঙ্গলবার দিন অপরাহ্নে গফরগাঁয়ে পঁহুছা যায়, সে দিন এক মুদি দোকানে স্থিতি করি। ভাই দীননাথ কর্ম্মকার সঙ্গে ছিলেন। পর দিন ১০ টার ট্রেণে ঢাকায় যাত্রা করি, ভাই দীননাথ কর্ম্মকার উৎসব উপলক্ষে ২ টার ট্রেইণে ময়মনসিংহে চলিয়া যান। তাঁহারা এইক্ষণ হইতে ময়মনসিংহ নগরে বাড়ী করিয়া তথায় প্রধান কার্য্য ক্ষেত্র করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। দয়াময় তাঁহাদের সাধু ইচ্ছা পূর্ণ করুন। এবার প্রচারক্ষেত্রে পাপ জীবনে ভগবানের বিশেষ কৃপা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হওয়া গিয়াছে।

আচার্য্যদেবের প্রার্থনার সার।

১৮০১ শাক ১৩ ফাল্গুন হইতে।

জন্মমাত্রমিহ সাধুসন্ততে
দৃ্ষ্টমস্য পরিবর্দ্ধনোন্মুখম্।
জীবনং ভবতু মাতৃপূজনৈঃ
স্তন্যপান সুবিধা প্রতিষ্ঠিতা॥

সাধুসন্তানের ইহলোকে জন্ম হইবা মাত্রই ইহাঁর পরিবর্দ্ধনোন্মুখ জীবন দৃষ্ট হয়। মাতৃ পূজন দ্বারা স্তন্য পানের সুবিধা প্রতিষ্ঠিত হউক।

নৈকস্য সাধোর্বসতৌ কদাপি
নিবদ্ধকামা ভবিতুং হি শক্তাঃ।
নীতৌ নিবিষ্টাম্ পুনরন্যসাধো
গৃহে প্রবেষ্টুং কুরু সুক্ষমাঃ॥

আমরা একজন সাধুর বসতিতে বাস করিতে অভিলাষী হইতে পারি না। আমরা নীতিতে নিবিষ্ট হইলাম, এখনঅন্য সাধুর গৃহে আমাদিগকে প্রবিষ্ট করিতে সুক্ষম কর।

সাধুপ্রশংসার্চ্চনমান্যসম্ভ্রমা
দূরে বিলীনা বয়মত্র সম্প্রতি।
তেষাং মুখে ত্বাং স্তুতিবন্দনাদিভিঃ
সন্তাবয়ামাস্বজি তে সমাসতাম্॥

সাধুর প্রশংসা, অর্চ্চনা, মান্য এবং সম্ভ্রম দূরে চলিয়া গিয়াছে। এখন আমরা তাঁহাদিগের মুখে তোমার স্তুতি বন্দনা করিব। তাঁহারা আমাদিগের শোণিতে বাস করুন্।

সংবাদ।

পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় কোচবিহার রাজধানীকে কার্য্যক্ষেত্র করিয়া তথায় উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। আপাততঃ তত্রত্য জেঙ্কিন্‌স স্কুল গৃহে নব বিধান সমাজের কার্য্য চলিতেছে, মহারাজ ও মহারাণী সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দান করিয়া থাকেন। মন্দির নিন্মাণের উদ্যোগ হইতেছে, শীঘ্র ভিত্তি স্থাপন হইবার কথা। কোচবিহারে বিধানের ব্যাপার অতিশয় আশা ও আনন্দজনক।

আগামী সপ্তাহ হইতে প্রতিমঙ্গল বার শ্রীদরবারের কার্য্য দেবালয়ে হইবে। দরবার সংক্রান্ত বৈষয়িক কার্য্য পক্ষান্তে বৃহস্পতি বার ব্রহ্মমন্দিরের পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে সম্পাদিত হইবে।

ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু কুড়ি গ্রামের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গিয়াছেন।

ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু ইত মধ্যে বরিশাল নগরে গিয়াছিলেন। তিনি গত শনিবার তত্রত্য জগমোহন স্কুল গৃহে শিকধর্ম্ম বিধান ও গুরু নানক বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন, এবং রবিবার সামাজিক উপাসনা করিয়াছেন। বরিশাল নব বিধান সমাজের কার্য্য স্বতন্ত্র স্থানে হইবার কথা হইয়াছে।

লাহোরে বিধানবিরোধী ও বিধানবিশ্বাসীদিগের সঙ্গে যে সংগ্রাম চলিয়াছিল এতদিনে তাহার বিষম আনষ্ট ফল ফলিয়াছে। তথাকার বিশ্বাসী ভ্রাতৃদ্বয় কাশীরাম ও রলারামকে বিধানশত্রুগণ সমাজের কমিটী হইতে তাড়িত করিবার উপক্রম করিয়াছে। বিরোধীদিগের মধ্যে আর মিশিয়া না থাকিয়া এইক্ষণ হইতে বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রকাশ্য ভাবে পঞ্জাবে নব বিধান প্রচার করা ভ্রাতৃদ্বয়ের একান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে।

বাকিপুর হইতে কোন বন্ধু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, তথাকার একবিংশতি উৎসব উপলক্ষে ১৩ ই রবিবার কয়েক জন হিন্দুস্থানীর জন্য বিশেষ ভাবে হিন্দি ভাষায় উপদেশ হয়, তাহা হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালিদের বিলক্ষণ

হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। উপদেশের সার মর্ম্ম নিরাকার ঈশ্বর শাস্ত্রে আছেন, কিন্তু তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিতে না পারিলে তাহাতে কিছুই ফল হয় না, এবং সংসারে বিজ্ঞান দর্শনশাস্ত্র যাহা কিছু প্রচলিত, তৎসমুদায়ই সেই নিরাকার পূর্ণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবার জন্য। ভিন্ন স্থান হইতে অনেক ব্রাহ্ম সপরিবারে আসিয়া উক্ত উৎসবে যোগ দান করিয়াছেন। উৎসবের উপদেশের সার মর্ম্ম আগামীতে প্রকাশ করার ইচ্ছা রহিল।

আমাদের টাঙ্গাইলস্থ ভ্রাতা দুর্গাদাস বসুর দশম বর্ষ বয়স্ক একমাত্র পুত্র হেমচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শোক সন্তপ্ত হইলাম। বালক সুশীল শান্ত সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মোৎসাহী ছিল, তাহার স্বাভাবিক সদ্‌গুণ দেখিয়া সকলেই তাহাকে বিশেষ স্নেহ ও আদর করিতেন। বিকারজ্বরে বালকটি জনক জননীকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছে। মৃত্যুকালে তাহার বেশ জ্ঞান ছিল, এবং সে ঈশ্বরের নাম করিয়াছিল। পিতামাতার নিদারুণ শোকের সঙ্গে আমরা অন্তরের সহিত সহানুভূতি করি। পরম জননী তাঁহাদের মনে শান্তি বিধান করুন, পরলোকে বিশ্বাস সুদৃঢ় করুন্। শিশুকে যিনি দিয়াছিলেন তিনি লইয়া গিয়াছেন। পরম মাতার ক্রোড়ে শিশুর আত্মা চির শান্তি লাভ করুক।

আমরা ব্যথিত হৃদয়ে আর একটি নিদারুণ শোকের সংবাদ প্রকাশ করিতেছি। পৈ পাড়া হইতে আমাদের কোন প্রিয় বন্ধু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে "গত কল্য আপনাদের প্রিয় কন্যা সুশীলা ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছে। আপনারা তাহার কল্যাণ উদ্দেশে হরির নিকটে প্রার্থনা করিবেন। আমরা এখানে শোকে অধীর আছি।" এই কন্যাটীর গত বৎসর বিবাহ হইয়াছিল। জগজ্জননী আপন কন্যাকে শান্তিক্রোড়ে স্থান দান করুন্।

গত মঙ্গলবার ভাই বলদেব সহায় পুনর্ব্বার বিহার প্রদেশে প্রচারার্থ যাত্রা করিয়াছেন।

প্রতি রবিবার প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত আলবার্ট স্কুল গৃহে রবিবাসরিক নীতি বিদ্যালয়ে বালকদিগকে নীতি শিক্ষা দান করা যাইতেছে। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বিদ্যালয়ের কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। ক্রমে অনেক বালক আসিয়া ভর্ত্তি হইতেছে, তাহা দিগের আগ্রহ দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। বালক সংখ্যা অধিক হওয়ায় এক্ষণে দুইটী শ্রেণীতে দুইজন শিক্ষক শিক্ষা দান করিতেছেন।

টাঙ্গাইল হইতে কোন বন্ধু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "বিগত ২১ শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ঢাকাস্থ শ্রদ্ধেয় বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষ মহাশয় টাঙ্গাইলে উপস্থিত হইয়া নব বিধান ব্রাহ্ম সমাজে রীতিমত উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; এবং উপস্থিত ভাতৃ মণ্ডলীকে নানা সদুপদেশ দানে আপ্যায়িত করেন। ২২ শে, জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ব্রাহ্মসমাজ সমূহের প্রাচীন বন্ধু বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের অমূল্য সূর্য্যকান্তমণি মৃত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের পবিত্র আত্মার পারলৌকিক কার্য্যে ঐ নব বিধান ব্রাহ্মসমাজে যে, সমারোহের সহিত বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনা হয় তাহাও তিনিই সম্পন্ন করেন। বৈকুণ্ঠ বাবুর গভীর উপাসনায় সকলেই আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।"

প্রেরিত।

গত প্রাকাশিতের পর।

গত ১৯ শে জুন তিনি বগলা মাইনর স্কুল গৃহে ছাত্র-জীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শিক্ষক ও অন্যান্য কয়েক জন ভদ্রলোক এবং স্কুলের ছাত্রগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রার্থনান্তে বক্তা এই মর্ম্মে বলেন, বর্ত্তমান সময়ে এই দেশে স্কুল কলেজে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়াতে কি শিক্ষক কি অভিভাবক সকলেরই ছাত্রজীবনের পবিত্রতা অর্থাৎ প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে দৃষ্টি নিতান্ত অল্প দেখা যায়। ছাত্রগণই দেশের ভাবী উন্নতির আশাস্থল। যাহারা ছাত্রজীবনে অজিতেন্দ্রিয় হইয়া সংসারে প্রবেশ করে, তাহাদিগের রুগ্ন শরীর মন নিজদিগের ও অপরের ভয়ানক কষ্টের কারণ হয়। জীবনে পবিত্রতার দুইটী দিক্। একটী দৈহিক একটী মানসিক। দর্শন শ্রবণ বাক্-প্রভৃতি যন্ত্র সকলকে যথাযথরূপে পরিচালিত করাই দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা। কুদৃশ্য দর্শন কুশ্রাব্য শ্রবণ এবং কুকথা প্রয়োগ প্রভৃতি দ্বারা দেহের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পবিত্রতা ভঙ্গ এবং চিত্ত মধ্যে কুভাব পোষণ করায় মনের পবিত্রতা ভঙ্গ হয়। বিদ্যালয়মধ্যে ছাত্র স্বীয় জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিলে তাঁহার দৃষ্টান্তে অন্যান্যেরা তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিবে, এবং অচিরেই সমাজের দুর্দ্দশার শেষ হইবার পথ হইবে। এই বিষয়ে সুশিক্ষিত অধ্যাপক অভিভাবক এবং সমাজের নেতৃগণ বিশেষ মনোযোগী হইলে প্রত্যাশিত সুফল লাভ করা যাইতে পারে। যিনি জগদ্‌গুরু তিনিই যুবাদিগের গুরু ও বন্ধু। তাঁহারই স্নেহে ভারতের ও অন্যান্য দেশের ছাত্রদিগের জীবন পবিত্র হইতেছে ও চিরকাল হইবে।

অবনত।

শ্রীভূষণচন্দ্র কর্ম্মকার।

বিধানাশ্রিত কলিকাতাস্থ প্রচারক পরিবারগণের ভরণ পোষণ জন্য ১৮৮৬ সালের মে ও জুন মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়।

মাসিক দান ...	২২৯।০
শান্তিসভা ...	৬৫॥০
আনুষ্ঠানিক দান ...	৩৩॥৵০
এককালীন দান ...	১৬৲
বিশেষ ভিক্ষা ...	১২৬।১০
পাথেয় হিসাবে ...	৯॥০
পুরাতন ঋণ শোধার্থ শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ	৫০
	৫৩০৵১০
গত মাসের স্থিতি ...	১১॥৶১০
	৫৪১৸৵০

ব্যয়।

চাউল, কয়লা, দুগ্ধ, বাজার প্রভৃতি ...	২০০॥৶০
রোগীদিগের ঔষধ পথ্য ও চিকিৎসক ...	৩৮॥/১০
ধোপা, নাপীত, ব্রাহ্মণী প্রভৃতির বেতন ...	৩৩।০
ভাই অমৃতলাল বসু ...	৩৲
বাঁকিপুরস্থ পরিবার (বস্ত্র প্রভৃতি) ...	১৪৲
বিনামা ও বস্ত্র প্রভৃতি ...	১৪৸৵০
ভাই কেদারনাথ দের বাটী ভাড়া ...	২০৲
ছেলেমেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা পুস্তক প্রভৃতি ...	২৬৵০
মন্দিরে যাতায়াতের গাড়ী ও পাল্কী ভাড়া ...	৫।১০
মঙ্গল বাড়ির ট্যাক্স ...	২৪৸০
পাথেয় ...	৮৵০
পুরাতন ঋণ শোধ ...	৫৭৲
অমৃত বাবুর বাটীর দরুন ২৲; ৬ নং বাড়ী ভাড়া দরুন ৫০৲; রাম বাবুর বাড়ীর দরুন ৫৲	
	৪৪৫৸০
স্থিতি ...	১০৪৵০
	৫৪১৸৵০

মাসিক দান।

মহারাজ কুচবিহার ...	৮০৲
মহারাণী কুচবিহার ...	৪০৲
ভিক্টোরিয়া কলেজ ...	৩০৲
শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ রায়—[illegible] ...	২৪৲
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন ...	১৬৲
শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী ...	৮৲
শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু (রংপুর) ...	৭৲
শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ সিংহ (কুড়ীগ্রাম) ...	৫৲
" " অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল (মোকামা) ...	৪৲
" " দীননাথ গাঙ্গুলী (পুনা) ...	৪৲
" " যোগীন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত (রঙ্গা) ...	৩৲
" " প্রিয়নাথ ঘোষ (কুচবিহার) ...	২।০
" " যদুনাথ ঘোষ (শিমলা) ...	২৲
" " পরেশনাথ সিংহ (নওগাঁ) ...	১॥০
" " ভারতচন্দ্র সরকার ঐ ...	১৲
" " ভূষণচন্দ্র কর্ম্মকার (নওয়াখালী) ...	১৲
" " কান্তিমণি দত্ত (রংপুর) ...	॥০
	২২৯।০

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ সিংহ (কুড়িগ্রাম) ...	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন (ঢাকা) ...	১৪॥৵০
শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র সেন (লক্ষ্মীপুর) ...	১০৲
একটী হিন্দু মহিলা ...	১৲
ভাই অমৃতলাল বসু ...	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু পরমেশ্বর মল্লিক (খাস্তিপুর) ...	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল দোষ ...	১৲
	৩৩॥৵০

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু তারাচাঁদ পাল (কাঁথি) ...	১০৲
একটি বন্ধু ...	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ সরকার (সেরাজগঞ্জ) ...	১৲
" " বেণীমাধব রায় (বান্দা) ...	১৲
" " বিপিনচন্দ্র গুপ্ত (কাকিনা) ...	২৲
কাকিনা স্কুলের মাষ্টার ...	১৲
	১৬৲

বিশেষ ভিক্ষা।

কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী (কাকিনা) ...	১০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাগলপুর)	১০
" " রাজেন্দ্রনাথ গুপ্ত ...	৫৲
" " হরনাথ দাস (নেলফামারি) ...	৫৲
" " হরিনারায়ণ চৌধুরী (কাকিনা) ...	৩।১০
শ্রীমতী সৌদামিনী রায় ...	২৲
একটি মহিলা ...	১৲
	১২৬।১০

পাথেয়।

কাকিনার জমীদার (টাকা ও দ্রব্যাদিতে) ...	৮॥০
শ্রীযুক্ত বাবু পরমেশ্বর মল্লিক ...	১৲
	৯॥০

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকুলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২১ ভাগ।
১৪ সংখ্যা।

১৬ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৮০৮ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে দীনবন্ধো হরি, যখন আমরা আমাদের ক্ষুদ্রতা স্মরণ করি, তখন জীবন নিতান্ত হেয় মনে হয়। কিন্তু আবার যখন দেখি তুমি আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনে স্বয়ং লীলা করিতেছ, এই জীবনের সামান্য ক্রিয়া সকল অনন্তের দিকে ধাবিত, তখন ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে মহত্ত্ব অনুভব করিয়া আনন্দিত হই। এ মহত্ত্ব আমাদিগের নহে তোমার, সুতরাং ইহাতে কোন অহঙ্কার হয় না, কিন্তু তোমার কৃপা মনে করিয়া হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়। তোমার প্রিয়সন্তান মহর্ষি ঈশা বলিয়াছিলেন "আমি কার্য্য করিতেছি না, কিন্তু আমার পিতা আমার ভিতরে থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন।" এই কথার অর্থ যখন নিজ নিজ জীবনে দেখি, তখন এ নশ্বর দেহ ধারণে কৃতার্থতা মনে হয়। যাহারা তোমার অনুগত হইয়া কার্য্য করে তাহারা ধন্য, কেন না তাহাদিগের কার্য্য অবিনশ্বর, এবং সে কার্য্য হইতে ক্রমিক মঙ্গল হইতে মঙ্গল সমুৎপন্ন হয়। যাহারা তোমার জন্য কিছু করিয়াছে, তাহাদিগের সে কার্য্য তো বিনষ্ট হয় নাই। কত রাজ্য উদিত হইল, কত রাজ্য ধ্বংস হইল, কত বিক্রমশালী লোক আসিল, আবার চলিয়া গেল, তাহাদের চিহ্নমাত্র ও পশ্চাতে রহিল না, কিন্তু হে অমৃতাধার, অমৃতের স্মরণাপন্ন জনগণের অনুষ্ঠান আরম্ভ শতগুণে ফলশালী হইয়া জগতের শান্তি কল্যাণ বিধান করিতেছে। তাই বুঝিয়াছি তোমাকে লইয়া জীবন ধারণ করাতেই কৃতার্থতা। তোমা হইতে যাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহা দেখিতে নিতান্ত সামান্য হইলেও অসামান্য, কেন না উহা ভবিষ্যতের অসীম উন্নতির ক্ষুদ্রবীজমাত্র, অতত্ত্বদর্শী বীজের ক্ষুদ্রতা দেখিয়া উহাকে তুচ্ছ করিতে পারে, কিন্তু তোমার কৃপায় যাহাদের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তাহারা উহা দেখে আর আহ্লাদে অবশচিত্ত হয়। তোমার প্রেমিকগণের আহ্লাদতো এই যে, অনন্তের সেবা করিয়া তাঁহাদিগের সকলই অনন্তের দিকে উত্থান করে। কার্য্য কালে উৎপন্ন এবং দৃশ্যতঃ কালে বিলীন, সেই কার্য্যের অনন্ত বিস্তৃতি ভাবিলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়। তোমার সংস্পর্শে কালোৎপন্নও কালকে অতিক্রম করে, ইহা কি অল্প অদ্ভুত! হে দেবাদিদেব, হে ক্রিয়াকুশল ভগবন্, তোমার নিকটে আমরা এই প্রার্থনা করি, আমরা যেন আমাদিগের জীবনে নিত্যকাল যাহাতে তোমার ক্রিয়া প্রকাশ পায় তজ্জন্য প্রাণগত যত্ন করি ও যদ্দ্বারা আচরণে তোমার ক্রিয়া অবরুদ্ধ হয়, সর্ব্বদা তাহা হইতে দূরে

অবস্থান করি। আমাদিগের ক্ষুদ্রত্ব মধ্যে তোমার ক্রিয়ার মহত্ত্ব দর্শন করিয়া আমারা কৃতার্থ হইব, জীবনের সমাদর করিব, এই তোমার নিকটে বিনীত ভিক্ষা।

বিধানের স্বাধীনতা।

যখন পৃথিবীতে বিধানের স্বাধীনতা সমাগম হয়, তখন জীব সকল বন্ধনমুক্ত হয়। তৎপূর্ব্বে মনুষ্য কত প্রকার বন্ধনে যে আবদ্ধ থাকে বলিয়া উঠা যায় না। সমগ্র সমাজ এমনই একটি বিস্তৃত জাল সৃজন করে যে, তন্মধ্যে বড় হইতে ছোট সকলকেই বদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। এই জালমধ্যে আবার এমনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্ধনী আছে যে, সে টুকু স্থানের মধ্যেও স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিবার উপায় নাই। বিধান জীবগণের উদ্ধারের জন্য সমাগত হন, তাহার অর্থ এই যে, তৎপ্রভাবে প্রাচীন বন্ধন সকল ছিন্ন হইয়া যায়।

বন্ধনচ্ছেদনে আপত্তি আছে। সমাজে বিবিধ প্রকারের বন্ধন আছে বলিয়া মনুষ্য একেবারে উচ্ছৃঙ্খলাচার হইতে পারে না। এই সকলের উচ্ছেদে সামাজিক বিপ্লব অনিবার্য্য। যখনই দেশমধ্যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তখনই অনেকগুলি লোক সেই পরিবর্ত্তনমধ্যে নিপতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহা সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ। বিধান যদি কেবল এই প্রকার একটি মহৎ পরিবর্ত্তনের মূল হন, তবে তাঁহাকে কখন মনুষ্যসমাজের হিতের কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে না। কেবল পরিবর্ত্তন বিধানের ক্রিয়া নহে, একের পরিবর্ত্তনে যদি তৎ স্থলে অপর কিছুর সমাগম না হয়, তবে তাহাকে বিধান বলা যাইতে পারে না, কেন না বিধান ভাবদ্যোতক অভাবদ্যোতক শব্দ নহে। তুমি বলিবে যদি পূর্ব্ব বিষয়ের স্থলে অপর কোন বিষয় আনীত হয়, তবে সেই বিষয় পুনরায় বন্ধনের কারণ হইবে। সুতরাং বন্ধনবিমুক্ত কথার কথা মাত্র, বিধানে নূতন বন্ধনের সৃজন হয়, ইহাই সত্য। বিষয়মাত্র বন্ধনের হেতু এই বিশ্বাসে পুরাকালে সাধক ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয় বিধ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়াবিমুখ হইতেন। তাঁহাদিগের এরূপ করা সদোষ কি নির্দ্দোষ আমরা বিচার করিতে চাই না, কেননা কালপ্রভাবে আমাদিগের এবং তাঁহাদিগের মধ্যস্থিত সাময়িক অবস্থানিচয়ের তিরোধান হইয়া গিয়া আমরা এবং তাঁহারা একান্ত স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছি। আমরা বলি, আত্মার অভ্যন্তর হইতে পরমাত্মযোগে যে সকল ক্রিয়া সমুত্থিত হয়, তাহাতে আত্মা বন্ধানুভব করে না, আপনাকে একান্ত প্রমুক্ত মনে করে। যেখানে ইচ্ছার গতি প্রতিহত হয়, অথবা অন্তর্ব্বর্ত্তী বাসনা সকল তাহার স্বাধীন গতি অবরোধ করে, সেখানেই বন্ধন অনুভূত হয়। স্বয়ং পরমাত্মা স্বাধীন। তিনি যেমন অপরের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে জানেন, এমন কেহ জনে না। আত্মা পরমাত্মাযোগে যে সকল ক্রিয়া সম্পাদন করে, সে সকল ক্রিয়া এমনই অপ্রতিহত ভাবে এবং অবাধে নিষ্পন্ন হয় যে, তাহাতে কোথাও অণুমাত্র বন্ধনোপলব্ধি হয় না। আমি আমার হস্ত যখন চালনা করি, তখন যদি আমার হস্ত আমি অনায়াসে ইতস্ততঃ লইয়া যাইতে পারি, আমি বলি আমার হস্ত প্রমুক্ত। আমার হস্ত বায়ুমণ্ডলীর মধ্যে স্থিত, কিন্তু বায়ু আমার হস্তের অবরোধক নহে, তাই আমি প্রমুক্ততা অনুভব করিয়া থাকি। আত্মা পরমাত্মার মধ্যে অবস্থিত, পরমাত্মা সর্ব্বতোভাবে তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, ঊর্দ্ধে অধোতে দক্ষিণে বামে সর্ব্বদিকে বায়ুমণ্ডীবৎ আত্মার প্রাণরূপে অবস্থিত। ভূচর জীব বায়ুমণ্ডলী মধ্যে, জলচর জীব জল মধ্যে বিচরণ করিয়া যেমন কোন বাধা অনুভব করে না, আত্মাও তেমনি পরমাত্মজনিত অবরোধ উপলব্ধি করে

না। মনে কর, অলক্ষিতভাবে হস্ত চালনা করিতে গিয়া ইচ্ছানুরূপ চালনা করিতে পারিলাম না, তখন বুঝিলাম উহা অবরুদ্ধ হইয়াছে। আত্মাও যখন এইরূপ ইচ্ছানুরূপ স্বকার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারে না, তখন সে আপনাকে বদ্ধ মনে করে। হস্তবদ্ধ কেন? না উহা বায়ুমণ্ডলী মধ্যে বিচরণ করিতে অসমর্থ। আত্মা বদ্ধ কেন? না উহা চিদাকাশে প্রমুক্ত ভাবে বিচার করিতে অক্ষম।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে প্রতিপন্ন হইল, স্ব স্ব বিচরণভূমিতে অবাধে বিচরণ করাই প্রমুক্ত ভাব বা স্বাধীনতা। পরমাত্মা যদি আত্মার বিচরণভূমি হন, তাহা হইলে তন্মধ্যে বিনা প্রতিরোধে বিহার করাই উহার প্রমুক্তি। মানবীয় স্বাধীনতা পরমাত্মা কর্ত্তৃক কখন অবরুদ্ধ হয় না, ইহা আমরা জানি, কিন্তু মানবগণ কর্ত্তৃক নিয়ত অবরুদ্ধ হয়। বিধানের আগমন এই অবরোধ বিদূরিত করিবার জন্য। বিধান মনুষ্যকে আত্মগত এবং জনগত উভয়বিধ বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য, সর্ব্ব প্রথমে যত প্রকারের বন্ধন তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা হইতে তিনি প্রমুক্ত করেন। এই প্রমুক্তিলাভের অর্থ এই যে, সে অবাধে স্বীয় বিচরণভূমি পরমাত্মাতে বিচরণ করিতে সক্ষম হইবে। এই বিমুক্তি লাভের পর, তাহার মধ্য হইতে এমনই একটি ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায়, যাহা তাহাকে আর কোন প্রকারে স্থির থাকিতে দেয় না। এই ক্রিয়াশক্তি এমনই বলবতী যে উহা সর্ব্ব প্রকারের বাধা অতিক্রম করিয়া আশ্চর্য্য অদ্ভুত ব্যাপার সকল নিষ্পন্ন করে। যে সকল ব্যক্তিতে এই ক্রিয়াশক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে তাঁহাদিগকে লইয়া নবজনমণ্ডলী স্থাপিত হয় এবং বিধানের কার্য্য ইহাঁদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে প্রকাশ পায়। এই নবজনমণ্ডলীর কার্য্য এই যে, প্রতিজনের ক্রিয়াশক্তিকে অপ্রতিহত ভাবে কার্য্য করিতে দিয়া একটী প্রমুক্ত স্বাধীনতার রাজ্য পৃথিবীতে সংস্থাপন করা। বিধানে স্বাধীনতা এত প্রবল কেন, হয়তো এখন আমরা কিছু কিছু বুঝিতে সক্ষম হইলাম।

এখন কথা হইতেছে, মনুষ্য কতক পরিমাণে মনুষ্যের ক্রিয়ার নিয়ামক জনসমাজের এ ব্যবস্থা বিধানে স্থান পায় কি না? যদি পায়, তাহা হইলে তৎপরিমাণে স্বাধীনতার কার্য্য হইল। যদি না পায়, পরস্পরের অধীনতা বশতঃ সমাজের যে একটি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য সমুপস্থিত হয় তাহা বিধান রাজ্যে সম্ভব হইল না। সকলের ক্রিয়াশক্তি কিছু একই বিষয়ে নিয়োগ হইবে না। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে নিযুক্ত হইবে। ক্রিয়ার ভিন্নতা নিবন্ধন পরস্পর মধ্যে অসামঞ্জস্যের সম্ভাবনা। এই অসামঞ্জস্য অধীনতা ভিন্ন তিরোহিত হইবে কি প্রকারে? সুতরাং এখানে পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, অথচ সামঞ্জস্যের অনুমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই, এ কথা বলিব কি প্রকারে? আমরা বলি, বিধানে অধীনতা স্বাধীনতার একত্বে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য সমুপস্থিত হয়, তাহাতেই এখানে মনুষ্য মনুষ্যের নিয়ামক বলিয়া পরিগৃহীত হয় না।

আমারা কি বলিলাম, প্রকাশ করিয়া বলা সমুচিত। অধীনতা স্বাধীনতা একত্ব ইহার অর্থ কি? অর্থ অতি সুস্পষ্ট। মনে কর দশ বা পঞ্চাশৎ ব্যক্তি একত্র বাস করিতেছেন। সকলেরই একটি একটি কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এখানে অপ্রতিহতভাবে সকলে নিজ নিজ কার্য্য করিলে পরস্পর পরস্পরের কার্য্যের ফলভাগী হয়েন, এবং কাহারও কার্য্য কাহারও কার্য্যের প্রতিরোধক হয় না। মনুষ্যসমাজে এইটি অজ্ঞাতসারে অনেক স্থলে চলিতেছে, কেবল সেই সেই স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, যেখানে মনুষ্যের কোন প্রকারের প্রকৃতি প্রতিকূল হয়। পঞ্চাশৎ ব্যক্তি একটি কার্য্যালয়ে অবাধে চক্রের ন্যায় কার্য্য করিবে, এবং তাহা-

অবস্থান করি। আমাদিগের ক্ষুদ্রত্ব মধ্যে তোমার ক্রিয়ার মহত্ত্ব দর্শন করিয়া আমারা কৃতার্থ হইব, জীবনের সমাদর করিব, এই তোমার নিকটে বিনীত ভিক্ষা।

বিধানের স্বাধীনতা।

যখন পৃথিবীতে বিধানের স্বাধীনতা সমাগম হয়, তখন জীব সকল বন্ধনমুক্ত হয়। তৎপূর্ব্বে মনুষ্য কত প্রকার বন্ধনে যে আবদ্ধ থাকে বলিয়া উঠা যায় না। সমগ্র সমাজ এমনই একটি বিস্তৃত জাল সৃজন করে যে, তন্মধ্যে বড় হইতে ছোট সকলকেই বদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। এই জালমধ্যে আবার এমনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্ধনী আছে যে, সে টুকু স্থানের মধ্যেও স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিবার উপায় নাই। বিধান জীবগণের উদ্ধারের জন্য সমাগত হন, তাহার অর্থ এই যে, তৎপ্রভাবে প্রাচীন বন্ধন সকল ছিন্ন হইয়া যায়।

বন্ধনচ্ছেদনে আপত্তি আছে। সমাজে বিবিধ প্রকারের বন্ধন আছে বলিয়া মনুষ্য একেবারে উচ্ছৃঙ্খলাচার হইতে পারে না। এই সকলের উচ্ছেদে সামাজিক বিপ্লব অনিবার্য্য। যখনই দেশমধ্যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তখনই অনেকগুলি লোক সেই পরিবর্ত্তনমধ্যে নিপতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহা সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ। বিধান যদি কেবল এই প্রকার একটি মহৎ পরিবর্ত্তনের মূল হন, তবে তাঁহাকে কখন মনুষ্যসমাজের হিতের কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে না। কেবল পরিবর্ত্তন বিধানের ক্রিয়া নহে, একের পরিবর্ত্তনে যদি তৎ স্থলে অপর কিছুর সমাগম না হয়, তবে তাহাকে বিধান বলা যাইতে পারে না, কেন না বিধান ভাবদ্যোতক অভাবদ্যোতক শব্দ নহে। তুমি বলিবে যদি পূর্ব্ব বিষয়ের স্থলে অপর কোন বিষয় আনীত হয়, তবে সেই বিষয় পুনরায় বন্ধনের কারণ হইবে। সুতরাং বন্ধনবিমুক্ত কথার কথা মাত্র, বিধানে নূতন বন্ধনের সৃজন হয়, ইহাই সত্য। বিষয়মাত্র বন্ধনের হেতু এই বিশ্বাসে পুরাকালে সাধক ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয় বিধ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়াবিমুখ হইতেন। তাঁহাদিগের এরূপ করা সদোষ কি নির্দ্দোষ আমরা বিচার করিতে চাই না, কেননা কালপ্রভাবে আমাদিগের এবং তাঁহাদিগের মধ্যস্থিত সাময়িক অবস্থানিচয়ের তিরোধান হইয়া গিয়া আমরা এবং তাঁহারা একান্ত স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছি। আমরা বলি, আত্মার অভ্যন্তর হইতে পরমাত্মযোগে যে সকল ক্রিয়া সমুত্থিত হয়, তাহাতে আত্মা বন্ধনানুভব করে না, আপনাকে একান্ত প্রমুক্ত মনে করে। যেখানে ইচ্ছার গতি প্রতিহত হয়, অথবা অন্তর্ব্বর্ত্তী বাসনা সকল তাহার স্বাধীন গতি অবরোধ করে, সেখানেই বন্ধন অনুভূত হয়। স্বয়ং পরমাত্মা স্বাধীন। তিনি যেমন অপরের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে জানেন, এমন কেহ জনে না! আত্মা পরমাত্মাযোগে যে সকল ক্রিয়া সম্পাদন করে, সে সকল ক্রিয়া এমনই অপ্রতিহত ভাবে এবং অবাধে নিষ্পন্ন হয় যে, তাহাতে কোথাও অণুমাত্র বন্ধনোপলব্ধি হয় না। আমি আমার হস্ত যখন চালনা করি, তখন যদি আমার হস্ত আমি অনায়াসে ইতস্ততঃ লইয়া যাইতে পারি, আমি বলি আমার হস্ত প্রমুক্ত। আমার হস্ত বায়ুমণ্ডলীর মধ্যে স্থিত, কিন্তু বায়ু আমার হস্তের অবরোধক নহে, তাই আমি প্রমুক্ততা অনুভব করিয়া থাকি। আত্মা পরমাত্মার মধ্যে অবস্থিত, পরমাত্মা সর্ব্বতোভাবে তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, ঊর্দ্ধে অধোতে দক্ষিণে বামে সর্ব্বদিকে বায়ুমণ্ডলীবৎ আত্মার প্রাণরূপে অবস্থিত। ভূচর জীব বায়ুমণ্ডলী মধ্যে, জলচর জীব জল মধ্যে বিচরণ করিয়া যেমন কোন বাধা অনুভব করে না, আত্মাও তেমনি পরমাত্মজনিত অবরোধ উপলব্ধি করে

না। মনে কর, অলক্ষিতভাবে হস্ত চালনা করিতে গিয়া ইচ্ছানুরূপ চালনা করিতে পারিলাম না, তখন বুঝিলাম উহা অবরুদ্ধ হইয়াছে। আত্মাও যখন এইরূপ ইচ্ছানুরূপ স্বকার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারে না, তখন সে আপনাকে বদ্ধ মনে করে। হস্তবদ্ধ কেন? না উহা বায়ুমণ্ডলী মধ্যে বিচরণ করিতে অসমর্থ। আত্মা বদ্ধ কেন? না উহা চিদাকাশে প্রমুক্ত ভাবে বিহার করিতে অক্ষম।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে প্রতিপন্ন হইল, স্ব স্ব বিচরণভূমিতে অবাধে বিচরণ করাই প্রমুক্ত ভাব বা স্বাধীনতা। পরমাত্মা যদি আত্মার বিচরণভূমি হন, তাহা হইলে তন্মধ্যে বিনা প্রতিরোধে বিহার করাই উহার প্রমুক্তি। মানবীয় স্বাধীনতা পরমাত্মা কর্ত্তৃক কখন অবরুদ্ধ হয় না, ইহা আমরা জানি, কিন্তু মানবগণ কর্ত্তৃক নিয়ত অবরুদ্ধ হয়। বিধানের আগমন এই অবরোধ বিদূরিত করিবার জন্য। বিধান মনুষ্যকে আত্মগত এবং জনগত উভয়বিধ বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য, সর্ব্ব প্রথমে যত প্রকারের বন্ধন তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা হইতে তিনি প্রমুক্ত করেন। এই প্রমুক্তিলাভের অর্থ এই যে, সে অবাধে স্বীয় বিচরণভূমি পরমাত্মাতে বিচরণ করিতে সক্ষম হইবে। এই বিমুক্তি লাভের পর, তাহার মধ্য হইতে এমনই একটি ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায়, যাহা তাহাকে আর কোন প্রকারে স্থির থাকিতে দেয় না। এই ক্রিয়াশক্তি এমনই বলবতী যে উহা সর্ব্ব প্রকারের বাধা অতিক্রম করিয়া আশ্চর্য্য অদ্ভূত ব্যাপার সকল নিষ্পন্ন করে। যে সকল ব্যক্তিতে এই ক্রিয়াশক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে তাঁহাদিগকে লইয়া নবজনমণ্ডলী স্থাপিত হয় এবং বিধানের কার্য্য ইহাঁদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে প্রকাশ পায়। এই নবজনমণ্ডলীর কার্য্য এই যে, প্রতিজনের ক্রিয়াশক্তিকে অপ্রতিহত ভাবে কার্য্য করিতে দিয়া একটী প্রমুক্ত স্বাধীনতার রাজ্য পৃথিবীতে সংস্থাপন করা। বিধানে স্বাধীনতা এত প্রবল কেন, হয়তো এখন আমরা কিছু কিছু বুঝিতে সক্ষম হইলাম।

এখন কথা হইতেছে, মনুষ্য কতক পরিমাণে মনুষ্যের ক্রিয়ার নিয়ামক জনসমাজের এ ব্যবস্থা বিধানে স্থান পায় কি না? যদি পায়, তাহা হইলে তৎপরিমাণে স্বাধীনতার কার্য্য হইল। যদি না পায়, পরস্পরের অধীনতা বশতঃ সমাজের যে একটি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য সমুপস্থিত হয় তাহা বিধান রাজ্যে সম্ভব হইল না। সকলের ক্রিয়াশক্তি কিছু একই বিষয়ে নিয়োগ হইবে না। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে নিযুক্ত হইবে। ক্রিয়ার ভিন্নতা নিবন্ধন পরস্পর মধ্যে অসামঞ্জস্যের সম্ভাবনা। এই অসামঞ্জস্য অধীনতা ভিন্ন তিরোহিত হইবে কি প্রকারে? সুতরাং এখানে পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, অথচ সামঞ্জস্যের অনুমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই, এ কথা বলিব কি প্রকারে? আমরা বলি, বিধানে অধীনতা স্বাধীনতার একত্বে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য সমুপস্থিত হয়, তাহাতেই এখানে মনুষ্য মনুষ্যের নিয়ামক বলিয়া পরিগৃহীত হয় না।

আমারা কি বলিলাম, প্রকাশ করিয়া বলা সমুচিত। অধীনতা স্বাধীনতা একত্ব ইহার অর্থ কি? অর্থ অতি সুস্পষ্ট। মনে কর দশ বা পঞ্চাশৎ ব্যক্তি একত্র বাস করিতেছেন। সকলেরই একটি একটি কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এখানে অপ্রতিহতভাবে সকলে নিজ নিজ কার্য্য করিলে পরস্পর পরস্পরের কার্য্যের ফলভাগী হয়েন, এবং কাহারও কার্য্য কাহারও কার্য্যের প্রতিরোধক হয় না। মনুষ্যসমাজে এইটি অজ্ঞাতসারে অনেক স্থলে চলিতেছে, কেবল সেই সেই স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, যেখানে মনুষ্যের কোন প্রকারের প্রকৃতি প্রতিকূল হয়। পঞ্চাশৎ ব্যক্তি একটি কর্য্যালয়ে অবাধে চক্রের ন্যায় কার্য্য করিবে, এবং তাহা-

দিগের কার্য্যের সমষ্টিতে যে ফল সমুৎপন্ন হইবে বহুলোক তাহা ভোগ করিবে, কিন্তু সেই পঞ্চাশৎ ব্যক্তির দুই জনের যেখানে প্রবৃত্তি প্রতিঘাত করিতেছে, সেখানে তাহারা মিলিয়া কার্য্য করিতে পারে না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, ক্রিয়াশক্তি নিয়তকাল সামঞ্জস্যভাবে কার্য্য করিতে পারে, প্রবৃত্তিই কেবল উহার প্রতিরোধক। বিধান এই প্রতিকূল প্রবৃত্তিনিচয়ের নিবৃত্তি সাধন করিয়া অভিব্যক্ত ক্রিয়াশক্তিকে অবাধে কার্য্য করিতে দেন।

অবাধে কার্য্য করিতে দেন এই কথা বলাতেই স্বাধীনতা ও অধীনতার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য হইতেছে। এক জন আর এক জনকে বাধা না দিয়া পরস্পারের ক্রিয়া হইতে পরস্পরের ফলভোগ ইহা সামাজিক স্বাধীনতা ও অধীনতা। মনে কর যে ভ্রাতার ক্রিয়ার উপরে আমার জীবনের কোন অংশ নির্ভর করে, তিনি যদি তাঁহার সেই ক্রিয়া যথোচিত নির্ব্বাহ করেন, আমি কোন প্রকারে তজ্জনিত বন্ধন অনুভব করি না। কারণ ক্রিয়া যে স্থলে প্রতিহত হয়, সেই স্থলেই বন্ধনানুভব হইয়া থাকে। এতৎসম্বন্ধে সাংসারিক একটি দৃষ্টান্ত লইলেই ইহার তথ্য বুঝিতে পারা যায়। সংসারে থাকিয়া দৈহিক জীবনরক্ষার জন্য অনেক গুলি লোকের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। কৃষকগণ কৃষিকার্য্য করিবেন, বণিক্‌গণ তাঁহাদিগের পরিশ্রমজাত সামগ্রী দেশ দেশান্তরে লইয়া যাইবেন, অন্যান্য ব্যবসায়িগণ স্বীয় কার্য্য সমুচিতরূপে নির্ব্বাহ করিবেন, আমি স্বয়ং উপযুক্ত পরিশ্রম করিব, তবে আমার জীবন সংসারে রক্ষা পাইতে পারে। এই ব্যবস্থা অব্যাহত চলিলে অণুমাত্র বন্ধনানুভব হয় না, কিন্তু কোথাও একটু ব্যতিক্রম হইলে আপনাকে একান্ত বদ্ধ মনে হয়। আমি সংসারে এত গুলি লোকের উপরে একটি সামান্য দৈহিক জীবনের জন্য নির্ভর করিতেছি, ইহা একবারও মনে আইসে না, যখন ক্রিয়া পরস্পর অবাধে চলিতে থাকে, মনুষ্য চিন্তাবিহীন বলিয়া এরূপ অধীনতা স্বীকার করিয়াও অধীনতা অনুভব করে না, ও কথা বলা অনুচিত, কেননা এরূপ সহস্র লোকের ক্রিয়া সাপেক্ষ হইয়া চলা স্বভাবমধ্যে নিহিত, তাই সে অধীনতার শৃঙ্খল অনুভব করিতে পারে না। এবং তজ্জনিত নীচতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এরূপ অধীনতা স্বাধীনতা যদি এক না হয়, তবে বলিতে হয়, স্বাধীনতা কোথাও নাই, অধীনতাই সর্ব্বত্র। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, ঋতু, উদ্ভিদ লতা প্রভৃতি সমুদায় প্রাকৃতিক পদার্থের মুখাপেক্ষী হইয়া যখন মনুষ্যকে জীবন ধারণ করিতে হয়, অথচ তজ্জনিত বন্ধন সে কখন অনুভব করে না, তখন মনুষ্য মনুষ্যের ক্রিয়া সাপেক্ষ বলিয়া বদ্ধ আমরা কেন মনে করিব। এইরূপ অধীনতাকে আমরা স্বাধীন ভাবে অধীন হওয়া বলি। বিধানে ঈদৃশ স্বাধীন ভাবে পরস্পরের অধীন হওয়া আছে বলিয়াই উহাতে পূর্ণ স্বাধীনতা বিরাজমান। এখানে স্ব স্ব ক্রিয়াশক্তির অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিতে কেহ কাহাকেও বাধা দান করেন না, এবং বাধা দান করেন না বলিয়াই, সকলের ক্রিয়া সমষ্টিতে আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেখানে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিরাজমান নহে, সেখানে প্রতিব্যক্তির ক্রিয়াশক্তি প্রস্ফুটিত হয় না। এই জন্য বিধান সর্ব্বপ্রথম হইতে প্রতি ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দিয়া ক্রিয়াশক্তি অভিব্যক্ত করিয়া লন। অভিব্যক্ত ক্রিয়াশক্তিসমূহ যখন মিলিত ভাবে কার্য্য করিতে থাকে, তখন তাহার আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য জগতের লোককে বিমুগ্ধ করে।

বার্দ্ধক্য নয় শিশুত্ব।

মনুষ্য যখন পৃথিবীতে আইসে, তখন সে শিশু, আবার যখন সে এ পৃথিবী হইতে চলিয়া

যায় তখনও শিশু, বার্দ্ধক্য কোথায় আমরা অন্বেষণ করিয়া, পাইতেছি না। মৃত্যু যেমন অলীক সামগ্রী, বার্দ্ধক্যও তেমনই অলীক সামগ্রী, দিন দিন ইহাই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। সেই আমরা বার্দ্ধক্য নয় শিশুত্ব এই কথা বলিতে অগ্রসর হইতেছি।

শিশু শিশু, কেননা তাহার সমুদায় ইন্দ্রিয়াদি শক্তি প্রস্ফুটাকার ধারণ করে নাই। তাহার চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয়ই আছে, কিন্তু আজও তাহাদিগের বাহ্য বিষয়ে যথাযথ সম্বন্ধ হয় নাই। সদ্যোজাত শিশু সম্বন্ধে সমুদায় বাহ্য বিষয় অজ্ঞাত, এবং ভূমিষ্ঠা হইবার পর স্বভাবকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া সে তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে যত্ন করে। সে চক্ষু দ্বারা দেখে, অথচ অবধারণ করিতে পারে না বলিয়া হস্ত প্রসারণ করে, শব্দ শ্রবণ করে এবং যে দিক্‌ হইতে শব্দ আইসে, সেই দিকে তাহার দৃষ্টিকে স্থির করিয়া রাখে, এক ইন্দ্রিয়ে বস্তু অবধারণ হয় না বলিয়া দুই তিন ইন্দ্রিয় একই কার্য্যে নিয়োগ করে। দেখিতে দেখিতে ইন্দ্রিয়গণ ক্রমে বস্তু গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, সংসার শিশুর কার্য্যক্ষেত্র হইয়া পড়ে।

বার্দ্ধক্য কি না, যে দিক্‌ হইতে জীবন আরম্ভ হইয়াছিল, সেই দিকে প্রতিগমন। এই প্রতিগমনের আরম্ভ সময় সকলের সমান নয়, কাহারও অল্প দিনে কাহারও অধিক দিন পরে আরম্ভ হয়। সামান্যতঃ চল্লিশ বর্ষ এই প্রারম্ভ কাল ধরা যাইতে পারে। যে সময় দৈহিক বর্দ্ধনশীলতা স্থগিত হইল, কেবল ক্ষয় ও রক্ষণ এই দুইকে সমভাবে রক্ষা করিবার জন্য যত্ন হইতে লাগিল, তখনই বুঝাগেল আবার শিশুত্বের দিকে গতির কাল আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে প্রথমতঃ অতি সূক্ষ্ম দৃশ্য সামগ্রীর সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ অবরুদ্ধ হইল, তখন বুঝিলাম শিশুত্বের দিকে গতি আরম্ভ হইয়াছে, আর উহাকে স্থগিত করিবার জন্য যত্ন বিফল। একে একে ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সম্বন্ধ রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া পুনরায় শৈশবাবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশুকালে সে যে প্রকার অসহায় ছিল, আবার তাহার সেই অসহায়াবস্থা উপস্থিত। এ সময়ে এক সময়ে তাহার যাহারা সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে, এখন তাহারা সাহায্য দান করিয়া তাহার পিতৃ মাতৃ স্থানীয় হইল; কিন্তু এখন যাহারা সাহায্য করিতেছে, অকালে কালের হস্তগত না হইলে তাহাদিগকেও পুনরায় এই অবস্থাপন্ন হইতে হইবে।

মনুষ্য দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে স্বভাবের নিয়মে আস্তে আস্তে শৈশবে আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি দীর্ঘজীবী না হয়, তথাপি তাহাকে এই শিশুত্বের মধ্য দিয়া পরপারে গিয়া উপস্থিত হইতে হয়। জরা শৈশব আনয়ন করিলে তাহার গতি ধীর, কিন্তু রোগ বলপূর্ব্বক অকালে শৈশব আনয়ন করিয়া থাকে। ইহাতে অল্প সময়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়গণের বিষয় গ্রহণ সামর্থ্য হ্রাস হইয়া যায়, রোগী শৈশবের অসহায়াবস্থা লাভ করিয়া শয্যাগত হয়, বন্ধুগণ পিতৃ মাতৃ স্থানীয় হইয়া তাহার লালনে প্রবৃত্ত হন।

বার্দ্ধক্য শৈশবে পরিণত হইল, দেখিতে দেখিতে তৎপূর্ব্বাবস্থায় গিয়া উপস্থিত, তৎপূর্ব্বাবস্থা বিষয় সহ একেবারে সম্বন্ধ বিরহিতত্বার অবস্থা। বার্দ্ধক্য ক্রমে এই অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়, একটি একটি করিয়া ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। এই অবস্থায় শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার অবস্থা সমাগত হয়, বৃদ্ধের পৃথিবীর অতীত স্থানে জন্ম হইবার সময় সমুপস্থিত। কেবল প্রভেদ এই, শিশুর পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আগমন, বৃদ্ধের সম্মুখ হইতে পশ্চাতে গমন। কিন্তু সকলেই জানেন সম্মুখ পশ্চাৎ আপেক্ষিকমাত্র। আমাদিগের দিকে আগমন বলিয়া আমরা সম্মুখের দিকে আইসা বলি, আমাদিগের সম্মুখ হইতে দূরে গমন

বলিয়া পশ্চাদ্গমন মনে করি, কিন্তু পরলোকস্থ যাঁহারা তাঁহারা তাঁহাদিগের দিকে গমন বলিয়া বৃদ্ধের সম্মুখের দিকে আগমন অবলোকন করিতেছেন।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহা শরীরে শিশুত্বে গমন লইয়া, কিন্তু যথার্থ শিশুত্ব শরীরের নহে, আত্মার। দুঃখের বিষয় এই, স্বভাবের নিয়মে শরীরের শিশুত্বের দিকে গতি হয়, কিন্তু অজ্ঞানতা নিবন্ধন লোকে এতন্মধ্যে আত্মার শৈশব অনুভব করেন না। তাঁহাদিগের দেহ বিষয়সহ সম্বন্ধ যত পরিত্যাগ করিতে থাকে, আত্মাতে আপনার মধ্যে বিষয় সৃজনে প্রবৃত্ত হয়। বৃদ্ধ কুক্কুর যে প্রকার অস্থি চর্ব্বণ করিতে পারে না, অথবা তাহা ছাড়িতে ও পারে না, বৃদ্ধের আত্মার সেই প্রকার অবস্থা হয়। বিষয় তাহাকে যতই পরিত্যাগ করিতেছে, ততই সে উহাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে যত্ন করিতেছে, কিন্তু যত্ন বৃথা। যদিও সে বিষয় পরিত্যাগ করিতে অনভিলাষী নহে, বিষয় তাহাকে পরিত্যাগ করিবেই করিবে।

বৃদ্ধের শিশুত্বে গমন শুনিয়া অনেকে হাসিবেন এবং বলিবেন, বৃদ্ধি ও ক্ষয় এ দুই যদি এক হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধ শিশুকে এক করা যাইতে পারে, তাহা যখন নহে, তখন কেবল ইন্দ্রিয় ও বিষয় এ দুইয়ের সম্বন্ধ সাদৃশ্য লইয়া দুইকে এক করা কখন সমুচিত নহে। এক স্থলে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ছিল না, সম্বন্ধ হইল, আর এক স্থলে সম্বন্ধ ছিল, সম্বন্ধ চলিয়া গেল। এক স্থলে ক্ষীণতা হইতে সবলতায় সমাগম, আর এক স্থলে সবলতা হইতে ক্ষীণতায় প্রতিগমন। এক স্থলে সঞ্চয়, আর এক স্থলে অপচয়। এত বৈসাদৃশ্য থাকিতে একত্ব স্থাপনে সত্ব ধর্ম্মোন্মত্ততামাত্র। আমরা বলি, ইহা ধর্ম্মোন্মত্ততা নহে, একই জীবনীশক্তির অগ্র পশ্চাদ্দিকে ক্রিয়ামাত্র। সেই একই জীবনীশক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল, এখন ব্যয় করিয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। সে শক্তি কিন্তু একই রহিল। সুতরাং আমরা শিশুত্ব বৃদ্ধত্বে একত্ব নির্দ্ধারণ করিতেছি।

যাউক এখন আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। বৃদ্ধত্ব ও শিশুত্বের যে একটি পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা কোন প্রকারে কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না, সেটি উদ্যম ও উৎসাহ। শিশুর ভিতর উদ্যম আছে, সে সর্ব্বদা অস্থির, বৃদ্ধ কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সহস্র যুক্তি দিয়া এ ভেদ অপনয়ন করা যায় না। শিশুর উদ্যম শারীরিক, সুতরাং শরীর বৃদ্ধি সহ উহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে; বৃদ্ধের শরীরের বৃদ্ধির দিকে গতি নাই, শিশুর ক্ষীণতার দিকে গতি, সুতরাং শরীর তাদৃশ উদ্যম আর প্রদর্শন করিতে পারে না। এই পার্থক্য মানবের দ্বিবিধ জন্ম প্রদর্শন করে, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক। যে সকল ব্যক্তিতে শরীরের গতি ক্ষীণতার দিকে আত্মার গতি যৌবনের দিকে সেই সকল ব্যক্তিতে শরীর ক্ষয়েও উদ্যম উৎসাহের অপচয় হয় না। এই সকল ব্যক্তির আত্মা শিশুর উদ্যম লইয়া পর পারে গিয়া উত্তীর্ণ হন, এবং সেখানে অল্প দিন মধ্যে যৌবনসীমায় উপনীত হন, যে যৌবনের আর অপচয় নাই। শরীরের ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ উদ্যমের ক্ষয় হয়, এই কথার প্রতিবাদ জন্য আমরা "বার্দ্ধক্য নয় শিশুত্ব" এই প্রস্তাবের অবতারণ করিয়াছি। শরীরের শিশুত্বের দিকে গতি কথার কথা মনে হইতে পারে, কিন্তু আত্মার শৈশব, কাহারও সাধ্য নাই যে অস্বীকার করেন। জঘন্য তাঁহার যাঁহারা শিশুত্বের দিকে পদার্পণ করিয়া বৃদ্ধত্বের অভিমানে পলায়মান বিষয় সম্বন্ধ গুলিকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিতে যত্ন করেন। শরীর ক্ষীণ দুর্ব্বল অসহায় হইয়া পড়িতেছে, আর আত্মা মাতৃগর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক ভ্রূণাবস্থা লাভ করিতে যত্নপরায়ণ রহিয়াছে, ইহাই এ সময়ে স্বাভাবিক। অনন্ত

চিদানন্দময়ী জননীর গর্ভশায়ী হইবার সময় উপস্থিত, আত্মা কেন আর সংসারে বাহিরে আবদ্ধ থাকিতে যত্ন করিবে। আশ্চর্য্য, আত্মার গর্ভপ্রবেশে উদাম উৎসাহ বাড়ে। কে না জানে যে শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার সময় যত অগ্রসর হয়, তত তাহার চাঞ্চল্য বাড়িতে থাকে। আমরা বলিতে বলিতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িলাম, এখানে আমরা আমাদিগের লেখনীকে অবরুদ্ধ করি, চিন্তাশীল পাঠক বিষয়টিকে গভীর চিন্তার বিষয় করুন, এই কেবল অভিলাষ।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

মায়াবাদ অসৎ শাস্ত্র বলিয়া আমরা দূরে পরিহার করিয়াছি, কিন্তু মায়াবাদ যে একেবারে অমূলক ইহা আমরা কোন কালে বলি নাই। পূর্ব্বে মায়াবাদে মায়া ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া মায়াবাদিগণ ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন, মায়া কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ নয় বলিয়া বৌদ্ধগণ অযৌক্তিকতার চিন্তা নিঃশেষ করিয়াছেন, আমরা উহাকে জীবনিষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বস্বস্থ করিয়াছি। মায়া তবে কি বস্তু? না, অবস্তু হইয়াও বস্তু আশ্রয়ে সত্তাবৎ প্রতীয়মান। শুক্তিতে রজত ভ্রম মিথ্যা, কিন্তু সত্য শুক্তি বস্তু অবলম্বন করিয়া উহা উপস্থিত। মায়া আমার মনের কল্পনা, অতএব মিথ্যা, কিন্তু আমাকে অবলম্বন করিয়া উহা অবস্থিত। আমি সত্যজগতে আমার মায়াকৃত মিথ্যা সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছি, তাই আমার সম্বন্ধে সত্যজগৎ মায়াময় হইয়াছে। আমার মানসিক কল্পনা সকল বস্তুর সঙ্গে অবাস্তবিক অনুচিত সম্বন্ধ ঘটাইয়াছে, তাই আমি এক দেখিতে আর এক দেখিতেছি। এই মায়া শত্রু মিত্রাদি নানা প্রকার ভেদ সমুপস্থিত করিয়াছে, তত্ত্বচিন্তা উপস্থিত হইলে তাহা কেবলই ভ্রম ও মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়। ঈশ্বরের যে দৃষ্টি, জীবের সেই দৃষ্টি হইবে, তাহা না হইয়া সে এই জগতে নানা ব্যক্তির সহিত নানা মিথ্যা সম্বন্ধ কল্পনা করিতেছে। এ মায়া তিরোহিত হয় কিসে? যথার্থ পাণ্ডিত্যে।

"বিদ্যা বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমংব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥"

পণ্ডিত কে? যে ব্যক্তি ব্রহ্ম যে দৃষ্টিতে সকলকে অবলোকন করেন, সেই দৃষ্টিতে দেখেন। ব্রহ্ম মায়াবিকল্পবর্জ্জিত, জীব যখন সেইরূপ মায়াবিকল্পবর্জ্জিত সত্য দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তখন মায়া বা কল্পনার তিরোধান হয়, এবং তিনি ব্রহ্মবৎ নির্ব্বিকল্প অবস্থায় স্থিতি করেন। আমরা সব গুলি কথা মায়াবাদীর মত বলিলাম, অথচ তাঁহাদিগের ভ্রমে নিপতিত হইলাম না, ইহাই আশ্চর্য্য।

আমি কে? এই বিশ্বজগতে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র। তবে আমার গৌরব কিসে? ব্রহ্মাশ্রয়ে। ব্রহ্ম আমার প্রাণ, ব্রহ্ম আমার জ্ঞান, ব্রহ্ম আমার ক্রিয়াশক্তি। আমি অণুবৎ ক্ষুদ্র। অথচ মহতোমহীয়ান ব্রহ্ম আমায় মধ্যবিন্দু করিয়া সমুদায় বিশ্ব এবং বিশ্ব অতিক্রম করিয়া বাস করিতেছেন। আমি আমাতে ব্রহ্মদর্শন করি, এবং আমার মধ্য হইতে তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত দর্শন করি। আমার কি সামান্য গৌরব? আমি ঈদৃশ অসীম মহান অনন্ত ব্রহ্মকে বক্ষে ধারণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি। আমার ক্ষুদ্র হৃদয়দর্পণে ঈদৃশ বিস্তৃত সীমা বিরহিত চিদাকাশ প্রতিফলিত, আমি আমার ক্ষুদ্রত্ব স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইব কি প্রকারে? বরং যিনি আমায় ঈদৃশ ক্ষুদ্র করিয়া এমন মহৎ করিয়াছেন, তাঁহাকে নিরন্তর কৃতজ্ঞহৃদয়ে প্রণাম করিব, এবং সেই প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষুদ্রতা আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে অবগত করিব। মনুষ্য, তুমি ক্ষুদ্র হইয়াও মহৎ, যদি অনন্ত ঈশ্বরকে বক্ষে ধারণ কর, অন্যথা তুমি যে ক্ষুদ্র কীট, অতি দুর্ব্বল, সিংহের কথা দূরে তুমি সামান্য কুক্কুর ভয়ে সদা ভীত। তুমি পশুজাতি মধ্যে অতি দুর্ব্বল, প্রকৃতির বক্ষে নিতান্ত অসহায়, সমরসজ্জাবিহীন ভীরু কাপুরুষের ন্যায় নিঃক্ষিপ্ত। তুমি তোমার মস্তিষ্কের গুরুভারের অহঙ্কার করিয়া পশুজগৎ হইতে মস্তক উত্তোলন করিবার জন্য কেন প্রয়াস কর? তোমার মস্তিষ্কের ভারাপেক্ষা তিমি ও হস্তীর মস্তিষ্ক কি সমধিক গুরুভার নহে? তুমি স্বীয় চাতুর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার এত অহঙ্কার কর কেন? তুমি চাতুর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার অনেক পশুর স্বাভাবিক সহজ বুদ্ধির নিকট কি পদে পদে পরাজিত হও না? সর্ব্বতোভাবে ধিক্ তোমাকে, যদি মহতোমহীয়ান্ ব্রহ্মকে বক্ষে জ্ঞানপূর্ব্বক ধারণ না করিয়া অন্য কিছুর জন্য অহঙ্কারী হও। বিজ্ঞানবিৎ ডারউইন্ ভিন্ন ভিন্ন পশুর সঙ্গে তোমার ক্রমিক সাদৃশ্য দেখাইয়া বানর জাতিতে নিঃক্ষেপ করিয়াছেন, নর হইয়া যে নরচরিত হয় নাই, তাহার আর কোন সংজ্ঞাই বা উপযুক্ত। নর কখন বানর নহে, কিন্তু ব্রহ্মহীন নর বানর অপেক্ষাও হীন।

মঙ্গল ও অমঙ্গল, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি লইয়া পৃথিবীতে পন্থার ভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু দেখিতে হইবে, এ দুই পন্থা কি একেবারে ভিন্ন দিকে চলিয়া গিয়াছে, না কোথাও আসিয়া মিলিত হইয়াছে। অমঙ্গল নাই, দুঃখ নাই,

একথা বলিলে চলে না,কেননা যদি অমঙ্গল না থাকিবে দুঃখ না থাকিবে, তবে তদতিক্রমের জন্য সাধন ভজন চেষ্টা যত্ন এত করিবার প্রয়োজন কি? তুমি বলিবে ক্ষুধা কিছু নয়, অথচ অন্নের জন্য পরিশ্রম করিবে, রোগ কিছু নয়, অথচ ঔষধের জন্য ব্যস্ত হইবে, বাধা কিছু নয়, অথচ ষোল আনা বাধা শান্তির উপায় করিবে, ইত্যাদি তোমার ব্যবহার যে তোমার কথার প্রতিবাদ করিবে। অমঙ্গল নয় সকলই মঙ্গলের হেতু, দুঃখ নয় সকলই সুখের হেতু, এ কথা বলিলে অর্থ হয়, ইহা অমঙ্গল, দুঃখাতীত বাদিরাও মানিবে। তাহারা যাহা স্বীকার করে, তাহা লইয়া আমরা উভয় পন্থার সামঞ্জস্য সম্পাদন করিব। যত অমঙ্গল, সব মঙ্গলের হেতু, যত দুঃখ সব সুখের হেতু। কেন না উহারা আমাদিগকে সাধন ভজনে যত্ন চেষ্টায় নিয়োগ করে, এবং এইরূপে সুখ শান্তি নিত্য কল্যাণ লাভে আমাদিগের প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করে। আমরা দুষ্ট বালকের ন্যায় সব অঙ্গুলি গুলি দগ্ধ করিয়া ফেলিতাম, যদি অগ্নি আমাদিগের অঙ্গুলি দাহজনিত ক্লেশ উৎপাদন না করিত। ক্লেশ ও মঙ্গল দুঃখও মঙ্গল, কেন না উহা নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল অর্জ্জনে যত্ন চেষ্টার উদ্দীপক। অমঙ্গল দুঃখের এই অপূর্ব্ব ক্রিয়া দেখিয়া আমরা তাহাদিগের হইতে তীক্ষ্ণ ধার সাধন ভজন যোগে অপহার করিব, এবং অমঙ্গল দুঃখকে মঙ্গল ও সুখের সাগরে মিলাইয়া দিয়া তাহাদিগের পৃথক্ অস্তিত্ব বিনষ্ট করিব। যখন ইহাদের কার্য্য শেষ হইবে, তখন আর ইহারা থাকিবে না, থাকিবে কেবল সুখ ও কল্যাণ।

প্রাপ্ত।

বিহার প্রদেশ।

বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজে শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

৭ ই আষাঢ়, রবিবার।

আমরা চিন্ময় দেবতার পূজা করি—আমাদিগের ইষ্ট দেবতা যিনি তিনি সচ্চিদানন্দ ঘন রূপ, আমরা নিরন্তর এই কথা বলিয়া থাকি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে আমরা কি সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষকে দর্শন করিয়াছি, আমরা তো বহুদিন হইতে সচ্চিদানন্দের পূজা করিয়া আসিতেছি। এই সচ্চিদানন্দ রূপ দেখিবার জন্য কি আমাদের তেমন লালসা হইয়াছে? ক্ষুধার সময় অন্ন গ্রহণ করিতে, যেমন লালায়িত হই? চিন্ময় পুরুষকে দেখিবার পথে আমাদের যত প্রকার অন্তরায় আছে, তাহার মধ্যে প্রধান অন্তরায় সরলতার অভাব। দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা নাই, দেখা না পাইলে চলে না, এরূপ ভাব হৃদয়ে নাই। এই মাত্র আমরা শুনিলাম "যাচ্ঞা কর প্রাপ্ত হইবে, আঘাত কর দ্বার খোলা হইবে।" আমরা যাচ্ঞা করি না তাই প্রাপ্ত হই না, এবং আঘাত করি না তাই দ্বার অবরুদ্ধ থাকে। আমরা যদি ভয়ানক শীতে বস্ত্রাভাবে কাঁপিতে থাকি, বস্ত্র না পাইলে এখনি মৃত্যু আসিয়া গ্রাস করিবে এরূপ অবস্থা হয়, তাহা হইলে আমরা উদাসীন থাকিতে পারি না, সম্মুখে কি ধনী কি দরিদ্র যাহার বাড়ী পাই গিয়া আঘাত করি, তখন আর বিচার থাকে না, যাচ্ঞা করা উচিত কি না? বস্ত্রাভাবে আসন্ন মৃত্যু দেখিলে ব্যাকুল অন্তরে দ্বারে আঘাত করিয়া থাকি। এরূপ ব্যাকুলতা দেখিয়া কোন গৃহস্থ দ্বার না খুলিয়া থাকিতে পারে? আবার দেখিতে পাইবে, যে দরিদ্র ব্যক্তি অন্নাভাবে ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে সে দ্বারে দ্বারে গিয়া কেমন ব্যাকুলতার সহিত যাচ্ঞা করে। যদি কেহ তাহাকে ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করে তবে ক্ষুধিত ভিক্ষুক তো কখন ও এরূপ কথা বলে না যে, আমায় ভিক্ষা দিতে হয় দাও না দিতে হয় না দাও, কিন্তু সে ব্যক্তি বলে আমায় ভিক্ষা দিতেই হইবে, ভিক্ষা না পাইলে চলিবে না। আমি ক্ষুধায় অস্থির হইয়াছি। ভিক্ষুক এইরূপ করিয়া আপনার যাচ্ঞা পূর্ণ করে। আমরা কি এইরূপ করিয়া সচ্চিদানন্দের দ্বারে আঘাত করিতে শিখিয়াছি, এবং তাঁহার দ্বারে যাচ্ঞা করিতে শিখিয়াছি? কাহারও কোন আত্মীয় বন্ধু ইহসংসার হইতে বিদায় লইলে তাঁহার আত্মীয়েরা কি করেন? ব্যাকুল হইয়া কি চীৎকার করেন না? প্রাণ আপনা আপনিই কাঁদিয়া উঠে। যদি শোকার্ত্তের সেই শোক তাপহারী ভগবানের উপর বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে সকল শোক জুড়াইয়া যায়? শোকের সময় হৃদয় যেরূপ ব্যাকুল হয়, সেইরূপ ব্যাকুলতা সহকারে ভগবানকে না ডাকিলে শোকের ব্যাকুলতা যায় না? কোন মাতার যদি একমাত্র সন্তান ইহসংসার ছাড়িয়া যায়, তাঁহার কিরূপ আর্ত্তনাদ উপস্থিত হয়, আর সেই হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদের সময় সচ্চিদানন্দ ব্যতীত আর কে সেই সন্তপ্ত হৃদয়কে শান্ত করিতে পারে? কে আরাম দিতে পারে? তাঁহাকে বক্ষে ধরিয়া থাকিতে পারিলে রোগ শোক দূর হইয়া যায়। কিন্তু আমরা কি পুত্রহীন জননীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া ধর্ম্মসাধন করিতে শিখিয়াছি? না, আমাদের ধর্ম্ম ভাবের ধর্ম্ম, মতের ধর্ম্ম; এখনো হৃদয়ের ধর্ম্ম হয় নাই। নিতান্ত না আসিলে নয় বলিয়া একবার করিয়া মন্দিরে আসি। যদি যথার্থ আমাদের সচ্চিদানন্দের ক্ষুধা হইত, যদি বুঝিতে পারিতাম যে তিনি ব্যতীত আমাদের আর অন্য উপায় নাই, তবে আমরা কেবল বাহ্যপ্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিতাম না। মা যেমন পুত্রের মৃত্যুতে অধীর হইয়া কাঁদেন আমরা যদি আমাদের প্রত্যেক পাপের জন্য ঐরূপ কাঁদিতাম—আমরা যদি হে সচ্চিদানন্দ,

তোমাকে দেখিতে পাইলাম না বলিয়া ঐরূপ ব্যাকুল হইতাম, যত ক্ষণ না তোমাকে পাই, ততক্ষণ উপাসনা গৃহ ছাড়িব না, আজ তোমার দ্বারে ধন্না দিলাম, এই রূপ করিয়া যদি আমাদের নিত্য উপাসনা হইত, তাহা হইলে আমা- আমাদের ধর্ম্মজীবন প্রস্ফুটিত হইত, নতুবা আমাদের ঈশ্বর সত্য জ্ঞান প্রেম ইত্যাদি বলিলে কি হইবে? কেবল আনন্দরূপী বলিলে কি হইবে? আত্মা যদি সে জ্ঞান ধারণা করিতে না পারে, তবে আনন্দ স্বরূপের যোগ কিরূপে লাভ হইবে? যত ক্ষণ তাঁহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মাতে পরিপাক করিতে না পারি ততক্ষণ কিছুই হইল না। শাস্ত্রের ঈশ্বর শাস্ত্রে রহিলেন, সে ঈশ্বর আমার নন, যদি তাঁহাকে আমি নিজ আত্মাতে লাভ করিতে সম্ভোগ করিতে না পারি, যদি তাঁহাকে ভিতরে দেখিতে না পাই। প্রকৃত ব্যাকুলতার সহিত তাঁহাকে ডাকিলে তিনি নিশ্চয়ই দেখা দিবেন। তাঁহাকে হৃদয়ে দেখিয়া যখন বলিবে যে এই আমার সচ্চিদানন্দ ঘন, এই আমার শ্রীহরি, তখনই জীবন সার্থক হইল। তখনই আমার ঈশ্বর কথা বলিবার অধিকার জন্মিল, এইরূপ ঈশ্বরজ্ঞানই যথার্থ নব বিধানের ঈশ্বরজ্ঞান। ঈশ্বরকে জীবনে দেখিয়া সাক্ষ্য দিতে না পারিলে তোমার ঈশ্বরকে কেহ বিশ্বাস করিবে না, আমাদের কথা কেহ শুনিবে না। যখন এই রূপে ঈশ্বরকে আয়ত্ত করিয়া পরিপাক করিতে পারি তখনই আমার ঈশ্বরের কথা কহিবার অধিকার হইবে। আমরা শোক করিতে পারিব না, কেননা আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরের জ্ঞান প্রেম শান্তি আমাদিগকে তৃপ্তি দিতেছে। এত কাল ধর্ম্ম সাধন করিতেছি, কেবল প্রণালীর আড়ম্বর করিয়া ফিরিয়া যাইলে আমাদের চলিবে না। যদি আত্মা ও ঈশ্বরকে পরিপাক করিতে পারি তাহা হইলে রোগ শোক জরা মৃত্যু কিছুই করিতে পারিবে না। যদি ঈশ্বরসত্তা এইরূপে লাভ করিতে পারি তাহা হইলে সংসারের সমস্ত যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া বীরের ন্যায় সেই অনন্তধামের দিকে চলিতে থাকিব, এবং সংচিৎ আনন্দ ঘন হরিরসে প্রাণ মুগ্ধ হইয়া নব বিধানের সেই অনন্ত আদর্শের দিকে সমুন্নত হইতে পারিব।

সংবাদ।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত চুনিলাল মিত্র মহাশয়ের প্রণীত ব্রহ্মসঙ্গীতশিক্ষানামক পুস্তক উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা নূতন বিজ্ঞান যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।৵০ মাত্র। উক্ত পুস্তকের যাহা উদ্দেশ্য গ্রন্থকারের লিখিত বিজ্ঞাপনের প্রথমাংশ পাঠ করিলেই পাঠকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তিনি এই লিখিয়াছেন;—

"বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্মসঙ্গীত শিখিবার নিমিত্ত সাধারণের অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, এমন কি উপযুক্ত শিক্ষার উপায় না থাকাতে অনেকে অনেক সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আগ্রহে এবং ব্রহ্মসঙ্গীত প্রচারের সুবিধার নিমিত্ত ব্রহ্মসঙ্গীতশিক্ষা নামকপুস্তক খানি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া প্রকাশিত করিলাম। যদ্দ্বারা স্বরলিপি দেখিয়া সহজে প্রকৃত সুরে শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা করা যাইতে পারে, সেই সেই উপায় গুলি যত্নের সহিত সাধ্যমত সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছি। পাঠক পাঠিকাগণের যদ্যপি কোন স্থান কঠিন বোধ হয়, আমাকে জানাইলে সাদরে বুঝাইয়া দিব।"

ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমড়াগড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রচারার্থ কাঁথিতে গিয়াছেন, তথা হইতে মেদিনীপুর ও বালেশ্বরে যাত্রার ইচ্ছা রাখেন।

কুড়িগ্রাম নববিধান সমাজের উৎসব উপলক্ষে ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু তথায় গমন করিয়াছিলেন। বিগত ১৬ ই জুলাই সন্ধ্যার সময় তত্রস্থ বিধানমণ্ডপে "আমাদিগের সংসার" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। তৎপর দিবস প্রাতে দ্বারে দ্বারে নামকীর্ত্তন এবং অপরাহ্নে নগর কীর্ত্তন ও স্থানীয় হাটে বক্তৃতা হইয়াছিল। নগর কীর্ত্তনে তত্রস্থ হিন্দু সমাজের সভ্যগণ খোল করতাল লইয়া দলবদ্ধ হইয়া উৎসাহের সহিত যোগ দান করিয়াছিলেন। বিগত ১৮ ই জুলাই রবিবার উৎসব হয়, প্রাতে ধরলা নদীতে জলসংস্কার, তৎপর বিধানমণ্ডপে পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে সামাজিক উপাসনা হইয়াছিল। সোমবার দিবস প্রাতে উপাসনা এবং সন্ধ্যার পর বিধানমণ্ডপের সম্মুখস্থ উদ্যানে জ্যোৎস্নার আলোকে ধ্যান প্রার্থনা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল।

ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু বিগত ২০ শে জুলাই কুড়িগ্রাম হইতে ধুবড়ী গমন করিয়া সন্ধ্যার সময় তত্রস্থ বিধানবিশ্বাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ ঘোষের বাটীতে কয়েক জন ভ্রাতার সহিত একত্র উপাসনা করিয়াছিলেন, পর দিন সন্ধ্যার সময় তত্রস্থ বিজনী হলে "ভারতের ইতিবৃত্তে ভগবানের লীলা ও নববিধানসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, বক্তৃতাস্থলে দুই শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। পর দিন তত্রস্থ কয়েক জন ভদ্র লোকের সহিত সৎপ্রসঙ্গ ও এক জন ভদ্র লোকের বাটীতে উপাসনা হয়। বিগত ২৩ এ জুলাই শ্রীযুক্ত যদুনাথ ঘোষের পুত্রের নামকরণ নবসংহিতা অনুসারে সম্পন্ন হয়। প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য ভাই মহেন্দ্রনাথ তৎপর দিনই কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন।

নিরতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, কিছু কাল হইল কলিকাতা শ্যাম বাজারনিবাসী আমাদের ভ্রাতা

বাবু নন্দলালমিত্র পরলোক যাত্রা করিয়াছেন, আমরা এই দুঃসংবাদ যথা সময়ে প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। ভ্রাতা আপনার আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিয়া আনয়ন করিতে কোন কোন আত্মীয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় জানি না কি কারণে সেই অনুরোধ প্রতিপালিত হয় নাই। তাঁহার দেহভস্ম রক্ষা করিবার জন্য তিনি বলিয়া গিয়াছেন। নন্দবাবু অনেক দিন শ্বাস কাশ রোগে কষ্ট পাইয়াছেন, সেই রোগই তাঁহার প্রাণত্যাগের মূল কারণ হইবে। তিনি অতি শান্ত সচ্চরিত্র ও মন্দিরের নিয়মিত উপাসক ছিলেন। রুগ্ন জীর্ণ শরীরেও দূরের পথ হাটিয়া আসিয়া মন্দিরে উপাসনায় যোগ দান করিতেন। তাঁহার বয়ঃক্রম বোধ হয় চল্লিশ বৎসরের অধিক হয় নাই। ক্রমে ক্রমে আমরা অনেক প্রিয়বন্ধু হারাইতেছি। পরম জননী তাঁহার আত্মাকে শান্তিক্রোড়ে রক্ষা করুন।

বিগত ৮ই শ্রাবণ শুক্রবার রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় আমাদের পরমোপকারী মণ্ডলীর বিশেষ মঙ্গলপ্রার্থী বন্ধু বাবু যাদবচন্দ্র রায় নিদারুণ ক্ষয়কাশ রোগে ৩ মাস কাল বিশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি আমাদের আচার্য্য দেবের ছোট ভগিনীকে বিবাহ করেন। বাল্যকাল হইতেই আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে ইনি বিশেষ রূপে ঘনিষ্ট ছিলেন। আচার্য্য জীবনের অনেক গূঢ় কথা ইনি জানিতেন, ইঁহার জীবন বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ ছিল না। গোপন ভাবে আরাধনা প্রার্থনা, আলোচনা প্রভৃতিতে বিশেষ আগ্রহ ছিল। আধ্যাত্মিক বিষয় জানিবার জন্য ইনি অতিশয় উৎসুক থাকিতেন। মণ্ডলীর মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের জন্য ইনি একজন বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কাহাকেও ইনি কখন শক্ত কথা বলিতেন না। অথচ মিষ্টভাবে যুক্তি তর্ক দ্বারা বেশ সকলকে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। ইনি একজন সদ্বিদ্বান্ ছিলেন। আমরা হঠাৎ ইঁহাকে হারাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। ইনি অমরধামে যাইয়া পিতার অমৃত ক্রোড় আশ্রয় করিয়া সুখী হইলেন। আমরা ইঁহার বৃদ্ধা মাতা ও চিররুগ্না পত্নীর সহিত দুঃখ ও শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সহানুভূতি করিতেছি।

আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই কালীশঙ্কর কবিরাজ মহাশয়ের পীড়া আজও কিছুই বিশেষ হয় নাই। সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার, মহাশয় কৃপা করিয়া অর্থ না লইয়া ইঁহার চিকিৎসা করিবার ভার গ্রহণপূর্ব্বক গত পরশ্ব হইতে ঔষধি দিয়াছেন। তিনি পীড়াকে সাইটিকা জাতীয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। ডাক্তার সরকার মহাশয় অনেক উৎকট রোগ আরাম করিয়াছেন, আমরা স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আশা করি, এবারেও ভগবানের কৃপাতে তিনি সফলযত্ন হইবেন। কবিরাজ মহাশয়ের পীড়ার দারুণ যন্ত্রণা আর দেখা যায় না। কেবল তিনি বিশ্বাসবলে ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া সহ্য করিতেছেন।

অদ্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত অন্তরে শ্রদ্ধাস্পদ সি, এইচ এ ডাল সাহেবের পরলোক গমনের সংবাদ পাঠকদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি। মৃত মহাত্মা আমাদিগের অতি পুরাতন বন্ধু ছিলেন, তাঁহার যেরূপ অমায়িক ভাব ছিল তাহাতে সকল লোকেরই বন্ধু ছিলেন। আমাদিগের বোধ হয় তিনি ১৮৫৬।৫৭ সালে এদেশে প্রথম পদ নিঃক্ষেপ করেন। মাউণ্টেন্‌স্ হোটেলে তিনি প্রথমে উপনীত হন। তখন উক্ত হোটেল কিছু দিনের জন্য সর্ব্বদাই এ দেশীয় যুবকগণে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি এক জন ইউনিটেরিয়েণ খৃষ্টান বলিয়া আপন মতে যুবক দলকে আকর্ষণ করিতেন। ডফ সাহেবের সহিত সর্ব্বদাই তাঁহার বাদানুবাদ হইত। তিনি সর্ব্বক্ষণ আমাদিগের পুরাতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে আসিয়া আমাদিগের আচার্য্যদেব, প্রধান আচার্য্য মহাশয় ও ছাত্রদিগের সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া খৃষ্টের নাম ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেন। কি কলিকাতা কি পল্লীগ্রাম অনুরোধ আসিলেই তিনি গমন করিয়া শিক্ষিত জনগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন ও তাঁহাদিগের সভায় বক্তৃতা করিতেন। এ দেশে ইউনিটেরিয়েণ ধর্ম্ম প্রচারে কোন ফল হয় নাই বলিয়া আমেরিকার ইউনিটেরিয়েণ সভা তাঁহার বেতন কমাইয়া দেন, তিনি তাহাতেও ভগ্নোদ্যম না হইয়া তাঁহার প্রিয়ভারতকে পরিত্যাগ না করিয়া সংবাদপত্র লিখন ও বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান দ্বারা কোন প্রকারে জীবন যাপন করেন। পরে তাঁহার ধর্ম্মমতের অনেক পরিবর্ত্তন হয়, এবং আমাদিগের আচার্য্যদেবের নিকট আসিয়া আমাদিগের অনেকের ও একজন বিবির সম্মুখে প্রকাশ্যে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হন, এবং কয়েক বার সাম্বৎসরিক উৎসবে নিশান লইয়া নগরকীর্ত্তনের সহিত গমন করেন। প্রায় একজনও এদেশে ইউনিটেরিয়েণ খৃষ্টান হইয়া তাঁহার দলকে পুষ্ট করেন নাই, তথাচ এই দূরদেশে ধর্ম্মসম্বন্ধে সকল ইংরাজ ও এদেশীয়দিগের সহানুভূতি পর্য্যন্ত না পাইয়া কেবলমাত্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে ও ভারতবাসীদিগের প্রতি প্রেমে বদ্ধ হইয়া ত্রিশ বৎসরাধিক এই বৃদ্ধ বয়সে বালকের ন্যায় উৎসাহে কি প্রকার পরিশ্রম করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত মৃত মহাত্মা দেখাইয়াছেন। আপন পত্নী বিদুষী ক্যারোলাইন ডাল এবং পুত্রকে রাখিয়া তিনি বিগত ১৮ই জুলাই রাত্রিতে পথরী রোগের অস্ত্র চিকিৎসা করিতে গিয়া হস্পিটালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়,—

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও ভক্তিভাজন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন হইতেই বাঙ্গালি জাতি উন্নত এবং পৃথিবীতে পরিচিত ও গৌরবান্বিত হইয়াছে। সার্ব্বভৌমিক উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রামমোহন রায়, এই ধর্ম্মের জীবন, জ্যোতি ও সৌন্দর্য্যপ্রদাতা কেশবচন্দ্র। এই দুই দেবাত্মার জীবনে বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের জীবনে বিধাতা পরিত্রাণের বিচিত্র লীলা এই যুগে জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের অভাবে ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মের পুষ্টিপোষক ও উন্নতিবিধায়ক হন, আহারাদিতে ম্লেচ্ছাচার স্বেচ্ছাচার হইলেও তাঁহার প্রকৃতি রক্ষণ-

শীল, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বব্যাপী অসাম্প্রদায়িক ভাবকে হিন্দুভাবের সঙ্কীর্ণ প্রাচীরমধ্যে বদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ভক্তি অঙ্গ তাঁহা কর্ত্তৃক উপেক্ষিত ও ভাগবতাদি সম্মানিত ভক্তি শাস্ত্র প্রত্যাখ্যাত হয়, এবং ভক্তি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ভক্ত চূড়ামণি শ্রীচৈতন্য অনাদৃত হন। যদিচ মহর্ষির ভাব ও মত সঙ্কীর্ণ, তথাপি তিনি নিজের জীবন দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের যে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, কোন্ মূঢ় ব্যক্তি তাহা অস্বীকার করিবে, এবং তাঁহাকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে? তাঁহার সঙ্গে বিধানবাদী ব্রাহ্মদিগের বহু মতভেদ সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাকে ধর্ম্মপিতা বলিয়া অন্তরের সহিত ভক্তি করেন, এবং প্রতিবৎসর মহোৎসবের প্রারম্ভ দিবসে রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন ও তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দান করিয়া থাকেন। নিতান্ত বিস্ময় ও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অনেক বক্তা ও লেখক ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাস বলেন ও লিখেন, তদুপলক্ষে মহাত্মা রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথের গুণানুকীর্ত্তন করেন, কেশবচন্দ্রের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হন। ইহাতে যে কেবল তাঁহাদের বিদ্বেষবুদ্ধি, মনের নীচতা ও সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দান করে তাহা বলা বাহুল্য। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম খৃষ্ট ছাড়া যেমন অর্থশূন্য, কেশবচন্দ্র ছাড় ব্রাহ্মধর্ম্ম তদ্রূপ। কেশবচন্দ্র যোগ, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য, কর্ম্ম, জ্ঞান, উপাসনা, প্রার্থনা, ঈশ্বরদর্শনশ্রবণাদি বিষয়ে যে সকল জ্বলন্ত জীবন্ত সত্য, নিগূঢ় তত্ত্ব, গভীর জ্ঞান, সুমধুর ভাব জগতে প্রদর্শন ও প্রচার করিয়াছেন, অন্ধ ও সঙ্কীর্ণমনা সাংসারিক সাধনবিহীন অবিশ্বাসী লোকেরা তাহার কি বুঝিবে? বহু সহস্র বৎসর পরে যদি পৃথিবী কিঞ্চিৎ বুঝিতে সক্ষম হয়। সুদূরস্থ আমেরিকা ও ইউরোপের বিশ্বাসী সাধু লোকেরা কেশব চন্দ্রের জীবনের স্বর্গীয় ভাব ও অলৌকিকতা যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহার স্বদেশস্থ স্বজাতি ও সমাজাবলম্বিগণ উহার শতাংশের একাংশও বুঝিতে পারেন নাই। সেই সকল দেশের কোন কোন চক্ষুষ্মান্ লোক তাঁহাকে ক্রাইষ্টের সঙ্গে, কেহ কেহ বুদ্ধদেবের সঙ্গে, কেহবা মোহম্মদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন প্রধান প্রধান খ্রীষ্টীয়মণ্ডলীর প্রতিনিধিস্বরূপ শত শত পুরোহিত ও ধর্ম্মযাজক সমবেতভাবে কেশবচন্দ্রের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, পৃথিবীতে কখন একরূপ হয় নাই। ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার মহামান্য প্রতিনিধিগণ দেশ বিদেশের রাজা মহারাজ এবং ইংলণ্ডের লর্ডমণ্ডলী, ও মেকস্ মুলার ও জনষ্টুয়ার্ডমিল প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতবর্গ কে না তাঁহার অলৌকিক সদ্‌গুণ ও ধর্ম্ম ভাব এবং উচ্চ জীবন ও দৈবশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হইয়াছেন ও তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান না করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের প্রতি একরূপ আদর ও সম্মাননায় ব্রাহ্মসমাজ ও বাঙ্গালি জাতিরই গৌরব বাড়িয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় সুবিখ্যাত মহারাজ হোলকার এক সভায় বলিয়াছিলেন যে, কেশবচন্দ্র তুমি ধন্য, আমাদের গৌরবের বিষয় এই যে, তুমি ভারতবর্ষের লোক। স্থূলদর্শী সঙ্কীর্ণমনা কৃতঘ্ন বঙ্গালী জাতি এই জগৎপূজ্য মহাত্মার মর্য্যাদা কিছুই বুঝিল না। শাস্ত্রে লিখিত আছে, "ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ আপনার দেশ ও জাতিবর্গ ব্যতীত অন্য কোথাও শ্রদ্ধা বিবর্জ্জিত হন না।" ইহাই এই দৈববাণীর প্রমাণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উপাসনাদি সমুদায় বিষয়ে আদ্যোপান্ত যাঁহারা কেশবচন্দ্রের অনুকরণ করেন, তাঁহা হইতেই যাঁহাদের সমুদায় ধার করা, নিজের সম্বল কিছুই নাই, তাঁহারাও তাঁহার নাম পর্য্যন্ত করেন না। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা তাঁহার পুরাতন ভাব, পুরাতন শাস্ত্র, পুরাতন কথা লইয়াই নির্জ্জীব ভাবে নাড়াচাড়া করেন, পুরাতন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও নির্জ্জীব একেশ্বরবাদ, সমাজসংস্কার ও বাহ্যোন্নতি জীবনের সম্বল করিয়াছেন, আচার্য্যের জীবনের নব ভাবের নূতন কিছুই ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছেন না। কুটিল অভিসন্ধি স্থূল দৃষ্টি পার্থিব বুদ্ধি ফলাফল বিচার এবং ঈশ্বরপ্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট মহোপকারী মহাপুরুষের প্রতি বিদ্বেষ ও কুভাব রাখিয়া কেমন করিয়া তাঁহারা স্বর্গীয় ভাব ও পবিত্র আলোক ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন। দেবনন্দন যিশুকে তাঁহার শিষ্য জুডাস ৩০ টাকার লোভে শত্রুহস্তে অর্পণ করিয়াছিল, কিন্তু সে পরে ভয়ানক অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করে। ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যের অনেক জুডাস শিষ্য আছেন, উক্ত জুডাসের সঙ্গে বিশেষত্ব এই যে তাঁহাদের অনুতাপ হয় না। ইহুদি জাতীয় ভণ্ড ধর্ম্মযাজকগণ দেবাত্মা যিশুকে দোষী স্থির করিতে গিয়া তাঁহার আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন বক্তব্য আছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর লইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যগণ গুরুতর কলঙ্কারোপ পূর্ব্বক তাঁহাকে একটি কথাও বলিবার অবকাশ না দিয়া নিজেরা বিচারক হইয়া বিচার নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন, এই বিশেষ প্রভেদ। সেই কাল নাই বলিয়া বর্ত্তমান যুগের বুদ্ধিবাদী শিষ্যমণ্ডলী পরম হিতৈষী আচার্য্যকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পারেন নাই, কিন্তু অন্যদিকে তাহার শত গুণ করিয়াছেন। আপনাদের বর্ত্তমান উপাচার্য্য ও উপদেষ্টাদিগের মধ্যে স্পষ্ট কত ভয়ানক দুর্নীতি ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ভাব দেখিতেছেন, দেখিয়া শুনিয়া ও চুপ করিয়া আছেন, এই তো তাঁহাদের নিরপেক্ষতা স্বাধীনতা ও উদারতা। আচার্য্য বিদ্যমান থাকিতে, যাঁহার পাদুকা স্পর্শ করিবার উপযুক্ত নয় এমন সকল ব্যক্তিও তাঁহাকে যেরূপ ভীষণ অপমান ও উৎপীড়ন করিয়াছে তাহা লিখিতে লেখনী স্তম্ভিত হয়। এইক্ষণ তিনি স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, আর কেন নীচতার পোষণ করা তিনি যে উচ্চ সত্য ও সদ্‌গুণরাশি রাখিয়া জগতে গিয়াছেন এখনও তাহা গ্রহণ ও স্বীকার করিলে ধন্য হইবে।

শ্রীঃ——

বিগত ২৬ শে আষাঢ় হইতে ৩১এ আষাঢ় পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত প্রণালীতে ময় মনসিংহ নব বিধান ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসব উপলক্ষে ঢাকা হইতে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় আরও তিনটী প্রচারক সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। জঙ্গলবাড়ী হইতে শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ কর্ম্মকার মহাশয় ও বন গ্রাম এবং চারিপড়া হইতেও অন্যান্য ব্রাহ্মগণ উপনীত হইয়াছিলেন।

২৬এ আষাঢ় শুক্রবার সায়ং পর স্থানীয় সমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বিহারী কান্তচন্দ্র মহাশয়ের বাসায় উৎস-

বের প্রস্তুতির জন্য উপাসনা হয়। ২৭এ শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ½ ঘটিকার সময় মুক্তাগাছার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের বাসা হইতে শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায় মহাশয়ের নব রচিত নগর কীর্ত্তনটী গান করিতে করিতে প্লানার ঘাটে উপস্থিত হইয়া তথায় "নব ভক্তি, বিষয়ে শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাস্থলে প্রায় ২।৩ শত লোক উপস্থিত থাকিয়া স্থির ধীরভাবে বক্তৃতা শ্রবণ করেন। তৎপর কীর্ত্তন করিয়া বঙ্গ যোগিনীর বাসায় উপস্থিত হইয়া উপাসনা হয়। ২৮এ রবিবার সমস্ত দিন উৎসব। ২৯এ সোমবার সন্ধ্যার পর "ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিণাম" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। ৩০এ মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় সংকীর্ত্তনও "কথকতার,, প্রস্তাব ছিল বিশেষ কোন কারণে কথকতা হইতে পারে নাই। ২৮এ ২৯এ ও ৩০এ তারিখের কার্য্য বাবু অমৃত নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের দালানেই হয়। এবং রবিবার ব্যতীত প্রতি দিনের প্রাতঃকালীন পারিবারিক উপাসনা বিহারী কান্তচন্দ্র মহাশয়ের বাসায় হয়। ৩১শে বুধবার ঢাকার প্রচারক দল স্থানীয় ও মফঃস্বলস্থ কতিপয় ব্রাহ্ম রেলওয়ে যোগে কাওরাইদ ষ্টেশনের সন্নিকটস্থ ভাটপাড়া নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কালী নারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের জমিদারী কাচারীতে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করেন ও তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন।

আষাঢ়োৎসব ময়মনসিংহের একটী বিশেষ মহোৎসব। এই উৎসবে ব্রাহ্মগণ এরূপ কিছু সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন যে তাহার প্রভাবেই ৪।৬ মাস চলিয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দুঃখী ব্রাহ্মগণ এবার সেই সম্পত্তি লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। এবারের উৎসব উৎসবের মতই হইল না, কার্য্যাদি খুব জমাট ও সুশৃঙ্খলরূপে হইল না, অন্যান্য বার ব্রাহ্মদের মধ্যে মত্ততা, নৃত্য ও আনন্দ ইত্যাদি দেখিয়া বাহিরের লোক পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া যায়, এবার ইহার কিছুই দৃষ্ট হইল না। বোধ হয় ঢাকার অন্তর্ব্বিবাদই ইহার মূল কারণ।

শ্রীঃ—

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ত্রৈমাসিক আয় ব্যয় বিবরণ।

এপ্রেল হইতে জুন পর্য্যন্ত ১৮৮৬।

আয়।

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সরকার	...	৩৲	
" নরেন্দ্রনাথ সেন	...	৩৲	
" প্রিয়নাথ ঘোষ	...	২।০	
" গোবিন্দচাঁদ ধর	...	২।০	
" গোপালচন্দ্র দাস	...	১৲	
" কৈলাসচন্দ্র মান্না	...	৩৲	
" শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	...	১৲	
" মধুসূদন সেন	...	১।০	
" অমৃতলাল সেন	...	।০	
" লক্ষ্মণচন্দ্র আশ	...	১৲	
" সাধুচরণ দে	...	১৲	
" ক্ষেত্রমোহন দত্ত	...	১৲	
" কৃষ্ণবিহারী সেন	...	১৲	
" গোপীকৃষ্ণ সেন	...	১৲	
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	।০	
" সারদাপ্রসাদ বসু	...	১৲	
" শ্রীনাথ দত্ত	...	১৲	
" মকুন্দবল্লভ মজুমদার	...	১।০	
চারি আনা মাসিক দানের সুদ	...	২০৴০	
			৪৭৴০

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী, কুচবিহার	...	৩০৲	
শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, ছাপরা	...	১৲	
			৩১

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ	...	৩৲	
" কৈলাশচন্দ্র বসু, রংপুর	...	১৲	
" শ্রীশচন্দ্র দাস, রংপুর	...	২৲	
			৬৲
খাজনা	...		১৬৲
আয়ের সমষ্টি			১০০।৴০

ব্যয়

নিয়মিত মাসিক ব্যয়	...		৪৫।৴০
গ্যাস	...	২৭০	
ভৃত্যের বেতন	...	৭৲	
তৈলাদি খুচরা ব্যয়	...	২৲	
পাখা টানাই	...	৮৴০	
খুজরা ব্যয়	...	১৸৴১০	

উৎসবোপলক্ষে ব্যয়।

মন্দির সংস্কার	...	৫৸৴১০	
মুদ্রাঙ্কন	...	৪।।০	
অরজ্ঞান সংস্কার আংশিক	...	১০	
ভোজন	...	২৲	
			২২।৴১০
ঋণ পরিশোধ	...		৩১।/১০
ব্যয় সমষ্টি			১০০।৴০

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির কার্য্যালয়
৮৯ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট্
কলিকাতা ১ লা জুলাই ১৮৮৬

শ্রীরামচন্দ্র সিংহ।
সম্পাদক।

☞ এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকুলার রোড় বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২১ ভাগ। ১৫ সংখ্যা। | ১ লা ভাদ্র, সোমবার, ১৮০৮ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে নব বিধানের নব ঈশ্বর, আর পুরাতন পথে চলিতে দিও না। পুরাতন পথে চলিয়া চলিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, এখন নূতন পথে হাত ধরিয়া লইয়া চল। তুমি যে উপাদানে গঠন করিয়াছ, তাহাতে পুরাতন কোন পদার্থ প্রবেশ করিতে পারিল না, এত দিন অনেক যত্ন করিলাম, নূতন ক্ষেত্রে পুরাতন শস্য জন্মাইতে পারিলাম না। কি আশ্চর্য্য, সকলই নূতন। নূতন শস্য ফলাইবে বলিয়া ক্ষেত্র পর্য্যন্ত নূতন করিয়া সৃজন করিয়াছ। পুরাতন যোগ, পুরাতন ভক্তি, পুরাতন কর্ম্ম, পুরাতন জ্ঞান, ইহার মধ্যে যাহা কিছু সার ছিল সমুদায় একত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাতে নূতন উপাদান মিশাইয়া নূতন যোগ, নূতন ভক্তি, নূতন জ্ঞান, নূতন কর্ম্ম, নূতন বিধানে নূতন উপাদানগঠিত পাত্র সকলে পূর্ণ করত এবার পৃথিবীতে প্রেরণ করিলে, এ যোগ সে যোগ অথচ সে যোগ নয়, এ ভক্তি সে ভক্তি অথচ সে ভক্তি নয়, এ কর্ম্ম সে কর্ম্ম অথচ সে কর্ম্ম নয়, এ জ্ঞান সে জ্ঞান অথচ সে জ্ঞান নয়, এ আশ্চর্য্য রহস্য কে বুঝিবে? তোমার নূতন মানুষ ভিন্ন ইহা বুঝিতে পারে, পৃথিবীতে এমন কাহাকেও তো দেখিতে পাই না। স্বয়ং পুরাতন পথে নূতন বস্তু উপার্জ্জন করিতে যত্ন করিলাম, অপরকে পুরাতন পথে নূতন বস্তু দিতে প্রয়াস পাইলাম, উভয়ই বিফল হইল। এখন তাই তোমার চরণ-পদ্মে পড়িয়া এই প্রার্থনা করি, হে নব বিধানের নব হরি, আর এ দাসগণকে নূতনে পুরাতন বস্তুর ভেইল মিশাইয়া আপনাদিগকে এবং অপরকে বঞ্চনা করিতে দিও না। নূতন কেবলই নূতন, অজস্র নূতন বস্তু স্বয়ং তোমার নিকট হইতে গ্রহণ করি, এবং অপরকে বিতরণ করি, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। প্রভো, তুমি দিন দিন এমন বস্তু দাও, যাহা সারবত্তায় পুরাতন বস্তু নিচয়কে পরাজয় করিয়া আত্মগৌরবের পরিচয় দান করে। নূতন যোগ, নূতন ভক্তি, নূতন কর্ম্ম, নূতন জ্ঞান যদি পুরাতন যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান অপেক্ষা সমধিক উজ্জ্বল, সার ও মনোহর না হয়, বল তবে তোমার নূতন বস্তুর সমাদর কেন হইবে? পুরাতন দেখিয়া শেষ করিলাম, এখন নূতনে আমাদিগকে মুগ্ধ কর যে, আমরা কেবল নিরন্তর তাহারই গুণ গান করি। নাথ, তোমার নূতন বস্তু আমাদিগের নিকট সমাদৃত হইলে, উহা আর পৃথিবীতে কখন অসমাদৃত থাকিতে পারিবে না।

তপোবল।

পুরাতন শাস্ত্রে তপোবলের মাহাত্ম্য শুনিতে পাওয়া যায়। পুরাতন শাস্ত্রে তপোবলের মাহাত্ম্য পুরাতন প্রণালীতে বর্ণিত আছে। তপোবলে নানাবিধ ভৌতিক অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শন, ইহাই তৎকালে তপস্যার আশ্চর্য্য প্রভাব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়ম সকলকে খণ্ডন বা বিপর্য্যস্ত করণ প্রাচীন কালে তপোবলের প্রমাণ ছিল, এ কালে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। ঈশ্বর এবং প্রকৃতি এ দুয়ের মধ্যে যে এক বিরোধী ভাব প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে জ্ঞানিমাত্রের নিকট সে বিরোধ মিথ্যা জ্ঞানসম্ভূত ভিন্ন আর কিছুই প্রতীত হয় না। যাহা প্রকৃতিনিষ্ঠ তাহা ঈশ্বরেচ্ছানুগত, যাহা অপ্রাকৃতিক তাহাই তাঁহার ইচ্ছার বিরোধী। প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক এ দুয়ের প্রভেদক সূক্ষ্ম রেখা দার্শনিক দৃষ্টিতে নিপতিত হয় নাই বলিয়া প্রাচীন কালে প্রকৃতি ও অপ্রকৃতি একই ভাবে পরিগৃহীত হইয়াছে, এবং অপ্রকৃতিঘটিত দোষ প্রকৃতির উপরে আরোপিত হইয়া উহাকে ঈশ্বরেচ্ছা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

প্রাচীন কালে তপোবলসম্বন্ধে অযুক্ত জ্ঞান থাকুক তাহাতে আসে যায় না, কিন্তু বাস্তবিক তপস্যার মধ্যে যে বল আছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই তপোবলকে লোকাতীত বলিলে কিছু দোষ হয় না, কেননা মানুষ আপনি যাহা করিতে পারে তাহা কখন তপঃসাধ্য নহে। তপের অর্থ সন্তাপন। ডিম্বে তাপ দিলে যেমন তাহার অভ্যন্তরীণ দ্রব পদার্থ হইতে শাবকের সমাগম হয়, তেমনি মনুষ্যের অভ্যন্তরে যে সকল শক্তি গূঢ় ও প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা তপস্যাযোগে উন্নত পরিবর্দ্ধিত পরিপুষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়। ডিম্বে সন্তাপন ক্রিয়া যে পক্ষী হইতে ডিম্ব সমুদ্ভূত তাহারই দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। তপস্যা সম্বন্ধে কি এ দৃষ্টান্ত সংলগ্ন হয়? মনুষ্য কি গূঢ় শক্তি সকল তপস্যাযোগে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য আপনি নিযুক্ত হয় না? দৃষ্টতঃ আপনি নিযুক্ত হয় সন্দেহ কি, কিন্তু যে উত্তাপে গূঢ় শক্তি উন্নত পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়, সে উত্তাপ তাহার নিজের নহে, আত্মা যাঁহার বক্ষে লালিত পালিত, তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন। তপস্যাযোগে যাহা হয় তাহা যদি আত্মারই হইল তবে আর উহাকে লোকাতীত কেন বলা যায়? এই জন্য বলা যায় যে, মনুষ্যের যত্ন, এবং ঈশ্বরের কৃপা এই উভয়ের সম্মিলন ভিন্ন তপঃসিদ্ধ হয় না। যদি কেবল মানবীয় প্রযত্ন সিদ্ধির হেতু হইত, উহাকে কখন লোকাতীত বলা যাইতে পারিত না, কিন্তু যখন লোকাতীত ঈশ্বরপ্রভাব উহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তখনই উহা লোকাতীত।

প্রাচীন বৈদিক ঋকে তপস্যার সন্তাপন শক্তি, এই সন্তাপন শক্তি হইতে অদ্ভুত প্রভাবের সমাগম, কবিসমুচিত প্রণালীতে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা যে তপোবলের কথা বলিতেছি, তৎসহ কাব্যের যোগ নাই, দর্শনের যোগ আছে। তপঃপ্রভাবে আত্মার শক্তি উদ্ভূত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে কি হয়? কায় বাক্ চিন্তা পরিশুদ্ধ হয়। কায় বাক চিন্তা পরিশুদ্ধির অর্থ কি? শরীরের ইন্দ্রিয় সকল বিষয় সহ অবিশুদ্ধ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে, তৎপ্রতি বীতরাগ হয়, বাক্য কখন সত্যকে অতিক্রম করে না, চিন্তা সর্ব্বদা ঈশ্বরানুগত বিষয়ে নিযুক্ত হয়। তপস্যার প্রথম সোপানে এই শুদ্ধি লাভ তাহাকে দ্বিতীয় সোপানে প্রবিষ্ট করে। কায় বাক্ চিন্তা যখন পরিশুদ্ধ হয়, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি বিশুদ্ধ হইতে থাকে। এই বিশুদ্ধ দৃষ্টি সহ লোকাতীত ভাব সংযুক্ত রহিয়াছে। যাঁহাতে এই বিশুদ্ধ দৃষ্টি সমুপস্থিত, তিনি যাহা

দর্শন করেন, সাধারণ লোকে তাহার বিপরীত দর্শন করে। এমন কি তাহারা তাঁহার দৃষ্ট বিষয়কে অসম্ভব এবং অলীক মনে না করিয়া থাকিতে পারে না। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি বর্ত্তমান ঘটনা সমুদায় অতিক্রম করিয়া অনন্ত ভবিষ্যতের মধ্যে বিচরণ করে, সুতরাং তিনি যাহা বলেন ও বিশ্বাস করেন, তাহা সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য।

এই দৃষ্টি তাঁহাকে তৃতীয় সোপানে আরূঢ় করে। এ অবস্থায় তাঁহার কামনা বাসনা অভিলাষ এই দৃষ্ট বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়া পাড়ে। তাঁহার বাসনা কামনার বিষয় অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত হইয়া যায় বলিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার বল তন্মধ্যে অবতরণ করে, সুতরাং এ অবস্থায় তপোনিষ্ঠ ব্যক্তি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা এমনই প্রবল ভাবে কার্য্য করে যে সত্বর অসম্ভব সম্ভব করিয়া তোলে। তপোবলে অসম্ভব সম্ভব হয়.এই প্রাচীন বিশ্বাস নূতন বিশ্বাস সহ এই স্থলে মিলিত হইতেছে। ভিন্নতা সেই স্থলে যে এ বল ঈশ্বরেচ্ছা সহ সম্মিলনে, তাহার বিপরীত গমনে নহে। তাঁহার তপস্যা প্রকৃতিকে বিপর্য্যস্ত করে না, কিন্তু প্রকৃতিতে যাহা ঘটিবে ভবিষ্য দৃষ্টি তাহারই সম্পূরণে প্রবৃত্ত হয়। প্রাচীন কালের তপোবল সম্বন্ধে কবিকল্পনা যাহা কিছু সংযুক্ত হইয়াছে তাহা তিরোহিত করিয়া দিলে, প্রকৃতিতে যাহা সম্ভব তাহা অলৌকিক দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া তাহাই ঘটান বুঝায়। তপঃসমুদ্ভূত যে সকল সিদ্ধির কথা লিখিত আছে, তাহার অধিকাংশ প্রকৃতিমূলক, এবং নিম্ন শ্রেণীর, তৎসম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিতে চাহি না, যাহা যথার্থ তপোবল এবং সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক আমরা তাহারই কথা বলিতেছি।

প্রত্যেক সাধকেরই তপোবল লাভে যত্ন একান্ত প্রয়োজন। কেন না আমরা যে তপোবলের কথা বলিলাম, ইহা যুক্তির একান্ত উপযোগী। নব বিধানের প্রত্যেক সাধকেরই তপোবল লাভ আকাঙ্ক্ষনীয়, কেন না তাঁহাদিগের ধর্ম্মে যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান সকলেরই স্থান আছে। তপোবলে ভবিষ্যৎ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে, তাঁহারা কর্ম্ম ও জ্ঞানে কখনই অধিকারী হইতে পারেন না। যোগও অতি সামান্য সীমামধ্যে আবদ্ধ থাকিবে, ভক্তি উচ্ছ্বসিত আকার ধারণ করিতে অক্ষম হইবে। আমরা যে তপোবলের উল্লেখ করিলাম, উহা সামান্য সিদ্ধির সহিত এক করিতে পারি না, তাহা হইলে ধর্ম্মবিজ্ঞানের একান্ত অবমাননা হয়।

মৃত্যুমধ্যে বাণী।

মৃত্যু সকলের সমান নহে। কেহ জানে না কোন্ সময়ে কি অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইবে। আশ্চর্য্য এই, অহরহ মৃত্যু বিচরণ করিতেছে, আমরা তাঁহার ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, অথচ আমরা আর সকল বিষয়েই ভাবি, কেবল এক মৃত্যুর বিষয়ে ভাবি না।

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥"

এ কথার লক্ষ্য কেহ নহেন, এ কথা বলিতে পারা যায় না। আত্মা অমর, এ জন্য আত্মা আপনার মরণের কথা ভাবিতে পারে না, ইহা যত দূর সত্য হউক না কেন, মনুষ্য যে অতি শীঘ্র বর্ত্তমান বিষয় সকলের আকর্ষণে মৃত্যুকে ভুলিয়া যায়, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। শরীরসম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ের যেমন নিরূপিত সময় আছে, মৃত্যুসম্বন্ধে যদি সেই রূপ নিরূপিত সময় থাকিত, মনুষ্য অনেকটা তৎসম্পর্কে চিন্তা নিয়োগ করিতে বাধ্য হইত, কিন্তু যখন তাহা নাই, তখন বর্ত্তমান বিষয়সমূহ তাহার মনকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে যে মৃত্যুসম্বন্ধে উদাসীন রাখিবে, ইহা

আর একটা অসম্ভব ব্যাপার কি? মৃত্যু নিঃশব্দে আসে, নিঃশব্দে মনুষ্যকে ইহলোক হইতে লইয়া যায়, এই নিঃশব্দতার মধ্যে কি বাণী অবস্থিতি করিতেছে একবার দেখা সমুচিত।

প্রথমতঃ মৃত্যু যাহাকে আক্রমণ করে, তাহার সম্বন্ধে কি কথা, সঙ্গীতে গানে তাহার স্থূল মর্ম্ম নিরন্তর কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এরূপে কীর্ত্তিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, কেন না মনুষ্য যাহাতে আপনার দায়িত্ব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া অজ্ঞানতাকে স্ব স্ব পাপের লঘুতার পক্ষে একটি প্রবল হেতু বলিয়া উপস্থিত করিতে না পারে, সর্ব্বপ্রথমে তাহার উপায় হওয়া আবশ্যক। যে বিষয়নিচয়ের মোহে মুগ্ধ হইয়া মনুষ্য আপনার চরমাবস্থার বিষয় ভাবে না এবং তজ্জন্য প্রস্তুত হয় না, সে বিষয় সকলের সঙ্গে তাহার এক দিন বিচ্ছেদ হইবে, অজ্ঞাত লোকে তাহাকে একান্ত সম্পদ্‌বিহীন হইয়া যাইতে হইবে, এ কথা সে পূর্ব্ব হইতে জানে, সুতরাং তাহার ঔদাসীন্য তাহার পক্ষে গুরুতর অপরাধ। মৃত্যু আসিয়া কেবল তাহাকে সেই সকল প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেয়, যাহা সে পূর্ব্ব হইতে জানিত। মৃত্যুশয্যায় শয়ান মনুষ্যকে মৃত্যু নিঃশব্দে কর্ণে কর্ণে কি বলে? মনুষ্য, তুমি যে সকলের জন্য মুগ্ধ হইয়াছিলে, আমায় একবারও স্মরণ করিতে না, দেখ তাহারা আর তোমার রহিল না। আমায় স্মরণে রাখিলে পরজীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে, তাহা তোমার সম্বন্ধে ঘটিল না, তুমি প্রস্তুত কি অপ্রস্তুত আমি তাহা দেখিব না, তুমি যদবস্থ তদবস্থ আমি তোমাকে পর পারে লইয়া সমুপস্থিত করিব। অসময়ে আমি তোমায় লইতে আসিয়াছি, এ কথা মুখে আনিও না, কেননা যদি আমি শতবর্ষ পরেও আসিতাম, তোমায় এইরূপ অপ্রস্তুত অবস্থায় পাইতাম। তুমি অদ্য আমার হস্তগত হইলে কি কল্য হস্তগত হইলে, তাহাতে কিছু আসে যায় না, পৃথিবীতে যত দিন ছিলে তাহা প্রাকৃতিক ব্যাপারে নিয়োগ করিয়াছ কি না, ইহাই তোমার সম্বন্ধে বিচার্য্য বিষয়। আমার অকাল মৃত্যু হইল, এ আপত্তি শ্রবণযোগ্য নহে। যে ব্যক্তি কালের যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে পারে না, তাহার সম্বন্ধে আবার কালাকালের বিচার কি?

মৃত্যু গ্রাসগত ব্যক্তিকে মৃত্যু যাহা বলিল, তাহা সকলেরই চিন্তার বিষয়। এ পৃথিবীতে অনেক লোকে অকাল মৃত্যুর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া থাকে, অহো কি অবিচার! অসময়ে অমুক ব্যক্তি পৃথিবী হইতে নীত হইল! বল হে মনুষ্য তুমি অকাল মৃত্যু বলিয়া দোষারোপ করিতেছ, তুমিতো এখনও জীবিত আছ, হয়তো আরও বিংশতি বর্ষ জীবিত থাকিতে পার, তুমি এই দীর্ঘকাল মধ্যে এমন কি কার্য্য করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছ। যাহাতে এই দোষারোপ, প্রকৃতির প্রতি প্রকৃত দোষারোপ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে তুমি সক্ষম হইবে। যদি তুমি এবং সকল মনুষ্য দেখিয়া শুনিয়া দোষারোপ করিয়াও মৃত্যুর প্রতি উদাসীন থাক, তবে কালাকাল যে মিথ্যা একটি জ্ঞানমাত্র, যুক্তিদ্বারা শ্রুতি যোগ্য নয়, ইহা সহজে সকলের প্রতীতি হইবে। গভীর বিষয়াসক্তি হইতে মনুষ্য কালাকালের বিচার উত্থাপন করে, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে, এতদ্দ্বারা কেবল ইহাই নিঃসংশয় প্রমাণিত হয়।

মৃত্যুর দ্বিতীয় বাণী অতি অল্প লোকে বিদিত। ইটী কি না মৃত্যুনিয়ন্তার দোষক্ষালনের পক্ষে উপযোগী, তাই সকলের নিকটে প্রতিভাত হয় না। এ বাণী যাহারা রহিল তাহাদিগের সম্বন্ধে। মৃত্যুর আগমনের পূর্ব্বেই মনুষ্যের জানা উচিত ছিল, এ সংসারে আমাদিগের আশ্রয় কে? আশ্রিত মনুষ্য মৃত্যু সমাগমে নিরাশ্রয় হইল, নিরাশ্রয় হইল বলিয়া হা হতোস্মি করিতে প্রবৃত্ত হইল, কয়েক দিন

পরে মৃত ব্যক্তিকে ভুলিয়াগেল, যে আশ্রয় বিহীন হইয়াছিল সে আবার আশ্রয়ান্তর লাভ করিল, সেই আশ্রয়ে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিল, কিন্তু তখনও জানিল না যে এ আশ্রয়ও পূর্ব্বাশ্রয়বৎ কিছুই নহে, যিনি মূল আশ্রয় তিনিই চির আশ্রয়। এক জন দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্বাশ্রয় বিহীন হইতেছে দেখিয়া আমরা দুঃখ করি, কিন্তু মৃত্যু তাহাকে পূর্ব্বাপর নিঃশব্দে কি বলিয়া আসিতেছে, সে ব্যক্তিও শ্রবণ করে না, আমরাও তৎপ্রতি কর্ণপাত করি না। আশ্রয়ের পর আশ্রয়শূন্য হইয়াও মনুষ্য নিরাশ্রয় হয় না, ইহা দেখিয়াও মৃত্যু কি বলিতেছে, তৎপ্রতি মনুষ্যের কর্ণপাত করা সমুচিত। মৃত্যু বলিতেছে, আমি যাঁহা কর্তৃক নিয়োজিত, তিনি অনন্ত করুণার প্রস্রবণ, তিনি কাহাকেও স্নেহশূন্য হইয়া পৃথিবী হইতে লইয়া যান না, কাহাকেও তদ্বিয়োগে কাতর করেন না। তিনি সর্ব্বাশ্রয়, মনুষ্য যদি একথায় বিশ্বাস করিতে না পারে, তবে সে দোষ তাহার নিজের, না, সে দোষ ভগবানের? ভগবান্ আমায় এই জন্য নিয়োগ করিয়াছেন যে, মনুষ্য তাঁহাকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া বীতশোক হইবে। তিনিই যে একমাত্র আশ্রয় নিরন্তর তিনি তাহার প্রমাণ দিতেছেন। অথচ সে প্রমাণের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, হে মনুষ্য, যদি তুমি তাঁহাকে দোষ দাও, অপরাধী হইবে, কিন্তু জানিও তথাপি তিনি তোমার প্রতি কখন নিষ্করুণ হইবেন না, কেননা তাঁহার প্রকৃতিই করুণ।

মৃত্যুর এই শেষোক্ত কথা প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে সপ্রমাণ হইতেছে, অথচ মানবের চৈতন্য নাই, পৃথিবীতে কত অনাথ সনাথ হইতেছে, কত সান্ত্বনাহীনের হৃদয়ে পুনঃ সান্ত্বনা অবতরণ করিতেছে, অথচ তাহারা বোঝে না, কেন অনাথ পুনঃ পুনঃ সনাথ হয়, কেন সান্ত্বনাবিহীন পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা লাভ করে। আমাদিগের এক জন বিশেষ সম্পর্কিত ব্যক্তি প্রিয়জনের বিচ্ছেদে এত দূর আহত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার ঈশ্বরের করুণার প্রতি অনাস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন তাঁহার সে ক্ষতি পূরণ হইল, তাহাতে তিনি এত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যদি আমরা তাঁহার পার্শ্বে থাকিতাম, হয়তো জিজ্ঞাসা করিতাম, মহাশয়, এখন তাঁহার করুণায় বিশ্বাস প্রত্যাগত হইয়াছে কি না? মনুষ্য মোহমুগ্ধ, সে জানে না যে, এ সংসারে তিনি কাহাকেও কোন দিন ক্ষতিগ্রস্ত করেন না, যাহা ক্ষতি বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা ক্ষতির জন্য নহে, তাহার কল্যাণের জন্য।

আমরা যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, এ অতি সূক্ষ্ম বিষয়। নানা হৃদয় নানা প্রকারে ব্যথিত, তাঁহাদিগের এ সকল কথা ভাল লাগিতে নাও পারে। কিন্তু যেখানে সত্য ও ঈশ্বর আমাদিগকে মৃত্যুকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করাইতেছেন, এবং দেখিতেছি তজ্জন্য কাহারাও মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইতে পারে না, সেখানে আমরা সে কথা মুক্তকণ্ঠে কেন বলিব না। মৃত্যুর নিঃশব্দ বাণী সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করুক, এবং সেই বাণী সকলের নিকটে সান্ত্বনা আনয়ন করুক।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

পুনর্জ্জন্মের কথা আমরা অনেক সময়ে অনেক প্রকারে বলিয়াছি, কিন্তু এই মতের মধ্যে যে গূঢ় সত্য বিনিহিত আছে, তাহা যত দিন প্রকাশ না পাইতেছে, তত দিন, ইহার বিলোপ সাধন হইতেছে না। শাক্যের ন্যায় প্রগাঢ় জ্ঞাননিষ্ঠ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যে মতের একান্ত অধীন ছিলেন, এবং আপনাকে আপনার পত্নীকে পূর্ব্বজন্মের ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রী প্রভৃতিরূপে অবস্থিত ছিলেন বিশ্বাস করিতেন, তিনিই আবার আপনার বংশ পূর্ব্বতন বুদ্ধনিচয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াছেন, তখন এ মতের মূলে কি আছে, দেখা নিতান্ত প্রয়োজন। এই মত এ কালেও অন্য আকারে বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের মধ্যে সমুপস্থিত, সে মত নিকৃষ্ট জীব হইতে মনুষ্য সমাগম। চিন্তাশীল ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বজন্মের বিষয় নানা আকারে

আনয়ন করিতেছেন কেন? যাঁহারা দেহ লইয়া ব্যস্ত তাঁহারা নিকৃষ্ট প্রাণী হইতে দেহের জন্ম, যাঁহারা আত্মা লইয়া ব্যস্ত তাঁহারা নিকৃষ্ট প্রাণীর ভিতর দিয়া আত্মাকে বর্ত্তমান জন্মে আনিয়া উপস্থিত করিতেছেন। মূল কথা এই মনুষ্য সর্ব্বপ্রথমে সকলই অভেদ দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া থাকে। মানুষেতে যেমন দেবপ্রকৃতি আছে, তেমনই পশুপ্রকৃতিও আছে। যাঁহারা অভেদদর্শী তাঁহারা মনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বল মন আমার ভিতরে অমুক অমুক পশুর প্রকৃতি দেখিতেছি; ইহা কোথা হইতে আসিল? মন বলিল, তুমি ইতঃপূর্ব্বে অমুক অমুক ছিলে, তাই তোমার এ জন্মে সেই সেই স্বভাব পরিহার হয় নাই। মনের এই উত্তরে মানবের বিশ্বাস হইল, কেন না বাস্তবিক সে দেখিল যে, তাহার ভিতরে তত্তৎ প্রকৃতি আছে, উহা আর কোথা হইতে আসিবে যদি তাহার সেই সেই জন্ম পূর্ব্বে না থাকিবে। তাহার এই বিশ্বাস কবিকল্পনার আশ্রয় লইয়া নানা প্রকার আখ্যায়িকা রচনা করিল, এবং কালে সেই আখ্যায়িকা লোকের মনে সত্য প্রতিভাত হইল। পূর্ব্বকালের উপদেষ্টৃগণ দার্শনিক সত্য-নিচয় আখ্যায়িকা যোগে লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেন, ইহা তৎকালের পক্ষে একান্ত উপযোগী ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিকল্পনা সত্যের স্থান অধিকার করিয়াই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এ কালে আমরা ভেদদর্শী। আমরা বলি, আমাদিগের মধ্যে পশু প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা অমুক অমুক পশু ছিলাম তাহা নহে, তবে প্রকৃতির একত্ব দর্শনে কেহ ভেদাভেদের ভূমিতে অবতরণ করিতে চান ক্ষতি নাই, কেন না তাহাতে সাধনের পথ প্রমুক্ত হইবে।

পূর্ব্ব জন্মের ন্যায় পূর্ব্ব কর্ম্ম একটি প্রবল মত। যেথানে পূর্ব্ব জন্ম আছে, সেখানে পূর্ব্ব কর্ম্ম আছে। সন্তান জন্মিয়া স্তনে মুখ দান করতঃ স্তন্য আকর্ষণ করিয়া লয়, ইহা যেমন পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার, তেমনি জীবনে যাহা যাহা ঘটে তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি দুষ্কৃতিজনিত। বর্ত্তমান "বংশ-পারম্পর্য্যীণ বিধির" সঙ্গে এই মতের সৌসাদৃশ্য আছে, সুতরাং দুইকে একই ভূমিতে আনয়ন করা যাইতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পিতৃপিতামহ হইতে যদি সন্তান কোন কোন প্রকার শরীর গত ব্যাধি, এবং মানসগত পাপপ্রবণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে পূর্ব্ব কর্ম্মকে তাহার কারণ রূপে না মানিলে স্রষ্টার প্রতি কি দোষ আইসে না? আমরা বলি, না। কেন না সেই সকল প্রতিরোধ করিবার শক্তি সেই আত্মার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। শরীরগত ব্যাধি কখন কখন এক পুরুষ দুই পুরুষ অতিক্রম করিয়া পুরুষান্তরে প্রকাশ পায়, ইহাতে এই দেখায় যে, কারণ প্রতিরুদ্ধ থাকে. এবং নিয়ম অবগত হইলে চির অবরুদ্ধ রাখা যাইতে পারে। মানসিক পাপ-প্রবণতা সাধনে তিরোধান করা যায়, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ। প্রবণতা লইয়া জন্মগ্রহণে স্রষ্টার প্রতি দোষ পড়িত যদি তৎপ্রতিরোধের উপযুক্ত শক্তি আত্মার মধ্যে বিনিহিত না থাকিত। ব্যাধিসম্বন্ধেও প্রতিরোধক নিয়মাবলী আছে, তাহা আজও আমরা জানিতে পারি নাই, ইহাতে বিজ্ঞানের অপূর্ণতা, সৃষ্টিতে অপূর্ণতা নাই। যদি বল এ সকল প্রব-ণতা না থাকিলে কি চলিত না? আমরা বলি, না। প্রবণ-তার তিরোধানে আমাদিগের মনুষ্যত্বেরও তিরোধান হইত। এই সকল প্রবণতাকে নির্জ্জীব করিতে গিয়া মনু-ষ্যের গূঢ় শক্তি সকল উদ্ভূত হইয়া পড়ে, সে সকলের প্রোদ্ভূততার পক্ষে উহারা অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং প্রবণতা-মাত্রই সদোষ এ কথা আমরা বলিতে পারি না। যে পরি-মাণে প্রবণতা প্রবল, সেই পরিমাণে তাহার বিরোধীশক্তির প্রাবল্য যখন আমরা দেখিতে পাই, তখন সৃষ্টিগত ঈদৃশ বিচিত্রতা দর্শন করিয়া আমরা অদ্ভুতরসে মগ্ন হই।

ঈশ্বরের অনন্তস্বরূপের গভীর সম্বন্ধ আজও আমরা জীবনে উপলব্ধি করি নাই। অনন্ত সকল দিকেই অনন্ত। আমরা আজ একটি বিষয়ে আমাদিগের জীবনের সঙ্গে অনন্তের গভীর সম্বন্ধ দেখাইতে যত্ন করিব। অনন্তের উপাসক যখন অনন্তের সঙ্গে সংযুক্ত হন, তখন সকলই তাঁহার অনন্তে পরিণত হয়। ক্ষুদ্রজীবের আনন্ত্যে পরি-ণত ইহা তো অসম্ভব যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। আনন্ত্যের অর্থ আর অন্তত্ব না থাকা, অনন্ত হইয়া যাওয়া নহে। অন-ন্তের উপাসক অনন্ত মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, অনন্ত কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া যাহা করেন, যাহা ভাবেন সকলই অবি-নাশী ও চিরস্থায়ী হয়। যাহা কিছু অন্তবিশিষ্ট বিনাশী ক্ষয়শীল, অনন্তের উপাসক সে সকলের প্রতি স্বভাবতঃ বিতৃষ্ণ, যাহা আজ আছে, কল্য থাকিবে, ত্রিকাল একই ভাবে স্থিতি করিবে অনন্তের দাস তাহারই জন্য আত্ম-জীবন সমর্পণ করেন। প্রাচীন কালে আত্মার অমৃতত্ব লাভের কথা যাহা আমরা শুনিতে পাই, তাহা অনন্ত অধি-কার করিয়া। "ধনদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না" ইহার অর্থ এই যে, ধন হইতে যাহা কিছু সমাগত হয় তাহা অন্তবৎ, সুতরাং অনন্তত্ব বা অমৃতত্ব তদ্দ্বারা লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। তোমার জীবন কালতরঙ্গগ্রস্ত হইবে, অথবা শাশ্বত কালে স্থায়ী হইবে, অনন্ত তোমার জীবনের মূল কি না দেখিলেই বুঝা যাইবে। শত শত প্রবল প্রতাপ সম্রাট্ আসিয়াছেন, আসিবেন, আবার কোন চিহ্ন না রাখিয়া চলিয়া যাইবেন, কিন্তু অনন্তদাস মহর্ষিগণের জীবন ইহলোক পরলোক সর্ব্বত্রঃ চিরস্থায়ী।

প্রচারবৃত্তান্ত।

কোন বন্ধুর নিকটে লিখিত ভাই বলদেব সহায়ের পত্র হইতে গৃহীত।

বর্দ্ধমানে আসিয়া আমি বরদা বাবুর ও নীরেশ্বর বাবুর বাটীতে ছিলাম। এখানে আমি মন্দিরেতে তিন দিন উপাসনা করিয়াছিলাম, লোক জন বেশী আসেন নাই। এখানকার ব্রাহ্ম সমাজের অবস্থা বড় শোচনীয়; কেহ উৎসাহী ও উদ্যোগী ব্যক্তি দেখিলাম না। আপনাদের পুরাতন বন্ধু অম্বিকা বাবু, যিনি এখানকার ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারি, তিনি একটু চিন্তাশীল ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইল। বর্দ্ধমান হইতে আমি রামপুর হাটে গেলাম। সেখানে আমি ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারি যদু বাবুর বাটীতে ছিলাম। ইঁহার সঙ্গে তিন দিন বেশ কথোপকথন হইল, এবং বিধান তত্ত্বের কথা যাহা আমি বলিলাম, সকলই ইনি ভাল করিয়া শুনিলেন ও স্বীকার করিলেন। * * * * * আমাদিগের ভ্রাতৃগণের প্রতি ইনি বেশ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। এক দিন এখানে ব্রহ্মমন্দিরে হিন্দিতে ব্রহ্মোপাসনা হয়, তাহাতে এখানকার সকল লোক আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন, শ্রোতাদিগের মধ্যে কয়েক জন মহিলাও ছিলেন। উপদেশের বিষয় "ঈশ্বরবিশ্বাস ও সাধুভক্তি ছিল" উপাসনা ও সঙ্গীত প্রায় ২॥০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত হইয়াছিল, উপাসনান্তে এখানকার প্রধান উকিল আনন্দ বাবুর সঙ্গে আলাপ হইল, ইনি উপদেশের উপর সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। শনিবারে আমি সেখান হইতে পূর্ণিয়ায় আসিয়াছি। এখানে আমাদিগের পুরাতন বন্ধু শরৎ বাবুর বাসায় রহিয়াছি। আমার প্রতি ইঁহার অতিশয় ভালবাসা আছে, ইঁার সঙ্গে ও অন্যান্য লোকদিগের সঙ্গে দিন রাত্রি উপাসনা, প্রার্থনা এবং সঙ্গীত শাস্ত্র পাঠ আলোচনা হইতেছে। রাত্রিতে ১২ টা, ১ টা, কখন কখন ২ টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে অতি আনন্দের সহিত আলোচনা হইতে থাকে, ইনি আমাকে এখান হইতে শীঘ্র বিদায় দিতে প্রস্তুত নহেন। এখানে সন্ধ্যার সময় নিত্যই এক এক বাটীতে গিয়া সঙ্গীত ও প্রার্থনা ও শ্লোকসংগ্রহ পাঠ এবং ধর্ম্মালোচনা হয়। এখানে আমি সুখ বোধ করিতেছি; এখানে প্রাতঃকালে দ্বারে দ্বারে সঙ্গীত করিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু মেঘ বৃষ্টির দরুণ হইয়া উঠে না। বিধানপতির কৃপায় এবং আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে আমি শারীরিক ও মানসিক ভাল আছি, এবং দেখিতেছি যে জীবনের একটী নূতন পরিবর্ত্তন হইবে। যে অবস্থায় এখন আছি এ অবস্থায় থাকিয়া প্রভুর বিধান ভালরূপে প্রচার হইবে না। আপনারা সকলে মিলে এই আপনাদিগের অধম দাসকে শুভ আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন, যাহাতে জীবনের মহা ব্রত সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারি।

আচার্য্যদেবের প্রার্থনার সার।

বৃদ্ধং করোষ্যম্ব শিশুং যুবানং
মুষাঃ সুবৃদ্ধো বলবান্ করীন্দ্রঃ।
প্রাচীনতা নাস্তি চিরং নবীনো
নরস্তদস্মাসু যথার্থ মস্তু॥

হে মাতঃ, তুমি বৃদ্ধকে শিশু কর, যুবা কর। মুষা অত্যন্ত বৃদ্ধ অথচ বলবান্ সিংহ। বার্দ্ধক্য নাই, মনুষ্য চিরনবীন, আমাদিগেতে সেইটি যথার্থ হউক।

"রাজন্ যদাজ্ঞাপয়সী"তি বাক্যং
নিরন্তরং যন্মুখলগ্নমাসীৎ।
মুষাঃ স বুদ্ধিং পরিহায় নিত্যং
সর্ব্বাস্ববস্থাসু তথা ভবেম॥

"হে রাজন্, তুমি যাহা আজ্ঞা কর" এই কথা নিরন্তর যাঁহার মুখে লগ্ন ছিল, তিনিই সেই মুষা। বুদ্ধি পরিহার করিয়া সকল অবস্থাতে যেন আমরা নিত্য সেইরূপ হই।

জাতিদ্বয়াসৃগ্ মিলিতঃ প্রযাম
মুষাশ্রমাৎ তৎপ্রভুভক্তিসংকৃতাঃ।
বিশ্বাসহৃন্নীতিশিলে বহন্ত
আশাং বিবেকাদ্রিমপি শ্রুতৌ হি তম্॥

দুই জাতির শোণিত মিলিত হইল। মুষার প্রভুভক্তিতে সংকৃত হইয়া বিশ্বাস ও হৃদয়রূপ নীতিশিলা, এবং শাস্ত্রের পক্ষে তিক্তকর আশা ও বিবেক বহন করত তাঁহার আশ্রম হইতে প্রস্থান করি।

পুরাতনানি সর্ব্বত্র নূতনান্যত্র কেবলম্।
নূতনান্ মানুষানস্মান্ কুরুত্বন্নূতনে বিধৌ॥

সর্ব্বত্রই পুরাতন, নূতন কেবল এখানে। তোমার নূতন বিধানে তুমি আমাদিগকে নূতন মানুষ কর।

আত্মাবমাননৈরাত্মনিবাসস্ত্বমসৎকৃতঃ।
তথাত্মগৌরবৈরাত্মবঞ্চিতো জ্ঞানমর্থয়ে॥

আত্মার অবমাননা করিয়া আত্মনিবাস যে তুমি, তোমারই অসৎকার করিয়াছি। আবার আত্মগৌরবে আত্মবঞ্চনা করিয়াছি। তাই জ্ঞান প্রার্থনা করিতেছি।

সক্রেটিসস্তে বাক্যোহয়ং রক্তমাংসাস্থিসংবৃতঃ।
সোহস্মাস্বাবির্ভবত্বম্ব যন্ময়াঃ সাধবস্তব।

সোক্রেটিস তোমার একটি বাক্য যাহা রক্তমাংসাস্থি দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে। সেই বাক্য, হে মাতঃ, আমাদিগেতে আবির্ভূত হউক, তোমার সন্তানগণ যে বাক্যময়।

শুদ্ধঃ শান্তঃ সুখদুঃখসমানস্ত্বন্নিদেশদৃক্।
সত্যায় স্বর্পিতপ্রাণস্তদ্রূপঃস্যাং সদাত্মবিৎ॥

শুদ্ধ, শান্ত, সুখদুঃখ সমান, তোমার নিদেশদর্শী, সত্যের জন্য সম্যক্ অর্পিত প্রাণ, নিরন্তর আত্মজ্ঞ, সেইরূপ হইব।

যথদ্রূপেণ সাধূনাং হৃদয়ে ত্বং বিরাজসে।
তত্তদ্ভাবিতে মাতরীক্ষেয় ভাব আত্মনি॥

যে যে রূপে তুমি সাধুগণের হৃদয়ে বিরাজ করিতে, তোমার অধিষ্ঠানে অত্যুন্নত আত্মনিষ্ঠ ভাবে, হে মাতঃ, সেই সেই রূপ দেখিতে চাই।

বিধানাগ্নৌ দীপ্যমানে স্বভাবায়ঃ সুতাড়নৈঃ।
নিয়মস্যাত্মতত্ত্বস্য রূপান্তরত্বমাপ্নুয়াৎ॥

বিধানরূপ অগ্নি দীপ্যমান, ইহাতে স্বভাবরূপ লৌহ প্রকৃষ্ট তাড়নায় নিয়ম ও আত্মতত্ত্বের রূপান্তরতা হউক।

"অবেহ্যাত্মান"মিত্যেষা যস্য হ্যবিতথাভিধা।
স রাজতে ত্বদঙ্গেহস্য তদভিন্নত্বমাপ্নুয়াম্॥

[সক্রেটিস সম্মিলন]

"আপনাকে জানে" এই যাহার যথার্থ নাম, তিনি তোমার অঙ্গে বিরাজ করিতেছেন, হে মাতঃ, তাঁহার সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হই।

দেহাতিরিক্তচৈতন্য ধারণেন ত্বমাশ্রয়ঃ।
বিজ্ঞাতোঽসিততো দেহনিলয়াত্তদ্বি ভাজয়॥

দেহাতিরিক্ত চৈতন্যের ধারণ দ্বারা তুমি আশ্রয় বলিয়া বিজ্ঞাত হও, সেই জন্য দেহনিলয় হইতে সেই চৈতন্যকে বিভক্ত করিয়া দাও।

জড় গরল পানেন মৃত্যুরুজ্জীবনং চিতা।
সম্রাট্ চিদ্যত মন্ত্রীচ বিবেকোনয় তত্র মাম্॥

জড়রূপ গরলপানে মৃত্যু, চৈতন্য দ্বারা উজ্জীবন, চিৎ যেখানে সম্রাট্, বিবেক যেখানে মন্ত্রী সেই স্থানে আমাকে লইয়া যাও।

দেহাশ্রিতং পরিত্যজ্য ত্বন্নিঃশ্বাসানিলোদ্ভবম্।
নির্লিপ্তং তদহংপশ্যন্ ত্বাং লভেয়াত্মনি প্রভো॥

দেহাশ্রিত অহম্‌কে পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিঃশ্বাসা-নিল সমুদ্ভূত নির্লিপ্ত অহম্‌কে দর্শন করত, হে প্রভো, তোমায় আত্মার মধ্যে যেন লাভ করি।

ধ্যানোজ্জ্বল মুখশ্রীমচ্ছাক্য সিংহপ্রতিষ্ঠিতাম্।
বৈরাগ্যভূমিং শূন্যার্থাং প্রাপ্য যামাত্র নির্বৃতিম্॥

ধ্যান দ্বারা উজ্জ্বলমুখ শ্রীমান্ শাক্যসিংহ প্রতিষ্ঠিত শূন্য সাধক বৈরাগ্য ভূমি প্রাপ্ত হইয়া আমরা নির্বৃতি প্রাপ্ত হইব।

পুরাতনং পরিত্যজ্য বৈরাগ্যসম্পদা নবম্।
প্রাপ্তুং মধ্যপথস্থস্য নিবৃত্তিংতস্য প্রার্থয়ে॥

বৈরাগ্য সম্পত্তিযোগে পুরাতন পরিত্যাগ করিয়া নূতন প্রাপ্ত হইবার জন্য মধ্যপথস্থ তাঁহার নিবৃত্তি প্রার্থনা করি।

নীচোচ্চসত্ত্বদুঃখাপহারায় দীনবৎসলঃ।
শাক্যো বৈরাগ্যকরুণাবতারেঽস্মাসু দৃশ্যতাম্।

নীচ এবং উচ্চ সমুদায় জীবের দুঃখ অপহরণ জন্য বৈরাগ্য ও করুণার অবতার দীনবৎসল শাক্য আমাদিগেতে দৃষ্ট হউন।

প্রাপ্ত।

বিধানবাদ ও শয়তানবাদ।

বিধানের আগমন আর হরিলীলা প্রকটন এক কথা। বিধানেই মুক্তিপ্রদ জীবন্ত ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ লীলা পবিত্রাত্মার কার্য্য দৃষ্ট হয়, দেবগণ আবির্ভূত হন, স্বর্গ নিকটস্থ হয়। ধর্ম্মের পুরাতন নির্জীব ভাব চলিয়া যায়, নবীন জ্যোতি ও সৌন্দর্য্য হয়। সকল কার্য্যে হরির মহিমা হরির জয় ঘোষিত হইতে থাকে, দৈববল বিশ্বাস ভক্তির বল প্রকাশ পায়, জগতে প্রেম পুণ্য বৈরাগ্যের জ্যোতি বিকীর্ণ হয়। বিধানাশ্রিত ভক্তের ভাব চিন্তা বাক্য কার্য্য শ্রীহরি অধিকার করেন, তৎসমুদায় রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। এক দিকে যেমন হরিলীলা, আর এক দিকে ঠিক সেই সময়ে শয়তানের কার্য্য উপস্থিত হইয়া থাকে। শয়তান আপন প্রজা ক্ষয় ও আধিপত্যের হানি দেখিয়া প্রবল পরাক্রমে স্বীয় প্রভুত্ব রক্ষার জন্য কার্য্য করিতে থাকে। এ স্থলে অহঙ্কার বা দুষ্টবুদ্ধিই শয়তান। শয়তান আপন প্রিয়শিষ্যদিগকে এই মন্ত্রণা দান করে, ইন্দ্রিয় সুখভোগ ঐহিক সম্পদ বিলাসবা-সনার চরিতার্থতানাধনই জীবনের সার। বুদ্ধিবল ধনবল জনবলই প্রকৃত বল। যোগ ভক্তি, বিশ্বাস বৈরাগ্যের কথা বাতুলের প্রলাপমাত্র, দৈববল পুণ্যবল দুর্ব্বলতার ভান, আদেশ প্রত্যাদেশ কল্পনা। ইন্দ্রিয়সংযম সাধন ভজন কেবল দুঃখের কারণ। স্বর্গের কল্পনা জল্পনা ছাড়িয়া দিয়া মুক্ত ভাবে দিবারাত্রি ভোগ সুখে রত থাক শয়তানের এই মন্ত্রণা। শয়তান ধর্ম্মোপদেশও দান করিয়া থাকে, কিন্তু সে যে ধর্ম্মের উপদেশ দেয় তাহা সংসারের রূপান্তর মাত্র। সে বিলাস ত্যাগ বৈরাগ্য সাধন প্রত্যা-দেশ শ্রবণ ও যোগ ভক্তি বিষয়ে কখন উপদেশ দিবে না। সে পূর্ণমাত্রায় সাংসারিক সুখ ভোগ করিয়া দূরস্থ নির্জীব ঈশ্বরের পূজা উপাসনা একটু একটু করিতে বলিবে, যে হেতু ইহাতে জীবনের উপর ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, এ জন্য সাহস পূর্ব্বক সে এই মন্ত্রণা দিয়া থাকে। সে এইরূপ কিছু কিছু ধর্ম্মের কথা বলিয়া নরনারীর মন আকর্ষণ

করে ও প্রজা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যে সকল সরলচিত্ত স্ত্রী পুরুষের ধর্ম্মের দিকে একটু টান আছে, এই উপায়ে তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া ও নানা ছল কৌশল ও মিষ্ট ব্যবহারে তাহাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়া পরে অবিশ্বাসের গরল গলায় ঢালিয়া দেয়। ভক্তের নিন্দা করে, তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে নানা কুটীল অভিসন্ধি ব্যক্ত করে. ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষকে সংসারাসক্ত ভরলেন্দ্রিয় চতুর মনুষ্য বলিয়া লোকের নিকটে প্রচার করে, এবং তাঁহার প্রচারিত বিধানের অমূল্য তত্ত্ব সকলের নানা প্রকার সাংসারিক কুটীল ব্যাখ্যা করে ও তৎপ্রতি উপহাস বিদ্রূপ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে না। সে নানা উপায়ে নরনারীর মনে ভক্ত মহাজনের প্রতি অবিশ্বাস অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ ভাব জন্মাইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করে। স্বর্গের পরিত্রাণপ্রদ সুসমাচার ও বিধিমাত্রেরই সে প্রতিবাদ করে, স্বর্গীয় রত্নগুলিকে বুদ্ধির মলিন রঙ্গে কলুষিত করিয়া লোকের নিকটে উপস্থিত করিয়া থাকে। সীতা হরণ করিবার জন্য রাবণ অন্য কোন উপায়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া যোগীর বেশ ধারণ করিয়াছিল, বিধানের সময়েও শয়তানাশ্রিত লোকেরা ধার্ম্মিকের বেশে আসিয়া লোকদিগকে আকর্ষণপূর্ব্বক বিধান ভ্রষ্ট করে ও জীবন্ত ঈশ্বর হইতে বহু দূরে লইয়া গিয়া পৃথিবীর অসার নির্জীব ধর্ম্ম প্রদান করিয়া থাকে, তাহার সকলই সাধারণ ও মানবীয়। মুসার সময়ে তৎপ্রচলিত বিধানের বিরুদ্ধে ফেরওণ দল বলে দাঁড়াইয়াছিল, ঈসার সময়ে শয়তানাশ্রিত ইহুদি সম্প্রদায় বিশেষতঃ তজ্জাতীয় ভাক্ত ধর্ম্মযাজকগণ উক্ত মহাপুরুষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। পরম বৈরাগী পুণ্যাত্মা ঈসা স্বর্গরাজ্যের সমাগম হইবে, এই সুসমাচার প্রচার করিতেন. ইহুদি লোকেরা পার্থিব রাজ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিত, এবং ঈসা রাজা হইতে চাহেন এই বলিয়া তাঁহাকে রাজবিদ্রোহী স্থির করিয়া পরিশেষে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিল। হজরত মোহম্মদের সময়ে তাঁহার জ্ঞাতি কোরেশবর্গ শয়তানের পক্ষ সমর্থন করিল, এবং তাঁহার প্রচারিত প্রত্যাদেশ ও উপদেশ সকলের নানা প্রকার কুটীল ব্যাখ্যা করিয়া নিন্দা বিদ্রূপ এবং তাঁহাকে ও তাঁহার অনুগামীদিগকে বিবিধ উপায়ে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যকে পাষণ্ডদল অল্প উৎপীড়ন করে নাই, তাঁহার ভক্তি ও বৈরাগ্যের নিন্দা করিতে ত্রুটি করে নাই। ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পাঠ করিলেই দেখা যায় বিধানের সময়ে শয়তান ও প্রবল পরাক্রমে কার্য্য করিয়া থাকে। অনেকের সংস্কার যে শয়তান মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া আসিয়া বিধানকে বাধা দেয়, আমরা শয়তানের বাহ্যরূপ স্বীকার করি না। শয়তান অন্তরে থাকে, কুবুদ্ধি ও পাষণ্ডতাই শয়তান। শয়তান সংসারের রূপান্তরমাত্র নির্জীব পুরাতন ধর্ম্মপ্রণালী বা প্রাণশূন্য নিকৃষ্ট একেশ্বরবাদের প্রতিবাদ করে না। কিন্তু স্বর্গীয় নব আলোক, জীবন্ত ধর্ম্ম জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকাশ পবিত্রাত্মার ক্রিয়া সে সহ্য করিতে পারে না। বিধাম পক্ষে হরি রহিয়াছেন, সাংসারিক বল বুদ্ধি চূর্ণ হইয়া যায়. পরিণামে বিধানের জয়/সত্যের জয় হয়। পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া কি সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে?

সংবাদ।

আগামী ৭ই রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশের দিন স্মরণ করিয়া উৎসব হইবে, প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিন ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের কার্য্য চলিবে। বিদেশস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে এই ভাদ্রোৎসবে আসিয়া যোগ দান করিবার জন্য আমরা সাদর নিমন্ত্রণ করিতেছি। অদ্য হইতে শনিবার পর্য্যন্ত সন্ধ্যার পর উৎসবে প্রস্তুতির জন্য পাঠ আলোচনা প্রার্থনা ও সঙ্কীর্ত্তন হইবে। আজ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় মন্দিরে জীবনবেদ হইতে পাপ বোধ বিষয়টী পাঠ হইবে।

বিগত ২২শে শ্রাবণ প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ চন্দ্র আসের নবকুমারের, এবং ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বসুর নবকুমারীর জাত কর্ম্ম নব সংহিতা অনুসারে সম্পাদিত হইয়াছে।

প্রতি রবিবার অপরাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসক মণ্ডলীর সভা হইয়া থাকে, তাহাতে আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনাদি হয়। গত ২৪শে রবিবার বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি না অবনতি এ বিষয়ে সংপ্রসঙ্গ হইয়াছিল।

ব্রাহ্ম যুবকগণ ব্রহ্মমন্দিরে প্রতি মঙ্গলবার অপরাহ্নে ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন, ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধাদিও পাঠ হয়। এতদুপলক্ষে ২৪।২৫ জন নব্য যুবক একত্রিত হইয়া থাকেন। যুবকদিগের এইরূপ সদুৎসাহ দেখিলে আমাদের মনে আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয়।

প্রতি সোমবার আলবার্ট হলে সম্মিলন সভার অধিবেশন হয়, ব্রাহ্মযুবকগণই তাহার প্রধান উৎসাহী।

তাপস মালার ১ম ভাগ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। তত্ত্বরত্ন মালানামক তত্ত্ব শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ যন্ত্রস্থ আছে, আশা করা যায় বর্ত্তমান ভাদ্র মাসমধ্যে তাহার মুদ্রাঙ্কন শেষ হইবে। এই পুস্তকের অধিকাংশ তত্ত্বাবলী সুপ্রসিদ্ধ পারস্য তত্ত্ব শাস্ত্র মসনবি মৌলবি মানবি হইতে সঙ্কলিত। সাধু জীবনের দৃষ্টান্ত ও সুন্দর সুন্দর উপন্যাসাবলী দ্বারা যোগ ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য প্রত্যাদেশাদি গভীর আধ্যাত্মিক বিষয় এ গ্রন্থে আশ্চর্য্যরূপে বিবৃত হইয়াছে। মোসলমান শাস্ত্রে যে কি অমূল্য রত্ন সকল আছে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলে সকলে

অন্দয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কিছুকাল হইল মস্তেকওয়ার নামক পারস্য গ্রন্থ হইতে তত্ত্বরত্নমালার প্রথম ভাগ সঙ্কলিত হইয়াছিল। এক্ষণ উহাকে উক্ত গ্রন্থের প্রথম প্রকরণ রূপে প্রকাশ করা গিয়াছে।

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে গত কল্য অপরাহ্নে কোচবিহার রাজধানীতে নববিধান মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ভাই গৌর গোবিন্দ রায় উপাধ্যায় এই শুভানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক ছিলেন। এই উপলক্ষে আচার্য্য দেবের প্রথম পুত্র শ্রীমান করুণাচন্দ্র তথায় মহারাজা কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছেন। কোচবিহারাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর স্বহস্ত কর্ণিক হস্তে ধারণ করিয়া স্বয়ং ইষ্টক স্থাপন করিয়াছেন। নববিধানের মূল তত্ত্ব লিখিত হইয়া একটী পাত্র মধ্যে ভিত্তিমূলে সংস্থাপিত হইয়াছে। সাগর দীঘীর উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে রাজ কার্য্যালয় ও বিদ্যালয় সকলের অদূরে সুখকর ও রমণীয় স্থানে মন্দির নির্ম্মিত হইতে চলিল। একটি স্বাধীন রাজ্য নববিধানের শীতল ছায়াতে আশ্রয় লাভ করিল। বিধানবিশ্বাসী ব্রাহ্মমাত্রের হৃদয় এই সংবাদে আনন্দ লাভ করিবে। আচার্য্যদেব ১৮৮৩ সাল ২৭শে মে হিমালয় শিখরে প্রার্থনায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, "মা, আমি পরলোকে গিয়া দেখিব, যত বড় বড় লোক আমার মার পূজা করিতেছে, আমরা এই ক্ষুদ্র ঘরে তোমার পূজা করিতেছি, ইহার পর ভবিষ্যতে তোমাকে রাজা ভূপতিগণ করিবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতে চলিল।

গত ২৫শে শ্রাবণ রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে যে উপদেশ হইয়াছিল তাহার সার এই ;—আধুনিক সভ্য কৃতবিদ্যগণের ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতমণ্ডলীর জীবনের কার্য্যকলাপ ধর্ম্মশূন্য ও ঈশ্বরশূন্য। তাঁহারা সমাজ সংস্কার রাজনীতির আন্দোলন ও বিজ্ঞানচর্চ্চা, নিয়ম প্রণালী স্থাপন যাহা কিছু করেন নাস্তিক ভাবে করিয়া থাকেন, সমুদায় নীতি ও বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তক ও নিয়মের নিয়ন্তা যিনি সেই বিশ্বপতি বিশ্বনিয়ন্তার সঙ্গে কিছুমাত্র যোগ রক্ষা করেন না। ইহা ভয়ানক শোচনীয় অবস্থা। দাতার সকল দান ভোগ করিবেন, সেই দানেই মুগ্ধ, দাতার সঙ্গে জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই, নিয়ন্তার নিয়ম মান্য করিবেন, নিয়ম লইয়াই ব্যস্ত কিন্তু নিয়ন্তাকে বিদায় দিবেন, ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কিছুই নাই। রাজনীতি সমাজনীতি বৈজ্ঞানিক নিয়ম প্রণালী সমুদায়ের মূলে যে ঈশ্বর রহিয়াছেন এ বিষয়ে কাহার দৃষ্টি নাই। দেশ সংস্কারকগণ সার ও সুমিষ্ট পদার্থ ছাড়িয়া কেবল খোসার আদর করেন, তাঁহাদের সমুদায় কার্য্য যে নীরস অর্থশূন্য জীবনশূন্য, ইহা বলা বাহুল্য। অনেকে ঈশ্বর স্বীকার করেন না, স্বীকার করিলে ও তাহা কেবল মৌখিক স্বীকার, উহা না করার মত। রাজনৈতিক কৃতবিদ্যদিগের দ্বারা নগরে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে, খোলকরতাল বাজিতেছে, কিন্তু তাঁহাতে হরি নাই। হরি ছাড়া সঙ্কীর্ত্তন, সৃষ্টি ছাড়া ব্যাপার। ইঁহারা যাহা করেন ঈশ্বরকে বাদ দিয়া করেন, এরূপ দুঃখের ব্যাপার আর কিছুই নাই। বৈদিক ঋষিগণ চন্দ্রে সূর্য্যে জলে স্থলে বিদ্যুৎ অগ্নি মধ্যে বজ্রধ্বনিতে ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিয়া পুলকিত অন্তরে তাঁহার স্তব স্তুতি বন্দনা করিতেন। তখন জ্ঞানের তাদৃশ পরিস্ফুট অবস্থা ছিল না বলিয়া তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর প্রতীতি করিতেন। এক সূর্য্যের জ্যোতিতে যেমন সমুদায় জগৎ আলোকিত, তদ্রূপ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শক্তিতে বিশ্ববিধৃত ও পরিচালিত, সমুদায়ের মধ্যে তিনি বিরাজমান, তাঁহাকে ছাড়িলে সমুদায় অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। যদি নব্য কৃতবিদ্যগণ সমুদায় কার্য্যকলাপে তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সঙ্গে যোগ রক্ষা ও তাঁহার মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে অভ্যাস করেন, তাহা হইলে মঙ্গল হয়। অন্যথা এইরূপ নীচ পার্থিব লক্ষ্য করিয়া অসার ভাবে রাজনীতি ও সমাজ নীতির আলোচনা করিলে জগতের উপকার না হইয়া বরং অপকার হইবে।

গত আষাঢ়োৎসবে মংমনসিংহস্থ বিধানবাদী ব্রাহ্মদিগের উপকার হয় নাই বলিয়া একজন বন্ধু গত বারে ধর্ম্মতত্ত্বে উৎসবের বিবরণে উল্লেখ করিয়াছিলেন, আর এক জন বন্ধু তাহার প্রতিবাদসূচক এক পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি বলেন উপকার হইয়াছে। সম্পাদক পীড়িত থাকাতে কাজ কর্ম্মের কিছু বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। পত্রখানা প্রকাশ করা আর আবশ্যক বোধ করা গেল না।

বিগত ২৪শে শ্রাবণ কিশোরগঞ্জনিবাসী প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জগমোহন বীরের মাতৃ শ্রাদ্ধ তাঁহার নিজালয়ে নব সংহিতার বিধি অনুসারে সম্পাদিত হইয়াছে। স্থানীয় ৭। ৮ জন ব্রহ্মোপাসক ও দুই জন প্রচারক উপস্থিত থাকিয়া সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে যথোপযুক্ত সদুদ্দেশ্যে দান হইয়াছে। শতাধিক দীন দুঃখী আহার ও কিছু কিছু অর্থ পাইয়াছে। তথা হইতে এক বন্ধু আমাদিগকে এ বিষয়ে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। "এই ঘটনা উপলক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইল। ইহাতে বিধাতার কৃপাই আমরা সকলে দেখিতে পাইলাম। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বের দিন রাত্রি পর্য্যন্ত ক্রমাগত ৪। ৫ দিন অনবরত মুষল ধারে বৃষ্টি হইয়াছিল। এমন বৃষ্টি শীঘ্র হয় নাই, কিন্তু যে দিবস এই অনুষ্ঠান ছিল, দিন রাত্রি সমান সুবিধা ছিল। নর নারী সকলে বীর মহাশয়ের মা ভাগ্যবতী ছিলেন, এই বলিয়া ধন্যবাদ করিল। এইরূপ অনুষ্ঠান গ্রামে গ্রামে হইলে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি, সকলে বুঝিতে পারিবে। বীর মহাশয়ের কনিষ্ঠা একটী ভগিনী ক্রমাগত ৪। ৫ মাস মাতৃসেবা যেরূপে করি-

লেন দেখিয়া আমরা সকলেই কৃতার্থ হইলাম। রুগ্নশয্যায় কন্যার সেবায় বৃদ্ধা মাতা এক দিন বলিয়াছেন, তুমি আমার নিকটে আসিলে অর্দ্ধ স্বর্গ লাভ করি। বাস্তবিক এমন ভাবেই সেবা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধের দিবস অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া ব্রাহ্ম ও হিন্দু মুসলমান সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। এমন মেয়ে সকলেরই আদরণীয়। এই হইতে পরিবারস্থ সকল বুঝিয়াছেন যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আর ছাড়িতে পারিবেন না। বীর মহাশয়ের ভাগিনেয়গণ ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় ও ইঁহারা পরিশ্রম করিয়া উচ্চ জীবনের পরিচয় দিয়াছেন।

আমরা শোক সন্তপ্ত চিত্তে লিখিতেছি যে, পরমযোগী ও ভক্ত দক্ষিণেশ্বরের ভক্তিভাজন শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরম হংস দেব গত কল্য রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় কাশীপুরে ঐহিক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি বহুকাল হইতে রোগ যন্ত্রনাভোগ করিতেছিলেন, এইক্ষণ সমুদায় রোগ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতধামে চলিয়া গেলেন। বঙ্গভূমি একটী সাধুরত্ন হারাইল। অদ্য অপরাহ্ণ ৫টার সময় বরাহ নগরের ঘাটে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইবে।

আমাদিগের লাহোরস্থ ভ্রাতৃগণ পাঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাড়িত হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে নব বিধান প্রতিষ্ঠা করিতেছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। তাঁহারা সম্প্রতি একত্র হইয়া নিম্ন লিখিতরূপ কয়েকটি প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছেন, যথাঃ—(১) তত্রস্থ পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ যে প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মকে ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা আর হইতে দিবেন না। ব্যক্তিগত অত্যাচার ও অসদ্ভাব তাহারা ক্ষমা করিতেছেন। (২) লাহোরে নববিধান প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে রীতিমত নগরকীর্ত্তন এবং প্রচার আরম্ভ হইবে। (৩) লাহোরে নূতন ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণার্থে উপযুক্তমত স্থান ক্রয় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইবে। (৪) আগামী ১ লা আগষ্ট হইতে ছাদিকিকৎ নামক উর্দ্দু পত্রিকাকে পুনর্জীবিত করিয়া নববিধানের ভাবানুসারে প্রচারিত হইবে। পাঞ্জাবে নববিধানের মুখপাত করিবার জন্য আগামী ১ লা আগষ্ট হইতে বিধানবাদী নামক ইংরাজী পত্রিকা প্রচারিত হইবে। (৫) উপরিউক্ত প্রস্তাব কয়েকটি শ্রীদরবারের সম্পাদক ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হয়। পাঞ্জাবে নববিধান স্বতন্ত্র ভাবে প্রচারিত হইবার সময় আসিয়াছে। নববিধানে অবিশ্বাসীদিগের সহিত এক গৃহে থাকিয়া ইঁহাকে আর ক্ষুণ্ণ করা উচিত নহে। "বিধানবাদী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। ভগবান্ আমাদিগের ভ্রাতাগণের যত্নকে সফল করুন।

আমাদিগের যুবকব্রাহ্মগণ 'কন্‌কর্ড" নামক একটি সভা সংস্থাপন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। যাহাতে যুবকদলের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্মিলন হয়, ইহাই সভার উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত আমীর আলি সংকারী সভাপতি হইয়াছেন। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান ও মোসলমান কয়জন প্রধানকে সভাপতি নিযুক্ত করিয়া যুবকগণ উদারতারই পরিচয় দিয়াছেন। আমরা অবগত হইলাম, শ্রীযুক্ত কুচবিহারাধিপতি সভাকে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। তাহারা কনকর্ড নামক এক খানা ইংরেজী পত্রিকা চালাইতেছেন; ইহার লেখা অতি উৎকৃষ্ট হইতেছে। আমাদিগের যুবা ভ্রাতৃগণ সফল যত্ন হন ইহা আমাদিগের প্রার্থনা।

কোন অপরিচিত মহিলা হইতে নিম্ন লিখিত প্রার্থনাটী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। "হে ন্যায়বান্ সত্য ঈশ্বর, তোমার বিচারে যাহা ন্যায় যাহা মঙ্গল তাহাই হইবে, আমার মনে যেন তাহাই সন্তোষজনক হয়। নিজের বুদ্ধিতে, যাহা তোমার ইচ্ছা নহে, এমন একটি অন্যায় বিষয় কল্পনাতে আনিয়া কেন অসুখী হইব? হরি, তুমি যাহা কর তাহাই ভাল, তাহাই আমার পক্ষে সুবিচার হইবে, ইহাতে স্থির বিশ্বাস করে দাও। আমি যেন সকল ভার তোমার উপর দিয়া আর নিজের শুভাশুভ চিন্তা নিজে না করি। তুমি ত ঠাকুর সকল দুঃখই দূর করিয়াছ। নিজের কুবুদ্ধিতে যত অমঙ্গল ঘটাই সকলই দূর করে দাও। আমার কি ক্ষমতা আছে হরি, যে পাপজীবনে ঘটা অসম্ভব ভাবিতাম কই তাহাত আমার জোরে রহিত হয় নাই। আবার যাহা ছাড়াও অসম্ভব ভাবিতাম—এ অসাধ্যসাধন কি করে হবে ভাবিয়া নিরাশ হইতাম, হে পবিত্র তেজঃপূর্ণ দেব, তোমার দয়ার তেজে তাহাও দূর করিয়া দিয়াছ। তবে কেন আর আপনার ভার আপনার উপর রাখিয়া আপনাকে দায়ী করি। তোমার ইচ্ছা মঙ্গলময়, এবং তাহাই পূর্ণ হউক, তাহাতেই আমার আনন্দ হউক। তাহাতে নির্ভর করিয়া আমি সুখী হইতে পারি, হে আনন্দময়ী মাতঃ, তুমি আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর।"

গত ২০শে ভাদ্র রবিবার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রাদিগের উপাসনা সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব বোটানিকেল গার্ডনে সম্পাদিত হইয়াছে। প্রাতঃকালে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সন্ন্যাল উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে সৎপ্রসঙ্গ ও প্রান্তরগত বক্তৃতা এবং উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ মিত্র কার্য্য করিয়াছিলেন।

ঢাকা নববিধান সমাজের সম্পাদক ডাক্তার দুর্গাদাস রায় নববিধান বিষয়ে বরিশাল নগরে উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন।

[illegible] ব্রহ্মমন্দিরের [illegible]ক উপাসক অতিশয় সম্ভ্রম ও সম্মান সহকারে [illegible] প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের নিকটে আবেদন করিয়াছেন যেন তিনি শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আপন কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহাদের আবেদনের সম্মান রক্ষা করা তাঁহার কর্তব্য।

বিগত ৩০শে জুলাই পুনানগরে ব্রাহ্ম আইন অনুসারে দুইটি অসবর্ণ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত তাঞ্জোর নিবাসী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশীয়, এক জনের ২৫ বৎসর অন্য জনের ২৯ বৎসর বয়ঃক্রম। কন্যা অপর জাতীয়া এক জনের ১৬ অপর জনের ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম। পঞ্চাপুর নগরে উভয়ে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছে। গোতারার মহারাজ সাহেবজি এই বিবাহে উৎসাহ পূর্ব্বক যোগ দান করিয়াছেন।

গত ২৭শে শ্রাবণ মঙ্গলগঞ্জে পুণ্যাহ উৎসব হইয়াছে। তদুপলক্ষে ভাই রামচন্দ্র সিংহ তথায় গিয়াছিলেন, প্রাতঃকালে সমবেত উপাসনা, অপরাহ্নে ইছামতী নদীর তীরে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। সঙ্কীর্ত্তনান্তে ভাই রামচন্দ্র সিংহ কৃষকদিগকে সম্বোধন করিয়া কথাবার্ত্তাচ্ছলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে জ্বলন্ত বিশ্বাস ও প্রত্যাদেশের গূঢ় মর্ম্ম সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই পুণ্যাহ উপলক্ষে ভূম্যধিকারী ভ্রাতৃবর লক্ষ্মণচন্দ্র আস নিম্নলিখিত দান অঙ্গীকার করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির	...	১০৲
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগ		১০৲
ভারত সংস্কারক সভার দাতব্য বিভাগ		৫৲
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের রবি বাসরিক বিদ্যালয়		৫৲
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক দিগের গৃহসংস্কার	...	১০৲
ধুবড়ি নববিধান সমাজের জন্য		২৫৲
বারদব হাটি ব্রাহ্মসমাজ		২০৲
ময়মনসিংহ নববিধান সমাজ		২০৲
ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা	...	৫৲
ইণ্টার প্রিটার পত্রিকা	...	১০৲
গয়া ব্রাহ্মসমাজ	...	১০৲
ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় অপরাপর দান		৩০৲
দীন দুঃখী দিকে ও অন্যান্য বিষয়ে দান		৯০৲

মোট ২৫০৲ টাকা।

বিধানাশ্রিত কলিকাতাস্থ প্রচারক পরিবারগণের ভরণ পোষণ জন্য ১৮৮৬ সালের জুলাই মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়।

মাসিক দান	...	১৩৩৲
শান্তিসভা	...	১৭৷৹
আনুষ্ঠানিক দান (বাবু যদুনাথ ঘোষ ধুবড়ী)	...	৩৲
এককালীন দান (মুরাদ্ নগর ব্রাহ্ম সমাজ)	...	১০৲
পাথেয় হিসাবে (কুড়িগ্রাম ব্রাহ্ম সমাজ)	...	১০৲
		১৭৩৷৹
গত মাসের স্থিতি	...	১০৪৶৹
		২৭৭৷৶৹

ব্যয়।

চাউল, কয়লা, দুগ্ধ বাজার প্রভৃতি	...	১০০৷৵৭
রোগীদিগের ঔষধ পথ্য	...	৮৴১৫
ধোপা, নাপীত, ব্রাহ্মণী প্রভৃতির বেতন	...	১৪৸৫
বিনামা	...	১.
নূতন আপিস বাটী ভাড়া (জানুয়ারি হইতে জুন)		৬০৲
ছেলেমেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা পুস্তক প্রভৃতি	...	১৪৷৶৹
মন্দিরে যাতায়াতের গাড়ী ও পাল্কী ভাড়া	...	১৸৹
পাথেয়	...	১০৲
পুরাতন ঋণ শোধ	...	৭৲
বাবু রামলাল ভড় ২৲, রাম বাবুর বাড়ীর চাকর ৫৲		
		২১৮৷৵৭
স্থিতি	...	৫৯৶৹
		২৭৭৷৶৹

মাসিক দান।

মহারাজা কুচবিহার		...	৪০৲
মহারাণী কুচবিহার		...	২০৲
শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী		...	৪৲
শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ ঘোষ, সিমলা		...	২৲
" "	প্রকাশ চন্দ্র রায়, মতিহারী	...	৪৲
" "	লক্ষ্মণ চন্দ্র আস, মঙ্গলগঞ্জ	...	৪৮৲
" "	প্রসন্ন কুমার ঘোষ, গোলাঘাট	...	৮৲
" "	রাজকৃষ্ণ ঘোষ, ঐ	...	৬৲
" "	কান্তিমণি দত্ত, রংপুর	..	১৲
			১৩৩৲

☞ এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২১ ভাগ। ১৮ সংখ্যা। | ১৬ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৮০৮ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে ভক্তবৎসল ভগবন্, ভক্তের আনন্দ তোমার লীলাদর্শনে, তুমি লীলাময়, তোমার লীলা জীবগণের পরিত্রাণের জন্য। ভক্তি সহজে জীবহৃদয় বিশুদ্ধ করে, নির্ম্মল আনন্দ অর্পণ করে, তাহার ভববন্ধন মোচন হয়। শত শত সাধনে যাহা হয় না, এক তোমার লীলাদর্শনে তাহা সহজে সাধিত হয়। কে লীলা দর্শন করিতে সক্ষম, যাহার যোগনয়ন উন্মীলিত হইয়াছে। প্রভো, যদি তোমার লীলা দর্শন করিতে হইলে যোগের উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় হইতে হয়, তবে বল আমাদিগের ন্যায় অযোগিগণের কি দশা হইবে? তুমি বলিতেছ, এ যোগ বিশ্বাসযোগ। যাহার বিশ্বাস আছে সে আমার লীলা দেখিতে পায়। দীনবন্ধো, এখানেও আমাদিগের সম্বন্ধে বিপদ্, তেমন উচ্চতম বিশ্বাস আমরা কোথায় পাইব, যাহা যোগ বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য। যদি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস দিয়া তোমার লীলামাধুর্য্য আমরা উপভোগ করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে আমাদিগের ভাগ্যে তোমার লীলাদর্শন সম্ভব হয়, এবং তজ্জনিত পরিত্রাণের আমরা আশা করিতে পারি। তোমার কৃপা হইলে এ অধম দাসগণও তোমার লীলাদর্শনে কৃতার্থ হইতে পারে। জানি না আমরা কি এমন সৌভাগ্য করিয়াছি, যাহাতে তোমার লীলা-দর্শনে অধিকার লাভ করিয়াছি। এখন কেবল অভিলাষ এই যে, এ জীবন তোমার লীলা-দর্শনে অতিবাহিত হয়। যে তোমার লীলা দেখিতে চায়, তাহাকে কেবল নিয়ত সাবহিত থাকিতে হয় তাহা নহে, জীবন্মৃত হইতে হয়। যে সর্ব্বদা আপনাকে দেখে আপনাকে ভাবে, বল, তাহার তোমার লীলা দেখিবার অবসর কোথায়? যাহার মন তোমাতে পড়িয়া আছে, সেই কেবল তোমার লীলা দেখিতে পায়। হে বিশ্বাসীর ধন, বিশ্বাস দাও যে, তোমার লীলা দেখিতে দেখিতে আপনাকে ভুলিয়া যাই। যতই আপনাকে ভুলিব, ততই তোমার লীলার পর লীলা দেখিয়া কৃতার্থ হইব। হে হরি, আমরা তোমার লীলাদর্শনজনিত পরিত্রাণ ও আনন্দের ভিখারী, তুমি কৃপাগুণে এই ভিক্ষা দান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।

ভাদ্রোৎসব।

ভগবানের কৃপায় এবার ভাদ্রোৎসব অতি সুগম্ভীর ভাবে নিষ্পন্ন হইয়া গেল। উপস্থিত সাধক মাত্রেই আপনাদের সৌভাগ্য বুঝিয়াছেন

ও দর্শনীয় বিষয় লাভ করিয়াছেন. এখন যাহা অবশিষ্ট তাহা তাঁহাদিগের প্রযত্নাধীন। কোন বৎসর আমরা এ কথা বলিতে পারিলাম না যে, এবার উৎসবে ভগবানের অভাবনীয় কৃপা বর্ষিত হইল না, আবার এ কথাও বলিতে পারিলাম না যে, আমরা যাহা পাইলাম সমগ্র বৎসর তাহার সদ্ব্যবহার হইল। উৎসব আমাদিগকে স্বর্গের নিকট লইয়া যায়, পরক্ষণে আমরা যে স্বর্গ হইতে দূরে গিয়া পড়ি তাহা কেবল আমাদিগের অপরাধ জন্য। বৎসর বৎসর আমাদিগের এই রূপ উৎসবের প্রতি অপরাধ ঘটিয়া আসিতেছে, অথচ বিধানপতি ঈশ্বর উৎসবের দ্বার অবরোধ করিলেন না, এ দেখিয়াও কি আমাদিগের তাঁহার অদ্ভুত করুণার প্রতি চক্ষু উন্মীলিত হইবে না? তাঁহার করুণায় মুগ্ধ হইয়া তিনি যাহা বলেন, তাহা করিতে যত্নবান্ হইব না? ধন্য তাঁহারা যাঁহারা উৎসবাবতরিত বিষয় নিজ নিজ জীবনের বিষয় করিয়া লইবেন।

৭ ভাদ্র রবিবার প্রাতঃকালে সঙ্গীতানন্তর উপাসনা ও উপদেশ হয়। উপদেশের পূর্ব্বে নিম্ন লিখিত আচার্য্য দেবের প্রার্থনা পঠিত হয়।

হে পরম পিতা, হে দয়াল বিধাতা, আমরা যেন সর্ব্বদা আমাদের সৌভাগ্যের জন্য কৃতজ্ঞ থাকি। মানুষ যত আপনার দুর্ভাগ্য বিপদ্ ভাবে, যত অসার দিক্ দেখে, তত‌ই অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসী নিরাশ হয়। আর আমরা যত সম্পদের সৌভাগ্যের দিক্ দেখি, ততই আশান্বিত হই, কৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসী হই। পৃথিবীতে কেহ কেহ কেবল মন্দ দিক্ দেখে, কেহ কেবল ভাল দিক্ দেখে। মন্দ দিক্ দেখা মরিবার সময়। ভাল দিক্টা দেখিব, আশা উদ্দীপন করিব। খুব বিপদ্, তার ভিতরও আশা করিব, ধৈর্য্য ধরিব। অন্ধকার বিপদের ভিতর নিরাশ অবিশ্বাসের গাছ হয়, আর সৌভাগ্যের উত্তাপে আশা বিশ্বাসের গাছ হয়। আমরা সৌভাগ্যের দিক্ দেখিব। নববিধানবাদীদের বিশেষ এক সৌভাগ্য যে, আমরা এ সময় জন্মিয়াছি। এ সময় জন্মগ্রহণ করা কি চেষ্টায় হয়, না সাধন ভজনে হয়? শুভ ক্ষণে আমরা হয়েছি। এক শতাব্দী পূর্ব্বেও আমরা জন্মিতে পারিতাম, কি এক শতাব্দী পরেও তো জন্মিতে পারিতাম, ইহার কিছুই ত দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু তুমি অত্যন্ত দয়ালু তাই এ জীবগুলিকে বিশেষ সৌভাগ্যরত্নের হার গাঁথিয়া ইহাদের গলায় পরাইয়া দিলে। বলিলে ধন্য ধন্য তারা, যারা বঙ্গদেশে আমার বিশেষ কৃপার সময়, নববিধানের সময় জন্মেছে। আমরা বিশেষ সৌভাগ্যশালী। বিশেষ প্রেমের লীলা দেখাতে লাগিলে ভক্তের হৃদয়ে। বাহিরে বাণ বর্ষণ হইতেছে, লোকে গালাগালি দিতেছে, কিন্তু হরিনামবাদীরা ভিতরে ভিতরে রত্ন কুড়াইতেছে। শুভ ক্ষণে আমাদের জন্ম। নব ধর্ম্মে ধার্ম্মিক যাঁরা, তাঁরা এমনি বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, এদের জন্মের সময় শুভ তারা ছিল, তাই এত বিপদে, গালাগালিতে, ঝড়ে এরা অবসন্ন হইল না। এরা তবে এদের জীবনে ঈশ্বরের বিশেষ কিছু একটা কৃপা দেখিবে। আমরা কজন নববিধানবাদী এ সময় কেন জন্মিলাম? তুমি ত অনায়াসে ৫০০ শত বৎসর পরে আমাদিগকে বীতে আনিতে পারিতে। আসিয়া দেখিতাম, সব চলিয়া গিয়াছে, নববিধানের পূর্ণিমা গিয়াছে, জ্বলন্ত প্রত্যাদেশের সময় গিয়াছে। তখন কাঁদিতাম। আমাদের পরে যারা আসিবে তাহারা ইতিহাস পড়িয়া সব জানিবে, শুনিবে, কিন্তু দেখিতে পাইবে না। কেন আমরা অন্য দেশে জন্মিলাম না? কেন আমরা এ দেশে এ সময় জন্মিলাম? ধন্য মার প্রেম। সকলি মার খেলা। সময়ের মাহাত্ম্য না বুঝিলে শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে পারিব না। এই কলিকাতায় কালযুগে অবিশ্বাসীরা টাকা সুখ সম্পদ দেখিতেছে, বিশ্বাসীরা ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গ দেখিতেছেন। এই যে মহাতীর্থে আমরা কেমন করে আসিলাম কিছু জানি না, কিন্তু প্রেমময়ী, কপালে অনেক সুখ লিখিয়াছিলে, তাই বাঁচাইয়া রাখিলে, বৎসর বৎসর নূতন সুধা খাওয়াইলে। নব বিধানের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখেছে, এদের তুমি মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ কর। শ্রীমতী পৃথিবীতে আমরা স্বর্গ দেখিলাম, এখানে বসে হরির কথা শুনিলাম, হরির শ্রীমুখ দেখিলাম, অবিদ্যার ঘন আঁধার দূর হইল, আর চিত্তাকাশে হারসূর্য্য উঠিলেন, নবরশ্মি বিস্তার করিলেন। পরকালের বিষয় সন্দেহ ছিল পূর্ব্বে, এখন পরকাল ঘরের ভিতর। নববিধানবাদীদের জন্য পরলোক এখানে এলো। পাছে অবিশ্বাস বিভ্রম সন্দেহ হয় তাই পরদাটা খুলে দিলে, ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গকে সাজিয়ে, ডালি সাজিয়ে, গুটিকতক হৃদয়ের পুতুল তাতে দিয়ে, আমাদের হাতে সঁপে দিলে। জয় জয় শ্রীহার। তাঁর কাছে প্রার্থনা করিলে এরকমই হয় বটে। নগদ নগদ হাতে দিলে। ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ সকলে এসে বাড়ীর ভিতর বসিলেন। ভাইদের বুকের ভিতর বসাইলাম। এই ঘরের ভিতর বেদ, পুরাণ, ভাগবত, লালতবিস্তর, বুদ্ধদেব, সব আছে। এই খানে দৃষ্টি, সাধন করিলে সব দেখিতে পাবে। কাশী,

বৃন্দাবন, জগন্নাথ ক্ষেত্র, ঈশা মুষার তীর্থ, সব এখানে। বনবাসীর আশ্রম চাও এখানে বসো। দূরে যেতে হলো না, সব এখানে। প্রেমময়ী, কি আনন্দে আনন্দিত করিলে বলিতে পারি না। কি দয়া করিলে এই ছেলেদের প্রতি। হরিভক্তদের মধ্যে অধম যারা তাদের তুমি দয়া করিলে, শুভ ক্ষণে আনিলে। মা দয়াময়ী, তোমার কাছে এই ভিক্ষা, আর কি কি করিব, এই যে মহেন্দ্র ক্ষণে জন্ম দিয়াছ, ইহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেব। আমরা দেখে শুনে ধন্য হলাম। হে দেবী, হে করুণাময়ী, যখন এত কৃপা করিলে, তখন যেন প্রাণের ভিতর এ সব মনে থাকে, এ সব রত্ন যেন হৃদয়ে থাকে। এখন নিজ গুণে কিছু হয় না। এখনকার সময় এই, যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। পাপভারাক্রান্ত নৌকাখানা বেগে চলিয়া যাইতেছে। ধন্য বঙ্গদেশ, ধন্য বঙ্গবাসী। হে মঙ্গলময়ী, হে কল্যাণদায়িনী, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, এই যে সময়ের মাহাত্ম্য, আমরা দর্শন, শ্রবণ, ধ্যান, আলোচনা করি, এবং তুমি যে এই শুভক্ষণে জন্ম দিয়াছ, এই বিশেষ কৃপা স্মরণ করে, উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা দিয়ে কৃতার্থ হইতে পারি, মা, তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এতদবলম্বনে যে উপদেশ প্রদত্ত হয় তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ সংগৃহীত হইতে পারে। নববিধানের লীলা আজও সাঙ্গ হয় নাই। উহা আমাদিগের চক্ষুর সন্নিধানে বিচিত্র অদ্ভুত ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিতেছে। আমাদিগের ভগ্ন জীর্ণ পাপভারাক্রান্ত জীবন বিধানের গতি অবরোধ করিতে পারিতেছে না। উহা সবেগে আপনার কার্য্য সমাধা করিতেছে। হরি দেখিলেন, যে সকল লোক তাঁহার বিধানের সহায়তা করিবে, তাহারা দিন দিন পাপেতে সংসারাসক্তিতে ক্রমান্বয়ে ডুবিতেছে। ইহারা তাঁহার লীলার সহায় হইবে কোথায়, তাহার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই আর তিনি এ সকল লোকের মুখাপেক্ষা করিলেন না। স্বর্গের দেবগণকে দেবীগণকে ঈশা মুষা প্রভৃতি মহর্ষিগণকে ডাকিলেন, ডাকিয়া বলিলেন, দেখ যে সকল লোককে নববিধানের মহিমাবর্দ্ধন জন্য মর্ত্ত্যধামে পাঠাইয়া ছিলাম তাহারা সংসারে পাপে আসক্তিতে আপনাদিগকে একান্ত অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে, আর তাহারা আমার লীলার সহায় হইতে চায় না। আইস, তোমরা সকলে চির কাল আমার লীলার সহায় হইয়াছ। এক একটি বিধান স্থাপন জন্য তোমাদিগকে যখন ধরাধামে পাঠাইয়াছিলাম, তোমরা কেমন বিশ্বস্ত হইয়া সে কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ। তোমাদিগের সকলকে লইয়া আমি স্বয়ং নববিধানের গৌরব স্থাপন করিব। পৃথিবীতে যাহারা এ জন্য প্রেরিত হইল তাহাদিগের কর্ত্তৃক এ কার্য্য হইল না বলিয়া কখন আমার অভিপ্রায় অসিদ্ধ থাকিতে পারে না। মানুষ আমার সহায় হইবে, তবে আমার বিধান পৃথিবীতে গৌরবান্বিত হইবে, অন্যথা তাহা হইবে না, এ মিথ্যা কথা আমি পৃথিবীতে রটিতে দিব না। লোকে দেখুক, যাহারা আমার নিয়োগপত্র পাইয়াছে তাহারা কার্য্য না করিলেও আমি কেমন তাহাদিগের নিরপেক্ষ হইয়া আমার অভিপ্রায় স্বয়ং সিদ্ধ করিয়া লই। দেবদেবীগণ ঈশামুষা প্রভৃতি মহর্ষিগণ ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে তাঁহার সঙ্গে বিধানের কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। বিধানপ্রবর্ত্তক আচার্য্যদেবের তিরোধানের পর যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, লীলার পর লীলা প্রকাশ পাইতেছে, ইহা স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার স্বর্গের দলবল লইয়া সম্পাদন করিতেছেন। আমাদের অকর্ম্মণ্যতা, অনুপযুক্ততা, ক্রোধ মোহাদি তাঁহার কার্য্য প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিল না। তিনি যাহা আপনি করিবেন, তাহার প্রতিরোধ করে সামর্থ্য কাহার? আমরা তো মনে করিয়াছিলাম, আর, এখন ভগবানের লীলাবিহার মিটিয়া গেল, আমরা পুনরায় সংসারে ফিরিয়া যাই, নিজ নিজ পূর্ব্ব ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হই। কি সর্ব্বনাশ। আমাদিগের মন সংসারের দিকে ফিরিল, পুনরায় সংসারের বাসনা আসিয়া আমাদিগের মনকে অধিকার করিল, কিন্তু একি দেখিতেছ ভগবানের

কার্য্য যে কোনরূপে নিবৃত্ত হইল না, আমাদিগের পাপ তাঁহার লীলা বন্ধ করিতে পারিল না। বিধানের তরী আমাদিগের ন্যায় পাপভারাক্রান্ত লোকদিগের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়াও সবেগে ছুটিতে লাগিল। ভগবান্ যাহাকে অপনি চালাইতেছেন, তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখে কাহার সাধ্য। আমরা পতিত ভ্রষ্ট হইয়াও আমাদিগের সৌভাগ্য হইতে আমরা বঞ্চিত হইলাম না, এই পাপ চক্ষু আজও বিধানের লীলা দর্শন করিতেছে। পাপ অস্থির মধ্যে বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাকে সে স্থান হইতে তাড়াইতে পারিতেছি না, অথচ এ কি সৌভাগ্য যে পাপে জড় অলস হইয়া এক কোণে বসিয়া রহিয়াছি, আর সেখান হইতে ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা দেখিতেছি। সেই যে আচার্য্যদেব পরিত্রাত্মার হাতে আমাদিগের সকলকে রাখিয়া হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন, সেই হইতে তিনি স্বয়ং সমুদায় কার্য্য চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদিগের পাপ দুর্ব্বৃত্ততা দৌরাত্ম্য কাহার না প্রত্যক্ষ, তবে কেন আজও নববিধানের লীলা চলিতেছে? কেবল স্বয়ং ভগবান্ আমাদিগের সকলের মুখাপেক্ষা না করিয়া চালাইতেছেন বলিয়া। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা স্থির করিয়াছি, অকর্ম্মণ্য জড়ের ন্যায় এক কোণে বসিয়া থাকিয়া হরিলীলা দর্শন করিব, এবং দর্শন করিতে করিতে পরিত্রাণ লাভ করিব। ভ্রূণস্থ শিশু যে প্রকার স্বয়ং অকর্ম্মণ্য, তেমনি আমারা জননীস্থ থাকিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িব। যত ভ্রূণসদৃশ অকর্ম্মণ্য হইবে, তত তাঁহাকে সকলই স্বয়ং করিতে হইবে, আমরা বসিয়া বসিয়া কেবল তিনি কি করিতেছেন তাহাই দেখিব। এবার আমরা দেখিয়াছি, নিজে কিছু করিতে হয় না, মাকে দিয়া সকলই করাইয়া লওয়া যায়। দেখিতেছি যা বলি, মা তাই শুনেন। তিনি আমাদিগকে সুখাভিলাষী দেখিয়া যথার্থ ভোগী বিলাসী করিয়া তুলিয়াছেন। কোথায় আমরা পরিশ্রম করিব, না তিনি আমাদের হইয়া পরিশ্রম করিতেছেন। যদি সেই ভোগী বিলাসীই হইলাম, তবে ভাল করিয়াই ভোগী বিলাসী হই। পারিলেও আর এক গাছি তৃণ নিজ হাতে নাড়িব না। সব মাকে দিয়া করাইয়া লইব। সে কালে ছিল ঈশ্বরকে কেহ ফরমাইস করিত না, এবার মা হইয়া তিনি বড়ই দায়ে ঠেকিয়াছেন। ছেলেগুলি আদর পাইয়া পাইয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। কোথায় পরিশ্রম করিবে, কোথায় প্রয়াস স্বীকার করিবে, না কেবল বসিয়া বসিয়া বলিতেছে, এ চাই ও চাই। আমরা এবার হইতে কি করিব, আমরা কিছুই করিব না, যাহা কিছু করিবেন, মাই করিবেন। প্রার্থনায় শুনিলাম "পাপভারাক্রান্ত নৌকাখানা বেগে চলিয়া যাইতেছে।" এ কি প্রকার পাপের ভার? পাপসম্ভাবনার। পাপসম্ভাবনাই কি এত ভারি? কৈ পূর্ব্বে তো এরূপ ব্যবস্থা ছিল না? নববিধানে এইরূপ ব্যবস্থাই হইয়াছে। অন্য সকল লোকের সম্বন্ধে যে পাপের বিচার হইবে, তদপেক্ষা নববিধানবাদিগণের বিচার কঠিনতর হইবে। অন্য সকলের কার্য্যতঃ ব্যভিচার পাপ, ইহাদিগের সম্বন্ধে যতটুকু একত্র অবস্থান প্রয়োজন, তদপেক্ষা মুহূর্ত্তকাল একত্র উপবেশনে ব্যভিচার। আমরা এ আদর্শের নিকটে আসি নাই বলিয়া যে, আমাদের বিচার প্রাচীন ব্যবস্থা মত হইবে তাহা কখনই নহে। যখন এত সৌভাগ্য সম্ভোগ করিতেছি, তখন নববিধানসমুচিত বিচারে বিচারিত হইতেই হইবে। কোন্ উপায় আমাদিগকে এই আদর্শের নিকটে আনয়ন করিবে? লীলাদর্শন। তাই আশা করি, যখন ভগবানের লীলা ক্রমান্বয়ে চলিতেছে, আমরা সেই লীলা দেখিতে দেখিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইব। আত্মবিস্মৃত হইলে আমরা করিয়াও কিছু করিতেছি বুঝিতে পারিব না, সকলই ভগ-

বান্ করিতেছেন দেখিতে পাইব। আমাদিগের অহঙ্কার কিছুতেই গেল না, ইহা দেখিয়া আমাদিগের জন্য ভগবান্ এই এক প্রকারের নূতন মদ আনিয়াছেন, যাহা পান করিয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাওয়া যায়। যদি সেই ভোগী বিলাসীই হইলাম, তবে এ মদ্যপানে মদ্যপায়ী হইব না কেন? ভোগী বিলাসী মদ্যপায়ী না হইলে আর কৃতার্থতা নাই। কে কোথায় মদ্যপান ভিন্ন আত্মবিস্মৃত হইয়াছে? দেখিলাম, ভগবান্ স্বর্গের দল বল লইয়া নববিধানের লীলা আপনি করিতেছেন, দেখিতে দেখিতে লীলারসমদ্যে মত্ততা ঘন হইয়া আসিল, আর হতচেতন হইয়া ভাঁটার ন্যায় পড়িয়া রহিলাম, ভগবান্ সেই ভাঁটা লইয়া খেলিতে লাগিলেন। ভাঁটা কি আপনি কিছু করিতেছে জানে? না, সে অকর্ম্মণ্য জড়। আমরা কিছু নই, অকর্ম্মণ্য, পাপহত, জড় অলস দেখিয়া স্বয়ং ভগবান্ যখন ভক্ত পার্ষদগণ সহ তাঁহার লীলায় প্রবৃত্ত হইলেন, আমরা সে লীলারস পান করিয়া প্রমত্ত হইয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাই, কোনরূপে আর আমরা কর্ম্মণ্য নহি, ইহা দেখিয়া কৃতার্থ হই। যে পাপ আসক্তি আমাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও এই উপায়ে বিনষ্ট কর, অথচ প্রমত্ততার ঘোরে সম্ভাবনা মধ্যে গুরু পাপ দর্শন করিয়া সর্ব্বদা আপনাদিগকে পাপভারাক্রান্ত প্রত্যক্ষ কর।

প্রাতঃকালের উপাসনার পর ২ টার সময় মাধ্যাহ্নিক উপাসনা, তৎপর পাঠ, আলোচনা, ব্যক্তিগত প্রার্থনা ও প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন হয়। সায়ংকালে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এই যে, নববিধানে কোন একটি অঙ্গ সাধন করিলে চলিবে না। ইহাতে ধর্ম্মের সমুদায় অঙ্গ একত্র সাধন করিতে হইবে। সকল ধর্ম্মবিধান যখন নববিধানে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন সমগ্রলক্ষণসম্পন্ন নববিধান জীবনে আয়ত্ত না করিলে কিছুই হইল না।

স্বর্গগত রামকৃষ্ণ পরম হংস।

আমাদের দেশের কি দুর্ভাগ্য উপস্থিত? ক্রমে ক্রমে পুণ্যাত্মা সাধু মহাপুরুষ সকলেই এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীমদাচার্য্য দেবের তিরোধানের পরই তাঁহার সঙ্গে যে কয় জন সাধুর জীবনের গূঢ় যোগ ও সম্বন্ধ ছিল, তাঁহারা একে একে তিরোহিত হইলেন। ডোমরা ওঁয়ের শিখ গুরু নাগাজি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন, তৎপর গাজিপুরের গর্ত্তশায়ী পবনাহারী বাবা একে বারে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন, আচার্য্যের তিরোধানের অব্যবহিত সময়েই হলদি বাড়ীর নাগাসন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন। যাঁহার সঙ্গে আচার্য্যদেবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যোগ ও বন্ধুতা ছিল, যিনি বিধানের এক প্রধান অঙ্গস্বরূপ হইয়াছিলেন, সম্প্রতি সেই সাধুরত্ন মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। গত বারে আমরা তাঁহার স্বর্গারোহণের সংবাদমাত্র প্রদান করিয়াছি, এবার তাঁহার জীবনের বিশেষ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। সাধুচরিত্রের মাহাত্ম্য সাধু ভিন্ন অন্য লোকে অবধারণ করিতে পারে না, সুতরাং যথাযথ বর্ণনা করিতেও সক্ষম হয় না। আজ আচার্য্যদেব বিদ্যমান থাকিলে পরম হংসের জীবনের সৌন্দর্য্য ও গূঢ় গভীর ভাব লিখিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেন, সেরূপ আর তাঁহার জীবন কে বুঝিতে পারিয়াছে যে লিখিতে পারিবে? তবে আমরা আচার্য্য দেবের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ পরম হংসদেবের সহবাস করিয়া আচার্য্যের প্রভাবে ও ঈশ্বরকরুণায় যত টা বুঝিতে পারিয়াছি ও তাঁহার জীবনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব যত দূর অবগত হইয়াছি তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমাদের পরম ভক্তিভাজন শ্রীমদ্রামকৃষ্ণ পরমহংস ১৭৫৬ শকে ১০ ই ফাল্গুন বুধবার শুক্ল পক্ষ দ্বিতীয়া তিথিতে, হুগলি জিলার অধীন জাহানাবাদ উপবিভাগের অন্তর্গত শ্রীপুর কামার পুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, গত ৩১শে শ্রাবণ রবিবার রাত্রিতে তিনি ঐহিক লীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃ ক্রম ৫১ বৎসর পাঁচ মাস ২০ দিন হইয়াছিল। কণ্ঠনালীর ক্ষতরোগে বৎসরাধিক কাল ক্লেশ ভোগ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। পরমহংস দেবের পিতার নাম ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, তিনি এক জন সাধক যাজক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১০।১১ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় হইতেই রামকৃষ্ণের অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন স্থানে যোগী সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলে তথায় যাইয়া বসিয়া থাকিতেন। পিতা পরিধানের জন্য বস্ত্র প্রদান করিতেন, তিনি তাহা ছিঁড়িয়া কৌপীন করিয়া পরিতেন। রামকৃষ্ণ লেখা পড়ার চর্চ্চা কিছুই করেন নাই। রীতিমত দুই চারি ছত্র লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

তিনি পুরাণাদি শাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব রাখিতেন, পৌরাণিক অনেক সুন্দর সুন্দর উপাখ্যান সর্ব্বদা বলিতেন, তাহা পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষা করিয়াছেন এরূপ নহে, শাস্ত্রবিৎ পাঠকদিগের মুখে শ্রবণ করিয়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিশক্তি ছিল, যাহা একবার শ্রবণ করিতেন তাহা কখন ভুলিতেন না। ধর্ম্মের সুকঠিন জটিল বিষয় অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। শ্রুত হইল, বিদ্যা শিক্ষা করিলে পৌরোহিত্য করিতে হইবে বলিয়াই তিনি তাহা হইতে বিরত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এক জন পণ্ডিত ছিলেন, কলিকাতায় অবস্থান করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। রামকৃষ্ণ কিছু কাল জ্যেষ্ঠের সঙ্গে কলিকাতায় অবস্থিতি করেন। যখন রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে মহাসমারোহপূর্ব্বক কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তখন রামকৃষ্ণ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ ছিল। রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বাবু রামকৃষ্ণের সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য ও অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া বিমুগ্ধ হন ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করিতে থাকেন। কিছু কাল পরে মথুর বাবু তাঁহাকে কালীদেবীর মন্দিরে পূজা ও পরিচর্য্যার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। রামকৃষ্ণ এই ভাবে কিছু দিন দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে অবস্থিতি করেন। পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ঠাকুর সাজাইতেন ও দেবালয়ে প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। এক দিন তিনি কালীপূজা করিতে বসিয়া পুষ্প চন্দনাদি বিগ্রহের মস্তকে অর্পণ না করিয়া নিজের মস্তকে স্থাপন করেন। কখন কখন তিনি কালীর বেদীর উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন। এতদ্দর্শনে রামকৃষ্ণের প্রতি মথুর বাবুর ভক্তি আরও বৃদ্ধি হয়, তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষ আদর ও যত্ন প্রদর্শন করিতে থাকেন। তদবধি নবযুবক রামকৃষ্ণ রিপু দমন ও যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। উক্ত দেবালয়ের সন্নিহিত ভাগিরথীতীরে পঞ্চবটীমূলে তাঁহার তপস্যাক্ষেত্র। ক্রমাগত ৮ বৎসর কাল দুঃসহ তপশ্চরণে অনশনে অনিদ্রায় শরীরকে জীর্ণ শীর্ণ করেন। তিনি যোগশাস্ত্রাদিবিহিত নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে সাধন করেন নাই, আন্তরিক ব্যাকুলতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া রিপুদমন, বৈরাগ্য ও চিত্তশুদ্ধির জন্য এবং যোগসাধন ঈশ্বরদর্শনের জন্য নানা পন্থা ও নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কখন নারী সাজিয়া সখীভাবে সাধন করিয়াছেন, কখন প্যাজ ভক্ষণ করিয়া মোসলমানের বেশে আল্লা আল্লা জপ করিয়াছেন, কখন বা পুচ্ছ ধারণ করিয়া হনুমান সাজিয়া রাম রাম বলিয়াছেন। তাঁহার কোন সহচর বলিয়াছেন যে, দশ বৎসর তাঁহাকে রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে দেখা যায় নাই। তাঁহার শরীরে এরূপ উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, শীতকালের রজনীতেও তাঁহার গাত্রদাহ নিবারণের জন্য গাত্রে মাখন মর্দ্দন করিতে হইত। অনেক দিন তিনি সূর্য্যাস্ত গমন কালে ভাগিরথীতীরে বসিয়া মা, দিনতো চলিয়া গেল, কিছুই যে হইল না, এই বলিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেন। ইদানীং কোন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরলাভের উপায় কি? তিনি বলিলেন যে, ব্যাকুলতাই তাহার উপায়। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন ব্যাকুলতার সঞ্চার হয় না। এক সময় আমার উপরে ব্যাকুলতার ঝড় বহিয়াছিল। প্রথম হইতে তিনি কামিনী কাঞ্চনকে ঈশ্বরপথের প্রবল শত্রু জানিয়া এই দুইয়ের ঘোর বিরোধী হন। কঠোর সাধনাবলে কামিনী কাঞ্চনের উপর সম্পূর্ণ জয় লাভ করেন। কামিনীর উপর জয় লাভ করিবার জন্য ভৈরবী পূজা করিয়াছেন, স্বয়ং অলঙ্কার পরিধান করিয়া স্ত্রী সাজিয়া সাধন করিয়াছেন। নারীমাত্রকে দেখিলেই তিনি প্রণাম করিতেন ও তাহাদের মধ্যে ভগবতীর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেন। যখন বিবাহ হয় তখন তাঁহার ভার্য্যার সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম ছিল। স্ত্রীর নবম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রামকৃষ্ণ কলিকাতায় চলিয়া আইসেন। এ জীবনে স্ত্রীকে কখন শারীরিকভাবে সংসারিকভাবে গ্রহণ করেন নাই। বহু কাল পরে পত্নীকে নিকটে আশ্রয় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কিছুমাত্র সাংসারিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই, তিনি জিতেন্দ্রিয় যোগীর ন্যায় থাকিতেন। রামকৃষ্ণ সাধনের অবস্থায় টাকা মাটী টাকা মাটী বলিয়া টাকা গঙ্গার জলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। মথুর বাবুর প্রদত্ত ভাল ভাল বস্ত্র ও শাল দোশালা ছিল, তাহার কিয়দংশ অগ্নিতে দগ্ধ করেন, কতক গুলির মধ্যে থুথু দিয়া মাটী মাখিয়া লোকদিগকে বিতরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে এরূপ অবস্থা হয় যে টাকা মোহর স্পর্শ করিলে তাঁহার হস্ত অসাড় হইয়া যাইত। এক দিনও তিনি অন্ন বস্ত্রের জন্য চিন্তা করেন নাই, কখন কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখেন নাই। সংসারের প্রতি তাঁহার একান্ত বিরাগ ছিল, সংসারী লোকের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। তিনি ধনী, বড় মানুষ, জ্ঞানী পণ্ডিত কাহাকেও বিন্দুমাত্র ভয় করিতেন না, সকলকে স্পষ্ট কথা কহিতেন, অনেক সময় শক্ত শুনাইয়া দিতেন। তাহাতে অনেক বড় লোক তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। একদা এক জন বিখ্যাত ধনী তাঁহার নিকটে আসিয়া কিছু কাল কথোপকথনের পর পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন যে, আপনার অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ হয় দেখিতেছি, আমি কয়েক সহস্র টাকার কোম্পানির কাগজ আপনার জন্য রাখিতে চাহি, তাহার সুদে আপনার নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে, তাহা হইলে আর আপনার কোন কষ্ট হইবে না। এই কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণ সেই ধনীর মুখের দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া বলিলেন; "দূঃ শ্যালা"।

তাহাতে বড় লোকটীর মুখ চূণ হইয়া গেল। তিনি বিষণ্ণ ভাবে মাথা হেট করিয়া রহিলেন। এইরূপ নিঃসম্বল বৈরাগী পুরুষের পীড়ার অবস্থায় চিকিৎসাদির জন্য প্রায় বৎসরাবধি কাল প্রতিমাসে দেড় শত দুই শত টাকা করিয়া ব্যয় হইয়াছে। প্রায় এক শত টাকা ভাড়া করিয়া কাশীপুরে সুন্দর বাগান বাটীতে তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি আছে? ৮ বৎসর পর রামকৃষ্ণ সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহার জীবনে যেমন গভীর যোগ ও সমাধির ভাব তেমন ভক্তির মত্ততা প্রকাশ পায়। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমত্ত ভক্তের লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে যে, "কবিদ্রুদন্ত্যচ্যুত চিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ, নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।" ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখন কখন রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, কখন আনন্দিত হন, কখন অলৌকিক কথা বলেন, কখন নৃত্য করেন, কখন তাঁহার নাম গান করেন, কখন তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন।" পরমহংস মহাশয়ের জীবনে এ সমুদায় লক্ষণই লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি ঈশ্বরদর্শন যোগ ও প্রেমের গভীর কথা সকল বলিতে বলিতে এবং সুমধুর সঙ্গীত করিতে করিতে প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত ও উন্মত্ত হইয়া পড়িতেন, সমাধিমগ্ন হইয়া জড় পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতেন, হাসিতেন কাঁদিতেন, সুরামত্তের ন্যায় শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। সেই প্রমত্ততার অবস্থায় কত গভীর গূঢ় আধ্যাত্মিক কথা সকল বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার স্বর্গীয় ভাব দর্শনে পুণ্যের সঞ্চার হইত, পাষণ্ডের পাষণ্ডতা ও নাস্তিকের নাস্তিকতা চূর্ণ হইয়া যাইত। কত সুরাপায়ী ব্যভিচারী নাস্তিক তাঁহার ভাবের উচ্ছ্বাস ভক্তির মত্ততা অলৌকিক জীবন দেখিয়া ধার্ম্মিক সচ্চরিত্র হইয়াছে। তিনি এক জন নিরক্ষর অশিক্ষিত লোক ছিলেন, তথাপি তাঁহার পবিত্র জীবনের প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী পণ্ডিতগণও তাঁহার পদানত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি সামান্য গ্রাম্য ভাষায় ও গ্রাম্য দৃষ্টান্তযোগে অতি সুন্দর সুন্দর গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতেন। তাঁহার এমন ভাবের মাধুর্য্য ও কথার জমাট ছিল যে, নিতান্ত সন্তাপিত আত্মা ক্ষণ কাল তাঁহার নিকটে বসিলে দুঃখ শোক ভুলিয়া যাইত। তাঁহার সহাস্য বদন ও সরল বাল্যভাব, মার নামেতে মত্ততা, সমাধিনিমগ্নতা দেখিলে প্রাণ মুগ্ধ হইত। অনেক সময় ঈশ্বরপ্রসঙ্গমাত্রে তাঁহার সমাধি হইত, তদবস্থায় নয়ন পলকশূন্য স্থির, উভয় নেত্রে প্রেমধারা, মুখে সুমধুর হাসি, বাহ্য চৈতন্য শূন্য সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দহীন মৃৎপ্রস্তরের ন্যায় হইয়া যাইত, কর্ণে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিলে ক্রমে চৈতন্যোদয় হইত। তিনি কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ও সভ্যতা জানিতেন না। অনেক সময় অশ্লীল কথা উচ্চারণ করিতেন, কিন্তু মনে কোনরূপ কুভাবের লেশমাত্র ছিল না। ধর্ম্মচর্চ্চা ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ভিন্ন সাংসারিক কথা বলিতেন না। কথায় তিনি অত্যন্ত রসিকতা ও প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধির পরিচয় দিতেন। তাঁহার উপাস্য দেবতা সাকার নিরাকার মিশ্রিত ছিল, তিনি কালী ও মা বলিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন ও মত্ত হইতেন। জিজ্ঞাসামতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি হস্তনির্ম্মিত খড় ও মাটীর কালী মানি না, আমার কালী চিন্ময়ী, আমার মা ঘন সচ্চিদানন্দ। যাহা বৃহৎ ও গভীর তাহাই কাল বর্ণ, সুবিস্তৃত আকাশ কাল বর্ণ, সুগভীর সমুদ্র কাল বর্ণ। আমার কালী অনন্ত সর্ব্বব্যাপিনী চিদ্রূপিণী। তিনি মূর্ত্তিপূজা করিতেন না। পরমহংস দেব এক দিন পথ দিয়া যাইতে এক জন লোককে কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করিতে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠেন, এবং বলেন আমার মা যে এই বৃক্ষে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার উপরে কুঠারের আঘাত লাগিতেছে। তাঁহার যেমন শাক্ত ভাব তেমনি বৈষ্ণব ভাব ও তেমনি ঋষিভাব ছিল। তাঁহাতে যোগ ভক্তির আশ্চর্য্য সম্মিলন ছিল, তিনি হরিনামে গৌরসিংহের ন্যায় প্রমত্ত হইয়া তালে তালে সুন্দর নৃত্য করিতেন, নৃত্য কালে অনেক সময় ভাবে বিভোর হইয়া উলঙ্গ হইয়া পড়িতেন। আবার গভীর যোগ সমাধিতে একেবারে স্পন্দহীন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া থাকিতেন। অকপট বাল্য ভাব ভক্তভাব ঋষি ভাব সমুদায় তাঁহাতে পূর্ণভাবে লক্ষিত হইয়াছে। সাধনার প্রথম হইতে তাঁহার জীবনে ধর্ম্মসমন্বয় ও নববিধানের পূর্ব্বাভাস প্রকাশ পাইয়াছে। সেই উদার ভাবের ভাবুক না হইলে কি তিনি কখন প্যাজ খাইয়া আল্লা নাম জপ করিতেন? তিনি যে গৃহে বাস করিতেন, গৌর নিত্যানন্দ ইত্যাদি ছবির সঙ্গে যিশু খ্রীষ্টের ছবিও প্রাচীরে লট্‌কাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া বাহ্য সাধুতা প্রকাশ করিতেন না, তাঁহাকে অনেক সময় কাল পেড়ে ধুতি পরিতে দেখা গিয়াছে। যজ্ঞোপবীত স্কন্ধে ধারণ করিতেন বটে, কখন কখন তাহা জীবনের বন্ধন বলিয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। সাধনার সময় হইতে তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য্য ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া বহু বৎসর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সেবা করিয়াছেন। তিনি খাওয়াইয়া দিতেন, কাপড় পরাইতেন, উপবীত ফেলিয়া দিলে গলায় পরাইয়া দিতেন।

ক্রমশঃ।

কোচবিহারব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

কি হইতে চলিল? কোচবিহারের অবস্থা তো বড় স্বর্গীয় বোধ হইতেছে। সে কোচবিহার আর নাই। ভগবানের করুণার লীলা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি আমি কেবল নহি, বিশ্বাসিমাত্রেই দেখিতেছে। কি দেখা যাইতেছে? দয়াময়ের জ্বলন্ত অবির্ভাব, তাঁহার অপার প্রেমের শত শত নিদর্শন, তাঁহার প্রিয়তম ভক্তের হাতে হাতে জয়। অল্পবুদ্ধি অল্প বিশ্বাসী মনুষ্যের জন্য আর ভাবিতে হইল না। পাপীর মন ফিরাইতে প্রচারকের অবশ্যক নাই, উপদেশের আবশ্যক নাই। ভগবানের কৃপাই যথেষ্ঠ।

জেঙ্কিন্স স্কুলের হলে ৪॥ টার সময় শতাধিক ভদ্রলোক ও যুবকদল একত্রিত হইলেন। গৌরবাবু মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া "সত্যং জ্ঞানং" উচ্চারণ করিয়া একটী প্রার্থনা করেন, প্রার্থনার পূর্ব্বে "চল ভাই" এই কীর্ত্তনটী গান হইল। প্রার্থনান্তে আমরা "নব বিধানের জয় রে কর ঘোষণা" অত্যন্ত উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে অতি মৃদঙ্গ ভিতে ৬ টা বিশান সঙ্গে এবং প্রায় ২০০ লোক লইয়া মন্দিরের স্থানে উপস্থিত হইলাম। রাস্তা হইতে ভিত্তি স্থাপনের স্থান পর্য্যন্ত, দুই ধারে কলাগাছ ও ফুলের মালা এবং স্তম্ভে স্তম্ভে পতাকাশ্রেণী সজ্জিত ছিল। ভিত্তি স্থাপনের স্থানে একটী দুই শত লোক বসিবার ন্যায় দরবারি তাঁবু খাটান হইয়াছিল। তাহা ফুল পাতায় অতি সুন্দররূপে সাজান ছিল। ভিত্তি স্থাপনের স্থানটী এইরূপ। ভিত্তির এক অংশে ছোট একটী চারি কোণ গর্ত্ত সিমেণ্ট মাটি দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ভিতরে মিণ্টন টাইল বসাইয়া তাহাকে দেখিতে সুন্দর করা হইয়াছিল। একটী কাচের বড় বোতল যাহাতে লজেন্স প্রভৃতি চাটনি রাখা হয় কাচের ছিপি শুদ্ধ রাখা হইয়াছিল। কীর্ত্তন করিতে করিতে মহারাজ প্রাইভেট সেক্রেটারি বিগনেল সাহেবের পশ্চাতে আস্তে আস্তে গম্ভীর ভাবে তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন, কীর্ত্তন শেষ হইল। প্রকাণ্ড পার্চমেণ্ট কাগজে ইংরাজিতে এই রূপ লিখিত হইয়াছিল;—"কোচবিহারব্রহ্মমন্দির। ঈশ্বর কৃপায় শ্রীমন্মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ আগষ্ট, ১২৯৩ সালে ৩১ শ্রাবণ ও ৩৭৭ রাজশকে কোচবিহারব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল। ঘোষণাপত্রে নব বিধানের মূলমত গুলিও লিখিত ছিল।" গৌর বাবু একটী ছোট প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে মহারাজকে শক্রমিত্রভেদজ্ঞানবিরহিত বলিয়া বিশেষ উল্লেখ করিলেন। প্রার্থনান্তে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ উচ্চারিত হইল। পার্চমেণ্টখানি মহারাজ গৌর বাবুকে পাঠ করিতে বলিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে বোতলের মধ্যে উহাকে মহারাজা যত্ন করিয়া পাট করিয়া বাধিলেন। পরে এই সমস্ত দ্রব্য বোতলের ভিতর রাখা হইল। ১ স্বর্ণ মুদ্রা। ২ নারায়ণী স্বর্ণ মুদ্রা। ৩ রৌপ্য মুদ্রা। (টাকা ৪ টি (নারায়ণী) ৫ আধুলি. ৬ সিকি ও ৭ দোআনি। নবধাতু খণ্ড (স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি)। ধান্য দূর্ব্বা ইত্যাদি, এবং গত বারের নিউ ডিস্পেনসেশন কাগজের এক কাপি। মহারাজ নিজে উহার মধ্যে এই সমস্ত সামগ্রী রাখিয়া গালা দিয়া সীল করিয়া বোতল গর্ত্তের মধ্যে স্থাপন করিলেন। রৌপ্য কর্ণিক দ্বারা খুব ভাল সিমেণ্ট ভিত্তির উপরে চারি দিকে দিলেন। আস্তে আস্তে কপিকল হইতে প্রকাণ্ড শ্বেত প্রস্তর এক খণ্ড নীচে নামিল, মহারাজ নিজ হস্ত দ্বারা তাহাকে যথা স্থানে বসাইলেন। সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। অত্যন্ত ভিড়ে আমার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইতেছিল, আমি শেষ সময়টা ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। মহারাজ বাহির হইলেন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। অত্যন্ত সুখ হইতেছিল, তাঁহার নিকট গেলাম, তিনি হস্ত দিলেন, আমিও দিলাম। ঈষৎ প্রেমের দেওয়া হইল। বলিলেন, কার্য্য উত্তম হইয়াছে। আমার হৃদয় পূর্ণ কথা কহিতে সাহস করিলাম না। পরে বিগনেল সাহেব যাঁহার সহিত আজ কত কাল দেখা করি নাই, কথা কই নাই, তিনি আসিয়া সেকেণ্ড করিলেন। যাক। পরে দাওয়ানজী প্রভৃতির সহিত অল্প আলাপ করিয়া "চিদাকাশে" কীর্ত্তন করিতে করিতে সাগরদীঘীর ঘাটে আসিয়া বসিলাম। সেখানে জোৎস্নায় বসিয়া জলের উপর প্রস্তরের সিঁড়ির উপরে সরল মধুর উপাসনার যোগ দিলাম। রাত্রিতে ডাক্তার দুর্গাদাস ৫০ টী ভদ্রলোককে আহার করাইয়াছিলেন। * * মহাশয়কে এবং * * বাবুকে আমি প্রায় অনুষ্ঠানের পূর্ব্ব হইতে শেষ পর্য্যন্ত চক্ষু মুদ্রিতে দেখিয়াছি। * * মহাশয় আমাদের সঙ্গে অনেক ক্ষণ গানও করিয়াছিলেন। যদিচ আস্তে, আমি দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলাম। রাজমাতাও বাহিরে বাহিরে দেখিতে গিয়াছিলেন। রাত্রি ১১॥ টার সময় রাজ বাড়ি ফিরিয়া আসি।

কল্য ব্যাণ্ডহোপ (মদ্যপাননিবারণী সভার) সংগঠন হয়। সন্ধ্যা ৭॥০ টার সময় নির্দ্ধারণ হইয়াছিল। মহারাজ আমাকে সভাপতি করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত –(বন দেশে শেয়াল রাজা) তাও আবার এখানে খাটে না। সকলেই অধমের অপেক্ষা শত সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ, তথাপি আমার আবশ্যক এত! বিগনেল সাহেবের সঙ্গে প্রায় একটী ঘণ্টা ঝিলের ধারে কথাবার্ত্তা হয়। ব্রাহ্মসমাজ যে দেশের অত্যন্ত মঙ্গল করিতেছে এবং এই সমাজ কোচবিহারকে যে অবিলম্বে বিশুদ্ধ করিয়া নীতিপরায়ণ রাজ্য করিবে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। ভক্তিভাজন ভক্ত শ্রেষ্ঠের কথা কত হইল। বাস্তবিক বলিতে কি, এ যেন এক অভিনয়। মারামারি,

কাটাকাটি, আবার শান্তি আনন্দ—ঘোর আনন্দ। যদি কীর্ত্তনের জমাট দেখিতেন বোধ হইত না যে ইহা কোচবিহারের মূর্খ অন্ধ বিশ্বাসী লোকের দ্বারা পূর্ণ। আমি প্রথম হইতে ভক্তিভাজন আচার্য্যদেবের চরণকমল বক্ষে লইয়া কার্য্যে হাত দিয়াছিলাম। তাঁহাকে কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ দেখিলাম। তিনিই ত সকল কার্য্য করিলেন। জয় জয় তাঁহার জয়—এত দিনে তাঁহার হৃদয়ের শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হইল। অবিশ্বাসী দুর্নীতিপরায়ণ বিহার রাজ্য ভগবানের দেবমন্দির নিজবক্ষে ধারণ করিল। ব্যাণ্ড অপহোপের সভায় সকলে মিলিয়া প্রায় ২৫০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ ধুতি চাদর পরিয়া আসিয়াছিলেন, বিগনেল সঙ্গে ছিলেন। মহারাজ সভাপতি হইলেন। প্রথমে গৌর বাবু (বাঙ্গালায়) পরে নন্দী বাবু ও প্রিয় বাবু ইংরাজিতে বক্তৃতা দিলেন। মহারাজ পরে ইংরাজীতে বলিলেন, ভদ্রমহোদয়গণ, আমার মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইতেছে, তাহার অধিক আমি বলিতে ইচ্ছা করি না. সে কথা এই যে এই সৎকার্য্যের প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ইত্যাদি। পরে ৫২। ৫৩ জন বালক মাদক সেবন করিবে না বলিয়া অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিল। প্রত্যেককে মহারাজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরে স্বাক্ষর করিতে দিলেন। ইহাদের মধ্যে একটী শিক্ষক ও অন্য এক জন সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন। শিক্ষকটি স্বাক্ষর করিতে আসিলে মহারাজ তাঁহাকে নাম ধাম সমস্ত জিজ্ঞাসা করেন। পরে সময় অধিক হওয়াতে স্বাক্ষর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

বিহার টলমল করিতেছে। বিধানের জয় হইতেছে। শত্রু শিবির ক্রমশঃ অন্ধকার হইতে লাগিল। শত্রুসেনা নিরাশ হইতেছে। ধর্ম্মরাজের সেনাদল প্রস্তুত ভক্তশ্রেষ্ঠ সেনাপতি—আমরা কাঠবিড়ালীর দল, লঙ্কাপুরী হইতে সোণার লঙ্কা হইতে দুরাচার রাক্ষসদের তাড়াইতে হইবে। বিধান নিশান উড়িল "উড়িল বিধাননিশান বিহার আকাশে রে" কীর্ত্তন্ করিয়াছি। আর ভাবনা কি? নব বিধানের পতাকা উড়িল। ভক্তের জয় হইল না? হইল, এবং হইতে চলিল।

বিহার প্রদেশ।

বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজ, উপদেশের সারাংশ।

রবিবার ২১ শে আষাঢ় ১৮০৭।

অনেক সময় ধর্ম্মজগতে এই প্রশ্নটী উঠিয়া থাকে যে, সংসারে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে ঈশ্বর সাধনায় বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। হয় যোগাভ্যাস কর, নয় সংসারের গুরুতর কর্ত্তব্য সকল পালন কর। এই দুইটী গুরুতর ব্যাপার যুগপৎ কেহ সাধন করিতে পারেন কি না সাধকের হৃদয় ইহাই চিন্তা করে। মানব যখন দেখিতে পায় যে দুইটী সত্যে পরস্পর বিরোধ রহিয়াছে, তখন তাহার ভিতর দিয়া কিরূপে অগ্রসর হইবে ইহাই ভাবিয়া তাহার হৃদয় ভগ্ন হইয়া যায়। এই প্রশ্নের মীমাংসা কে করিবে? এমন মানুষ কোথায় যিনি এই দুইটী বিরোধী সত্যের সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছেন?

পবিত্র নব বিধানে ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পাওয়া যায়। নব বিধান ইহার মীমাংসা করিয়াছেন। যাঁহার চক্ষু আছে তিনিই দেখিতে পান, যাঁহার বস্তু চিনিবার শক্তি আছে তিনিই চিনিতে পারেন। ইহার নিমিত্ত কিসের প্রয়োজন? উজ্জ্বল আত্মদৃষ্টির প্রয়োজন। যতই কার্য্যের ভিতর প্রবেশ করিব দেখিব যে এই দুই সত্যের বিরোধ কেবল কল্পনা মাত্র।

যদি যথার্থ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হই দেখিব যেমন নানা কার্য্যে বিক্ষিপ্ত হইলেও তাহার মূল এক স্থানে নিবদ্ধ; আমরা ঈশ্বরসাধনায় নিযুক্ত হইলে দেখিতে পাইব যে ভগবান্ আপনাকে কি রূপে বিচিত্র বিধানের ভিতর বিস্তার্ণ রাখিয়াও আবার সংযত ভাবে রাখিয়াছেন।

যে দেবতাকে আমরা নিত্য পূজা করি তিনিই আমাদের আদর্শ। সেই আদর্শকেই অবলম্বন করিতে হইবে। যিনি এই বিশ্বসংসারে আপনার বিচিত্র রূপ প্রকাশ করিয়াছেন, পিতা, মাতা, ভ্রাতা স্বামী স্ত্রী আত্মজ সকলকে আপনার বিচিত্র স্বরূপরস দিয়া সৃজন করিয়াছেন, আমরা সেই বিচিত্ররূপধারী বিচিত্রকর্ম্মা নিত্য সত্য লীলাময় ঈশ্বরের পূজা করি, সেই নির্গুণ অরূপ ঈশ্বরের নিকট হইতে রস আকর্ষণ করি। মধুমক্ষিকা যেমন পুষ্প হইতে মধুসংগ্রহ করিয়া আপনার শরীর পুষ্টকরে, সেই রূপ আমরাও পরমাত্মা হইতে বিন্দু বিন্দু রস আকর্ষণ করিয়া আমাদের আত্মাকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকি। আমরা আত্মহারা হইয়া কত সময়ে তাঁহার ভিতর ডুবিয়া যাই। আপনারা যতই তাঁহার ভিতর ডুবিয়া যাই ততই তাঁহার বিচিত্র শক্তি লাভ করি। দেখিতে পাই এক দিকে যেমন তিনি গম্ভীর ভাবে সৃষ্টির অন্তরালে বসিয়া আছেন, অপর দিকে তেমনি ভক্তের সঙ্গে বালকের ন্যায় চঞ্চলভাবে কতই লীলা করিতেছেন। অথচ সকল ভাবের সঙ্গে সকল ভাবের কেমন আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে।

যেমন কার্য্যের নিমিত্ত শক্তির প্রয়োজন, শক্তি ব্যতীত কার্য্য হয় না, তেমনি ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতীত সংসারে চলা যায় না। যিনি ভাল সংসারী হইবেন সংসার ও ধর্ম্মের যোগ রাখিতে চাহিলে, তাঁহাকে নিষ্ঠাবান্ ভক্ত হইতেই হইবে। যাহারা অবিশ্বাসী যাহারা কল্পনার পথে বিচরণ

করে তাহারা অকূল ভাবনার সাগরে পড়িয়া হাবু ডুবু খায়। সকল পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধ স্থির আছে। একটীর সহিত আর একটীর আকর্ষণ যোগ আছে। তাই প্রকৃত উপাসনা কর্ম্মকে টানে এবং কর্ম্ম উপাসনাকে টানে, যোগ ভক্তিকে টানে এবং ভক্তি যোগে পরিণত হয়। যাহার জীবন কল্পনার উপর অবস্থিত সে বস্তুর সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারে না। পরস্পরের আকর্ষণ বুঝিতে পারে না। সে ভাবে, যিনি ঘরে বসিয়া নির্জ্জনে যোগ করিবেন তিনি আবার কর্ম্মশীল হইবেন কিরূপে? পরস্পর বিরোধী বস্তুর ঐক্য কি সম্ভব? যে জীবন কল্পনার উপর ভাসে তাহার কোন লক্ষ্যই সিদ্ধ হয় না কল্পনাপরায়ণ স্বামী স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারে না, এবং স্ত্রীও স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে বিমুখ হন. ভ্রাতা ভগ্নীর প্রতি, এবং ভগ্নী ভ্রাতার প্রতি কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়া থাকেন। জীবনকে না ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত রাখিতে পারেন, না ধর্ম্ম করিয়াই জীবনকে সার্থক করিতে পারেন। কল্পনা তাঁহার কর্ম্ম পূজা. ধ্যান, ধারণা, সমস্ত বস্তুকে প্রতারিত করে। কিন্তু যিনি যথার্থ যোগার্থী হইবেন তাঁহাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে। যোগী কর্ম্ম ছাড়া থাকিতে পারেন না, এবং প্রকৃত কর্ম্মীর হৃদয় ও যোগ ব্যতীত শুষ্ক হইয়া যায়। কর্ম্ম করিবার শক্তিরস সংগ্রহ করিতে পারে না। অতএব হে বিধানবিশ্বাসী ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকা, যদি সংসারী হইতে চাও, সুনিপুণ কর্ত্তব্যশীল সংসারী হইতে চাও, তবে যথার্থ উপাসনাশীল হইতে হইবে, এবং যদি ভক্ত হইতে চাও যোগের ভিতর মগ্ন হইতে হইবে। ভগবানের ভিতর যোগ কর্ম্ম জ্ঞান উৎসাহ সকলই আছে। অতএব প্রকৃত উপাসনার দ্বারা যোগ অভ্যাস কর, এবং যাহার সঙ্গে যোগ করিবে তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ কর্ম্ম জীবনকে সংলগ্ন করিতে হইবে। যোগ কর্ম্মে উৎসাহিত করিবে, এবং কর্ম্ম অনন্তর যোগে প্রবৃত্ত করিবে। অচিরাৎ দেখিতে পাইবে, যোগ শিখিতে গেলে কর্ম্মের প্রয়োজন, এবং দেহ ও মন জীবন ও হৃদয় উভয়ই ঈশ্বরেতে তাঁহার বিহিত প্রকৃত বিধান ধর্ম্মেতে সংযুক্ত হইয়া যাইবে। সংসার ঈশ্বরের হইবে, এবং ঈশ্বর ও সংসার উভয়ই অতি আশ্চর্য্যরূপ তোমারই জীবনের সমঞ্জসীভূত হইয়া যাইবে। বিধান ধর্ম্ম পূর্ণ হইবে, এবং তুমি সংসারে থাকিয়াই পরম যোগী বৈরাগী হইয়া স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করিয়া অটল বিশ্বাসীর অনন্ত আদর্শের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

ভাদ্রোৎসবে মন্দিরে পঠিত।

তত্ত্বরত্ন মালা।

এক পাপাচারী ও তাহার শ্মশ্রু!

এক জন সাধু পুরুষ এক পাপাচারী বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বৃদ্ধ, বয়সে তুমি জ্যেষ্ঠ, না তোমার শ্মশ্রু? পূর্ব্বে দাড়ী জন্মিয়াছিল, না তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে?" ইহা শুনিয়া প্রাচীন বলিল, "না, আমি পূর্ব্বে জন্মিয়াছি, শ্মশ্রুশূন্য অবস্থায় পৃথিবী দর্শন করিয়াছি। শ্মশ্রু আমার জন্মগ্রহণের বহু বৎসরান্তে উৎপন্ন হইয়াছে।" সাধু বলিলেন "তোমার দাড়ী পরে জন্মিলেও তাহার অবস্থান্তর হইয়াছে, উহা কৃষ্ণ ছিল সম্পূর্ণ শুভ্র হইয়া গিয়াছে। ভ্রাতঃ, তোমার কালভাব কুস্বভাব কেন এইক্ষণও সংস্বভাবে পরিবর্ত্তিত হইল না? শ্মশ্রু তোমার বয়ঃকনিষ্ঠ হইয়া তোমাকে অতিক্রম করিয়া উন্নতি লাভ করিল, তোমার মনে সেই অবিশ্বাস ও শুষ্কতা জড়তা বিদ্যমান, তুমি পূর্ব্ববৎ মলিন রহিয়াছ. একটু পুণ্যের শুভ্রতা তোমার জীবনে প্রকাশ পাইতেছে না। সেই তীব্র অম্ল দধিই তুমি রহিয়াছ. তোমা হইতে মূল্যবান নবনীত উৎপন্ন হইল না? লোভ মোহরূপ বায়ুর হিল্লোলে মস্তক ঘূর্ণায়মাণ হইলেও মৃত্তিকায় বদ্ধমূল শুষ্ক তৃণের ন্যায় তুমি এক স্থানে এক ভাবে স্থিতি করিতেছ। এখনও তুমি পুত্তলপূজারূপ বাল্যক্রীড়ায় রত আছ, বিশ্বপতি অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে না।"

দুই বন্ধু।

এক ব্যক্তি বন্ধুর দ্বারে আসিয়া আঘাত করেন, দ্বারে আঘাতের শব্দ শুনিয়া বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন "কে উপস্থিত?" আগন্তুক বলেন "আমি আসিয়াছি।" তচ্ছ্রবণে গৃহস্থ বলিলেন. "চলিয়া যাও, সময় হয় নাই, এইরূপ ভোজ্য পাত্রে অপরিপক্ক লোকের অধিকার নাই, অপরিপক্ককে বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে সে পরিপক্ক হইয়া দ্বৈতভাব হইতে মুক্ত হইবে। যখন স্বাতন্ত্র্য তোমা হইতে এইক্ষণও বিদূরিত হয় নাই তখন সন্তাপানলে দগ্ধ হওয়া তোমার পক্ষে প্রয়োজন।" এই কথা শুনিয়া দুঃখী আগন্তুক চলিয়া গেলেন। এক বৎসর বিদেশে থাকিয়া বন্ধুর বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হইলেন, দগ্ধ হইয়া সাধন করিয়া পরিপক্কতা লাভ করিলেন, অনন্তর বন্ধুর আলয়ে প্রত্যাগত হইলেন, এবং ভয় ও বিনয় সহকারে দ্বারে আঘাত করিলেন, গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে দ্বারে উপস্থিত?" আগন্তুক বলিলেন "প্রেমাস্পদ, তুমিই দ্বারে আছ।" তখন তিনি বলিলেন, "প্রিয়, এইক্ষণ যখন আমাতে এক হইয়াছ, তখন

হে আমি, ভিতরে এস, এক গৃহে দুই আমির সমাবেশ হয় না, এক হইলে আর দ্বিত্ব থাকে না। আমিত্ব বিদূরিত হয় পরিণামে তুমিত্বও চলিয়া যায়। সূচীর সূত্রাগ্র দ্বিধা বিভক্ত হইলে সূচীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, যখন তুমি একত্ব স্থাপন করিয়াছ এই সূচীর মধ্যে এস। সূচীর সঙ্গে সূত্রের সম্বন্ধ রহিয়াছে, কিন্তু উষ্ট্রের সঙ্গে সূচীছিদ্রের উপযোগিতা নাই। সাধনারূপ অস্ত্রে ছিন্ন না করিলে অস্থিত্বরূপ উষ্ট্র কি কখন সূক্ষ্ম হয়? ভ্রাতঃ, তদ্বিষয়ে ঈশ্বরের হস্তের প্রয়োজন। যে কোন দুরূহ বিষয়ে তিনি বলেন হৌক, তাহাতেই হয়। তাঁহার হস্তে প্রত্যেক দুঃসাধ্য ব্যাপার সহজসাধ্য হইয়া থাকে। প্রত্যেক অবাধ্য অশ্ব তাঁহার ভয়ে শান্ত হয় অন্ধের অন্ধতা দূর, কুষ্ঠরোগীর আরোগ্য লাভ আর কি? তাঁহার মন্ত্রে মৃত জীবন লাভ করে। সেই অসৎ যাহা মৃত অপেক্ষাও অধিক মৃত, তাঁহার শক্তির হস্তে উহা কেমন সৎ হইয়া প্রকাশ পায়। প্রত্যহ তিনি আপন শক্তিতে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাকে তুমি নিষ্ক্রিয় ও নিরুদ্যম বলিয়া জানিও না। তিন দল সৈন্য চালনা করা তাঁহার প্রাত্যহিক নিকৃষ্টতম কাজ। এক দল জরায়ুকোষে সঞ্চারিত হয়, একদল গর্ভকোষ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, তাহাতে ধরাতল স্ত্রী পুরুষে পূর্ণ হয়। আর এক দল পৃথিবী হইতে মৃত্যুলোকে গমন করে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহার শুভ কার্য্য দর্শন করিয়া থাকে।

সংবাদ।

ভাদ্রোৎসবের পূর্ব্বে সোমবার, বুধবার, শুক্রবার ও শনিবার সন্ধ্যার পর মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন ও ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র পাঠ হইয়াছিল। মঙ্গলবার দেবালয়ে দরবারের পর আচার্য্যের সমাধির সম্মুখে প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইয়াছিল। বৃহস্পতিবার দিন মন্দিরে সন্ধ্যার পর ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল স্বর্গগত পরমহংসের জীবন বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সে দিন দেবালয়ে পূর্ব্বাহ্ণে ৭ টা হইতে পরমহংস সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উপাসনা প্রার্থনাদি হইয়াছিল। প্রেরিতবর্গ সকলে বিনামার্জ্জন ও হবিষ্যান্ন করিয়া বিশেষ ভাবে সেই দিন যাপন করিয়াছিলেন।

১লা ভাদ্র সোমবার অপরাহ্ণ ৫ টার সময় কাশীপুরস্থ গোপাল বাবুর বাগান বাটী হইতে পরমহংসদেবের দেহ বরাহনগরের শবদাহ ঘাটে নীত হয়। কলিকাতা হইতে এক শত দেড় শত লোক যাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দান করিয়াছিলেন। একটি নূতন খট্টার উপর বিচিত্র শয্যা স্থাপিত ছিল, পুষ্পগুচ্ছ ও পুষ্পমালায় খাট খানা বেশ সাজান হইয়াছিল। নূতন গৈরিক আচ্ছাদন ও পুষ্পমালা দ্বারা শবের শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরমহংসের শিষ্যবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ ভক্তি সহকারে পদ ধারণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া খট্টা বহনপূর্ব্বক হরিধ্বনি করিতে করিতে উদ্যান প্রাঙ্গন হইতে বাহির হন, এক দল বৈষ্ণব মৃদঙ্গ করতাল সহ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করে। কলিকাতা হইতে ডাক্তার গোপালচন্দ্র বসু, বাবু রাজমোহন বসু ও কালিদাস সরকার প্রভৃতি অনেক বিধানবাদী ব্রাহ্ম এবং ভাই অমৃতলাল বসু, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ও গিরিশচন্দ্র সেন এবং প্রাণকৃষ্ণ দত্ত এই চারি জন বিধানপ্রচারক শবের সঙ্গে ঘাট পর্য্যন্ত যাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দান করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের ত্রিশূল ও ওঁকার বুদ্ধধর্ম্মের খুন্তি, মোহম্মদীয় ধর্ম্মের অর্দ্ধচন্দ্র, খ্রীষ্টধর্ম্মের ক্রুশচিহ্নিত পতাকা সর্ব্বাগ্রে বাহিত হইয়াছিল। ঘাটে খট্টা স্থাপন করিয়া কিয়ৎক্ষণ দেহকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন হয়। পরে সঙ্গীত প্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল কোন কোন বন্ধু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তৎসময়োপযোগী ৩। ৪ টী সঙ্গীত করেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠের সঙ্গীত পরমহংসদেব বড়ই আদর করিতেন। অবশেষে শ্মশানে তাঁহার পবিত্র দেহের পার্শ্বে বসিয়াও ভাই ত্রৈলোক্য নাথকে সঙ্গীত করিতে হইল। চিতাশয্যায় স্থাপন করিবার সময় শবের পদ ধারণ করিয়া ভক্তবৃন্দ ভক্তির সহিত প্রণাম করিলেন। পরমহংসদেবের নেত্রদ্বয় ঈষদুন্মিলিত, মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত ছিল, তাহাতে বোধ হয় সমাধির অবস্থায় প্রাণ দেহত্যাগ করিয়াছে। শুনিলাম পূর্ব্ব দিন রাত্রি দশ টার সময় তিনি বলিয়াছিলেন আমার নাভিশ্বাস হইল যে, তৎপর তিন বার কালী নাম উচ্চারণ করিয়া সমাধিমগ্ন হন, তাহাতেই দেহত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া যান। সন্ধ্যাকালে ঘৃত ও চন্দন কাষ্ঠ সমুৎপন্ন প্রজ্বলিত অগ্নি তাঁহার পবিত্র দেহকে গ্রাস করে। তাঁহার অনুগত শিষ্যগণ একে একে সকলেই পুত্রবৎ সেই ধর্ম্মপিতার দেহে অগ্নি প্রদান করেন। অনেক সুশিক্ষিত যুবকের সাধুভক্তি দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ও অন্য কেহ কেহ পরমহংসের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষায় অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহারা সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র। অনেক প্রেরিত সেই দিন হইতে ৩। ৪ দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও শোক চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। ৯ই সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কাকুড়গাছিস্থ উদ্যানে পরমহংসের দেহভস্ম মহা সমারোহে প্রোথিত হইয়াছে। সে স্থানে অচিরেই একটি সুন্দর সমাধি স্তম্ভ স্থাপিত হইবার কথা আছে। বহু সংখ্যক ভদ্র সন্তান সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে কাশীপুর হইতে ভস্ম সেখানে লইয়া যান। মধ্যাহ্নে তথায় তাঁহারা খেচরান্নাদি

ভক্ষণ করেন। শুনিলাম প্রায় ৭ শত লোকের আহারের আয়োজন হইয়াছিল। অপরাহ্নে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ও অপর ২। ৩ জন প্রচারক এবং কতিপয় বিধানবাদী ব্রাহ্ম সেই সমাধি স্থল দেখিতে গিয়াছিলেন। সে স্থানে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন পরমহংসের উক্তি পুস্তক পাঠ ও ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মাতৃবিষয়ক কয়েকটি সঙ্গীত করেন। শ্রবণে আহ্লাদিত হইলাম. রামচন্দ্র বাবু না কি স্বীয় উদ্যান পরমহংসদেবের নামে তাঁহার সমাধি স্তম্ভ ও কীর্ত্তির জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন।

পরমহংসদেব সময়ে সময়ে যে সকল তত্ত্ব কথা বলিয়াছেন, তাহার অনেক গুলি আচার্য্যদেব সংগ্রহ করিয়া ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। আরও কয়েকটী নূতন উক্তি তৎসঙ্গে যোগ করা গিয়াছে। উক্ত পুস্তকের নাম "পরমহংসের উক্তি" মূল্য ১০ দুই পয়সা মাত্র। সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার তাহা গ্রহণ করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য।

কি হইতে চলিল, আমরা ক্রমশঃ বন্ধু হারাইতে লাগিলাম, ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতি সংখ্যায়ই শোকের সংবাদ প্রদান করিতে হইতেছে। আমাদের বন্ধু ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক প্রীতিভাজন সারদাপ্রসাদ বসু বিকার জ্বরে বিগত ভাদ্রোৎসবের দিন প্রাতঃকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি জেনেরেল পোষ্ট আফিসে সামান্য কেরাণীর কাজ করিতেন, ইনি তিনটী অল্প বয়স্কা কন্যা সন্তান ও যুবতী ভার্য্যাকে শোকের সাগরে ভাসাইয়া নিরাশ্রয় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সারদাপ্রসাদের বয়ঃক্রম ৩০। ৩২ হইয়াছিল। মৃত্যুর ২। ১ দিন পূর্ব্বে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কিছু কিছু জ্ঞান ছিল। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সঙ্গীত শুনিতে ইচ্ছা আছে কি না তাঁহাকে ইহা জিজ্ঞাসা করেন, সারদা বলেন হাঁ, "মনে কর শেষের সে দিন কি ভয়ঙ্কর" এই গানটি করুন। তিনি সেই গান না করিয়া অন্য গান করেন। সারদাপ্রসাদ কতক গুলি টাকা ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুঃখিনী নিরাশ্রয়া পত্নী হবিষ্যান্ন করেন এবং উপায়হীন শিশুদের মুখে অন্ন তুলিয়া দেন এমন কিছুই সম্বল নাই। অত্যন্ত নিরন্ন অবস্থা, আমরা সেই বিপন্ন বিধবা ও শিশু দিগের জন্য সকলের নিকটে দয়া ভিক্ষা করিতেছি।

ভাই গৌরগোবিন্দ রায়ের সম্পাদিত সংস্কৃত শ্রুতপ্রকাশ চতুর্থ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা কৃতজ্ঞতা ও আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, কোচবিহারের মহারাণী তাহার মুদ্রাঙ্কন ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন।

আচার্য্যের দৈনিক প্রার্থনার দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। তৎসঙ্গে নৈনিতাল পাহাড়ের অনেক গুলি প্রার্থনা আছে, মূল্য ॥০ মাত্র।

লাহোরের বিধানবাদী ভ্রাতাদিগের দ্বারা সম্পাদিত "হাদিয়ে হকিকত" নামক পাক্ষিক উর্দ্দু পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাও তাঁহাদের বিধানবাদী নামক ইংরাজী পত্রিকার ন্যায় পঞ্জাবে নব বিধান প্রচার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইতেছে। আচার্য্যের জীবন বেদ উর্দ্দুতে অনুবাদিত হইয়া এই পত্রিকায় প্রচার হইতেছে।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসকমণ্ডলীর সাদর আহ্বান পত্রের উত্তরে এরূপ লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, যে স্থানে উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ সম্মিলিত হইবেন, সে স্থানেই তিনি আছেন। পত্র খানা বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছেন। ভাই অমৃতলাল বসুকেও উপাসক মণ্ডলী তদ্রূপ পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন কি না জানি না।

সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা শ্রুতপ্রকাশে "দৃষ্টান্ত সর্ব্বস্ব" "ভাষ্যসঙ্গমনী" ও "তত্ত্বসঙ্কলনী" মুদ্রাঙ্কিত হইতে আরম্ভ হয়। ধর্ম্ম নীতি ও বিজ্ঞানঘটিত শ্লোকযোগে সমগ্র পাণিনি শিক্ষাদান করা দৃষ্টান্তসর্ব্বস্বের উদ্দেশ্য। এই কয়েক খানি গ্রন্থ সত্বর মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়, এতদ্বিষয়ে পণ্ডিতবর্গকে সমুৎসুক দেখিয়া ঐ সকল গ্রন্থ স্বতন্ত্র প্রকাশ করিবার বাসনা সমুপস্থিত হয়। কাকিনীয়াধিপতি ভূতপূর্ব্ব স্বর্গত শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সহ উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায়ের সাহিত্য ঘটিত বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। রায় চৌধুরী মহাশয় সংস্কৃত গ্রন্থাদি প্রচারে ব্রতী হইয়া নবরত্নসভা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই কীর্ত্তি স্মরণের বিষয় করিবার জন্য তাঁহার উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান কাকিনিয়াধিপতি ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয়কে উপাধ্যায় পত্র লিখেন, তাহাতে তিনি ঐ কয়েক খানি গ্রন্থ প্রকাশ জন্য সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। সমুদায় গ্রন্থ প্রকাশে সার্দ্ধ সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয়িত হইবে, ইহার সমস্ত ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধেও আমাদিগকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে হইল। শব্দপ্রকাশ নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় এই কয়েক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। প্রত্যেক খণ্ড ১২ ফর্ম্মা হইবে।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, ডোমরাওঁ মহারাজের দেওয়ান রায় জয় প্রকাশ বাহাদুর প্রচারকদিগের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য ১০০, এবং কাকিনার ভূমাধিকারী কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী ব্রহ্মমন্দিরের জন্য ৫০ পঞ্চাশ টাকা দান করিয়াছেন।

ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সপ্তাহেই পুনর্ব্বার কোচবিহারে যাইবার ইচ্ছা রাখেন। তিনি গত রবিবার মন্দিরে উপাসনা করিয়াছিলেন। নববিধানের আদিভূমি নির্ব্বাণ এ বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশয়ের সুচিকিৎসায় ভাই কালী শঙ্কর কবিরাজ মহাশয়ের পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম দেখা যাইতেছে। যে অসহ্য জ্বালা ও বেদনা ছিল তাহার উপশান্তি হইয়াছে। অর্দ্ধবিন্দুমাত্র ঔষধের সদ্য প্রত্যক্ষ ফল জীবন্ত শক্তি দেখা গিয়াছে। মূল রোগের নিবৃত্তি সময় সাপেক্ষ।

গয়া রঙ্গপুর ও চোপা হইতে কোন কোন বন্ধু আসিয়া উৎসবে যোগ দান করিয়াছেন।

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২১ ভাগ। ১৭ সংখ্যা। } ১লা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৮০৮ শক। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে দীনবন্ধু অনাথশরণ হরি, এ সংসারে তোমা ছাড়া আর লোভের সামগ্রী কি আছে? দুঃখী তাহারা যাহারা তোমাকে লোভের বিষয় না করিয়া ধন মান যশ প্রভৃতি অসার অনিত্য বিষয় সমূহকে আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী করিয়াছে। প্রভো, ধর্ম্মের নামে অনেক অসার বস্তু লোকের অভিলাষের বিষয় হয়। সেই সকল অসার বস্তু সাধকের মনকে তোমা হইতে দূরে রাখে। তাই ইচ্ছা হয়, তোমা ছাড়া অন্য কোন বিষয় যেন আমাদিগের প্রাণকে অধিকার করিতে না পারে। পৃথিবীর পদমর্য্যাদা ছাড়িয়া যেন দাসগণ ধর্ম্মরাজ্যে পদমর্য্যাদা অন্বেষণ না করে। বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তোমার সাধকশ্রেণীমধ্যে আমরা নাম লিখিয়াছি, সেখানে আসিয়া কি আবার নূতন বিষয়সম্বন্ধে আবদ্ধ হইব? নাথ, এখানে দিন দিন যে প্রকার প্রলোভন সকল আসিয়া সমুপস্থিত, তাহাতে তোমার এই অচতুর সাধকগণের সমূহ বিপৎপাতের আশঙ্কা, কি জানি কোন্ দিন কোন্ দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা তোমার চরণপদ্ম হইতে দূরে পড়িব, কিছুই জানি না। এ সংসারে এক দিনও নিরাপদের অবস্থা দেখিলাম না। যে কোন ভাবে আমরা জীবন অতিবাহিত করি না কেন, দেখিতে পাই তাহারই মধ্যে আমাদিগের পতনের কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এ সংসারে সাধক হইয়া জ্ঞানী হইয়া সম্পন্ন হইয়াও প্রলোভনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া স্থির করিয়াছি, আকাঙ্ক্ষা অভিলাষ কোন বিষয়ে আর হৃদয়ে পোষণ করিব না। মনকে বাহিরের দিকে প্রস্তরখণ্ড এবং অভ্যন্তরের দিকে একখানি স্বচ্ছ কাচের ন্যায় করিব যে, সেই স্বচ্ছ কাচে কেবল তোমারই ইচ্ছার প্রতিবিম্ব পড়িবে। দীনজনগতি, তোমার কৃপা বিনা ঈদৃশ অবস্থা লাভ করিবার কোন উপায় দেখি না, তাই তোমার নিকটে প্রার্থনা করি, একবার হরি, তোমার দয়ার অপূর্ব্ব সামর্থ্য এই সকল অধম জীবনে প্রকাশ কর যেন, সংসারসম্বন্ধে মৃত এবং স্বর্গরাজ্যসম্বন্ধে উজ্জীবিত হই। বাহিরের বিষয়নিচয়ের সহিত সম্বন্ধ সত্ত্বেও অসম্বন্ধ না হইলে আর কিছু হইতেছে না। চক্ষু দেখিয়াও দেখিবে না, কর্ণ শুনিয়াও শুনিবে না, অপরাপর ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করিবে না, এই অসম্ভব ব্যাপার যদি জীবনে সম্ভব না হয়, তবে দেখিতেছি দাসগণের আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই পূর্ণ হইতেছে না, তাই

তোমার নিকটে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, হে অধমতারণ, একবার মনকে বাহিরের বিষয়ে অনাবিষ্ট এবং অন্তররাজ্যের বিষয়ে নিবিষ্ট করিয়া দাও, আমরা কৃতার্থ হই। তোমার কৃপার উপরে পূর্ণ নির্ভর করিয়া এই প্রার্থনা করিলাম, তুমি নিজকরুণাগুণে আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ কর, এই তব চরণতলে বিনীত ভিক্ষা।

নির্ব্বাণ ও নববিধান।

জনসমাজ কতক দূর অগ্রসর হইলে তদুপযোগী এক একটি বিধান সমাগত হইয়া থাকে। বিধানসমাগমের পূর্ব্বে তাহার ক্রিয়ার ভূমি প্রস্তুত হয়, অন্যথা উহা আসিয়াও জনসমাজসম্বন্ধে কোন প্রকার হিতসাধন করিতে সুক্ষম হয় না। একটি বিধান আসিয়া তাহার ক্রিয়া পৃথিবীর উপরে বিস্তার করিলে পর পর বিধানের ক্রিয়া প্রকাশ সহজ হইয়া পড়ে, কেন না একটি অপরটির পন্থা পরিষ্কার করিয়া দেয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধান এইরূপে পর পর বিধানের ভিত্তিভূমি, যদুপরি সেই সেই বিধান স্থিতি লাভ করিয়া থাকে। নববিধান কোন্ ভূমির উপরে দণ্ডায়মান, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে সহজে এই উত্তর সমুপস্থিত হয় যে, পূর্ব্বগত সমুদায় বিধান ইহার পত্তনভূমি। উত্তর সহজ হইল, কিন্তু নববিধানসাধনে প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে ইহা অতি জটিল উত্তর। যদি সমুদায় বিধান আয়ত্ত করিয়া পরিশেষে নববিধানে প্রবেশ করিতে হয়, তবে এক জীবনে তাহার সম্পন্ন হওয়া একান্ত অসম্ভব। দেখা উচিত এমন কোন সাধারণ ভূমি আছে কি না, যাহা সমুদায় বিধানের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই সাধারণ ভূমি আয়ত্ত করিতে পারিলে সমুদায় বিধানের সঙ্গে যোগের সম্ভাবনা, এবং সমুদায় বিধানের সঙ্গে এইরূপে যোগ হইলে, নববিধানের সঙ্গে যোগও সহজ হইয়া পড়িবে।

সমুদায় বিধানে একটি সাধারণ ভূমি আমরা দেখিতে পাই, উহার নাম নিবৃত্তিযোগ। এই নিবৃত্তিযোগের সর্ব্বত্র প্রয়োজন। সাক্ষাৎ ভগবানের ক্রিয়া বা লীলার নাম বিধান। যেখানে জীবের নিজ ইচ্ছার নিবৃত্তি হয় নাই, সেখানে ঈশ্বরের লীলা বা ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। এই জন্য সকল বিধানেই অহম্ভাবের তিরোধান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হইয়াছে। অহম্ভাবের তিরোধানে ঐশ্বরিক ভাবের অবতরণ হয়, এবং ঈশ্বরিক ভাবের অবতরণে বিধানের রহস্য সমুদায় উদ্ঘাটিত হয়। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ বিধানপ্রকাশের মূল ভূমি, এই জন্য বলিতে পারা যায়, মনুষ্য স্বয়ং কোন বিধান পূর্ণ করিতে সুক্ষম নহে, যদি স্বয়ং ভগবান্ আপনি তাহাতে বিধান পূর্ণ না করেন। আমরা যাহা বলিলাম যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে সকলকে স্বীকার করিতে হইবে, নববিধান সাধনেও অন্য কোন নিয়ম অনুসরণ করা যাইতে পারে না।

পূর্ব্বে লোকে একটিমাত্র বিধান নিজ জীবনে আয়ত্ত করিত, ইহাতে সেই বিধানের পক্ষে যত টুকু অহম্ তিরোধান প্রয়োজন সেই টুকু হইলেই যথেষ্ট হইত। মনে কর এক জন জ্ঞানযোগী জ্ঞানে ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইবেন। তাঁহার প্রয়োজন জ্ঞানসম্বন্ধে সর্ব্বদা অহম্ভাব পরিত্যাগ। জ্ঞানসম্বন্ধে অহম্ভাব তিরোহিত হইয়া উহা পুণ্যাদি আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে, তাহাতে তাঁহার জ্ঞানযোগের কোন ব্যাঘাত সমুপস্থিত হয় না। নববিধানে এটি হইলে চলিবে না। জ্ঞান প্রেম পুণ্য ইচ্ছা সকল হইতে অহম্‌কে তিরোহিত করিতে না পারিলে নববিধানে সিদ্ধ মনোরথ হওয়া একান্ত অসম্ভব। তাই বলিতে হইতেছে, অন্যান্য বিধানে প্রয়োজনীয়াংশে অহম্ উড়াইয়া দিয়া কার্য্য সিদ্ধ হইত, অন্য অংশে উহা আছে কি না সাধক তাহার সংবাদও

লইতেন না, এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কোন এক অংশে অহম্ যাঁহার তিরোহিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি পুরাতন বিধানের লোক, নববিধানের নহেন। জ্ঞান প্রেম পুণ্য ইচ্ছা কিছুতেই যাঁহার অহম্ভাব নাই, তিনিই নববিধানের সাধক।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নিবৃত্তি সাধন সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। এই নিবৃত্তির অর্থ অহম্‌কে বিদায় দেওয়া। মহামতি শাক্যের নির্ব্বাণ আর কিছুই নহে, কামাদি রিপুনিচয়কে অহম্ সহ নির্ব্বাণ কর। সুতরাং বলিতে হইতেছে, সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে শাক্যের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। বিধানরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে, আমরা কাহাকে সর্ব্বাগ্রে দেখিতে পাই? মহামতি শাক্যকে। তাঁহার নিকটে অনুমতি লাভ না করিলে, কোন সাধকই বিস্তৃত বিধান রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন না। যদি কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে হয়, তবে সর্ব্বপ্রথমে শাক্যকে পরিতুষ্ট করিতে হইবে। সাধন বল, প্রযত্ন বল, পুরুষকার বল, সমুদায় সাধককে নির্ব্বাণসাধনে নিয়োগ করিতে হইবে। অহম্ কোথাও যেন লুকাইয়া না থাকিতে পারে, ইহারই জন্য একান্ত যত্ন প্রয়োজন। জ্ঞান হইতে পলায়ন করিয়া প্রেমের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সেখান হইতে তাহাকে নিষ্কাশিত করিতে হইবে, এইরূপে যেখানে গিয়া লুকাইয়া থাকে, সেখান হইতেই উহাকে সাধক বিদায় করিয়া দিবেন। সাধক যখন এইরূপে নিজের অনুষ্ঠেয় অনুষ্ঠান করিলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইবেন, নববিধানের হরি তাঁহাতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাকে আর যত্ন করিয়া জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মাদির সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতে হয় না, সমুদায় একবারে আপনা হইতে মিলিত ও সমঞ্জস হইয়া গিয়াছে।

এই অদ্ভুত বিচিত্র সম্মিলন একমাত্র নির্ব্বাণে কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইল, সকলেরই জানিতে কৌতূহল জন্মিতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমুদায় বিধানের মূলে নিবৃত্তি যোগ স্থিতি করিতেছে। নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যে ঐশ্বর ভাবের অবতরণ হয় ইহাও আমরা বলিয়াছি। জ্ঞানাভিমাননিবৃত্ত হইলে জ্ঞানস্বরূপের, প্রেমাভিমান নিবৃত্ত হইলে প্রেমস্বরূপের, পুণ্যাভিমান নিবৃত্ত হইলে পুণ্যময়ের ইচ্ছার নিবৃত্তিতে ইচ্ছাময়ের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। পরমাত্মা সমগ্র অহমের স্থান অধিকার করিয়া যখন আত্মাতে বিরাজ করেন, তখন তিনিই সর্ব্বাধিকারী হইয়া সাধকে লীলা বিস্তার করিতে থাকেন। এই যোগে কি প্রকাশ পায়? নববিধানলীলা। যাঁহারা নববিধানী হইতে চান, এই জন্য তাঁহাদিগের প্রয়োজন যে, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে নিবৃত্তযোগী হয়েন। নিবৃত্তযোগী হইলে, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহাদিগের প্রাণকে পূর্ণ করিয়া নববিধানের পরম রহস্য উদ্ঘাটন করিবেন। সাধককে আর যত্ন করিয়া সর্ব্ব সামঞ্জস্য ঘটাইতে হইবে না, ঈশ্বরাধিষ্ঠানে আপনি সকল সমঞ্জস হইয়া যাইবে।

দেহের অবমাননায় প্রতি অঙ্গের অবসাদ।

ভগবানের ইচ্ছায় যখন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি অভেদ্য যোগে মিলিত হন, তখন তাঁহারা এক অপরকে ক্ষুদ্রতম হইলেও উপেক্ষা বা অবমাননা করিতে পারেন না। ঈদৃশ অবমাননাতে একের ক্লেশ উপস্থিত হয় না, সমুদায় দেহের ক্লেশ হইয়া থাকে। মনুষ্য অনেক সময়ে মনে করে, যদি আমি নিরাপদ থাকিলাম, তাহা হইলে অপরের আপদে আমার ক্ষতি সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু সে জানে না যে তাহার জীবন অপর শত ব্যক্তির সহিত মিলিত আছে, সেই শত ব্যক্তির কোথাও একটির

যদি আপদসমুপস্থিত হয়, তজ্জন্য সকলকেই অল্লাধিক পরিমাণে বিপন্ন হইতে হইবে। বহু ব্যক্তির সমষ্টিতে এইরূপ ফল হইলেও অল্প লক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু যেখানে অল্প সংখ্যাকের একত্র মিলন, সেখানে উহার স্পষ্ট পরিগ্রহ না হইয়া থাকিতে পারে না।

আমরা এই সত্য নিরন্তর জীবনে উপলব্ধি করিতেছি. সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদিগের অণুমাত্র সংশয় নাই। ভগবানের কৃপায় আমরা একটি দেহের অভেদ্য অঙ্গরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি। দুর্ম্মতিবশতঃ আমরা অনেক সময়ে এক অপরকে উপেক্ষা ও অবমাননা করিয়াছি, এবং তজ্জনিত বিষময় ফল আপনারাই অব্যবহিত কাল মধ্যে ভোগ করিয়াছি। এত দিনের পরীক্ষাতে আমরা যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমাদিগের চৈতন্যোদয় হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভোগান্তে বিস্মৃতি মনুষ্যস্বভাবের মধ্যে নিহিত আছে বলিয়া আমরা পুনঃ পুনঃ কুফল ভোগ করিয়াও পুনঃ পুনঃ বিস্মৃত হইতেছি। মানবচিত্ত প্রবৃত্তিনিচয়ের অধীন। প্রবৃত্তি সকল একান্ত অন্ধ। প্রবৃত্তি যদি ফলানুসন্ধায়ী হইত, পৃথিবীতে এত পাপবিকার কখন অবস্থিতি করিত না। বর্ত্তমানে যে প্রবৃত্তি প্রবল, উহা আপনাকে চরিতার্থ করিতেই প্রযত্ত, সে আর চরিতার্থতার পর পারে কি আছে, কি প্রকারে দেখিবে? ধর্ম্ম এই প্রবৃত্তিনিচয়ের অন্ধতা অপনয়ন করে, প্রবৃত্তি সমূহকে নিবৃত্তিতে পরিণত করিয়া তাহাদিগকে বিবেকাধীন করে। বিবেকাধীন প্রবৃত্তি কখন মনুষ্যকে যথেচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত করিতে পারে না, সুতরাং প্রবৃত্তিজন্য কখন তাহার শান্তভাব অপনীত হয় না। এই শান্তভাব সকল সময়ে তাহার রক্ষক থাকিয়া দেহবিরোধে কোন প্রকার অনুচিত ব্যবহার করিতে দেয় না। যেখানে এই শান্তভাবের অভাব, সেখানে অঙ্গনিচয়ের অবসাদ অবশ্যম্ভাবী।

আমরা প্রবৃত্তি সমূহের বিবেকাধীনতার কথা বলিয়াছি। এই অধীনতা যেমন প্রতিব্যক্তি ঘটিত তেমনি সমষ্টিঘটিত। প্রবৃত্তির নিবৃত্তাবস্থা যেমন শান্তভাব উপস্থিত করে, এবং সেই শান্তভাবনিবন্ধন বিবেক আত্ম অধিকার লাভ করেন, তেমনি তৎসঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিবেকাধীনতা প্রাপ্ত ব্যক্তিতে উপস্থিত হয়। কোন ব্যক্তি আত্মনিষ্ঠ বিবেকাধীন, অথচ সামাজিক বিবেকের অধীন হইলে কুণ্ঠিত, ইহা কখন হইতে পারে না। যে ব্যক্তি বলে যে আমি বিবেকানুগত, অথচ সামাজিক বিবেকের অনুসরণে পরাঙ্মুখ সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। সে মনে করে, ঈশ্বর তাহার নিকটে যাহা বলেন আর দশজনের নিকটে ঠিক তাহার বিপরীত বলিবেন। ঈশ্বরে এ প্রকার অব্যবস্থিততা আরোপ করিয়া সে ঘোর অপরাধী হয়।

ব্যক্তিনিষ্ঠ বিবেক ও সামাজিক বিবেক এ দুইয়ের একতা আমাদিগের সর্ব্ববিষয়ে নিয়ামক। আমাদিগের মধ্যে ঈদৃশ নিয়ামকত্বের প্রাবল্য বলিয়া আমরা সকলে একটি দেহ হইয়াছি। যাহাতে এইরূপ আমরা প্রতিজনে নিয়মিত হইতে পারি, তজ্জন্য কি আবশ্যক? প্রথমতঃ এই বিশ্বাস আবশ্যক যে, দেহের অবমাননায় প্রতি অঙ্গের অবসাদ। এই বিশ্বাস আমাদিগকে সর্ব্বদা সবিহিত করিবে, এবং প্রবৃত্তি সকলের তরঙ্গ প্রশমিত করিবার জন্য আমাদিগকে নিয়ত উদ্যমশীল রাখিবে। যখনই আমাদিগের হৃদয়ে কোন প্রবৃত্তি উদিত হইবে, আমরা সর্ব্ব প্রযত্নে চিত্তের শান্তভাব তিরোহিত হইতে দিব না। আমাদিগের এই বিষয়ে সিদ্ধি লাভের জন্য একটি উপায়ের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সে উপায়টি এই, যখন আমাদিগের চিত্ত কোন একটি কারণে তরঙ্গায়িত হয় সে সময়ে কোন কার্য্য না করা। স্বভাবের নিয়মে যখন তরঙ্গ প্রশান্ত ভাব ধারণ করিবে, তখন আমরা দেখিতে পাইব,

এইরূপে চিত্তকে প্রশান্ত হইতে দিয়া আমরা কি ভয়ানক বিপৎপাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছি, যদি তরঙ্গায়িত অবস্থায় কিছু করিতাম, আপনার এবং অপরের অবসাদের হেতু হইতাম।

তরঙ্গায়িত চিত্তের প্রথমাবস্থায় কার্য্য করিতে বলাতে অনেকে এই আপত্তি করিতে পারেন, এতদ্বারা স্বর্গীয় উৎসাহের আবেগকেও অবরোধ করিতে বলা হইল। আমরা যাহা বলিয়াছি তাহাতে প্রবৃত্তিজনিত তরঙ্গের কথা বলা হইয়াছে, স্বর্গীয় উৎসাহসম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। কিন্তু যদি কথা উঠিল, তবে বলা সমুচিত যে, মানবীয় ইতিহাসে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বর্গীয় উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময়ে প্রবৃত্তি আসিয়া যোগদান করে, এবং যে পরিমাণে প্রবৃত্তির যোগদান সেই পরিমাণে কল্যাণের সঙ্গে কলঙ্কের রেখাপাত তত্ত্ব দর্শীর চক্ষে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। এমন মনুষ্য নাই যে সর্ব্বদা প্রবৃত্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে, সুতরাং স্বর্গীয় উৎসাহের সহিত প্রবৃত্তি আসিয়া যোগ না দেয় এজন্য উৎসাহ ও প্রশান্ত ভাব এ দুইয়ের একান্ত প্রয়োজন। নব বিধান এই দুইটিকে এক এক সময় চেষ্টা করেন বলিয়া এত উহার এত মহৎ, এবং যথার্থ নববিধানবাদী কোন সময়ে এদুয়ের অভাবগ্রস্ত হন না। দুই সর্ব্বদা একত্র সংলগ্ন থাকাতে এক দিকে প্রবৃত্তির অন্ধতা আসে না, আর একদিকে বিবেকের প্রখর তেজ প্রকাশ পায়। জল ও অগ্নি উভয়ের একত্র সমাবেশ প্রয়োজন, একের অভাবে অপরটি মনুষ্যকে মৃত্যুমুখে নিপতিত করে। প্রবৃত্তি সমুদায় বিধির উচ্ছেদক, বিবেক সংরক্ষক। আমরা এই লক্ষণ দ্বারা অনায়াসে বুঝিতে পারি। অমুক ব্যক্তি প্রবৃত্তির অধীন অথবা বিবেকের অধীন। সামাজিক বিবেকসংস্থাপিত বিধিনিচয় আমাদিগের মধ্যে কেন অনেক সময়ে খণ্ডিত হয়, এ প্রশ্নের উত্তরে এই কথা বলিতে হইবে যে, আজও প্রবৃত্তির রাজ্য চলিতেছে, বিবেকের রাজ্য আইসে নাই। যে দিন বিবেকের রাজ্য সমাগত হইবে, সে দিন সমস্ত দেহ শুদ্ধ হইবে, এবং সমুদায় অঙ্গে প্রভূত বল সঞ্চার হইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আমাদিগের মধ্যে দুই ব্যক্তি এক বিষয়ে এক মত হইলে, তৎপ্রতি সমাদর আমাদিগের শাস্ত্রীয় অনুশাসন। আমরা সে বিষয় উপেক্ষা করিতে পারি না, অবহেলা করিতে পারি না, এবং ইহাও বিশ্বাস করিতে পারি যে, ভগবান্ সেই ব্যক্তি দ্বয় দ্বারা কি আসিতেছে তাহা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। যদি এইরূপই হইল, তবে সেই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ কেন তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত করি না, কেন উপযুক্ত সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকি? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, যখন কোন একটি বিধি প্রকাশ পাইবে, তাহার পূর্ব্বাভাস দুই ব্যক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু পূর্ণ প্রকাশ নিখিল ব্যক্তির সমবায়ে। সুতরাং দুই জনেতে আভাস দর্শন করিয়া, আমরা নিখিল ব্যক্তির সমবায় জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে বাধ্য।

সুচতুর কে? যে ব্যক্তি ভগবৎকৃপাপ্রত্যাশায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া ফকীর হইয়াছে। বিংশতি বর্ষের অধিক কাল হইল এই চাতুর্য্যের পন্থা অবলম্বন করিয়া লাভ হইয়াছে কি ক্ষতি হইয়াছে গণনা করিতে বসিয়া দেখি, যাহারা চতুর সংসারী বলিয়া ফকীরী লইবার সময় উপহাস করিয়াছিল, আজ তাহারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে, এবং বলিতেছে, হায়! আমরা কি নির্ব্বোধ ছিলাম, যখন সংসার লইব কি ফকীরী লইব বলিয়া স্বর্গ হইতে প্রশ্ন আসিল, তখন ফকীরী ছাড়িয়া সংসার গ্রহণ করিলাম। এখন দেখিতেছি যাহারা সংসার ছাড়িয়া ফকীরী লইল, কালে তাহাদের নবীন সংসারও আসিয়া জুটিল। আমরা সংসার লইতে গিয়া ফকীরীও হরাইলাম, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সংসারও আমাদের হইল না। গণনায় ঠিক হইয়াছে, চতুর সেই যে সংসার ছাড়িয়া ফকীরী লইয়াছে।

বিলাসী মন সর্ব্বদা বিলাসবাসনায় কাতর। সে জানে না হরি যাহার হৃদয়ে বিহার করেন তাহার আবার বিলাসের

অভাব কি? সংসারে কি তার বিলাসের সামগ্রী আছে। হরি যাহা নিত্য যোগান, তাহার নিকটে সে সকল যে কিছুই নহে। মন, তুমি কি মনে কর, ভক্তগণ অল্প-বিলাসী, উপরে তাঁহাদিগের বৈরাগ্যের কন্থা, ভিতরে তাঁহাদিগের বিবিধ বিলাস। যত মহাজন, দেখিবে সকলে মহাবিলাসী। বিলাসাসক্ত জীবের শীঘ্র শীঘ্র দেহ পাত হয়, বল কোন্ বিলাসী মহাজনের শীঘ্র দেহপাত হয় নাই? শ্রীচৈতন্য প্রেমের বিলাসে মদমত্ত হইয়া কেমন জীর্ণ শীর্ণ কলেবর হইয়া অকালে বিদায় লইলেন, তাহা কি তুমি জান না? বিলাসিগণের প্রায়ই অপঘাত মৃত্যু হয়। মহর্ষি ঈসার কি ঘটিল? অধিক দৃষ্টান্ত বাড়ান নিষ্প্র-য়োজন। মন তুমি সকল লক্ষণ মিলাইয়া লইও, দেখিবে ভোগী বিলাসীর মধ্যে সকল মহাজনগণের নাম লেখা। তবে ইঁহারা স্বর্গের ভোগী বিলাসী, নিত্য কাল ভোগ বিলাসে সুখে কাল কাটান, আর পৃথিবীর ভোগী বিলাসীরা নরকের ভোগী বিলাসী, ভোগবিলাসের জন্য সর্ব্বকাল নরক যন্ত্রণা তাহাদিগের ভাগ্যে সঞ্চিত আছে।

স্বর্গগত রামকৃষ্ণ পরম হংস।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

রামকৃষ্ণ সর্ব্বদা দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ের প্রান্তস্থ ভাগি-রথীতীরে একটি একতালা ঘরে অবস্থিতি করিতেন। অন্য কোথাও প্রায় তাঁহার গতিবিধি ছিল না, কদাচিৎ স্বদেশে যাইতেন। পূর্ব্বে এক বার মথুর বাবুর সঙ্গে তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি আপনার ভাবে আপনি মগ্ন, যোগ সমাধি ও ভক্তির মত্ততায় বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। লোক জন বড় তাঁহার নিকটে যাইত না, প্রায় কাহার নিকটে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। দক্ষিণেশ্বরের গ্রামের লোক তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়াই জানিত। ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য্য অনুক্ষণ শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। ১৮৭২ সালে ফাল্গুন কি চৈত্র মাসে এক দিন পূর্ব্বাহ্নে ৮।৯ টার সময় পরমহংস দেব হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া বাবু জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে উপস্থিত হন। তখন আচার্য্য কেশবচন্দ্রসেন প্রচারকবর্গ সহ উক্ত উদ্যানে সাধন ভজনে রত ছিলেন, তরুতলে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন, আত্মসংযমন ও বৈরাগ্য সাধনের বিশেষ বিশেষ কঠোর নিয়ম অবলম্বন করি-য়াছিলেন। পরমহংস, আচার্য্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি-বার জন্য প্রথমতঃ তাঁহার কলুটোলাস্থ বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত উদ্যানে সাধন ভজন অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছেন শুনিয়া পরমহংস দেব তথায় গমন করেন। তখন আচার্য্যদেব বন্ধুবর্গ সহ সরোবরের বাঁধা ঘাটে বসিয়া স্নানের উদ্যোগ করিতে ছিলেন। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ একখানা ছেকরা গাড়ী যোগে সেখানে উপস্থিত হন। প্রথমতঃ হৃদয় গাড়ী হইতে নামিয়া আচার্য্য দেবকে বলেন যে, আমার মামা হরিপ্রসঙ্গ শুনিতে ভাল বাসেন, মত্তভাবে তাঁহার সমাধি হইয়া থাকে। তিনি আপনার মুখে ঈশ্বরগুণানুকীর্ত্তন শুনিতে আসিয়া-ছেন। এই বলিয়া হৃদয় ভট্টাচার্য্য পরমহংস দেবকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া আসেন। তখন পরমহংসের পরি-ধানে একখানা পাড়ওলা ধুতিমাত্র ছিল, পিরাণ বা উত্তরীয় বস্ত্র গায়ে ছিল না। ধুতির কোঁচা খুলিয়া কান্ধে ফেলিয়া ছিলেন। দেহ জীর্ণ ও দুর্ব্বল। প্রচারকগণ দেখিয়া তাঁহাকে একজন সামান্য লোক বলিয়া মনে করিলেন। তিনি নিকটে আসিয়াই বলেন যে, বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন করিয়া থাক, সে দর্শন কিরূপ, আমি জানিতে চাহি। এই রূপে সৎ-প্রসঙ্গ আরম্ভ হয়। পরে পরমহংস একটি রামপ্রসাদী গান করেন। গান করিতে করিতে তাঁহার সমাধি হয়। তখন এই সমাধির ভাব দেখিয়া কেহই উচ্চভাব বলিয়া মনে করেন নাই, প্রচারকেরা এই এক প্রকার ভেল্কি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। সমাধি প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে হৃদয় ভট্টাচার্য্য উচ্চৈঃস্বরে ওঁ ওঁ বলিতে থাকেন ও সকলকে তদ্রূপ ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন, তদনুসারে তাঁহারাও সকলে ওঁ বলিতে থাকেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পরমহংস কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিয়া হাসিতে লাগিলেন, তৎপর প্রমত্তভাবে গভীর কথা সকল বলিতে লাগিলেন। দেখিয়া প্রচারকগণ স্তম্ভিত হইলেন। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে রামকৃষ্ণ একজন স্বর্গীয় পুরুষ, তিনি সহজ লোক নন। তাঁহার সঙ্গ পাইয়া আমোদে মত্ত হইয়া সকলে স্নান উপাসনা ভুলিয়া গেলেন। সে দিন অনেক বেলায় তাঁহাদিগকে স্নানাদি করিতে হইয়াছিল। সেই দিবস পরম হংস "গরুর পালে অন্য পশু আসিলে গরু সিং দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, কিন্তু গরু আসিলে স্বজাতি বলিয়া গা চাটাচাটি করে।" "বেঙ্গাচির লেজ খসিয়া পড়িলেই ডাঙ্গায় লাফিয়া বেড়ায়।" ইত্যাদি কথা বলিয়াছিলেন। সাধু সাধুকে বেশ চিনিতে পারেন। পরমহংসকে দেখিয়া আচার্য্য মহাশয় মুগ্ধ হন, পরমহংসও তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তখন হইতে উভয়ের আত্মায় আত্মায় গূঢ় যোগ হয়। সময়ে সময়ে আচার্য্য-দেব দলবলে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের নিকটে যাইতেন, পরমহংসও হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া আচার্য্যভবনে আসি-তেন। পরমহংস পদার্পণ করিলে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য, আচার্য্যদেবের প্রতিবেশী আত্মীয় বন্ধু সকল আসিয়া জুটিত, লোকের ভিড় হইত। পাঁচ ঘণ্টা সাত ঘণ্টা ব্যাপিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গে কত আনন্দের স্রোত ও

মত্ততার ব্যাপার চলিত। প্রতি উৎসবের পর বাষ্পীয় পোত বা নৌকা আরোহণে ব্রাহ্মমণ্ডলী সহ আচার্য্য মহাশয় পরমহংস দেবের নিকটে যাইতেন, কখন কখন বেলঘরিয়ার তপোবনে যাইয়া গাড়ী পাঠাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিতেন। উৎসবান্তে তাঁহাকে লইয়া আমোদ করা উৎসবের অঙ্গমধ্যে পরিগণিত ছিল। পরমহংস দ্বারা আচার্য্যদেব আচার্য্য দ্বারা পরমহংসদেব জীবনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। পরম হংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব ব্রাহ্মসমাজে সঞ্চারিত হয়। সরল শিশুর ন্যায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন, এবং তাঁহার নিকটে শিশুর মত প্রার্থনা ও আব্দার করা এই অবস্থাটী পরমহংস হইতেই আচার্য্যদেব বিশেষ রূপ প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম শুষ্ক তর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম্ম ছিল, পরম হংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে সরস করিয়া তোলে। পরমহংসও আচার্য্যের জীবনের সাহায্য পাইয়া নিরাকার ঈশ্বরের দিকে অধিকতর অগ্রসর হন, ধর্ম্মের উদারতা ও কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যতার নিয়ম নিষ্ঠা লাভ করেন। যখন আচার্য্যদেব দলবলে পরমহংসের নিকটে এবং পরমহংসদেব আচার্য্যের ভবনে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতে লাগিলেন, এবং পরমহংস দেবের উচ্চ ধর্ম্মভাব ও চরিত্র পুস্তক ও পত্রিকায় আচার্য্যদেব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, মিরার ও ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁহার বিবরণ সকল লিখা হইল, পরমহংসের উক্তি নামধেয় ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হইল, তখন হইতে তিনি সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন। সচরাচর ব্রাহ্মগণতো উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করিবার জন্য তাঁহার নিকটে যাইতেন, ব্রাহ্ম ব্যতীত অপরশ্রেণীর নর নারীও দলে দলে গমনাগমন করিতেন। নূতন ধর্ম্ম দান ও সত্য প্রচার বা একটা নূতনমণ্ডলী স্থাপন করা পরমহংসের জীবনের লক্ষ্য ছিল না। কেহ উপদেশ প্রার্থনা করিলে বলিতেন, ইহা এ আধারে নয় সে আধারে, অর্থাৎ কেশব চন্দ্রে। কিন্তু পরে অনেক লোককে তিনি সাধন ভজনসম্বন্ধে রীতিমত উপদেশ দিয়াছেন। অনেক সুশিক্ষিত যুবক অনুগত শিষ্য হইয়া তাঁহা কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। শুনিলাম ন্যূনাধিক পাঁচ শত স্ত্রী পুরুষ তাঁহার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনি কাহাকেও শিষ্য বলিতেন না, এবং আপনাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তিনি প্রচলিত পৌরোহিত্য, ও গুরুব্যবসায়ের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন।

পরমহংসের মানুষ চিনিবার শক্তি আচার্য্য ছিল, তিনি কোন লোকের মুখ দেখিয়া ও দুই একটি কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিতেন সে কি ধাতুর লোক। রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, "বহুকাল পূর্ব্বে আমি এক দিন বুধবারে জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন দেখিলাম, নব যুবক কেশবচন্দ্র বেদীতে বসে উপাসনা করিতেছেন, দুই পার্শ্বে শত শত উপাসক বসে আছেন। ভাল করে তাকায়ে দেখলাম যে, কেশবচন্দ্রের মনটা ব্রহ্মেতে মজে গেছে, তাঁর ফাতনা ডুবেছে, সে দিন হইতেই তাঁর প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয়ে পড়িল। আর যে সকল লোক উপাসনা করিতে বসেছিল, দেখলাম যেন তারা ঢাল তলওয়ার বর্শা লইয়া বসে আছে, তাদের মুখ দেখিয়াই বুঝাগেল সংসারাসক্তি রাগ অভিমান ও রিপু সকল যেন ভিতরে কিলবিল করছে।" পরমহংস দেবের সেই হইতেই আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু আচার্য্যদেব তাঁহাকে কিছুই জানিতেন না। অনেক বৎসর পরে শুভক্ষণে বেল ঘরিয়ায় দুই জনের গাঢ় সম্মিলন হয়, তখন তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপিত হওয়া ব্রাহ্ম সাধকদিগের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। উহা বিধাতার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পরমহংস দেবের সমুদায় ধর্ম্মমতে যদিচ আমরা ঐক্য স্থাপন করিতে পারি না। কোন কোন মত ব্রাহ্মধর্ম্মের অননুমোদিত বলিয়া জানি, তথাপি তাঁহার যোগভক্তিপ্রধান সমুন্নত জীবন যে নববিধানের উন্নতিসাধনে বিধাতা কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র আমাদের সন্দেহ হইতে পারে না। পরম ধার্ম্মিক মহাপণ্ডিত জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেই নিরক্ষর পরমহংসের নিকটে শিষ্যের ন্যায় কনিষ্ঠের ন্যায় বিনীতভাবে এক পার্শ্বে বসিতেন, আদর ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথা সকল শ্রবণ করিতেন। কোন দিন কোন রূপ তর্কবিতর্ক করিতেন না। পরমহংসের জীবনের মূল্যবান্ জিনিষ সকল বেশ করিয়া আপন জীবনে আয়ত্ত ও আদায় করিতেন। সাধুভক্তি কিরূপে করিতে হয়, সাধু হইতে সাধুতা কি ভাবে গ্রহণ করিতে হয় কেশবচন্দ্র দেখাইয়া গিয়াছেন। অনেক দিন পরমহংসের নিকটে যাওয়ার পূর্ব্বে দেবালয়ে উপাসনার সময় সাধু ভক্তিবিষয়ে তিনি প্রার্থনাদি করিয়া প্রস্তুত হইয়া গিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরে গেলে পরমহংস কোন দিন আমাদিগকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিতেন না। তিনিও আচার্য্যভবনে আসিয়া অনেক দিন লুচি তরকারি ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেন, এমন কি ক্ষুধা হইলে খাওয়ার চাহিয়া খাইতেন। বরফ তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল, তিনি পদার্পণ করিলে আচার্য্যদেব তাঁহার জন্য বরফ আনাইতেন। কখন কখন দক্ষিণেশ্বরেও বরফ পাঠাইয়া দিতেন। পরম হংস জিলিপি খাইতে ভাল বাসিতেন। একদিন মিষ্টান্নাদি খাওয়া হইলে কেহ কেহ আরও খাওয়ার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, আমার গলা পর্য্যন্ত পূর্ণ, আর একটী শর্ষপ পরিমাণ দ্রব্যেরও ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ নাই। তবে জিলিপির পথ হবে,

জিলিপি হলে একখান খাইতে পারি।” কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, “যখন একেবারে পথ নাই, তখন জিলিপির পথ কেমন করে হবে।” তিনি বলিলেন, “যেমন কোন মেলা উপলক্ষে রাস্তায় গাড়ীর অত্যন্ত ভিড় হয়, পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, একটি মানুষও কষ্টে স্বষ্টে চলিতে পারে না, তবে এ অবস্থায় যদি লাট সাহেবের গাড়ী আসে, অন্য অন্য গাড়ী সরিয়া স্থান করিয়া দেয়, এইরূপ জিলিপি খাইবার পথ হবে, অন্য অন্য খাদ্য দ্রব্য জিলিপিকে সম্মান করিয়া পথ ছাড়িয়া দিবে।” আচার্য্য দেবের শেষ অবস্থায় সঙ্কট পীড়ার সময় পরম হংসদেব আসিয়া তাঁহাকে একবার দেখিয়া গিয়াছিলেন। তখন দুই জনের পরস্পর খুব ভাবের কথা হইয়াছিল। পরমহংস একদিন অপরাহ্নে কোন প্রচারকের সঙ্গে ব্রহ্মমন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন, মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া “এখানে তিন শত লোক নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করেন, তাঁহার নাম করেন।” এই বলিয়াই ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন। তিনি উপাসনায় কোন দিন যোগ দেন নাই, যোগ দিবেন কি পূর্ব্বেই যে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন।

আচার্য্যের স্বর্গারোহণের সংবাদ শুনিয়া পরম হংস অত্যন্ত শোকাকুল হন, তিনি বলেন,“কেশব চলে যাওয়াতে আমার জীবনের অর্দ্ধেক চলে গিয়াছে। কেশব প্রকাণ্ড বট বৃক্ষের ন্যায় ছিলেন, শতসহস্র লোক তাঁহার আশ্রয় পেয়ে শীতল হত, সেরূপ বৃক্ষ আর কোথায়? আমরা সুপরি গাছ ভাল গাছের মত, শীতল ছায়া দানে একটি লোককেও তৃপ্ত করিতে পারি না।” কিছু দিন হইল, আচার্য্য দেবের একখানা ছবি পরমহংস দেবের গৃহে তাঁহার একজন শিষ্য টাঙ্গাইতে গিয়াছিল, তিনি সেই ছবি দেখিয়া কাঁদিয়া উঠেন, এবং বলেন, “এ ছবি আমার কাছে রেখ না, ছবিতে কেশব চন্দ্রকে দেখতে আমার প্রাণ ফেটে যায়।” আচার্য্যমাতা ও আচার্য্যপত্নী এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ করুণা চন্দ্র ও দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মল চন্দ্র একদিন পীড়িতাবস্থায় পরমহংস দেবকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহাদের প্রতি অনেক আদর যত্ন প্রকাশ করিলেন, করুণা চন্দ্র ও নির্ম্মল চন্দ্রকে আপনার পার্শ্বে বসাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক স্নেহ মাখা কথা বলিয়া ছিলে। তিনি আচার্য্যজননীকে মা ডাকিতেন ও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন।

পরমহংসদেবের বিনয় অতি চমৎকার ছিল, কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পূর্ব্বেই তিনি নমস্কার করিতেন। তাঁহার উক্তি সকল মুদ্রিত হইয়া প্রচার হয়, সংবাদ পত্রাদিতে তাঁহার বিষয় কিছু লেখা হয়, তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা হয় তিনি এরূপ ইচ্ছা করিতেন না। সমাধির অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য না হইলে তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা যাইতে পারিত না। সমাধিকালে তিনি অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পড়িতেন না, লম্ফ ঝম্প করিয়া পার্শ্বস্থ লোকদিগের প্রতি কোনরূপ উৎপাত করিতেন না। উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান হইয়া স্পন্দহীন স্থির ভাবে থাকিতেন। ঈদৃশ সাধুপুরুষ ঈশ্বরের কৃপার জলন্ত নিদর্শন, ঘোর তিমিরাবৃত দুস্তর ভবার্ণবে নিমগ্ন প্রায় জীবন তরী পথিকের পক্ষে আশাজনক আলোক স্তম্ভ স্বরূপ। আমরা নানক চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবন বৃত্তান্ত পুস্তকেই পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই জীবন আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। রামকৃষ্ণ বর্ত্তমান সভ্যতার ধার ধরিতেন না, কোন সভায় যাইতেন না, বক্তৃতা ও দিতেন না, পুস্তক পত্রিকাদির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতেন না, কাহার নিকটে শিক্ষা উপদেশ লাভ না করিয়া কেবল ঈশ্বরকৃপায়, দৈব বলে ও সাধনবলে কিরূপ উন্নত পবিত্র জীবন লাভ করিতে হয় তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। হংস যেমন অসার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া জল হইতে সার ভাগ ক্ষীর গ্রহণ করে, এই পরমহংসও হিন্দু ধর্ম্মের সমুদায় অসারতা ছাড়িয়া তাহার সারমাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবার তাঁহার কতক গুলি উক্তি প্রশ্নোত্তরানুসারে লিখিয়া নিম্নে প্রকাশ করা গেল। এই উক্তি গুলি পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই।

পরমহংসের উক্তি।

প্রেম ভক্তি কিরূপে স্থায়ী হয়?

জলপূর্ণ কলসঘরে সিকার উপর তুলিয়া রাখিলে কিছু দিন পর সেই কলসের জল শুকাইয়া যায়, কলসকে গঙ্গার জলে ডুবাইয়া রাখ তাহার জল কখন শুষ্ক হইবে না। সেইরূপ প্রেমময় ঈশ্বরের সত্তায় যে আত্মা নিমগ্ন তাহার প্রেম কখন শুষ্ক হয় না। এক দিন প্রেম ভক্তি লাভ হইলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, সিকায় তোলা জলের ন্যায় উহা শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়।

ঈশ্বরে মন স্থির হয় না কেন?

শুয়েমাছি কখন কখন ময়রার দোকানে মিষ্টান্নের উপর যাইয়া বসে, আবার কোন মেথরাণী নিকট দিয়া বিষ্ঠা লইয়া যাইতে সেই গন্ধ পাইয়া মিষ্টান্ন ছাড়িয়া বিষ্ঠায় যাইয়া বসে, কিন্তু মৌমাছি মধুপানেই সর্ব্বদা মত্ত থাকে। এইরূপ সংসারাসক্ত মন স্থির হইয়া ঈশ্বরের প্রেমমধু পান করিতে পারে না, বার বার সংসারের দিকে পাপের দিকে দৌড়ে যায়, ভক্ত হরিপাদপদ্ম মধুপানে মগ্ন থাকেন। ঘোর বিষয়ীর মন গোবরে পোকার ন্যায়, গোবরে পোকা গোবরের ভিতরে থাকে, গোবর ছাড়া অন্য কিছুই তার ভাল লাগে না, পদ্মের

ভিতরে জোর করিয়া বসাইয়া দাও সে ছটফট করিবে। সেইরূপ বিষয়ীমন বিষয় ছাড়া ধর্ম্মের দিকে কখন যায় না।

সাধনের কিরূপ অবস্থা ?

পক্ষিগতি বানরগতি ও পিপীলিকাগতি ত্রিবিধগতির ন্যায় সাধনের ত্রিবিধ অবস্থা। পক্ষী গাছে বসিয়া একটী ফল ঠোকরাইল, ফলটি হয়ত পড়িয়া গেল, সে মুখে করে উড়িয়া যাইতে পারিল না। বানর ফল মুখে করিয়া লাফ দিয়া চলিয়া যাইতে তাহা পড়িয়া গেল। কিন্তু পিপীড়া ধীরে ধীরে তাহার খাদ্য বস্তুর দিকে গেল, এবং সেই খাদ্য মুখে করিয়া আস্তে আস্তে লইয়া আসিল. কিছুতেই সে তাহা ছাড়িল না, ক্রমশঃ তাহা ভোগ করিতে লাগিল। এই পিপীলিকাগতির ন্যায় সাধনই শ্রেষ্ঠ সাধন, নিশ্চয় লাভ করা ও ভোগ করা চাই। চঞ্চল ভাবে সাধন করিয়া কেহ জীবনের সম্বল সঞ্চয় করিতে পারে না।

সংসার কিরূপ ?

সংসার লাল চুসিমের মত, লালচুসিম কঠিন কাষ্ঠ খণ্ড, তাহাতে কোন রস নাই, কিন্তু শিশু রাঙ্গা দেখিয়া আনন্দে তাহা চুসিতে থাকে, মা সময়ে সময়ে আসিয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইয়া যান। সেইরূপ অজ্ঞান লোকেরা বাহ্য চাকচক্যশালী নীরস সংসারে ভুলিয়া থাকে। পরম মাতার প্রেম দুগ্ধ ভিন্ন সংসারে তাহার আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না।

ব্রাহ্মসমাজের কত গুলি লোক নূতন দল করিল, দল করা কি ভাল ?

পরিষ্কার জলে পাটা হয়, তাতে জল পরিষ্কার থাকে ও গুড়ের গাদ কাটে. পচাজলেই দল পানা হয় ও জলকে পচায়। প্রেমের স্রোত বন্ধ হইয়া মন পচিলেই লোক দল করে ও অন্যকে পচায়. নির্ম্মল হৃদয় অন্যের মনের ময়লা পরিষ্কার করিয়া থাকে।

বাহ্যিক চিহ্ন উপবীত রাখা কি ঠিক ?

আত্মা উন্নত হইলে নারিকেল গাছের বালদের ন্যায় আপনিই পৈতে পড়ে যায়, তাহা ফেলিবার জন্য আর চেষ্টা যত্ন করিতে হয় না।

এখন যে লোক ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে, তাহা কিরূপ মনে করেন ?

দুই শত লোকের সঞ্চয়, হাজার লোকের নিমন্ত্রণ, অল্প সাধনে গুরুগিরি ও প্রচার।

যারা ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ কথা বলে, তাদের কাজ কেন সেরূপ নয় ?

"নাক তোরে কেটে তাক" বোল মুখে বলা সহজ, হাতে বাজান কঠিন। যেমন হাতীর দাঁত বাহিরে এক প্রকার ভিতরে অন্য প্রকার, কপট ধার্ম্মিকের অবস্থা এই রূপ।

সাধু মহাজন দিগকে নিকটস্থ আত্মীয় লোকেরা অগ্রাহ্য করে, দূরস্থ লোকদিগের নিকটে তাঁদের আদর হয়, ইহার কারণ কি ?

বাজিকরের বাজি তাদের নিকটস্থ আত্মীয় লোকেরা দেখে না। দূরের লোকে বোকা হয়ে দেখে। বজ্রবাটুলের বীজ গাছের তলায় পড়ে না, উড়ে যাইয়া দূরে পড়ে ও তথায় গাছ হয়। সেইরূপ ধর্ম্মপ্রচারক দিগের প্রচার দূরেতেই কার্য্যকর হয়।

কোথায় সাধন করা চাই ?

সাধন হয় কোণে বনে মনে।

নির্লিপ্ত সংসারী কিরূপ ?

যেমন পদ্মপত্রে জল ও পঙ্কলিপ্ত মদগুর।

ইহাঁর অন্তরে কত ভাব খেলিতেছে, অথচ এরূপ গম্ভীর ভাবে আছেন কিরূপে ?

একটা হাতী ছোট ডোবায় নামিলে সেই ডোবা উথলে পড়ে, দীঘীতে দশটা নামিলেও কিছুই হয় না। তাঁহার আত্মা বৃহৎ সরোবরের ন্যায় গভীর।

এক এক বার বেশ ভাব হয়, কিন্তু থাকে না কেন ?

বেঁশো আগুন নিবে যায়, ফু দিয়া রাখতে হয়। সাধন চাই।

অন্নের ভাবনা ভাবতে হয়, সাধন ভজন করি কিরূপে ?

যাঁর জন্য খাটবে তিনিই খেতে দিবেন, যিনি পাঠায়েছেন তিনি আগেই খোরাকির বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

আমিত্ব কি সম্পূর্ণ দূর হইবে না ?

পদ্মের পাঁপড়ি খসে যায়, কিন্তু তার দাগ যায় না। আমিত্ব যায়, কিন্তু একটু দাগ থাকে।

সমাধির অবস্থায় কিরূপ সুখ ?

সমুদ্রের কাতল মাছ পুনরায় সমুদ্রে পড়িলে তাহার যেরূপ সুখ হয় সেই প্রকার সুখ।

মনুষ্যের দেবত্ব কত ক্ষণ থাকে ?

লৌহ যতক্ষণ আগুনে থাকে ততক্ষণই লাল। আগুন হইতে বাহির করিলেই কাল। ঈশ্বরের সঙ্গে যত ক্ষণ যোগ তত ক্ষণই মনুষ্যের দেবত্ব।

তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকা কি আবশ্যক ?

তিনি পিপড়ের পায়ের নূপুরের ধ্বনি শুনিতে পান।

প্রথম কিরূপ সাধন করিতে হয় ?

প্রথমে হাঁড়ী কলসি লিখতে হয়, শিখা হলে আর লিখতে হয় না। প্রথম সামান্য সামান্য বিষয়ের সাধন হয়।

ধর্ম্ম বিকৃত ভাব ধারণ করে কেন ?

আকাশের জল নির্ম্মল ও পরিষ্কার, যেমন ছাত ও যেমন নল দিয়া বাহির হয় সেইরূপ হইয়া থাকে, ঘোলা বা পরিষ্কার।

সংসারের সাধন করিতে কি সম্বল চাই ?

শব সাধন করিতে যেমন কড়াই মুড়খি চাই, শবটা ভাবিত হয়ে হা করে উঠলে তার মুখে কড়াই মুড়খি দিতে হয়। সেইরূপ সংসারের জন্য টাকা পুয়সারূপ কড়াই মুড়খি চাই।

মানবীয় ভাব কেমন করে যায়?

ফল বড় হলে ফুল আপনি উড়ে যায়। দেবত্বের প্রভাব বাড়িলে নরত্ব থাকে না।

জীবাত্মা পরমাত্মার যোগের অবস্থা কিরূপ?

ঘড়ীর ছোট ও বড় কাঁটা দুপরের সময় যেমন এক হয়ে যায় সেইরূপ।

শরীরের প্রতি আসক্তি কমে কিসে?

মানুষ হাড়ের ঘর কন্না করে, সেই দেহরূপ হাড়ের ঘর খানা কেবল পুঁজ রক্ত মলমূত্রের আধার, এ সকল ভাবিলে তাহার প্রতি আর আসক্তি থাকে না।

ভক্ত কেন ভগবানের জন্য সব ছোড় ছুড়ে দেন?

পতঙ্গ এ কবার আলো দেখালে আর অন্ধকারে যায় না। পীপীড়া গুড়ে প্রাণ দেয় তবু ফেরে না। ভক্ত এরূপ।

মা বলিতে ভক্ত এত মত্ত কেন হন?

মার কাছে যে আব্দার বেশী।

বৈরাগ্যাশ্রয় কিরূপে করিতে হয়?

স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন, আমার দাদা সন্ন্যাসী হবেন, তিনি অনেক দিন হইতে কিছু কিছু করে তাহার যোগাড় করিতেছেন। স্বামী বলিলেন, দূর হ ক্ষেপী, সে কখন সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না। আয়োজন উদ্যোগ করিয়া কোন দিন বৈরাগী সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। স্ত্রী বলিলেন, তবে কেমন করিয়া হয়? স্বামী বলিলেন দেখবি শ্যালি, কিরূপে হয়? এই বলিয়া তিনি কাপড় ছিঁড়িয়া কৌপিন করিলেন, তৎক্ষণাৎ ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

বৈরাগ্য কয় প্রকার?

মোটামোটী দুই প্রকার। তীব্র বৈরাগ্য ও মেদাটে বৈরাগ্য, তীব্র বৈরাগ্য রাতারাতি খাল কেটে পুকুরে জল আনয়নের ন্যায়। মেদাটে বৈরাগ্য হচ্ছে হবে, তাহা কোন দিন ঠিক হইয়া উঠে না।

সাধকের কোন রূপ ভেক ধারণ করা কি ঠিক?

ভেক ধারণ ভাল, গৈরিক পরিধান করিলে ও খোল করতাল লইলে মুখে খেয়াল টপ্পা আইসে না। কালপেড়ে ধুতি পরে চুল বাঁকিয়ে ছড়ি হাতে করে বাহির হইলেই নিধুর টপ্পা গাইতে ইচ্ছা হয়।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে কিরূপ মনে করেন?

তাঁহারা শকুনির ন্যায়, শকুনি অনেক ঊর্দ্ধে উঠে, কিন্তু তার দৃষ্টি ভাগারের দিকে থাকে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনেক উচ্চ কথা বলেন, কিন্তু শ্রাদ্ধের কলার ও দক্ষিণার দিকে তাদের লক্ষ্য।

ঈশ্বরের কৃপা কিরূপে ধারণ করা যায়?

তাঁহার কৃপাবারি সকল স্থানে বর্ষিত হয়, কিন্তু বিনীত আত্মাতেই কৃপা স্থিতি করে ও কৃপাবারিতে তাহা সরস থাকে, তজ্জন্য সেই আত্মাতে প্রেমভক্তি বিশ্বাসাদি নানা স্বর্গীয় শস্য জন্মে। যেমন আকাশ হইতে সর্ব্বত্র জল বর্ষিত হয়, কিন্তু উচ্চ ভূমিতে সেই জল দাঁড়ায় না, নিম্ন ভূমিতে দাঁড়ায় ও তাহাকে শস্যশালিনী করে।

আপনি সৎপ্রসঙ্গ ছাড়্‌তে চাহেন না কেন?

উহা দাদ চুলকানোর ন্যায়, ধর্ম্ম কথা বলিতে বলিতে আর বলিতে ইচ্ছা হয়।

সংসারাসক্ত কিরূপ?

সংসারাসক্ত লোক ভাঁড়সে নেউলের ন্যায়। যাহারা নেউল পোষে তাহারা গৃহের দেয়ালের গায়ে গর্ত্ত করিয়া একটি ভাঁড় বসাইয়া রাখে। নেউলের গলায় এক গাছ দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ির অপর ভাগে ইট বাঁধিয়া রাখা হয় নেউলটি ঘরে উঠানে ইতস্ততঃ বেড়িয়ে বেড়ায়, তাড়া বা ভয় পাইলে দৌড়িয়া দেয়ালে হাঁড়ীর ভিতর উঠিয়া বসিয়া থাকে। সেখানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না, গলায় যে ইট ঝুলিয়া থাকে তাহার ভারে নীচে নামিতে বাধ্য হয়। সংসারাসক্ত লোকের এই প্রকার অবস্থা, তাহারা সময়ে সময়ে শোক দুঃখের আঘাত ও ভয় পাইয়া ঊর্দ্ধে উঠে, ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়, কিন্তু আসক্তির ইট গলায় ঝুলিতেছে, থাকিতে পারে না, আবার সংসারে নামিয়া আইসে।

শত্রুগণ যিশুর গায়ে প্রেক বিদ্ধ করিল, তিনি তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন, এ কেমন?

সাধারণ নারিকেলে প্রেক বিদ্ধ করিলে প্রেক শাস পর্য্যন্ত ভেদ করে, কিন্তু খুড়রি নারিকেলের শাস ভিতরে আলগ হইয়া যায়, সেই নারিকেলের উপরে প্রেক বিদ্ধ করিলে শাস ভেদ করে না। যিশু খ্রীষ্ট খুড়রি নারিকেলের ন্যায় ছিলেন। তাঁহার আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন ছিল, শত্রুগণ তাঁহার দেহে প্রেক বিঁধাইয়াছিল, কিন্তু আত্মাকে বিদ্ধ করিতে পারে নাই। এই জন্য তিনি দেহে নিদারুণ প্রেকের আঘাত পাইয়াও প্রসন্ন মনে শত্রুদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

প্রকৃতির মধ্যে কি ঈশ্বর স্থিতি করেন?

যেমন দুগ্ধে ঘৃত আছে চক্ষে দেখা যায় না, চেষ্টা যত্ন করিলে ঘৃত লাভ হয়, সেইরূপ প্রকৃতির ভিতরে ঈশ্বর গূঢ়রূপে আছেন, সাধন করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঈশ্বর এক, না বহু?

ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনি বহুরূপী গিরগিটীর ন্যায় বহু রূপ ধারণ করেন। সাধক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ দর্শন করিয়া থাকেন।

অনেক লোক তাহা বুঝিতে না পারিয়া বহু ঈশ্বর মনে করে।

জীবের কয় প্রকার অবস্থা?

ত্রিবিধ অবস্থা। বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত। কত গুলি মাছ আছে যে জালেতে জড়িয়া পড়ে, মুক্ত হইবার জন্য কিছুই চেষ্টা করে না, কত গুলি মাছ জাল ডিঙ্গাইয়া যাইবার নিমিত্ত লম্ফ ঝম্প করে, কোন কোন মৎস্য সবলে জাল ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যায়। সংসারজালে এইরূপ তিন শ্রেণীর মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধকের বল কি?

বালকের ন্যায় সাধকের রোদন বল।

পাপ তাড়ানের উপায় কি?

হাতে তালি দিয়া যেমন গাছের কাক তাড়ায়, সেইরূপ হাততালিতে হরি বলে মনবৃক্ষের পাপপাখী তাড়াইয়া দেও।

পৃথিবীর লোকের পূজা ও অর্চ্চনাদি কেমন?

সংসারের লোকে যে সকল পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকে তাহা বাল্যক্রীড়ার ন্যায়, আসল পাইলে তাহারা আর এ সকল পূজা করিত না। বালিকারা বিবাহিতা হইয়া যখন আসল ঘর প্রাপ্ত হয়, তখন খেলার ঘর ছেড়ে দেয়।

ধ্রুব প্রহ্লাদ কিরূপ ছিলেন?

ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রাতে তোলা মাখনের ন্যায় উৎকৃষ্ট ছিলেন। বেলাতে মাখন তুলিলে তত উৎকৃষ্ট হয় না, অধিক বয়সে সাধনে সেরূপ সুমধুর পবিত্র জীবন হইয়া উঠে না।

নানা দেশে নানা জাতিতে ঈশ্বরের নানা নাম, তাতে কি কিছু দোষ আছে?

কিছু দোষ নাই, এক গঙ্গার ঘাটে ঘাটে স্বতন্ত্র নাম, এক জল তাহাকে পানি বলে ওয়াটরও বলে, যে নাম হৌক না কেন সমুদায়ই তৃষ্ণা নিবারণ করে।

ঈশ্বর কোথায় আছেন, তাঁহাকে কিরূপে পাওয়া যায়?

সমুদ্রে রত্ন আছে, যত্ন চাই, ঈশ্বর সংসারে আছেন সাধন চাই।

ক্রমশঃ

উদ্ধৃত।

জীবন সহায়।

অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি রাজনৈতিক-বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম-রাজ্যকে চালাইতে চাহেন। "এ কার্য্যের এখনও সময় হয় নাই, এ কথা এখনও বলা উচিত নহে, এ কার্য্যে কিছু ফল হইবে না" এ সমস্ত কথা তাঁহাদের মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা জানেন না যে, কর্ম্মকর্ত্তা জীব, কিন্তু ফলদাতা ঈশ্বর। যাহা সত্য বলিয়া জানিবে, তাহা অবিলম্বে অক্ষুন্নভাবে করিবে, এবং জগৎকে বলিবে। ফলদাতা যে ফল প্রদান করেন তাহাই ফলিবে। পৃথিবীতে যত সাধু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কেহই দেশ কালের দিকে চাহিয়া কথা বলেন নাই, সে প্রকার বলা বিশ্বাসীর স্বভাবও নহে। যাঁহারা দেশকাল বিবেচনা করিয়া সত্য প্রচার করিতে চাহেন, তাঁহারা রাজনৈতিক জগতে বৃদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্মজগতে অতি শিশু। সময়ের দিকে চাহিয়া থাকিলে গালিলিও "পৃথিবী ঘোরে" এ কথা কখন বলিতে পারিতেন না। বুদ্ধ, খৃষ্ট, লুথর, রামমোহন প্রভৃতিকে নীরবে পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হইত, এবং ম্যাটসিনির স্বদেশোদ্ধার-চিন্তা অঙ্কুরে বিনাশ পাইত।

রাজসিংহাসন হইতে অসত্য আদেশ প্রচারিত হইয়াও কিছু করিতে পারে নাই, পর্ণকুটীর হইতে প্রচারিত হইয়াও সত্য জগতে জয়যুক্ত হইয়াছে।

রক্ত-পিপাসু মেরিরাণী পৈশাচিক রাজবিচারে তিন শত মহাপুরুষকে জলন্ত আগুনে দগ্ধ করিয়াও প্রটেষ্টাণ্টদিগের অভ্যুদয় নিবারণ করিতে পারে নাই, কিন্তু পথের ভিখারী দরিদ্র যুবক মার্টিনলুথরের পদাঘাতে প্রতাপান্বিত পোপের সিংহাসন চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

নদী-তীরের বালুকারাশি যেমন জলের ধারে থাকিয়াও শুষ্ক হয়, যাহারা বুঝিয়া শুনিয়াও সত্য পালন করে না তাহাদের অবস্থাও সেইরূপ। জলের শীতলতাগুণ জানা থাকিলে শরীর ঠাণ্ডা হয় না, অবগাহন করিতে হয়, সেইরূপ সত্যও কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকিলে প্রাণ তৃপ্ত হয় না, পালন করার প্রয়োজন।

অপ্রেমিক ব্যক্তিরা কেবল যে আধ্যাত্মিক জগতের সম্বন্ধে অন্ধ থাকে তাহা নহে, এই বাহ্য জগতের শোভা সৌন্দর্য্য এবং আস্বাদাদিও তাহারা যৎসামান্যরূপে উপভোগ করিতে পায়। মনে কর যেমন একটী চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির চক্ষে যতই অঞ্জন পরাইয়া দেওয়া যায়, তাহার দৃষ্টি শক্তি ততই খুলিতে থাকে, সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রেমাঞ্জন যতই পরা যায় ততই সমস্ত শোভা সৌন্দর্য্য বাড়িতে থাকে। অপ্রেমিক ব্যক্তি উপবনের মধ্য দিয়া গাড়ী দৌড়াইয়া চলিয়া যায়, প্রেমিক একটী নবীন পত্রের শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়া থাকেন। এইরূপ কর্ণ, রসনা, ত্বক, নাসিকা সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারাই প্রেমিক অপ্রেমিকের অপেক্ষা অনন্ত গুণ সুখ ভোগ করেন।

সংবাদ।

ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুর হইতে আপনার প্রচার বৃত্তান্ত কোন বন্ধুকে যে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, এ স্থলে তাহা প্রকাশ করা গেল।

"বিধাতার হস্ত ধরিয়া মেদিনীপুরে আসিয়াছি। নববিধানের অপূর্ব্ব মহিমা। মা জননী আমাকে লইয়া যে কি করিতেছেন, আমি বলিতে অশক্ত। কোন বৈষ্ণব দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, "যে, হরি, আমি যে ছড়া হাঁড়ি সেই ছড়া হাঁড়ি রহিলাম" তাহার মর্ম্ম তখন বুঝি নাই, কিন্তু এখন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, ক্ষুদ্র উপায়ে কত মহৎ কার্য্য তিনি সাধন করিয়া থাকেন। মা আমার হৃদয়ে ও রসনায় বসিয়াছেন, আমি তাঁর মুখ পানে চাই, আর কত সত্য কত ভাব কত স্বর্গের কথা আমার রসনায় যোগায়, তাহা লোকে মোহিত হইয়া শুনিতেছে। * * ও * * এখানে বরাবর আসেন। আপনি জানিয়া সুখী হইবেন, আমার আদর কম হয় নাই, শিক্ষিতমণ্ডলী ও সাহেব বিবি আমার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেছেন। সমস্ত ছাত্র আমার দিকে, নিমন্ত্রণ অনেক, আর নিমন্ত্রণ রাখিতে পারি না—সমাজের বেদী ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রথম দিনের "নববিধান ও মহাধর্ম্ম সমন্বয়" বিষয়ের বক্তৃতা শুনিয়া সকলে বলিতেছেন, কৈ এতে তো কিছু গোল দেখিতেছি না—* * সমাজ একটা অখ্যাতি রটাইয়া রাখিয়াছিল, সে কুসংস্কার আমার কথায় অনেকের গিয়াছে। আমার কার্য্যের একটা প্রোগ্রাম আপনার ও মণ্ডলীর জ্ঞাপনার্থ পাঠাইলাম। আশুতোষ আমার খুব সহকারিতা করিতেছেন। তাহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, তার বেশ ভাব বড় সরল, ভগবানে বড় ভক্তি।

৪ ঠা সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৬ টার সময় পব্লিক লাইব্রেরীতে নব বিধান ও মহাধর্ম্মসমন্বয় বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। ৫ ই সেপ্টেম্বর রবিবার সমস্ত দিন উপাসনা সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। ৬ ই সোমবারে সামাজিক উপাসনা "ব্রাহ্ম জীবন" বিষয়ে উপদেশ হয়। এখানে আর একটী সমাজ আছে, তথায় উপাসনা হয়।

৮ ই সমাজ মন্দিরে উপাসনা এবং সন্তোষ ও অসন্তোষ বিষয়ে উপদেশ হয়। প্রত্যহ প্রাতে বাড়ী বাড়ী নাম শুনাইয়া বেড়ান যাইতেছে।

নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপনানুসারে ৯ই, ১০ই ও ১১ই তারিখে কার্য্য হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিম্ন লিখিত নিয়মে কার্য্য করিবেন, সর্ব্বসাধারণের যোগ দান প্রার্থনীয়।

৯ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷ টার সময় পব্লিক লাইব্রেরীতে "উপাসনা স্বাভাবিক" বিষয়ে বক্তৃতা।

১০ই শুক্রবার অপরাহ্ণ নগরসংকীর্ত্তন ও ৬টার সময় কেল্লার মাঠে বক্তৃতা।

১১ই শনিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় পব্লিক লাইব্রেরী গৃহে ছাত্র সভায় "শিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকিনিয়ার ব্রহ্মনিষ্ঠ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত কুমার মহিমরঞ্জন রায় মহাশয় পূজার ছুটির সময় প্রেরিত দলকে সবান্ধবে তথায় লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

লাহোরের বিধানবাদি ভ্রাতৃগণ নববিধান প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীদরবারের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

গত ভাদ্র মাসের শেষ পক্ষে ১০।১১ দিন ব্যাপিয়া ঢাকাস্থ নববিধান সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়াছে। উৎসব আরম্ভের পূর্ব্বে উক্ত সমাজের সম্পাদক শ্রীদরবারের আশীর্ব্বাদ ও উপাসক মণ্ডলীর সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় পুনর্ব্বার কোচবিহারে যাইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

গত ২১ এ ভাদ্র ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মুদিয়ালী ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ প্রণীত "জীবনসহায়" নামক পুস্তক উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তক খানি আকারে বৃহৎ না হইলেও অতি সারবান্ ও মূল্যবান্। তাহা পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। এই পুস্তকে ধর্ম্মের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গিয়াছে।

আমরা দুঃখের সহিত লিখিতেছি যে, কলিকাতা সমাজের উপাচার্য্য বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহুমূত্র জনিত কার্ব্বঙ্কোল রোগে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। ইনি প্রথম বয়সে মুঙ্গেরে থাকিয়া বিষয় কর্ম্ম করিয়াছিলেন, পরে প্রধানাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক বেতন ভোগী হইয়া উপাচার্য্যের পদে নিযুক্ত হন, এ পর্য্যন্ত সেই কার্য্য করিয়া আসিয়াছিলেন। আপন জন্মস্থান বেহালা গ্রাম হইতে প্রতি বুধবার আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন। ইঁহার লিখিত অনেক গুলি পুস্তক ও বক্তৃতা আছে। ইনি পুত্র কন্যা এবং অল্প বয়স্কা পত্নীকে অকুল সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন।

অদ্য প্রাতে বন্ধুবর রামেশ্বর দাসের পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ নব সংহিতা অনুসারে সম্পাদিত হইয়াছে।

ব্রহ্মমন্দিরের সম্মুখস্থ মেছুয়াবাজার রোডের ৫৪ নং ভবন প্রচার কার্য্যালয় হইয়াছে।

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২১ ভাগ। ১৮ সংখ্যা। ১৮ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৮০৮ শক। বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।৹ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে প্রেমসিন্ধু ঈশ্বর, চারি দিকে যে কেবল তোমারই লীলা। জগতে এমন ঘটনা নাই, এমন ব্যাপার নাই, যাহাতে তোমার প্রেম ভিন্ন আর কিছু প্রকাশ পায়। নিঃস্বার্থ অনন্ত প্রেম তোমায় সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে, এবং সমুদায় জগৎ সেই প্রেমের ছবিতে গঠিত। তোমার সৃষ্টি প্রেমে পরিচালিত, যাহা কিছু এখানে সমুদায় প্রেমোৎপন্ন। তাহারা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যাহারা কেবল তোমার নিয়ম দেখে শক্তি দেখে প্রেম দেখে না। তুমি শক্তি, কিন্তু প্রেমশক্তি তুমি উদ্যমপূর্ণ প্রেমপূর্ণ। প্রেম তোমার সকলকে সুখ দান করে, শক্তি তোমার নিয়ত তাহাদিগকে উদ্যমে নিয়োগ করে। তোমার এই ভাব দেখিয়া কি কখন আমরা উদ্যমবিহীন প্রেমবিহীন হইয়া থাকিতে পারি? উদ্যমপূর্ণ হইয়া আমরা তোমার শক্তির সঙ্গে মিলিত হইব, প্রেমিক হইয়া আমরা জগতে সুখ দান করিব। যদি উদ্যমবিহীন হই, আমরা তোমার শক্তির নিকটে সাপরাধ হইব, এবং আমাদিগের অপরাধের সমুচিত দণ্ড ভোগ করিব। ক্লেশ দুঃখ যন্ত্রণা নিরুদ্যমের অবশ্যম্ভাবী ফল, যদি উহা না থাকিত, জীবগণ কখন তোমার শক্তির অনুসরণ করিতে যত্ন করিত না, এবং তাহাদিগের নিম্নাবস্থা হইতে উর্দ্ধের অবস্থা লাভ করিবারও সম্ভাবনা ছিল না। তোমার শক্তি যাহার অভ্যন্তরে লীলা বিহার করিতে পাইল না, সে বল কেমনে করিয়া দিন দিন উন্নত হইবে। তুমি অনন্ত প্রেমে চারি দিকের অবস্থা এমনই প্রতিকূল করিয়া দাও যে, সে আর নিরুদ্যম থাকিতে পারে না, সেই প্রতিকূল অবস্থাগুলিকে পরাজয় করিবার জন্যও তাহাকে উদ্যত হইতে হয়। যদি এইরূপে আমাদিগকে উদ্যমশীল না রাখিতে তবে যে এত দিন আমরা মৃত জড়রাশির সঙ্গে জড় হইয়া যাইতাম। প্রভো, তাই বলি তোমার অপার করুণা। জড় শরীরে আবদ্ধ মন তাহার সঙ্গে মিশিয়া এত দিন জড় হইয়া যাইত, যদি এইরূপে তুমি তাহার চেতনা রক্ষা না করিতে। নাথ, আমরা আমাদের উদ্যমশীলতারও কোন প্রশংসা করিতে পারি না, কেন না উহা তোমারই শক্তির উত্তেজনায় আমরা তাহার অনুসরণ না করিয়া থাকিতে পারি না। হে লীলাময় হরি, তাই তোমার নিকট প্রার্থনা করি, এ দাসগণকে কখন জড় হইতে দিও না, সর্ব্বদা যেন চেতনশীল হইয়া থাকিতে পারি, এই তোমার নিকটে প্রার্থনা।

স্বাধীনতা ও অধীনতা।

স্বাধীনতা অধীনতার, অধীনতা স্বাধীনতার বিপরীত। এই বিপরীত পদার্থদ্বয়ের একত্ব ইহা শুনিতে একান্ত অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আপাততঃ দুই পদার্থ বিপরীত হইলেও এ দুইয়ের এমনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে যেখানে একটি, তাহার পার্শ্বে অপরটি অঙ্গীভূত হইয়া থাকিবেই থাকিবে। এই ব্যাপার কি প্রকারে সংঘটিত হয়, একবার আমরা আলোচনা করিয়া দেখি।

সকল বিষয়ে ঈশ্বর আমাদিগের আদর্শ। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য হইতে আমাদিগের স্বাতন্ত্র্য সমুৎপন্ন। পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য কাহাকে বলে, আমরা তাঁহারই দৃষ্টান্তে শিক্ষা লাভ করিতে পারি। তাঁহার পূর্ণস্বাতন্ত্র্যে স্বাধীনতা অধীনতা এক হইয়া গিয়াছে। তিনি যাহা করেন চিরকালই তাহা করিতেছেন, আপনিও কখন তাহা পরিবর্ত্তন করেন না, অপরের কথাতেও তাঁহার কিছু হয় না। তিনি যদি এইরূপ নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়রূপে কার্য্য না করিতেন, বিজ্ঞান উৎপন্ন হইত না, এবং দুচারি জন ঈশ্বরতত্ত্বানভিজ্ঞ বিজ্ঞানবিৎ তাঁহার কার্য্য লইয়া তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতেও পারিত না। ঈশ্বর এইরূপ করিয়াছেন, অমুক প্রকার করিলে ভাল হইত, যদি তিনি তাহার এই কথা শুনিয়া সেইরূপ করিতেন, অব্যবস্থিততার নিন্দায় নিন্দিত হইতেন। বরং তিনি অমুক প্রকার করিতে পারেন না বলিয়া ন্যূনশক্তি বলিয়া চিন্তাহীনগণের নিকট পরিচিত হইতে পারেন, তথাপি ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন তাঁহাতে অসম্ভব। তুমি আমি বলিব, ঈশ্বর যাহা করেন, তাহার যখন অন্যথা করিতে পারেন না, তখন তিনি অত্যন্ত অধীন। তিনি আপনার ক্রিয়ার শৃঙ্খলে আপনিই আবদ্ধ। তিনি অল্পশক্তি।

চিন্তাশীল ব্যক্তি কি বলেন? এখানে অধীনতাতে স্বাধীনতা পূর্ণাবয়ব। যেখানে ঈদৃশ অধীনতা নাই, সেখানে স্বাধীনতা নাই। যে ব্যক্তি স্থিরসংকল্প নহে তাহার স্বাধীনতা কোথায়? এখন সে এক প্রকার করিতেছে, অপর সময়ে সে অন্য প্রকার করিতেছে, তাহার সঙ্কল্পের স্থিরতা নাই। বিবিধ প্রকারের সঙ্কল্প তাহাকে তৃণের ন্যায় অপদার্থ করিয়া রাখিয়াছে, যখন যিটি প্রবল হইতেছে, তখন সেইটি তাহাকে আপনার দাস করিতেছে। স্থিরসঙ্কল্প তার অর্থ কি? আত্মনিহিত নিত্য ক্রিয়ামূল। এই ক্রিয়ামূল আত্মা হইতে স্বতন্ত্র নহে, আত্মা ও উহা অভিন্ন সামগ্রী। আত্মা যখন আপনাতে আপনি স্থিতি করে, তখন তাহার ক্রিয়ামূল এক অভিন্ন থাকে, সুতরাং ক্রিয়া একই রেখাতে নিয়ত কাল চলিতে থাকে। আত্মা আপনি আপনার অধীন অর্থাৎ স্বাধীন।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ঈদৃশ স্থলে অধীনতা ও স্বাধীনতা একই পদার্থ হইতেছে। যেখানে পূর্ণ স্বাধীনতা সেখানেই পূর্ণ অধীনতা। অধীনতার নামে যাহার হৃৎকম্প সমুপস্থিত হয়, অথবা স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা মনে পড়িয়া সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া ত্রাস হয়, সে ব্যক্তি অধীনতা ও স্বাধীনতা কাহাকে বলে জানে না। এরূপ ভয়ের বিশিষ্ট কারণ আছে, কেন না জনসমাজে পূর্ণ অধীনতা বা পূর্ণ স্বাধীনতা কোথাও নাই, যদি থাকিত, এ দুইয়ের নামে মানুষের মনে কখন অযথাসংস্কার সমুপস্থিত হইত না।

তুমি বলিবে পৃথিবীতে স্বাধীনতা না থাকুক অধীনতা যথেষ্ট আছে। মনুষ্য কামের অধীন, ক্রোধের অধীন, ক্ষমতাশালী ধনশালীর অধীন, অধীনতার আবার অভাব কি? এক দিক্ দিয়া বিচার করিলে মানুষ অধীন বৈ আর কি? কিন্তু এই অধীনতাতে তাহার ইচ্ছার পূর্ণ যোগ আছে কি না জিজ্ঞাস্য। এই সকল অধীনতাতে তাহার

মনে অনুতাপ ও ক্লেশ হয় কি না? যদি হয়, তবে তাহার পূর্ণ অধীনতা হয় নাই, পূর্ণ অধীনতা হইলে তাহার মনে ক্লেশাদির উদয় হইত না। তুমি বলিবে, এমন লোক আছে, যাহার পাপ করিয়া করিয়া পাপেতেই আমোদ হয়, এবং সে পাপের পূর্ণ অধীন। এ কথায় বিশ্বাস করা সহজ নহে, মনুষ্যত্ব একেবারে বিপর্যাস্ত হইয়া না গেলে আর পাপের পূর্ণ অধীনতা হয় না। কখনও না কখন যে তাহার আত্মা ক্রন্দন করে না, শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে চায় না, ইহা একান্ত অসম্ভব। বিশেষ বিশেষ পাপ বিশেষ বিশেষ অশান্তি উপস্থিত করে, সেই অশান্তির অবস্থায় আত্মা আপনাকে আপনি ধিক্কার দান করে, আবার পরক্ষণে হয় তো ভুলিয়া যায়। কিন্তু ইহাকে পূর্ণ অধীনতা বলা যায় না, কারণ ভিতরে অশান্তি থাকাতে, বিরোধ থাকাতে সময়ে এ অধীনতা চলিয়া যাইবে। আমরা পূর্ণ অধীনতা তাহাকেই বলি, যেখানে সেই অধীনতা আর কোন কালে অন্তর্হিত হইবে না। কোথায় এ অধীনতা? সেই স্থলে যেখানে পূর্ণ অধীনতা, অর্থাৎ আত্মা অধীনতাকে অধীনতা বলিয়াই বুঝে না, প্রমুক্ত বায়ুমধ্যে বিচরণের ন্যায় সে বিচরণ করিতেছে, ইহাই তাহার প্রতীতি হয়।

স্বাধীনতা ও অধীনতা যেখানে এমনই মিশিয়া গিয়াছে যে আর উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না, তখন উহাকে স্বাধীনতাই বলি—আর অধীনতাই বলি একই কথা। মানুষের ইচ্ছা যখন এক অখণ্ড থাকে, এক বার এ দিকে একবার ও দিকে দোলায়মান হয় না, তখন সে আত্মস্থ। সুতরাং পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু মানুষের এ অবস্থা সর্ব্বদা থাকে না। যখন কোন মানুষ কোন অন্যায় বা অনুপযুক্ত কার্য্য করিতে চায়, তখন যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, কেন অমুক কার্য্য করিবে, তখন সে উত্তর দিবে, আমার ইচ্ছা। যিনি তত্ত্বদর্শী তিনি জানেন সে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিতেছে, সে কোন একটি প্রবৃত্তিবিশেষের অধীন হইয়া বলিতেছে, আমার ইচ্ছা। যদি নিজের ইচ্ছা থাকিবে, তবে সে প্রবৃত্তির অধীন হইবে কেন, এবং সেই কার্য্য করিয়া পশ্চাত্তাপেই বা কেন জর্জ্জর হইবে। তাহার প্রবৃত্তির অধীনতা ক্ষণিক অধীনতা। বর্ত্তমান আবেগ নিবৃত্তি হইলেই সে আপনার অপদার্থতা আপনিই বুঝিতে পারিবে। ইচ্ছা সমূলে অবস্থিতি করিয়া কার্য্য করিলে সেই অধীনতা কোন দিন তিরোহিত হয় না, এবং অধীনতাজনিত কখন অনুতাপ হৃদয়ে স্থান পায় না। তুমি বলিবে, অনেকে অনেক কাজ করিয়া অনুতাপ করে না, বরং বাহ্বাস্ফোট করিয়া থাকে, স্থির হও, মোহের আবরণ এক সময়ে উন্মুক্ত হইবেই হইবে, তখন তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠিত কার্য্য তাহার নিকটে অনুতাপ আনয়ন করিবে।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে প্রতীত হইবে, আমরা যাহাকে পূর্ণ অধীনতা বলি তাহার আর কোন দিন বিরতি নাই, এবং এই পূর্ণ অধীনতাই স্বাধীনতা, পূর্ণ কেন? ইহার কারণ কি? ইহার কারণ অতি সহজ। প্রাচীন দার্শনিকগণ "স্বরূপে অবস্থানকে" মুক্তি বলিতেছেন, ইহা তাহাই। আপনাতে যখন আপনার স্থিতি হইল তখন এ দিকে ও দিকে আকৃষ্ট হইবার আর সম্ভাবনা হইল কোথায়? আত্মা আপনার প্রকৃতি ও স্থিতি স্থানের অন্বেষণে ব্যস্ত। সে যখন তাহা প্রাপ্ত হয়, তখন আর সেখান হইতে অপসৃত হইতে চায় না। এ অবস্থাকে অধীনতা বল স্বাধীনতা বল উভয়ই শোভা পায়। অধীনতা স্বাধীনতা মিলিয়া এখানে এক হইয়া গিয়াছে।

ত্যাগ ও ভোগ, উদ্যম ও বিরাম।

ত্যাগ ও ভোগ, উদ্যম ও বিরাম লইয়া সমুদায় জীবন। বিজ্ঞান মতে জীবন কি?

বাহিরের সঙ্গে ভিতরের সাম্য রক্ষা। কথাটা কিছু অস্পষ্ট হইল। স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, বাহিরে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, যে সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহাদের সহিত আমাদের বিরোধ উপস্থিত হইলে আমাদিগের জীবন বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। এই বিপন্নিবারণের জন্য কখন স্বাভাবিক নিয়মে কখন যত্নে সেই ঘটনা গুলির সঙ্গে আমাদিগের সাম্য সম্পাদন করি, সেই ক্রিয়া গুলির সঙ্গে আমাদিগের ক্রিয়া গুলির মিল রক্ষা করি। এইরূপে যত দিন চল্লে, আমাদিগের জীবনও চলে, যখন এইটি স্থগিত হয়, তখন আমাদিগের জীবন নিঃশেষ হয়। আমাদিগের জীবন অনন্ত জীবন, সুতরাং দেহপাত হইলেও সাম্যরক্ষার নিবৃত্তি নাই, ক্রমান্বয়ে উহা চলিতে থাকিবে।

ত্যাগ ও ভোগ, উদ্যম ও বিরাম লইয়া জীবন কিরূপ, আমাদিগকে দেখাইতে হইতেছে। বাহির ও ভিতরের সাম্য রক্ষা করিতে গেলে যে এই গুলির প্রয়োজন ইহা দেখাইতে পারিলেই বিষয়টি সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। ত্যাগের সঙ্গে উদ্যমের, ভোগের সঙ্গে বিরামের সম্বন্ধ বুঝিলেই আমরা কি বলিতেছি সকলে বুঝিতে পারিবেন। অতএব সেই প্রণালীতে আমরা বিষয়টি বিশদ করিতে যত্ন করিতেছি।

মনুষ্যের ক্ষুধা আছে, এই ক্ষুধা ক্লেশদায়ক। ক্ষুধাজনিত ক্লেশের নিবৃত্তি হয়, এজন্য মনুষ্য যথোচিত পরিশ্রম করে। বলিতে হইবে, যদি তাহার ক্ষুধা না থাকিত সে বিশ্রামসুখ অনুভব করিবার জন্য সমুদায় দিন শয়ন করিয়া থাকিত। তুমি বলিবে, যাহার অন্নের সংস্থান আছে, তাহার তো ক্লেশ ত্যাগের জন্য যত্ন নিষ্প্রয়োজন, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে ত্যাগ ও উদ্যমের একত্র যোগ হইল কোথায়? আমরা বলি, এ পৃথিবীতে কাহারও কোন ক্লেশের কারণ নাই তাহা নহে, সুতরাং ত্যাগের জন্য তাহাকে উদ্যমশীল হইতেই হইবে, তবে প্রতিকূল অবস্থা যত অল্প হয়, তত লোক ভোগী হইয়া বিনষ্ট হয়, এবং সেই বিনষ্টের অবস্থা যখন তাহাকে ক্লেশ দিতে থাকে তখন তাহার আবার উদ্যমের দিকে গতি না হইয়া যায় না। সুতরাং ত্যাগ উদ্যম সর্ব্বত্র মিলিত হইয়া আছে।

ভোগের সঙ্গে বিরামের একত্র যোগ করিতে অনেকে বলিবেন, ভোগ যখন সুখ ভোগ, তখন ক্রিয়াজনিত সুখ ও দুঃখ, তবে কেন কেবল বিরামের সহিত উহার যোগ করা হইল? যত দিন দেহ আছে, মন আছে, জীবন আছে, তত দিন ক্রিয়ার নিবৃত্তি নাই সত্য, কিন্তু ভোগ ও বিরতির সঙ্গে যোগ এই জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, সুখানুভাবের সময়ে আত্মা নিবৃত্তাবস্থা অবলম্বন করে, এবং সুখের বিষয় তাহার উপরে আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করে। যদি সে সময়ে শরীর ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত থাকে থাকুক, কেননা কোন না কোন রূপে শরীরের ক্রিয়া ক[illegible] নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু জানিও আত্মা নিবৃত্তির অবস্থায় অবস্থিত। তুমি বলিবে, মানসক্রিয়াতে যখন সুখ হয়, তখন কি মন নিবৃত্ত হইয়া সুখানুভব করে? গূঢ়রূপে চিন্তা করিয়া দেখ, তাদৃশ সুখ প্রাপ্তির অবস্থার অনুসন্ধান করিয়া দেখ, সুখসমাগম-সময়ে মন নিবৃত্ত।

সে যাহা হউক, এত ক্ষণ যাহা বলা হইল উহা দার্শনিক কথা। ধর্ম্মের সঙ্গে বিষয়টির যোগ কি দেখিতে হইতেছে? ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার যোগ অতি গভীরতম, এবং যখন এই যোগ লোকে বুঝিতে পারিবে, পৃথিবী হইতে সংসারবাদ তিরোহিত হইবে। সাধকগণের যোগরাজ্যে প্রবেশ করা সহজ হইয়া আসিবে। সংসারীর প্রথম অভিযোগ এই যে, এ সংসারে ক্লেশ কেন? যিনি পূর্ণমঙ্গল তিনি ক্লেশরূপ অমঙ্গলকে জগতে আসিতে দিলেন কেন? ক্লেশ আসিতে না দিয়া কি তিনি জীবকে নিরবচ্ছিন্ন

সুখ দিতে পারিতেন না? এ কথা বলা, আর জীবকে জড়নিচয়ের সঙ্গে এক করা একই কথা। ক্লেশকে মনুষ্য একটি দৈত্য দানব করিয়া ফেলিয়াছে, তাই তৎপ্রতি লোকের এত বিদ্বেষ। যদি উহাকে উদ্যম জন্য প্রেরণ বলিয়া লোকে গ্রহণ করিত, তাহা হইলে আর উহার সঙ্গে এরূপ ভীষণ ভাবযোগ থাকিত না। তবে ক্লেশ যখন চরমসীমায় আইসে, তখন তৎসহকারে যখন বিষম যন্ত্রণা ও মৃত্যু সংযুক্ত আছে, তখন উহাকে এরূপ ভাবে গ্রহণ করা স্বাভাবিক। রোগাদি জনিত ক্লেশ কখন উদ্যমে প্রবৃত্ত করে না, লোককে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে।

মনুষ্য ক্লেশ সম্বন্ধে যেরূপ ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে এ সকল কথার কোন উত্তর নাই বলিলেও হয়, কিন্তু যাঁহারা ক্লেশের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, তাঁহারা উহাকে সকল অবস্থায় উদ্যম বর্দ্ধনের হেতুরূপে গ্রহণ করেন। রোগের ঘোর যন্ত্রণা ও মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পর্য্যন্ত এই জন্য সাধক জীবনে আমরা দেখিয়াছি যে, যে সময়ে শরীরকে সহায় করিয়া আত্মার উদ্যম প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই, সে সময়ে আত্মার আভ্যন্তরীণ উদ্যম সমধিক বাড়িয়াছে। তোমরা বলিবে, অসাধারণ দৃষ্টান্ত সাধারণ জনগণ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা অনুচিত। এ কথা বলিও না। ক্লেশের প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত থাক, দেখিবে তোমাদের জীবনেও ঐরূপ ফল ঘটিবে।

তুমি বলিবে ক্লেশানুভব বিনা কি জীবকে প্রবৃত্তিশীল করা যাইতে পারিত না? স্বয়ং ঈশ্বরের প্রবৃত্তিশীলতা কি চির আনন্দের ব্যাঘাত না হয় এই জন্য? স্রষ্টার পূর্ণত্ব সৃষ্টির অপূর্ণত্ব এই দুই মনে রাখিলে আর এ কথা কখন মুখে আনিতে না। ঈশ্বরে যাহা আছে তাহা নিত্য কাল আছে, নিত্য কাল থাকিবে, সৃষ্টসম্বন্ধে এ কথা খাটে না। সৃষ্টের প্রবৃত্তি নিবৃত্তির রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত, কখন সে প্রবৃত্ত কখন সে নিবৃত্ত। যখন প্রবৃত্ত তখন নিবৃত্ত নহে, যখন নিবৃত্ত তখন প্রবৃত্ত তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুখ দুঃখ তাহাকে প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে সমাবিষ্ট করে। স্রষ্টা ও সৃষ্ট এ উভয়ের প্রকৃতিগত বৈষম্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, তাহা হইলে এ প্রকার প্রশ্ন আর কখন আসিতে পারে না।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে সকলে সহজে বুঝিতে পারিবেন, আমরা ক্লেশ ও সুখ উভয়কেই সমভাবে আলিঙ্গন করি, এবং উভয়কেই আমরা বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করি। কতক গুলি ক্লেশ আছে যাহা স্বভাবের নিয়মে সমাগত হয়, কতক গুলি আমাদিগের পাপপ্রসূত। যাহা স্বভাব হইতে উপস্থিত, তন্মধ্যে আমরা কেবল প্রচ্ছন্ন কল্যাণ দর্শন করি তাহা নহে, তন্মধ্যে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রেম দর্শন করি, অসীম কল্যাণ সাধনের জন্য সন্তানকে সচেতন রাখিবার যে উপায় মঙ্গলের হস্ত হইতে সমাগত হয়, আমরা তাহার নিন্দা করিব দূরে থাকুক, তাহার জন্য একান্ত সকৃতজ্ঞ। আমাদিগের পাপসমুত্থিত ক্লেশ, আমাদিগের সংশোধন জন্য উপস্থিত। পাপজন্য অনুতপ্ত লজ্জিত এবং প্রণত হইব, কিন্তু সংশোধনের জন্য ব্যস্ত প্রেমকে আমরা বিস্মৃত হইব না।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহা ভক্তির উচ্ছ্বাস বলিয়া গণনা করিলে চলিবে না। বর্ত্তমানে বিজ্ঞান যে প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মরাজি আবিষ্কার করিয়া স্রষ্টার ক্রিয়াপ্রণালী প্রদর্শন করিতেছে, তাহাতে আমাদিগের এ মত এক দিন সমাদৃত হইবেই হইবে। এখনকার জন্য আমরা এই চাই, এই মতের অনুসরণ করিয়া সকলকে যোগারূঢ় হউন। সুখে দুঃখে সকল অবস্থায় ঈশ্বরের আরও প্রেম দর্শন করিয়া সাধকগণ তাঁহাতে মগ্ন হউন, আমরা কেবল ইহাই দেখিতে অভিলাষী।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

প্রচলিত যত ধর্ম্ম আছে, তৎসহ বিজ্ঞানের বিরোধ। বিজ্ঞান তাহার মত নিচয়কে বিপর্য্যস্ত করিতেছে, ইহা দেখিয়া তদনুসরণকারী ব্যক্তির ভয়ে ব্যস্ত এবং বিজ্ঞানের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত। আমাদিগের নববিধানের মত এই, এ ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন দিন বিবাদ হইতে পারে না। ইহাঁর কোন মত বিজ্ঞানবিরোধী নহে। যদি কোন মত বিজ্ঞানবিরোধী হয়, নববিধান কখন তাহা আপনার মত বলিয়া রক্ষা করিবেন না। আমরা যে কোন বিজ্ঞান গ্রন্থ পাঠ করি, দেখিতে পাই অনেক প্রচলিত ধর্ম্ম মত আক্রান্ত হইয়াছে, এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে সে সকলের পুনঃ সম্মিলন ঘটা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম না, কোন বিজ্ঞান আমাদিগের ধর্ম্মমতের বিরোধে হস্ত উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিজ্ঞানের প্রত্যেক সিদ্ধান্ত লইয়া আমরা মিলাইয়া দেখি বিলক্ষণ সুসঙ্গত হইয়া যায়। বিজ্ঞান সৃষ্টির নিয়মরাজি অন্য কথায় ঈশ্বরের ক্রিয়া প্রণালী বাহির করিবার জন্য নিযুক্ত। এ কার্য্য তাঁহার অধিকারভুক্ত, এখানে অন্যের কথা বলা কিছুতেই চলে না। এখানে সকলের মস্তক প্রণত করিতেই হইবে। আমাদিগের নব ধর্ম্মবিধান বিজ্ঞানকে সহচর করিয়া লইয়াছেন, ইহাঁর সঙ্গে কোন দিন তাহার বিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা নাই।

কোন কোন বিজ্ঞানবিৎগণ সৃষ্টি মধ্যে ঈশ্বরের কৌশল দর্শনের একান্ত বিরোধী। আমরা অনেক বার প্রতিপন্ন করিয়াছি, তাহাদিগেরও বিরোধ নাম মাত্র, কৌশল শব্দের পরিবর্ত্তে জ্ঞান প্রকাশ শব্দ ব্যবহার করিলে কোন বিরোধই থাকে না। মানুষ চিন্তা করিয়া মনে একটি ছবি গড়িয়া যে প্রকার কোন একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করে এবং লোকতঃ তাহাকেই কৌশল প্রকাশ বলা হয়, সেইরূপ যদি ঈশ্বরে আরোপ করা হয়, আমরা বলি ইহা ঈশ্বরাবমাননা। তাঁহাতে পূর্ব্বে হইতে ছিল না, চিন্তা করিয়া কিছু বাহির করিলেন, ইহা পূর্ণ ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস সে কখনও বলিতে পারে না। এদিকে যখন প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু লইয়া বিচার করিবে, দেখিবে কি অপূর্ব্ব পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য. তুমি কৌশল বল আর যে কোন শব্দে ঐটি অভিব্যক্ত কর, মূলে কিন্তু একই হইবে*। তুমি যদি দুএকটি দৃষ্টান্ত ধরিয়া বল, এখানে এমন না করিয়া এমন করিলে আরও ভাল হইত, আমি বলিব আবার তেমন করিলেও তদপেক্ষায় আর এক প্রকার করিলে ভাল হইত, কে না তাহার উপরে এ কথা বলিতে পারে। যদি এখানে যাহা যাহা দেখিতেছি, তাহাতেই ঈশ্বরের সমুদায় জ্ঞান শক্তি নিঃশেষ হইয়াছে মনে করি, তবে আর তিনি ঈশ্বর থাকেন না। ভালোর ভাল তার ভাল তার ভাল ক্রমান্বয়ে তাঁহার সৃষ্টিতে এই প্রকার চলিয়াছে, কোথায় তিনি কি জন্য কি করিয়াছেন, আমরা তাহার অতি অল্পই বুঝি। তবে যতটুকু জ্ঞান প্রকাশ বুঝিতে পারি, তাহাতেই কৃতকৃত্য হইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করি এই মাত্র।

ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান এ কথা বলিলে বুঝায় কি? আমরা যে প্রকার চিন্তা করিয়া কোন একটি বিষয় নির্দ্ধারণ করি ঈশ্বরের জ্ঞান সে প্রকার নহে। এ জ্ঞানের নিকটে অনন্ত ভূত ভবিষ্যৎ নিত্য বিদ্যমান। সমগ্র সম্বন্ধ নিত্য দৃষ্ট। যাদও আমরা ঈশ্বরের কার্য্যকালেতে আবদ্ধ করিয়া চিন্তা করি, কেননা আমাদিগের অন্তবিশিষ্ট জ্ঞান তদ্ভিন্ন আর কিছু করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদিগের অজ্ঞানতাজনিত অপসিদ্ধান্ত তাঁহার উপরে আরোপ করিতে পারি না। মনে কর, আমরা তাঁহার একটি কার্য্যের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া কোন একটি সিদ্ধান্ত করিলাম, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি তাহাতে আমাদেরই ভ্রম দেখিবেন, তজ্জনিত ঈশ্বরে দোষারোপ করিবেন না, আমরা যত দূর কেন জ্ঞানে অগ্রসর হই না, আমাদের চিন্তা করিবার সামর্থ্য সীমাবদ্ধ থাকিবে। এই সীমাবদ্ধ জ্ঞানে ঈশ্বরের জ্ঞানের তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া অনেক ভ্রম হইয়াছে, হইতেছে, ইহা বলিয়া তন্নির্দ্ধারণে যত্ন একেবারে পরিত্যাগ করিব, ইহা কখন মনুষ্য প্রকৃতি সমুচিত কার্য্য নহে। অনন্ত জ্ঞানের ক্রিয়ার নিয়ম এই যে, সর্ব্বত্র সুদৃঢ়তম পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ নিচয় অখণ্ডরূপে একত্র আবদ্ধ। সমুদায় পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ যাহার এক দৃষ্টিতে দর্শন করিতে সামর্থ নাই, সে তৎসম্বন্ধে বিচার করিতে পারে না। তত্ত্ববিৎই হউন আর বিজ্ঞানবিৎই হউন, তাঁহার এ সম্বন্ধে ভ্রম উপস্থিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। এ দেখিয়া আমরা কি করিব? ঈশ্বরের অখণ্ড স্বরূপ নিচয়ের সঙ্গে যাহার মিল হয় না, ঈদৃশ সিদ্ধান্তকে আমরা ভ্রমসঙ্কুল বিশ্বাস করিব, এবং কালে সে ভ্রম নিবারণ হইবে জানিয়া ক্রমিক চিন্তা ও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিব। যাঁহারা ঈশ্বরের

---

* "If human workmen whose machines as at first constructed require perpetual adjustment show their increasing skill by making their machines self adjusting; then those who figure to themselves the production of the world and its inhabitants by a "Great Artificer," must admit that the achievement of this and by a persistent process adopted to all contingencies implies greater skill than its achievement by the process of meeting the contigencies as they severally arrise."—Spencer's. *Principles of Biology*. p. 353.

স্বরূপ-নিচয়কে চক্ষুর সন্নিধানে না রাখিয়া কোন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদের ভ্রম ঘটন অবশ্যম্ভাবী। তবে মনুষ্যের ভ্রম প্রমাদ হইতেও চরমে যথার্থ জ্ঞান নিঃসৃত হয়, অনুসন্ধানে লোকের প্রবৃত্তি জন্মে, স্বমত সংস্থাপনে ব্যগ্রতা হয়, ইহা তত্ত্বানুসন্ধায়ীগণের পক্ষে সামান্য উপকার নহে।

পরম হংসের উক্তি।

ঈশ্বর কি ভাবে দেহে স্থিতি করেন?

তিনি পিচকারীর কাটীর মত আল্‌গা থাকেন।

ভক্ত একা থাকিতে ভাল বাসেন না কেন?

একা খেতে গাঁজা খোরের সুখ হয় না, ভক্তও গাঁজা খোরের ন্যায়, একা যার নাম করিতে তাঁর মনে তেমন আনন্দ হয় না।

সাধু নামে পরিচিত সকলই কি সমান?

সাধু সকলেই, তবে কিনা কোনটা সাধু খাওয়া যায়, কোনটা জলশৌচে আইসে।

কিরূপে জীবন যাপন করিতে হইবে?

ঝিকুনে কাটি দ্বারা যেমন মাঝে মাঝে উনন নেড়ে দিতে হয়, তাহাতে নিব নিব আগুন উস্কে উঠে, সেইরূপ মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ দ্বারা মনকে সতেজ করা চাই। কামারের জাঁতার আগুন মাঝে মাঝে তেয়ে রাখতে হয়।

মানুষ সিদ্ধ হলে কি আর সংসারীদের দলভুক্ত হয় না?

না, যেমন মাটী একবার পুড়িয়ে খোলা হইলে আর কখন মাটির সঙ্গে মিশে না, সেইরূপ। ধান্য সিদ্ধ হইলে যেমন তাহা হইতে আর অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেইরূপ সিদ্ধ মনে আর সংসারাসক্তি জন্মে না।

সিদ্ধ মনের কিরূপ অবস্থা?

যেমন আলু ইত্যাদি সিদ্ধ হলে কোমল হয়, তদ্রূপ সিদ্ধ মন কোমল হইয়া থাকে।

নির্লিপ্ত সংসারী কেমন?

নির্লিপ্ত সংসারী রাজার বাড়ীর দাসীর ন্যায়। রাজবাড়ীর দাসী রাজার ছেলে মেয়েকে আদর যত্ন করে, তাহাদিগকে প্রতিপালন করে, তাহাদের সেবা করে, কিন্তু জানে যে সেই ছেলে মেয়ে তার নয়, রাজার।

আমার ছেলে হরিশ বড় হলে তাকে বিয়ে দিয়ে সংসারের ভার তার উপর রেখে আমি যোগ সাধন করিব, এ বিষয়ে আপনার কি মত?

হরিশ গিরিশ ছাড়ে না, বড় নেওটা তোমার কোন কালে সাধন হবে না। পরে আবার হরিশের ছেলে হওয়া ও তার বিয়ে দেখার সাধ হবে।

তিনি খুব বক্তৃতা করিতে পটু, কিন্তু জীবন তাঁহার বড় খাট, তাঁকে কিরূপ আপনি জানেন?

হাঁ তিনি সহজে পরকে উপদেশ দেন। কিন্তু নিজে ত ধন হরণ করেন।

প্রেমাভক্তি কিরূপ?

প্রেমাভক্তিতে সাধক খুব আত্মীয়ভাবে ঈশ্বরকে ডাকেন, তাঁকে আমার মা বলেন, যেমন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে গোপীনাথ বলিতেন, জগন্নাথ বলিতেন না।

হৃদয়ের কিরূপ অবস্থায় ঈশ্বরদর্শন হয়?

হৃদয় স্থির সমাহিত হইলে। হৃদয়সরোবর যখন কামনা বায়ুতে চঞ্চল থাকে, তখন ঈশ্বরচন্দ্র দর্শন অসম্ভব।

হরির আগমন কিরূপে হয়?

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন অরুণোদয় হয়, হরি যখন আইসেন তখন তিনি নিজেই সমস্ত যোগাড় করিয়া ভক্তের বাড়ীতে অগ্রে পাঠান, প্রেম ভক্তি বিশ্বাস ব্যাকুলতা সাধকের হৃদয়ে প্রেরণ করেন। যথা রাজা কোন ভৃত্যের বাড়ীতে গমন কালে পূর্ব্বে আপন ভাণ্ডার হইতে গৃহের সাজসজ্জা ও তাঁহার উপবেশন যোগ্য আসন ইত্যাদি পাঠাইয়া দেন।

ধর্ম্মকথা অনেক শুনা গেল, তত উপকার হচ্ছেনা কেন?

সাঁকোর জল যেমন এক দিক্ দিয়া আইসে আর এক দিক দিয়া চলে যায়, অনেকের পক্ষে ধর্ম্মকথা তদ্রূপ, তাহারা এক কাণ দিয়া শোনে তাহাদের অন্য কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পূজা কিরূপ?

এক জনে দুর্গোৎসব অন্তরের ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত করে, লোক দেখাইবার জন্য এবং বাহ্যিক আমোদ ও জাঁক জমকের জন্য করে না ইহাকে সাত্ত্বিক দুর্গা পূজা বলা যায়। এক জন পূজোপলক্ষে বাড়ী ঘর খুব সাজায়, নৃত্য গীত ও ফলারের ঘটা করে, ইহাকে রাজসিক পূজা বলা যায়। অন্য এক জন পূজায় পাটা মহিষ কাটে এবং অশ্লীল নাচ গান মদ মাংসে মত্ত হয় এইরূপ পূজাকে তামসিক পূজা বলা যায়। এক ব্যক্তি তাহার বন্ধুকে বলিয়াছিল, "এবার পূজা উঠালে কেন ভাই।" সে বলিল, "দাঁত পড়ে গেছে, আর দুর্গা পূজায় সুখ নাই। অর্থাৎ দাঁত পড়াতে পাঁঠার মাংস খাওয়া যায় না, দুর্গোৎসব করে কি করিব?"

পরমাত্মা ও জীবাত্মা কিরূপ?

পরমাত্মা সাগরের ন্যায়, জীবাত্মা সাগর বক্ষস্থ বুদ্বুদের ন্যায়। সাগর হইতে বুদ্বুদের উৎপত্তি সাগরেতেই স্থিতি। উভয় বস্তুতঃ এক, প্রভেদ এই যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আশ্রয় ও আশ্রিত।

ঈশ্বরকে কি প্রকারে লাভ করা যায়?

রাঙ্গামুড় রুই মাছ ধরতে যেমন ছিপ ফেলে ধৈর্য্য ধরে বসে থাকতে হয়। তদ্রূপ ধৈর্য্যের সহিত সাধন চাই।

মাকে পৃথিবীতে কেন দেখা যায় না?

ইনি বড়লোকের মেয়ে, চিকের আড়ালে থাকেন। ভক্ত সন্তানেরা প্রকৃতিরূপ চিকের ভিতরে যাইয়া তাঁকে দেখেন।

তাঁর প্রতি কিরূপ মন চাই?

যেমন কৃপণের ধনে মন, তেমন তাঁতে মন চাই।

তাঁতে মন রাখিয়া কি ভাবে সংসার করিতে হয়?

যেমন ছুতরের স্ত্রী ধান সিদ্ধ করে, উননে কাঠ গুজে দেয়, সিদ্ধ ধান ঢেঁকীতে যোগায়, তাহার স্বামী ঢেঁকী দিয়া চাল করে, স্ত্রী হাত দিয়া ধান নেড়ে দেয়, এ দিকে স্বামীর সঙ্গে আবার ঘর কন্নার কথা কয়, কিন্তু তার দৃষ্টি হাতের প্রতি থাকে, সেইরূপে ঈশ্বরেতে দৃষ্টি রেখে সংসারের সমুদায় কাজ কর্ম্ম করতে হয়। কলস মাথায় করে নট যেমন নৃত্য করে, কলসের প্রতি তাহার লক্ষ্য থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সংসার করিতে হইবে।

ঈশ্বরের চরণাশ্রয় লাভ করিলেও কি আমিত্ব থাকে?

স্পর্শমণির স্পর্শে লোহার তরবার সোণা হয়, কিন্তু তখনও তরবারের আকার থাকে, কেবল তাহার ধার থাকে না। সেইরূপ ঈশ্বরলাভেও মনুষ্যের আমিত্ব থাকে, কেবল মন্দ আমিত্ব থাকে না।

বিরক্ত বৈরাগী কি রূপ?

যে ব্যক্তি পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া করে বৈরাগী হয়ে বাহির হয়ে যায়, এরূপ ব্যক্তিকে বিরক্ত বৈরাগী বলে: সে দুই দিনের বৈরাগী, পশ্চিমে চাকুরী জুটলে তাহার আর বৈরাগ্য থাকে না।

হঠাৎ কি প্রচুর উন্নতি হয় না?

ঘরে যে পাঠ মুখস্থ করে সেই হাইকোর্টের জজ হয়, নতুবা অনাহারী মাজিষ্টর। একেবারে কেউ হাইকোর্টের জজ হয় না, অনেক পরিশ্রমে দ্বারি মিত্র হওয়া যায়।

আমি সংসারের হিসাব ভাবিয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত, বলুন আমার আর কি হইবে?

যতক্ষণ গাছ গুণিধ ততক্ষণ আম খা, সংসার সংসার না ভাবিয়া ধর্ম্ম ফল খা।

ভক্তির তম কি রূপ?

বাহু তুলে নৃত্য করে হরি বোল বলা ভক্তির তম।

তত্ত্বরত্নমালা হইতে উদ্ধৃত।

উৎপীড়কের জন্য উৎপীড়িত সাধুর প্রার্থনা।

এক জন ধর্ম্মোপদেষ্টা মহর্ষি উপদেশ দানের সময় নিষ্ঠুর দুর্জ্জন লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ ও তাহাদের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করিতেন। কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতেন, "হে দয়াময় ঈশ্বর, ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিক জনের প্রতি উপহাসকারী বিমার্গগামী অত্যাচারী লোকদিগের মঙ্গল কর, তাহাদিগের দুঃখ যন্ত্রণা দূর কর।" একদা তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "দেব, আপনি উৎপীড়ক বিপথগামী লোকের উপর এত দূর প্রসন্ন কেন? তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করা ও তাহাদের জন্য প্রার্থনা করা কি সঙ্গত?" উপদেষ্টা বলিলেন, "আমি উন্মার্গচারী বিরোধী লোক হইতে অশেষ কল্যাণ লাভ করি, এ জন্য তাহাদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকি। তাহারা যত আমার প্রতি অত্যাচর ও অসদাচরণ করিয়াছে, তত আমাকে কল্যাণের পথে লইয়া গিয়াছে। তাহাদিগ হইতে যাতনা ও আঘাত পাইয়াই আমি সংসার-পথ পরিত্যাগ করিয়া থাকি, তাহাদের অত্যাচার ও আক্রমণে আমি একান্ত প্রাণে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই, দুর্জ্জনরূপ-শার্দ্দূলের তাড়নায় অরণ্য ছাড়িয়া পথে আসি। যখন তাহারা আমার এরূপ উপকার করিতেছে, সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করিতেছে, তাহাদের জন্য শুভ কামনা ও প্রার্থনা করা আমার পক্ষে সঙ্গত। পরমেশ্বর বলেন, 'দুঃখ যন্ত্রণা ভালবাসিয়া তোমাকে সারবান্ করে, অত্যাচারী অত্যাচার করিয়া তোমার মঙ্গলসাধন করিয়া থাকে। তাহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিও না, বরং যে সুখ সম্পদ আমার দ্বার হইতে তোমাকে দূরীভূত করে, তৎপ্রতি বিরক্ত হও ও তাহার কুৎসা কর।' বস্তুতঃ ভ্রাতঃ, সেই শত্রু তোমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর মহৌষধ, যাহার তাড়নায় তুমি নিভৃত নিলয়ে যাইয়া ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা কর, একান্ত ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার করুণার ভিক্ষুক হও। সেই বন্ধু প্রকৃতপক্ষে তোমার শত্রু, যে তোমাকে ঈশ্বরের মন্দির হইতে দূরে লইয়া যায়। আস্গর নামক এক পশু আছে, যষ্টি দ্বারা প্রহার করিলে সে অধিকতর পরিপুষ্ট ও কান্তিযুক্ত হইয়া থাকে। বিশ্বাসীদিগের আত্মাও আস্গর বিশেষ, আঘাত পাইয়া তাহা পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। এই জন্যই পৃথিবীর সমুদায় লোক অপেক্ষা মহাপুরুষদিগের প্রতি আঘাত ও যন্ত্রণা অধিক হইয়া থাকে। তজ্জন্য অন্য সমুদায় আত্মা অপেক্ষা তাঁহাদের আত্মা অধিক উন্নত ও পরিপুষ্ট। মহাজনদিগের ন্যায় দুঃখ পরীক্ষায় পৃথিবীর অন্য কোন লোক পতিত হয় না। আঘাত মর্দ্দন ও প্রক্রিয়াবিশেষে পশুচর্ম্ম সুদৃঢ় ও সুন্দর হয়, অন্যথা পূতিগন্ধ ও অব্যবহার্য্য হইয়া থাকে। মনুষ্যকেও চর্ম্মস্বরূপ জানিও, ভোগসুখে সরস রাখিলে সে বিকৃত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তাহাকে দলন ও মর্দ্দন করিলে সমুন্নত ও শুদ্ধ হয়। ভ্রাতঃ, তোমার পক্ষে দুঃখ বিপদ পাবন, দুঃখ ক্লেশ পাইয়া শুদ্ধ হইলে তাহা মিষ্ট বোধ হয়, আরোগ্য লাভ হইলে ঔষধ আনন্দজনক হইয়া থাকে।

সাধু পুরুষদিগের দুই শ্রেণী।

সাধু পুরুষদিগের দুই শ্রেণী, প্রার্থনাশীল সাধু ও প্রার্থনাবিমুখ সাধু। এস্থানে প্রার্থনাবিমুখ সাধুদিগের প্রসঙ্গ হইতেছে। তাঁহারা রসনা'কে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন, কোন অবস্থায়ই প্রার্থনা করেন না। ঐশ্বরিক বিধিতে সন্তুষ্ট থাকাই তাঁহাদের স্বভাব ও নিয়তি, বিধিখণ্ডনে কোনরূপ চেষ্টা করা তাঁহারা অবৈধ ও পাপ মনে করেন। বিধিপালনেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। এমন এক সদ্ভাবের দ্বার তাঁহাদের অন্তরে খুলিয়া যায় যে, তাঁহারা কখন শোকের কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করেন না। সুখ দুঃখ সম্পদ্ বিপদ যাহা উপস্থিত হয় তাহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন। ঈদৃশ মহাত্মাদিগের সম্বন্ধে অগ্নি অমৃতস্বরূপ, বিষ তাঁহাদের মুখে শর্করা, উপলখণ্ড তাঁহাদের পথে মাণিক্য, শুভাশুভ তাঁহাদের নিকটে অভিন্ন। তাঁহাদিগের সাধুভাবের জন্যই এরূপ ঘটিয়া থাকে। হে ঈশ্বর, আমার সম্বন্ধে তুমি এই বিধি খণ্ডন কর, তাঁহারা এরূপ প্রার্থনা করা পাপ বলিয়া জানেন।

এক ব্যক্তি এই শ্রেণীর এক জন সাধুপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহর্ষে, আপনি কেমন আছেন, আমাকে বলুন।" তিনি বলিলেন, "প্রতিনিয়ত যাঁহার ইচ্ছানুক্রমে জগতের ক্রিয়া হইতেছে, যাঁহার ইচ্ছাতে স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, নক্ষত্রপুঞ্জকে যিনি আপন ইচ্ছানুসারে প্রকাশ করিয়াছেন, জীবন মৃত্যু এই দূতদ্বয় যাঁহার ইচ্ছাক্রমে দ্বারে দ্বারে ধাবিত হইতেছে, যিনি যথা ইচ্ছা শোকের বিলাপ যথা ইচ্ছা আনন্দের উৎসব বিধান করেন, ভ্রমণকারিগণ যাঁহার বিধির অধীন ও পথশ্রান্ত অবসন্ন ব্যক্তি যাঁহার জালাতে বদ্ধ, যাঁহার ইচ্ছা ও আজ্ঞা ব্যতীত একটি দন্ত স্খলিত হয় না, বৃক্ষ হইতে একটি পত্র পতিত হয় না; যাঁহার বিধি ব্যতিরেকে মৃত্যু উপস্থিত হয় না, এবং স্বর্গলোক হইতে পাতাল লোক পর্যন্ত একটি সূত্রও সঞ্চালিত হইতে পারে না। ভ্রাতঃ, সেই মহামহিমান্বিত পুরুষের অধীন যে ব্যক্তি তাঁহার অবস্থা কিরূপ হয় বুঝিতে পার।" জিজ্ঞাসু বলিল, "মহাত্মন, আপনি যাহা বলিলেন তাহাই সত্য, আপনার জীবনে ইহার লক্ষণ সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। তথাপি হে সুব্রত, আপনি বিস্তারিতরূপে এ বিষয় বর্ণন করুন। এরূপ ব্যাখ্যা করুন যেন জ্ঞানী ও মূর্খ আপামর সাধারণ তাহা শুনিয়া গ্রহণ ও ফল লাভ করিতে পারে। উপযুক্ত বক্তা বিবিধ ভোজ্যজাত পূর্ণ ভোজ্যভাণ্ডের ন্যায়, যেমন কোন অতিথিই সেই ভোজ্য পাত্র হইতে বঞ্চিত হয় না, প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য প্রাপ্ত হয়। যেমন বিবিধ ভাবের আধার কোরাণগ্রন্থে ভদ্রাভদ্র জ্ঞানী মূর্খ সমুদায় শ্রেণীর লোকেরই প্রাণের খাদ্য রহিয়াছে, তদ্রূপ জ্ঞানপ্রবীণ বক্তার বচনবিন্যাসে সকল প্রকার লোকেই উপকার লাভ করে।" এতচ্ছ্রবণে মহর্ষি বলিলেন, "জানিও, লোকের নিকটে ইহা নিশ্চিত প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঈশ্বরের আদেশেই বিশ্ব নিয়মিত হইতেছে। বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বপতির নির্দ্ধারণ ব্যতীত একটি পত্র বৃক্ষ হইতে পতিত হয় না, তিনি প্রবেশ কর না বলিলে মুখ হইতে গলনালীতে একটি গ্রাসপিণ্ডও প্রবিষ্ট হইতে পারে না। জীবের গতি ও স্থিতি তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে হয়, সেই প্রাচীন আজ্ঞাপ্রচারকের আজ্ঞা ব্যতীত একটি পতঙ্গও আকাশে ও ভূতলে সঞ্চরণ করে না। জগতের কোন ক্রিয়া তাঁহার আদেশ ভিন্ন হইতে পারে না। যখন ঈশ্বরের বিধি মনুষ্যের শিরোধার্য্য হয়, তখন মনুষ্য তাঁহার বিধি বা আদেশের একান্ত অভিলাষী হইয়া থাকে। সেই অবস্থায় মানব পুরস্কার বা পারিশ্রমিকের জন্য আদেশ পালন করে না। আদেশানুসারে চলা তাহার পক্ষে সহজ হয়, বরং উহা প্রকৃতিসিদ্ধ হইয়া যায়। ঈদৃশ ব্যক্তি নিজের জন্য জীবন অভিলাষ করেন না, জীবনের সুখ সম্ভোগে তাঁহার স্পৃহা থাকে না। যে স্থানে ঈশ্বরের আদেশ সেই স্থানেই তিনি পদ স্থাপন করেন, তাঁহার নিকটে জীবন ও মৃত্যু তুল্য। তিনি ঈশ্বরের জন্য জীবন ধারণ করেন, ধনের জন্য নয়। তিনি ঈশ্বরের জন্য মৃত্যু স্বীকার করেন, ভয় বা দুঃখেতে নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পাদনই তাঁহার ধর্ম্ম, স্বর্গোদ্যানে বাসকরার জন্য নয়। তিনি ঈশ্বরের অনুরোধে পাপ পরিত্যাগ করেন, নরকানলে দগ্ধ হইবেন এই বিভীষিকায় নয়। এই ভাব চেষ্টা ও সাধন ব্যতীত তাঁহার প্রকৃতিমূলে নিহিত থাকে। তিনি যখন ঈশ্বরের প্রসন্নতা দেখেন তখন হাসেন। ঈশ্বরের বিধি তাঁহার নিকট শর্করা তুল্য মধুর। যে সাধুর ঈদৃশ স্বভাব ও প্রকৃতি, পৃথিবী তাঁহার প্রতিকূল হইয়া থাকে। এমন ব্যক্তি কেন আব্দার করিবেন, কেন প্রার্থনা করিবেন যে, হে ঈশ্বর, এই বিধি তুমি খণ্ডন কর। ঈশ্বরের জন্য তাঁহার নিজের মৃত্যু ও সন্তানের মৃত্যু তাঁহার নিকট মিষ্টান্ন সদৃশ।"

বায়েজিদের সাধু দর্শন।

ঋষিপুঙ্গব বায়েজিদ মক্কায় যাত্রা করিয়া পথে মহর্ষি খেজরতুল্য কোন ভগবদ্ভক্তকে প্রাপ্ত হন কি না তাহার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি এক স্থানে এক বৃদ্ধকে দেখিতে পান যে, নবীন শশাঙ্কের ন্যায় তাঁহার শরীর ক্ষীণ, নয়নযুগল দৃষ্টিশক্তিহীন, কিন্তু অন্তঃকরণ সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিষ্মান, মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত, বাক্যে মহা প্রতিভা ও তেজঃ। বায়েজিদ তাঁহার নিকটে যাইয়া বসিলেন ও ভক্তিপূর্ব্বক তাহার সেবাতে প্রবৃত্ত হইলেন। বায়েজিদের পরিচয় পাইয়া বৃদ্ধ মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বায়েজিদ, তুমি কোথায় যাইতে উদ্যত হইয়াছ, কোন্

স্থান তোমার লক্ষ্য ?" বায়েজিদ বলিলেন, "কাবা মন্দির দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিতে যাইতেছি, হজ্বত পালনের সঙ্কল্প রাখি।" ইহা শুনিয়া বৃদ্ধ ঋষি প্রশ্ন করিলেন, "ভাল, পাথেয় কি পরিমাণ সঙ্গে লইয়াছ ?" বায়েজিদ বলিলেন, "এই বস্ত্রাঞ্চলে বদ্ধ রজত খণ্ড সকল আমার পাথেয় ও ব্রতসাধনসম্বল।" বৃদ্ধ বলিলেন, "এই মুদ্রা আমার সম্মুখে স্থাপন কর, এবং আমাকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ কর। কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ অপেক্ষা এই প্রদক্ষিণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিও। এতদ্দ্বারা বিশ্বাস করিও যে তুমি হজক্রিয়া ও ওমরাব্রত পালন করিলে, তোমার অনন্ত জীবন লাভ ও পুণ্য সঞ্চয় হইল। আমার জীবনের সাক্ষী সেই সত্য ঈশ্বরের নামে আমি বলিতেছি যে তিনি আমাকে স্বীয় মন্দির কাবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কাবা যদিচ পবিত্র মন্দির, কিন্তু আমার জীবনও তাঁহার গুপ্ত নিকেতন। তুমি আমাকে দেখিয়া থাকিলে ঈশ্বরকে দেখিয়াছ, আমার সেবাতে ঈশ্বরের সেবা জানিবে। আমাকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র মনে করিও না, সূক্ষ্মরূপে আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখ, আমার মুখমণ্ডলে ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ দেখিতে পাইবে। সেই প্রিয় সখা কাবাকে এক বার "আমার নিকেতন" এরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু আমাকে হে আমার প্রিয় দাস, আমি তোমাতে স্থিতি করিতেছি, এই প্রকার সত্তোর বার বলিয়াছেন। বায়েজিদ, তুমি প্রকৃত পক্ষে কাবা প্রাপ্ত হইলে, বহু গৌরব ও সম্মান লাভ করিলে। কিন্তু বায়েজিদ, ইহা নিশ্চিত জানিও আমি নিজে কিছুই নই, আমি ধূলিকণা তুল্য অসারের অসার, আমার গৌরব নাই, এ স্থানে প্রভুর গৌরব দেখ।" বায়েজিদ এই সকল উক্তি সাদরে গ্রহণ করিলেন, মণিময় কর্ণ ভূষণের ন্যায় কর্ণে স্থান দিলেন, এবং তদনুরূপ সাধুভক্তি কার্য্যতঃ প্রদর্শন করিয়া আপনি ধন্য ও কৃতার্থ হইলেন।

এক সংসারাসক্ত প্রভু ও ধার্ম্মিক দাস।

পূর্ব্বকালে এক সংসারাসক্ত ধনবান্ ব্যক্তির সঙ্করনামক এক জন ধার্ম্মিক দাস ছিল। একদা প্রত্যূষে স্নানার্থী হইয়া প্রভু দাসকে আদেশ করিলেন, "সঙ্কর, আমি স্নানার্থ সাধারণ স্নানাগারে যাইব, অঙ্গমার্জ্জনী, বস্ত্র ও জলপাত্র সহ আমার সঙ্গে গমন কর। আদেশানুযায়ী সঙ্কর অঙ্গমার্জ্জনী ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া প্রভুর সঙ্গে চলিল। পথপ্রান্তে এক মসজেদ ছিল, আজানধ্বনি সঙ্করের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। সঙ্কর উপাসনায় একান্ত অনুরাগী, নমাজের আহ্বান ধ্বনি শ্রবণে প্রেমে পুলকিত হইয়া আপন প্রভুকে বলিল, "স্বামিন, কৃপা করিয়া আপনি কিঞ্চিৎকাল এ স্থানে স্থিতি করুন, আমি মন্দিরে উপাসনা করিয়া আসি।" এই বলিয়া দাস মসজেদে প্রবেশ করিল, ধনী এক পণ্যশালায় যাইয়া দাসের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। তিনি তাহার প্রত্যাগমনপ্রত্যাশায় কয়েক মুহূর্ত্ত দোকানে বসিয়া বিলম্ব করিলেন। আচার্য্য ও উপাসকগণ উপাসনান্তে বাহিরে চলিয়া আসিলেন, সঙ্কর মন্দিরে রহিলেন। প্রভু ক্রমে কয়েক ঘণ্টা তাহার প্রতীক্ষা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "সঙ্কর, তুমি এইক্ষণ পর্য্যন্ত কেন বাহির হইতেছ না ?" সঙ্কর বলিল, "স্বামিন্, আমার উপাসনা এখনও সমাপ্ত হয় নাই, আপনি কিয়ৎক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করুন, আমি আসিতেছি, আপনার প্রতি আমার কোনরূপ ঔদাসীন্য নাই।" আমির ক্রমে প্রহরাধিক সময় বসিয়া প্রতীক্ষা করিলেন, এক এক বার অধৈর্য্য হইয়া দাসকে ডাকিতেছিলেন। সঙ্করের এই মাত্র উত্তর ছিল, "মহাশয়, এইক্ষণও আমার উপাসনা সমাপ্ত হয় নাই।" পরে আমির বলিলেন, "মন্দিরে একটি প্রাণীও নাই, অনেক ক্ষণ হইল উপাসনা করিয়া সকলে চলিয়া গিয়াছে, তুমি কাহার আশায় আছ, কে তোমাকে সেখানে বসাইয়া রাখিয়াছে ?" তখন দাস বলিল, "সংসার আপনাকে বাহিরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ঈশ্বর আমাকে মন্দিরের ভিতরে বদ্ধ করিয়াছেন। সংসার আপনাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না, ঈশ্বর আমাকে বাহিরে আসিতে দিতেছেন না, সংসারের প্রভাবে আপনি এ দিকে পদ স্থাপন করিতে পারিতেছেন না, আমিও প্রেমময় ঈশ্বরের প্রভাবে সে দিকে যাইতে সক্ষম হইতেছি না।" সমুদ্র মৎস্যবৃন্দকে বাহিরে যাইতে দেয় না, স্থলচর ও স্থল ছাড়িয়া সাগরের ভিতরে আসিতে পারে না। মৎস্য জলীয় প্রকৃতিতে পশ্বাদি মৃৎপ্রকৃতিতে গঠিত। জলের ভিতরে মৎস্য নিমগ্ন হইয়া থাকে, পশ্বাদি নিরবচ্ছিন্ন স্থলে বাস করে, উহারা জলে প্রবেশ করিতে পারে না। জানিও এ স্থলে যত্ন চেষ্টা বিফল, সুদৃঢ় অর্গল রহিয়াছে। ঈশ্বর তাহার উন্মোচক, ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হও, তাঁহার প্রতি নির্ভর কর। যখন তুমি আপন উপায় ভুলিয়া যাইবে, আমিত্ব হারাইবে, তখন সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিবে। আত্মবিস্মৃতি তোমাকে আশ্রয় করিলে তুমি ঈশ্বরের ভৃত্য হইবে ও তাহা তোমাকে মুক্ত করিবে। যদি তুমি স্বাধীনতা ও মনের সজীবতা আকাঙ্ক্ষা কর, তবে দাসত্ব কর। আমিত্ব ত্যাগ কর, তাহা হইলে ঈশ্বরকে পাইবে। ঈশ্বরেতে নির্ব্বাণ লাভ কর, নিত্যজীবন প্রাপ্ত হইবে। যদি তুমি সত্যভাবে সম্মিলিত হইতে চাও, তবে সচ্চিন্ময় ঈশ্বরেতে বিহ্বল হইয়া পড়।

বিহার প্রদেশ।

ভাগলপুর ব্রহ্মমন্দির।

২৫শে ভাদ্র, ১২৯১ সাল।

ভয় ও প্রেম উভয় বিনা মনুষ্যজীবন কোন মতে চলে না। গত বার এই বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। এক্ষণে

প্রেম কি বস্তু ও ইহার প্রয়োজন ও ইহা বিনা সংসারে জীবন অস্তিত্ব বিহীন, এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে। প্রেম এক মাত্র বস্তু, যাহাতে জীবন চলিতেছে। ইহা আপনার অদ্ভুত কৌশলে মনুষ্যের সুন্দর চরিত্র গঠিত করে। ইহা যে ব্যক্তির সুন্দর দেহ মন হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তাহার জীবন একবারে অসার অপদার্থ বস্তুহীন হইয়া যায়। প্রেম অতি আশ্চর্য্য বস্তু, জীবন-পরিচালক প্রেম বিনা মানবহৃদয়ে সেই অনন্ত প্রেমের প্রকাশ কখনই প্রকাশিত হয় না। সেই প্রেমের ঠাকুর আমাদিগকে প্রতিনিয়ত তাঁহার অহেতুকী প্রেম অজস্রধারে বর্ষণ করিতেছেন। যখন সেই প্রেমময়ের প্রেমে আমাদিগের এই সুন্দর শরীর মন গঠিত রহিয়াছে, তখন এই প্রেমকে আমাদিগের জীবনের এক মাত্র সম্বল মনে করিতে হইবে। এই আশ্চর্য্য প্রেমেই মনুষ্যজীবনের পুষ্টি, এই পবিত্র প্রেমই সেই প্রেমময়ের নিকটে যাইবার একমাত্র উপায়। অপ্রেমিক জন মনুষ্য বলিয়া কখনই গণ্য হইতে পারে না। মনুষ্যহৃদয়ে যখন এই পবিত্র প্রেমের প্রকাশ দেখিতে পাইব তখন তাহাকে মনুষ্যজীবন বলিয়া গণ্য করিব। যাঁহারা দেহের ভিতরে হৃদয় মাঝে প্রেমের আগুনে সেই অনন্ত প্রেমের প্রকাশ দেখিয়া প্রফুল্ল মনে সেই হরিপ্রেমে উন্মত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের জীবন সার্থক। তাঁহার প্রেমের অন্ত নাই, কেননা তিনি নিজ অনন্ত প্রেমসাগর মধ্যে সমুদায় জগৎকে ডুবাইয়া তাহার জীবন পোষণ ও রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার প্রেমসাগরে বাস করিয়া কঠোর হৃদয়কেও প্রেম সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং বড় স্বার্থপর হইলেও তাহার একটুও ফল জীবনে ফলিবেই ফলিবে। এমন অনেক লোক আছে যে, রাশি রাশি অর্থ বিতরণ করিয়া জগতে প্রেমের কার্য্য করিতেছেন। লোকে মনে করিতে পারে, বহু অর্থ দান করিলে প্রেমের চূড়ান্ত কার্য্য হইল; কিন্তু না, মনুষ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকে পরের সেবায় নিযুক্ত না রাখিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রেমের জীবন প্রকাশ পাইবে না। হাজার আপনার উপার্জ্জিত অর্থ দান কর না কেন, প্রকৃত বৈরাগ্যভাব জীবনে না আসিলে প্রেমিক হওয়া যায় না। অহৈতুক প্রেম চাই। অর্থ দান করিয়া হয়তো মনে এ প্রকার অহঙ্কারের উদয় হইতে পারে যে, ওর গৃহে আবার আমি কি যাইব, ওকে তো অনেক অর্থ দান করিয়াছি, যখন ডাকিব তখনই আমার বাটী আসিবে: তবে আর অর্থ দানে কি প্রকার প্রেমের কার্য্য হইল? বরং আরও অহঙ্কারই বৃদ্ধি পাইল। জীবন দান না করিতে পারিলে কখনই প্রকৃত প্রেমের কার্য্য করা যাইতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্য প্রেমের ক্ষুধায় ক্ষুধিত না হইবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকে প্রেমিক করিতে সমর্থ হইবেন না। জীবন দান না করিলে আপনার সমুদায় উপার্জ্জিত অর্থ দান করিলেও প্রকৃত প্রেমের কিছু কার্য্য হইল না। আর যে ব্যক্তি নিয়ত আপনাকে পরের সেবায় রাখিয়া বিনয়ী হইয়া জীবন অতিবাহিত করে, সেই জন প্রেমিক বলিয়া গণ্য হয়। শরীর মনে সেবা করিতে না পারিলে কেবল অর্থ দানে সেবা হয় না।

বিন্দু বিন্দু করিয়া হৃদয়ের প্রেম অপরের উপরে ভাবের ভিতর দিয়া অভিপ্রায়ের ভিতর দিয়া যেমন পড়িতে থাকে, শরীর দিয়া সেবা করিলে মনে যেমন ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, অর্থ দানে তাহা হয় না। দাতা গ্রহীতার তেমন প্রত্যক্ষ যোগ ও সম্বন্ধ থাকে না। জীবনের যোগ প্রত্যক্ষ যোগ। যিনি নিত্য পরসেবায় জীবন দান করেন তিনিই প্রকৃত প্রেমের অধিকারী। প্রকৃত প্রেমিক প্রাণের ভিতর সরল উদারতা রাখিয়া সংযত চিত্তে আপনাকে প্রেমের ভিতর নিমগ্ন রাখেন, জীবনকে শরীর মনকে পরসেবায় রত রাখেন, সাধ্যমত সর্ব্বদা পরোপকার জীবন দ্বারা করিয়া শরীর মনকে কৃতার্থ করেন। এই পথ ধরিতে পারিলে গাঢ় হইতে গাঢ়তর প্রেম লাভ করিয়া জীবনকে প্রেমের জীবন করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়, সশরীরে স্বর্গ লাভ করিতে পারা যায়, এবং পরলোকে নিত্য শান্তি লাভ করা যায়। আমাদের এই সামান্য জীবনে প্রভুর মহৎ অভিপ্রায় সংসাধিত দেখিয়া আত্মা চরিতার্থ হইয়া যায়।

পরমহংসের গান।*

এই হরি নাম (নিসে রে,) জীব যদি সুখে থাকবি,
(মধুর হরি নাম) জীবের দশা মলিন দেখে, হরি নাম
এসেছেন গোলোক থেকে, মুখে হরি হরি হরি বল,
হরি বল্‌তে বল্‌তে প্রাণ গেলেও ভাল থাকলেও ভাল।

যতনে হৃদয়ে রেখ আদরিনী শ্যামা মাকে।
ও মন তুই দেখিস আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে॥ কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন নিরলে দেখি, নয়নকে প্রহরী রাখি, সে যেন সাবধানে থাকে।
কুরুচি কুমন্ত্রি যত, নিকট হতে দিও নাকো,
রসনাকে সঙ্গে রাখ, সে যেন মা বলে ডাকে॥

সংবাদ।

ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুর হইতে গত বৃহস্পতি বার দাঁতনে যাত্রা করিয়া থাকিবেন। তথা হইতে বালেশ্বরে পরে সমুদায় উৎকল দেশ ভ্রমণ করিয়া তাঁহার প্রচার করার ইচ্ছা আছে। আমড়াগড়ির চারিটী উৎসাহী ব্রাহ্ম-যুবক তাঁহার সঙ্গে যোগ দান করিয়া নববিধান প্রচার

---

* পরমহংস দেব সচরাচর যে সকল গান করিতেন, তাহার দুইটি এস্থানে প্রকাশ করা গেল।

করিতেছেন। তাঁহার প্রচারে মেদিনীপুরে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি মেদিনীপুরে ইয়ুনিয়নক্লবে "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" এই বিষয়ে এবং হরিসভায় চরিত্র ও ভক্তিমিলন বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। আরও বক্তৃতা করার নিমন্ত্রণ আছে। গত রবিবার নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হওয়ার প্রস্তাব ছিল। বিদায় দানের সভা আহূত হইবে, তথাকার সকলে আদর ও প্রেম সহকারে তাঁহাকে বিদায় দিবেন, এরূপ কথা আছে। ভাই নন্দলালের কার্য্যের বিশেষ বৃত্তান্ত আগামীতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভাই বলদেব সহায় পূর্ণিয়া হইতে ভগলপুরে গিয়াছেন, তথা হইতে তাঁহার শীঘ্রই গয়া যাওয়ার প্রস্তাব আছে। তিনি কয়েক দিন জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত উপাসনা উপদেশ বক্তৃতাদি দ্বারা পূর্ণিয়ায় নববিধান প্রচার করিয়াছেন। তিনি তথাকার লোকের বিশেষ আদর ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের সাজ সাজিয়া রঙ্গভূমিতে অভিনয় করা অত্যন্ত অনুচিত কার্য্য। ঈশ্বর সাজিয়া অভিনয় করা আর পবিত্রাত্মা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক প্রফেট সাজিয়া অভিনয় করা দুই ধর্ম্মবিরুদ্ধ। যখন নব বৃন্দাবনের অভিনয় হইতে চলিল, তখন আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনকে কেহ কেহ চৈতন্যলীলার অভিনয় করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "তাহা হইতে পারে না, আমাদের মধ্যে কে চৈতন্য সাজিবে? আমি বলিতেছি চৈতন্য সাজিতে আমার তো সাহস ও ক্ষমতা নাই। নববিধানে ঈশা চৈতন্যাদি মহাপুরুষ সাজা গর্হিত পাপ।" এ বিষয়ে তাঁহার এরূপ দৃঢ়তা ছিল। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, কিছু দিন হইল ঢাকাস্থ কতিপয় বিধানবাদী ব্রাহ্ম ঈশা চৈতন্য নানক হজরত মোহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ সাজিয়া অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে হজরত মোহম্মদের সং বাহির করা হইয়াছে বলিয়া মোসলমান দল অত্যন্ত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন। অনেক চেষ্টায় গোল নিবারণ হয়। কোন্ সাহসে যে তাঁহারা উক্ত মহাপুরুষ সকল সাজিয়াছিলেন, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যাহাদের আচার্য্যের অনুকরণ ও অনুসরণ করা ব্রত, আচার্য্যের ভাব ও অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাদের চলা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে আচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া তাঁহা হইতে দূরে চলিয়া যাওয়ার চেষ্টা পাওয়া হয়। অনুষ্ঠানাদি বিষয়ে যথাসাধ্য সম্পূর্ণরূপে নবসংহিতানুসারে চলা আচার্য্যের একান্ত অভিপ্রায়। তিনি সংহিতার বিধি সকলকে ঈশ্বরের বিধি ও আদেশ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক যে সকল বিধানবাদী সেই সংহিতা খণ্ডন করিয়া চলেন, তাঁহারা আচার্য্যকে ও ঈশ্বরের আদেশকে খণ্ডন করেন, তাঁহাদিগকে আচার্য্যের অনুসরণকারী কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে।

আগামী ২১শে আশ্বিন প্রেরিতবর্গ ও বহুসংখ্যক বিধানবাদী ব্রাহ্ম রংপুর কাকিনিয়ার ভূম্যধিকারী কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ আহ্বান ও নিমন্ত্রণ অনুসারে তথায় যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

গত ৪ঠা আশ্বিন রবিবার বন্ধুবর মহেন্দ্রনাথ নন্দনের নবকুমারীর নামকরণ নবসংহিতানুসারে হইয়াছে।

গত রবিবার ভাই উমানাথ গুপ্ত ব্রহ্মমন্দিরে উপাচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। আপাততঃ এক মাস কাল তিনি মন্দিরের কার্য্য করিবেন, এরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

হায়দরাবাদ নববিধান সমাজের ১১শ সাম্বৎসরিক উৎসব গত ১৯শে সেপ্টেম্বর রবিবারে সম্পন্ন হইয়াছে। ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ হইয়া উক্ত মাসের শেষ পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য্য চলিয়াছে।

আপাততঃ এক মাস ভাই কেদারনাথ দে দরবারের সম্পাদকের কার্য্য করিবেন।

বিগত ১০ই আশ্বিন সোমবার প্রাতে ৭টার সময় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকমণ্ডলী সভার অধিবেশন হয়। "গুড্ উইল্ ফেটারণিটীর যুবক ভ্রাতৃগণ বিশেষভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন। পূজার বন্ধের সময় পরস্পরের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় এই দিবস বিশেষরূপে সম্মিলিত হওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। পূজার অবকাশের জন্য সভার কার্য্য বন্ধ রাখা হইবে না।

পারস্য তত্ত্বশাস্ত্র—মস্নেভি ও মওলানা রোম হইতে সঙ্কলিত তত্ত্বরত্নমালানামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের আকার ৮ পেইজি স্মলপাইকা ১৫ ফর্ম্মা, মূল্য ৷৵০ মাত্র। উক্ত গ্রন্থ হইতে কয়েকটি বিষয় যথা স্থানে প্রকাশ করা গেল।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শিমলা পর্ব্বতে "ভবিষ্যতে সর্ব্বদা একেশ্বরবাদ কি ভারতবর্ষের ধর্ম্ম হইবে?" এই বিষয়ে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। সর চার্লেস এইটিচশন সাহেব সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন।

গত কল্য কোচবিহারের মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ২১ বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়া দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে প্রবেশ করিয়াছেন, তদুপলক্ষে কল্য আচার্য্য পরিবারের মধ্যে বিশেষ উপাসনাদি হইয়াছিল। মহারাণীর গুরুজন এবং প্রেরিতবর্গ, এই শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে উপাসনান্তে মহারাণীকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ভাই কালীশঙ্কর দাসের কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলার শুভ বিবাহের সাহায্যার্থে কাকিনার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন রায় মহাশয় ৫০৲ দান করিয়াছেন। আমরা এজন্য দাতাকে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ করি। অদ্যই বিবাহ হইবে।

☞ এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২১ ভাগ। ১৯ সংখ্যা। ১লা কার্ত্তিক, রবিবার, ১৮০৮ শক। বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।৹ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর, তুমি আমাদের প্রাণ মন জীবনে ও সর্ব্বস্থানে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছ। তোমায় ছাড়িয়া কেন লোকে অসার মিথ্যা পাপের হেতু কল্পনার অনুসরণ করে? তুমি এত নিকটে, অথচ লোকে তোমায় এত দূরে মনে করে কেন? কোন্ শত্রু তোমা হইতে জনসাধারণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে? জানি পাপমূলক অজ্ঞানতা তোমা হইতে আমাদিগকে দূরে নিঃক্ষেপ করে। আমরা তোমার সঙ্গে অভিন্ন ভাবে মিলিত থাকিয়াও এই জন্য বিচ্ছিন্ন। আমরা অশক্তি তুমি শক্তি, আমরা অজ্ঞান তুমি জ্ঞান, আমরা অপ্রেম তুমি প্রেম, আমরা অপুণ্য তুমি পুণ্য, এ স্বাভাবিক ভেদের কারণ আমাদিগকে তোমা হইতে ভিন্ন রাখিয়া দেয় তাহাতে তত ক্ষতি নাই, কেন না এ ভেদ আমরা ভক্তি ও অনুরাগে মধুময় করিতে পারি, কিন্তু সর্ব্বনাশ সেই পাপমূলক ভেদ যাহাতে বিচ্ছেদ সংঘটন করে, মনের উপরে এমন একটি আচ্ছাদন পড়ে যাহাতে কিছুতেই তোমাকে নিকটে বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। পাপপিশাচ এই অবস্থায় লোককে এমনই বিপথগামী করে যে, ধর্ম্মের নামে লোকে অধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, এমন কি প্রভো, তোমায় পর্য্যন্ত তাহারা বিকৃত ভাবে দর্শন করে। তাহাদিগের পূজা অর্চ্চনা সকলই তোমার অবমাননার কারণ হয়। তাই তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, হরি, স্বাভাবিক ভেদের কারণ গুলি আমাদিগের প্রেম অনুরাগ ভক্তি উদ্দীপন করুক, কিন্তু কোন কালে স্বকৃত পাপ যেন আমাদিগকে তোমা হইতে দূরে লইয়া না যায়, নিকটের বস্তু, প্রাণের বস্তু, হৃদয়হারী হৃদয়রঞ্জন তোমায় আমাদিগের পর করিয়া না দেয়। ভেদে আমাদিগের সুখভোগ আনন্দভোগ আছে, কিন্তু বিচ্ছেদে যে নরকযন্ত্রণা তাহা অবিষহ্য। পাপ আমাদিগের চক্ষুস্মত্তা হরণ করে, তোমার সঙ্গে আমাদিগের মধুর সম্বন্ধ বুঝিতে দেয় না, সমুদায় সুখের সম্বন্ধ বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে, এবং তোমার সম্বন্ধে অযুক্ত জ্ঞান উপস্থিত করে। যত প্রকারের ক্লেশ যন্ত্রণা দুঃখ নিরাশা এই কারণে সমুপস্থিত হয়। তোমার নিকটে বিনীত ভিক্ষা এই, যেন আমাদিগের জীবনে ঈদৃশ বিচ্ছেদ ও তজ্জনিত বিষম নরক ভোগ কখন সমুপস্থিত না হয়। তোমার করুণা ভিন্ন অবিচ্ছিন্ন যোগ কখন সম্ভবপর নহে, তাই তোমার করুণার প্রার্থী। নিজ করুণাগুণে তুমি তোমার চরণের

সঙ্গে চিরসংযুক্ত করিয়া রাখ এই তব চরণে প্রার্থনা।

উপাসনার গুরুত্ব।

প্রণালী-পূর্ব্বক উপাসনা করিবার গুরুত্ব অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। অভাবানুসারে প্রার্থনা ইহার অর্থ অনেকেই বুঝেন, এবং অনেকের উপাসনা ঈদৃশ প্রার্থনা ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু তাঁহারা ইহা কখন মনে করিতে পারেন না যে, কেবল প্রার্থনা আমাদিগের অধ্যাত্ম জীবন পূর্ণ করিতে সক্ষম নহে। এ কথা সত্য যে, আমরা সকলেই প্রার্থনাতে জীবন আরম্ভ করিয়াছি এবং ইহাও সত্য যে প্রার্থনা আমাদিগের নিকটে রীতিপূর্ব্বক উপাসনা আনিয়া সমুপস্থিত করিয়াছে। এই রীতিপূর্ব্বক উপাসনায় হৃদয় মন আত্মার সম্যক্ চরিতার্থতা হয়, ইহা হৃদয়ঙ্গম হইলেই আমরা উহার গুরুত্ব অনুভব করিব।

উপাসনার প্রথম অঙ্গ আরাধনা। এই আরাধনা হৃদয় মন আত্মা এ তিনকে যুগপৎ একত্র মিলিত করে। অনেকে আরাধনার মধ্যে কি প্রকার গুরুতর বিজ্ঞান আছে তাহা অনুভব করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদিগের আরাধনা অবিমিশ্র ভাব রক্ষা করিতে পারে না। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ব্রহ্মের এই তিনস্বরূপ জ্ঞানযোগের মূল উপাদান, মনের চরিতার্থতা এই তিনস্বরূপে পূর্ণ পরিমাণে হয়। "শান্তং শিব মদ্বৈতম্" "শুদ্ধমপাপ বিদ্ধম্" অদ্বিতীয় ঈশ্বরের এই তিনস্বরূপ, হৃদয়ের চরিতার্থতা সাধক। এই ছয়স্বরূপ যখন "আনন্দরূপমমৃতম্"এ মিলিত হয়, তখন আত্মা সর্ব্বথা পরিতৃপ্তি লাভ করে। সমগ্রস্বরূপ একত্র সমাবেশ ভিন্ন আত্মার পূর্ণ তৃপ্তি কোথায়? আমরা অদ্য এ সকল বিষয়ে তত্ত্ব কিছু বলিতে চাই না, আরাধনা ঘটিত বিজ্ঞানের বিষয়ও তুলিব না। উপাসনা ভিন্ন সাধারণ বিজ্ঞান পর্য্যন্ত পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, অদ্য আমরা তাহাই প্রদর্শন করিব।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই তিন স্বরূপ সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের ক্রিয়া সমুদায় জগতের অভ্যন্তরে দর্শন করিয়া তাঁহার ক্রিয়া প্রণালী প্রকাশ করা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই ক্রিয়ার প্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া পদে পদে ঈশ্বরের জ্ঞান চক্ষুগোচর হয়। অনন্তে এই সমগ্র অন্তবিশিষ্ট জগৎ প্রোথিত, বিজ্ঞান এ সিদ্ধান্তে না আসিয়া থাকিতে পারে না। এক অনন্ত শক্তি সমুদায়ের মূলে অবস্থিতি করিয়া বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন, বিজ্ঞান উচ্চৈঃস্বরে নিজের ভাষায় তাহাই বলিতেছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনেক সময়ে বিজ্ঞানের এই মূল কার্য্য প্রচ্ছন্ন করিবার যত্ন করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কৃতার্থ হইতে সক্ষম হয় নাই। আমরা যখন সত্যস্বরূপের আরাধনা করি, তখন সমস্ত বিজ্ঞানের মূল কথা স্বভাবতঃ আমাদিগের মানস হইতে বিনিঃসৃত হয়। আমরা আত্মসম্বন্ধে সত্যস্বরূপের যে সম্বন্ধ প্রদর্শন করি, তাহাই যখন বহির্জগতে প্রযুক্ত হয়, তখনই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূল ভূমি প্রদর্শিত হয়।

জ্ঞানস্বরূপের আরাধনায় আমরা দ্রষ্টৃত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধি করি। আত্মসম্বন্ধে ইহাই অনুভবের বিষয়। এই দ্রষ্টৃত্ব যখন জগতের সমুদায় বিষয় সম্বন্ধে নিযুক্ত হয়, তখনই বিজ্ঞান উচ্চভূমিতে আরোহণ করে। অনন্তের অগম্যতা বিজ্ঞান ও আরাধনা উভয়েতেই সমান। "শান্তং শিব মদ্বৈতম্" "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" ইহার সঙ্গে বিজ্ঞানাবলম্বিগণ বিজ্ঞানের কোন যোগ রক্ষা করেন না, এবং যোগ রক্ষা করেন না বলিয়া তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত সকল অনেক সময়ে ভ্রমাত্মক হইয়া পড়ে। আমরা দয়া প্রেম ও মঙ্গলের আরাধনায় যখন প্রবৃত্ত হই, তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয় যে সকল কথা

স্বতঃ বিনিঃসৃত করে, তাহার সহিত অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ এক সূত্রে বদ্ধ হয়। ঈশ্বরের অখণ্ড প্রেম ও মঙ্গলে আমাদিগের হৃদয়ের উদ্দীপ্ত বিশ্বাস, জগতের সর্ব্বত্র মঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। যেখানে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ জ্ঞান-পূর্ব্বক ঈশ্বরের সাক্ষাৎক্রিয়া নির্দ্ধারণ করিতে ভীত হন, আমরা সেখানে সাহসের সহিত প্রেমের অপূর্ব্ব ক্রিয়া দর্শন করিয়া শুদ্ধ হই। রোগ শোক বিপদ দুঃখের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন প্রেম বিদ্যমান, ইহা উপাসনাশীল ভিন্ন আর কাহারও নিকটে প্রতিভাত হয় না। প্রেম আপনার স্বার্থের দিকে কোন দৃষ্টি রাখে না, অপরের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধন জন্য অনায়াসে আপনার যাহা কিছু সমুদায় উৎসর্গ করিতে সদা প্রস্তুত, এই প্রণালীতে সমুদায় জগতের ক্রিয়া ব্যবস্থাপিত ঈশ্বরারাধক ভিন্ন আর কাহারও চক্ষে ইহা প্রতিভাত হয় না। বিজ্ঞান বিশ্বে সর্ব্বত্র এক শক্তির ক্রিয়া অবলোকন করেন, যদি বড় অগ্রসর হন জ্ঞান পর্য্যন্ত তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু সেখানে যে প্রেম পুণ্য মিলিত হইয়া আছে, ইহা তাঁহাদের চক্ষে প্রতিভাত হয় না। এইরূপ সঙ্কুচিত দৃষ্টি বশতঃ তাঁহারা অনেক গুলি বিষয়ের অর্থ বুঝিতে পারেন না। কেহ কেহ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, কেবল সত্য স্বরূপ বা শক্তি মাত্রে ঈশ্বরকে বদ্ধ রাখেন, জ্ঞানাদি কিছুতেই আনিতে চান না, কেহ বা শক্তির অল্পতা বা প্রেমের অল্পতা নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু সে সমুদায় যে পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ প্রেমের কার্য্য উপাসক ভিন্ন আর কাহারও বুঝিবার সামর্থ্য নাই।

আমরা কি, বলিতেছি, প্রকাশ করিয়া না বলিলে চলিতেছে না। যিনি আদিকারণ তাঁহার মধ্যে যে সকল স্বরূপ আছে, তাঁহা হইতে উৎপন্ন জগৎ তত্তল্লক্ষণাক্রান্ত হইবে। যদি জগতের ভিতর শক্তি প্রকাশ পায়, জ্ঞান প্রকাশ পায়, তবে প্রেম ও পুণ্য কেন প্রকাশ পাইবে না? তুমি বলিবে, প্রেমের প্রকাশ পুণ্যের প্রকাশ নাই, এ কথা কেহ বলে না, যাঁহারা বলিতে চান না, তাঁহার এই জন্য বলিতে চান না, যে, এমন সমুদায় ব্যাপার জগতে প্রত্যক্ষ হয়, যাহাতে ঈশ্বরের পূর্ণতার ব্যাঘাত সমুপস্থিত হয়। জিজ্ঞাস্য এই এই পূর্ণতার ব্যাঘাত লক্ষিত হয় কিসে? লক্ষিত হয় রোগ শোক দুঃখে, মৃত্যুতে। যখন দেখি যে এমন সমুদায় জীব পর্য্যন্ত সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাহারা অপর জীব নিচয়ের দৈহিক উপাদানে বর্দ্ধিত হয়, এবং যে সকল জীবে এই প্রকারে সংসৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে তাহাদিগের জন্য সমূহ ক্লেশ পাইতে হয়, এমন কি অনেক গুলি দেহোপাদানে বর্দ্ধিত জীবের এরূপ সামর্থ্য আছে যে, তদধীন মানবের নৈতিক বৃত্তি পর্য্যন্ত হরণ করে,তখন সৃষ্টি মধ্যে প্রেমাদির কথা না আনা ভাল। রোগ শোক দুঃখাদির বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট। জীব দেহজাত জীবগণের সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু বলিতে হইতেছে। আমরা যাহা বলিতেছি, তাহাতে সকলের মনের সংস্কার ঘুচাইতে পারিব আমরা আশা করিতে পারি না, কিন্তু অন্ততঃ চিন্তার সহায় হইতে পারিব ইহা আমরা আশা করি।

এক জাতীয় সকল জীবের শরীরে সকল প্রকার দেহজাত জীব সমূহ কেন সংসৃষ্ট হয় না? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, যে যে দেহ কোন কারণে সেই সেই জীবগণের উপযোগী হয়, তত্তৎদেহে উহাদিগের প্রবেশ, অধিবাস বা জন্ম হয়। নীচ জীব সকলের কারণ প্রতিবিধান করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও মানবের তাহা আছে, ইহা এক প্রকার নিশ্চয় কথা। যেখানে প্রতিবিধানের উপায় আছে, সেখানে তজ্জনিত জ্ঞান বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। নব নব জ্ঞান উদ্ভিন্ন করিবার জন্য এ গুলিকে প্রেরণারূপে বিধান করা প্রেমের লীলা বলিতে হইবে। তুমি বলিবে, ইহা অতি সামান্য কারণ, মনুষ্য-

গণ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ বলিতে পারা গেলেও নীচ জীব সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় না। আমরা ইহার উত্তরে আর একটী কথা বলিতেছি, উপাসক ভিন্ন অন্য কাহারও চিত্তে উহা সঙ্গত বোধ হইবে কি না আমরা জানি না। আমরা বলি, প্রেমের নিকটে ক্ষুদ্র কীট এবং মহৎ জীব উভয়ই সমান আদরের পাত্র। যিনি স্রষ্টা, যিনি সৃষ্ট মাত্রের পিতা মাতা, তিনি যদি একটি সামান্য কীটকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে অবলোকন করেন, তাহা হইলে তাঁহার এ বিষম দৃষ্টি অপূর্ণ প্রেমের লক্ষণ। প্রেম তোমারও যেমন সুখ স্বচ্ছন্দতা চায়, একটি সামান্য কীটেরও তেমনি সুখ স্বচ্ছন্দতা অন্বেষণ করে, তোমার দেহসঙ্গে যে কীট তোমার দেহের উপাদানে দেহ পুষ্ট করিতেছে তৎপ্রতি এবং তোমার প্রতি প্রেমের একই দৃষ্টি। তুমি বলিবে, ইহা ঠিক বলা হইল না, প্রেম কীটের প্রতি প্রকাশ পাইল বটে, আমার যখন তজ্জনিত যন্ত্রণা হইতেছে, তখন আর আমার প্রতি প্রেম হইল কোথায়? প্রেমের ভিতরে যে নিঃস্বার্থ ভাব আছে তাহা তুমি ভুলিয়া যাইতেছ। প্রেম যে পরার্থ আপনাকে উৎসর্গ করে। তুমি বলিবে যদি আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক আমার দেহকে ক্ষুদ্র কীটেরও সুখবর্দ্ধনে নিয়োগ করিতাম, তাহা হইলে নিঃস্বার্থ প্রেম প্রকাশ পাইত, কিন্তু যিনি স্রষ্টা বল পূর্ব্বক নিজের নিঃস্বার্থতা অপরের উপর চাপাইবার তাঁহার কি অধিকার আছে? তুমি যাহা বলিতেছ, শুনিতে বিলক্ষণ যুক্তি যুক্ত প্রতীত হয়, কিন্তু তুমি যখন স্মরণ করিবে যে, নিঃস্বার্থ প্রেম হইতে যে সকল পদার্থ ও জীব সমুৎপন্ন হইয়াছে তন্মধ্যে নিঃস্বার্থ প্রেমের ক্রিয়া প্রকাশ পাইবেই পাইবে, উহা সেই সকল সৃষ্ট পদার্থ ও জীবের নিয়তি, তাহারা তাহা কখন খণ্ডন করিতে পারে না। তুমি বলিবে যদি নিয়তি বলিয়া গ্রহণ করি, তবে তৎ খণ্ডনে চিন্তা ও যত্ন নিয়োগের কখন উচিত হইতে পারে না। এ কথাও তোমার ঠিক হইল না, আত্মসংরক্ষা, এবং পরার্থ জীবন অর্পণ এ দুইই প্রকৃতির মধ্যে স্থিতি করিতেছে, তুমি এ দুইটির কোনটির প্রতি উপেক্ষা করিতে পার না। যখন তোমার আত্মসংরক্ষণের উপায় উদ্ভাবন করিতে গিয়া শত শত জীবের সুখ বর্দ্ধন হইবে বুঝিতে পারিতেছ, তখন নিঃস্বার্থ প্রেমই তোমাকে উপায় উদ্ভাবনে নিয়োগ করিবে। প্রকৃতি মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা সকল দিক্ সমানে রক্ষা না করে, যিনি পূর্ণ সামঞ্জস্যের আধার, তাঁহাতে কোন ভাবের অসামঞ্জস্য ঘটিবে অসম্ভব।

উপাসক ভিন্ন হৃদয়ে এই সকল কথা প্রতিভাত হয় না, কেন না জরা মৃত্যু ব্যাধি প্রভৃতির দিকে সাহসের সহিত বিশ্বাসের সহিত, আনন্দের সহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে, তাঁহারা ভিন্ন আর কেহ নাই। আমরা এই জন্য বলি, যিনি যথার্থ বিজ্ঞানবিৎ হইবেন, তাঁহার গভীর উপাসনায় প্রবিষ্ট হওয়া সমুচিত। যদি তিনি মনুষ্য জীবনের এই বিভাগের প্রতি সমুচিত ভাবে হৃদয় অর্পণ না করেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত অপূর্ণ থাকিবেই থাকিবে।

সাধনে সহিষ্ণুতা।

সাধন বিষয়ে আমাদিগের মধ্যে অনেককে নিতান্ত অসহিষ্ণু দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা পূর্ব্বতন সাধকগণের ন্যায় কোন একটি সাধনে ধীরতা অবলম্বন করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে পারেন না। এরূপ হইবার বিশেষ কারণ এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমরা সাধনের জন্য সাধন করি না, প্রত্যেক সাধন হইতে বিশেষ ফল লাভ করিবার জন্য উহার অনুষ্ঠান করি। একই সাধনে ক্রমান্বয়ে স্থিতি করিলে উন্নতি হইল না, সাধনের পর সাধন আসিল না, সুতরাং কোন এক প্রকার সাধন লইয়া পড়িয়া থাকা আমাদিগের মধ্যে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদিগের মধ্যে এ কারণে অধীর ও অসহিষ্ণু হইতে হইবে, ইহার কোন কারণ নাই। যাহারা সাধন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের হস্ত হইতে গ্রহণ করে, তাহাদিগের সাময়িক সাধন তত্তৎ ফল বহন করিবে, ইহা এক প্রকার নিশ্চয় কথা। অন্ততঃ ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন জন্য যে ফল তাহা হইতে আমরা কোন প্রকারে বঞ্চিত হইতে পারি না। বিশেষ বিশেষ সাধন আছে যাহা জীবন ব্যাপী, আমরা যত দিন এ পৃথিবীতে জীবিত থাকিব, তৎপ্রতি কখন উপেক্ষা করিতে পারি না; যেমন উপাসনা। উপাসনা নিত্য সাধনের বিষয়। এস্থলে অসহিষ্ণু, অধীর বা শিথিলযত্ন হইলে চলিবে না। উপাসনা তোমার আত্মার অন্ন পানীয়, বল তুমি তৎপ্রতি কি প্রকারে উপেক্ষা করিবে? তুমি বলিবে, অন্ন-পান গ্রহণ জন্য ক্ষুধা আছে, রুচি ও আহারে প্রবৃত্তি আছে, উপাসনা সম্বন্ধে যদি সে সকল না থাকে, তবে উহার ক্রমিক অনুসরণ কি প্রকারে সম্ভবে?

উপাসনা সম্বন্ধে ক্ষুধা আছে, রুচি আছে, প্রবৃত্তি আছে, উহা তোমার জীবন যখন একবার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছে, তখন এখন তাহার অপগম হইতেছে কেন ভাবিয়া দেখা সমুচিত। যখন রোগ হয়, তখন ক্ষুধা থাকে না, রুচি থাকে না, আহারে প্রবৃত্তি থাকে না। এখানেও কি ঠিক তাহাই হইতেছে না? অবশ্য তোমার আত্মাতে এমন কোন রোগ প্রবেশ করিয়াছে, যাহাতে এই বিকার সমুপস্থিত। ভাবিয়া দেখ পূর্ব্বাপেক্ষা তোমার সংসারাসক্তি বাড়িয়াছে কি না, তুমি পূর্ব্বে সংসারের জন্য চিন্তা করিতে না, এখন তৎসম্বন্ধে চিন্তা তোমার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে কি না? পূর্ব্বাপেক্ষা বিষয় সুখ ভোগের কামনা হৃদয়ে সমধিক বাড়িয়াছে কি না? স্ত্রী পুত্র পরীবার তোমার মনকে কত সময় অধিকার করিয়া থাকে দেখ। তুমি দেখিবে, এই সকলের মধ্যে তোমার রোগের কারণ রহিয়াছে। রোগের কারণ থাকিতে তোমার ক্ষুধা রুচি প্রবৃত্তি সমান থাকিবে ইহা কখনও আশা করিও না। রোগের সময়ে পথ্যের জন্যও যেমন আহার করিতে হয়, অন্যথা শরীর ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। তেমনি তোমার এ অবস্থাতেও উপাসনা করিতেই হইবে। পথ্য গ্রহণ করিতে করিতে অল্প অল্পে দেহে বল সঞ্চার হয়, পরিশেষে ক্ষুধা রুচি প্রভৃতি পুনরারব্ধ হইয়া থাকে, এখানেও উপাসনাতে তাহাই ঘটিবে।

উপাসনাতে প্রতি দিন সুখ লাভ হয়, ইহা সকলেরই অভিলাষ। এ অভিলাষ স্বাভাবিক। আহার করিয়া সুখী হইব, ইহা কাহার মনে না অভিলাষ হয়? যদি তুমি সুস্থ থাক, তবে এরূপ ঘটা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সুখ পাইবে না বলিয়া যেমন আহার পরিত্যাগ করিতে পার না, তেমনি উপাসনাও পরিত্যাগ করিতে পার না। উপাসনা করিতে করিতে পুনরায় সুখাগম হইবে, এ বিশ্বাসে তোমার উপাসনার অনুসরণ করিতেই হইবে। অসুস্থ শরীরেও যেমন কোন কোন দিন আহার ভাল লাগে, তেমনি মধ্যে মধ্যে উপাসনাও তোমার ভাল লাগিবে, ইহার দ্বারা এই বুঝিবে যে এমন সময় আসিবে যে সময়ে উপাসনা নিরবচ্ছিন্ন ভাল লাগিবে।

উপাসনা সম্বন্ধে অধীরতা অসহিষ্ণুতাকে আমরা একান্ত মারাত্মক মনে করি। আহার পরিত্যাগ করিলে যেমন দেহ মৃত্যু মুখে পতিত হয়, উপাসনা পরিত্যাগ করিলে আত্মার তেমনই ঘটে। উপাসনাকে আমরা আহার বলি কেন? না, উহাতে আত্মা সেই সকল উপাদান লাভ করে, যাহা না পাইলে উহার রক্ষা ও বৃদ্ধি অসম্ভব। আমরা দেখিতেছি, আমরা যত টুকু অধ্যাত্ম জীবন ধারণ করিয়া আছি, তাহা কেবল এই উপাসনার জন্য। যদি আমরা উপাসনা ছাড়িয়া দিই, আমাদিগের অধ্যাত্ম মৃত্যু নিশ্চয়।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ব্যক্তিবিশেষে ধাতু বিশেষে আহার পরিমাণ ও গুণের তারতম্য আছে, উপাসনাসম্বন্ধে এরূপ নিয়ম আছে কি না? আমরা বলি আছে। যাহার যত দূর পরিপাক করিবার সামর্থ্য তদনুসারে যেমন আহারের ব্যবস্থা হয়, উপাসনা সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। উপাসনা সাধন ভজন প্রভৃতি প্রথম প্রথম অপরিমেয়রূপে উপভোগ করিয়া অনেকের ক্ষুধামান্দ্য উপস্থিত হয়, এবং অবশেষে এই ফল হয় যে, তাহাদের উপাসনার প্রবৃত্তি থাকে না। আমরা যেমন এক দিকে এ কথা বলিলাম, আর এক দিকে আবার তেমনি বিপরীত কথা বলিবারও হেতু আছে। শিশুর আহার লঘু হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু তাহা বলিয়া পূর্ণবয়স্ক সুস্থকায় ব্যক্তির জন্য তাদৃশ আহার স্থির রাখিতে হইবে ইহা একান্ত স্বভাববিরুদ্ধ। যদি চিরকালই উপাসনা অল্প মাত্রা অল্প গুণকর রহিয়া গেল, তাহা হইলে উহা একান্ত স্বভাব বিরুদ্ধ আমাদিগকে অবশ্যই বলিতে হইবে।

যত দিন যাইতেছে, তত আমাদিগের উপাসনার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। আমরা দেখিতেছি আমাদিগের সমগ্র জীবনের কুশল কল্যাণ উন্নতি এক এই উপাসনার সঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছে। আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সুমতি, আমাদিগের ক্রিয়াকুশলত্ব, যাহা কিছু জীবনোপযোগী বিষয় সমুদায় এই উপাসনা হইতে প্রসূত হয়। এত কালের পরীক্ষায় আমরা যাহা দেখিলাম, তাহার উপরে হয় আস্থা রাখিয়া আমরা বলিতেছি সাধক মধ্যে নিত্য সাধ্য উপাসনার প্রতি কাহার যত্ন শিথিল না হয়। যদি সময়ে সময়ে আত্মার অবস্থান্তরতা নিবন্ধন অথবা কোন প্রকারের অপরাধের জন্য উপাসনাজনিত আনন্দ লাভে আমরা বঞ্চিত হই, তথাপি যেন এ কথা মনে থাকে যে তাদৃশ দুরবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য এক মাত্র উপাসনাই পরম অবলম্বন। যদি বিশ্বাস সহকারে আমরা উপাসনা আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারি, সুখ শান্তি কল্যাণ উন্নতি আমাদিগের সম্বন্ধে একান্ত নিশ্চিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

শারদীয় পূজা উপলক্ষ করিয়া বঙ্গদেশ কয়েক দিন বিবিধ পাপের হাতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিল। দেবপূজা উপলক্ষ মাত্র, কুৎসিত আমোদ এখন বঙ্গের লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে অনুষ্ঠাতার অনুষ্ঠানে কোন হাত নাই, তদিতর ব্যক্তির হাতে সমুদায় ভার, সেখানে যিনি অনুষ্ঠানকর্ত্তা তিনি আর কি করেন, বন্ধুবান্ধব লইয়া জঘন্য আমোদে সময় অতিবাহিত করেন। এখন লোকে ঈদৃশ পূজা সকলের অপদার্থতা বুঝিতে পারিয়াছে, সুতরাং আমোদ ভিন্ন পূজার অন্য লক্ষ্য থাকা অসম্ভব। জীবন্ত ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত দেবতার অনুসরণ করিলে তাহার চরম ইহা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। আত্মা কখন আত্মস্বরূপ ঈশ্বর হইতে পাপ ভিন্ন দূরে প্রস্থান করিতে পারে না। এই জন্য পৌত্তলিকতামাত্র পাপমূলক। পাপজনিত বিচ্ছেদ হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহা হইতে কোন কালে মঙ্গল লাভের আশা করা যাইতে পারে না। যেখানে বিচ্ছেদ, সেখানে কোন প্রকার মত মনুষ্যকে রক্ষা করিতে পারে না, কোন না কোন আকারে তাহাকে পৌত্তলিকতার অনুসরণ করিতেই হইবে। বিচ্ছেদ যেখানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের পূজা হইতে মনুষ্যকে অধিকারচ্যুত করিল, সেখানে মনুষ্য তৃপ্তিসাধন জন্য কল্পনার অনুসরণ করিবেই করিবে। দেবপূজা এমনই স্বাভাবিক যে, তাহা কল্পনা লইয়াও চরিতার্থ হইবে, তবু পূজা হইতে বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু যেখানে অপরাধমূলক বিচ্ছেদ ও কল্পনার অনুসরণ সেখানে মঙ্গল ফল কি প্রকারে প্রসূত হইবে? যিনি যে মতাবলম্বী হউন না কেন, পৌত্তলিকতায় নিপাতিত না হন এ জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা সাবহিত থাকিতে হইবে? দেখিবেন যেন কোন প্রকার পাপ আসিয়া তাঁহাকে সাক্ষাদ্বিদ্যমান ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষেপ না করে।

প্রাচীন উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান এ দেশের লোক সকলের হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে, ইহাতে অনেক শাস্ত্রদর্শী ব্যক্তিরও মনে এই সংস্কার যে ব্রহ্মবাদ অভেদবাদ, যখন ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হয়, জীব ব্রহ্মে অন্তর্হিত হইয়া যায়,

সুতরাং আর পূজ্য পূজক সম্বন্ধ থাকে না। এ জন্য ব্রহ্মজ্ঞানে ভক্তি সম্ভব ইহা দেশীয় ভক্তিবাদিগণ কোনরূপে বিশ্বাস করিতে পারেন না। "রূপংরিনা মহেশানি ন চি- ভক্তিঃ প্রজায়তে" এ বিশ্বাস এ দেশের প্রায় সকল সম্প্র- দায়ের। এখনকার অনেক বক্তা এই জন্য প্রকাশ্যে ব্রহ্ম- দর্শনাদির বাহ্বাস্ফোট সহকারে প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। যেখানে জীবব্রহ্ম দুই এক হইয়া গেল, সেখানে কে কাহাকে দর্শন করে, কে কাহাকে শ্রবণ করে, কে কাহাকে স্পর্শ করে। উপনিষদে এইরূপ কথা স্পষ্টবাক্যে লিখিত আছে বলিয়াই, দেশীয় শাস্ত্রব্যবসায়ীগণ এরূপ বলিতে সাহসী হন। কিন্তু তাঁহারা যদি ভেদাভেদবাদের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন, ঈদৃশ কথা বলিতে কখন সাহসী হইতেন না। তবে তাঁহারা বলিবেন ভেদবাদী ভেদাভেদবাদী ইহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত সাকারবাদী সুতরাং ব্রহ্ম- জ্ঞানের নিরাকারবাদসহ তাহার একতা হইবে কি প্রকারে। যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান আছে, সেখানে অভেদবাদ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। এ কথা বলা তাঁহাদিগের ঠিক হইল না। এক সম্প্রদায় বৈষ্ণব আছেন, যাঁহারা অভেদবাদী, অথচ সাকারবাদী। ভেদবাদ, অভেদবাদ, উভয়ে মিলিয়া ভেদাভেদবাদ যদি সত্য হয়, তবে উচ্চতর ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত তাহার একতা থাকিবেই থাকিবে। বস্তুতঃ ব্রহ্মসহ জীবের যেমন অভিন্নতা আছে, তেমনি ভিন্নতাও আছে, এ ভিন্নতা যখন অনন্তকালেও বিলোপ হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন দর্শন শ্রবণ স্পর্শাদি অবশ্যম্ভাবী। এক হইয়া গেলে কে কাহাকে দেখে কে কাহাকে শুনে, কে কাহাকে স্পর্শ করে এ কথা সত্য, কিন্তু একত্বের মধ্যে যেখানে দ্বিত্ব আছে, এক সংবিৎ মধ্যে দুই সংবিৎ চিরকাল স্থিতি করিতেছে, এক বৃক্ষে যখন দুই পক্ষী বাস করিতেছে, অহমের যখন অহম্ আছে, তখন ব্রহ্মজ্ঞানে যোগ ভক্তি ও কর্ম্ম তিনেরই অবকাশ আছে ইহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। নিতান্ত অন্ধ না হইলে আর ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না

কাকিনিয়ার শারদীয় উৎসব।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

বিগত ২২শে আশ্বিন বিধান প্রচারকগণ ও অনেক গুলিন বিধানবাদী ব্রাহ্ম রংপুরস্থ কাকিনায় উপস্থিত হন। প্রচা- রকদিগের মধ্যে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, কেদারনাথ দে, গিরিশচন্দ্র সেন, কান্তিচন্দ্র মিত্র, মহেন্দ্রনাথ বসু, রামচন্দ্র সিংহ, এবং বিধানবাদী ব্রাহ্ম ও সাধকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন, রাজমোহন বসু, রামেশ্বর দাস, কুঞ্জবিহারী দেব, প্রিয়নাথ ঘোষ, অভিমুক্তেশ্বর সিংহ, লক্ষ্মণচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি প্রায় ৩০। ৩২ জন আগমন করিয়া- ছিলেন। কেচবিহার হইতে ভাই গৌরগোবিন্দ রায় আসিয়া পথে যোগ দান করেন। ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, এবং আর এক জন ব্রাহ্ম বন্ধু ৩। ৪ দিন পূর্ব্বেই কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন। কুড়িগ্রাম হইতে তথাকার সবরেজিষ্টার বাবু বিপিনবিহারী সেহানবিশ এবং রংপুরের জজ আদা- লতের হেডক্লার্ক বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু ও ভোরসিয়ার বাবু শ্রীশচন্দ্র দাস আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। কাকিনিয়ার ভূম্যধিকারী ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় বাহাদুর প্রেরিতবর্গ ও ব্রাহ্মদিগকে পরম আদরে নিম- ন্ত্রণ করিয়া কাকিনায় আনয়ন করিবার জন্য আপনার জনৈক অমাত্যকে পূর্ব্বেই কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। স্কুল বাড়ীতে সকলের অবস্থিতির স্থান হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় ভূম্যধিকারী মহাশয় তথায় আসিয়া সকলকে সাদর সম্ভাষণ করেন। পর দিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপা- সনা হয়। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল সে দিন উপাসনার কার্য্য করেন। যোগ ও ভক্তির সম্মিলন বিষয়ে গভীর উপ- দেশ হইয়াছিল। রাত্রিতে কলিসংহার নাটকের অভিনয় হয়। ভূম্যধিকারী বাবুর উদ্যান বাটীস্থ নূতন অট্টালিকায় অভিনয় মঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল। ৫। ৬ শত লোক দ্বারা উক্ত গৃহ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, স্থানাভাবে অনেক লোকের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল, বহু লোক ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অভিনেতৃগণ দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়া দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ শ্যামবাজারের বুবিবন কন্সার্ট দল অভিনয়ে সমস্তান বাদ্য বাজাইয়াছিলেন। তৎপর দিন শুক্রবার প্রাতঃকালে ব্রহ্ম- মন্দিরে উপাসনা হয়, ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাসনা করেন। জমীদার বাবু উপাসনান্তে এই ভাবে বলিলেন যে ভাই সকল, তোমরা যদিচ দূরদেশে বাস কর, তোমা- দের সঙ্গে আমাদের কোন পার্থিব সম্বন্ধ নাই, তথাপি আমরা এবং তোমরা এক মায়ের সন্তান, তোমরা যে মাকে ডাক আমরাও সেই মাকে ডাকিয়া থাকি। অতএব তোমরা আমাদের ভাই, তোমরা সব ছাড়িয়া গরিবের বেশে দেশে দেশে পথে পথে মার গুণকীর্ত্তন করিয়া বেড় ও এ জন্য তোমরা আমাদের অত্যন্ত আদরের ও শ্রদ্ধার পাত্র, তোমরা আমার মাকে আদর কর ভালবাস তাঁর গুণ গান করিয়া বেড়াও তজ্জন্য তোমাদের পায়ে পড়িতে ইচ্ছা হয়, তোমাদের যে কেহ হয় সময়ে সময়ে এই কাকিনাতে আসিবে, এই কাকিনার মঙ্গলের জন্য মার কাছে দুইটী কথা বলিবে। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন, তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করুন। এই ভাবে তিনি অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার কথাগুলি অত্যন্ত প্রীতি মধুর

হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর জমীদার বাবুর প্রাসাদে উপাসনা হয়, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনা করিয়াছিলেন। উপাসনা সমাপ্ত হইলে পূর্ব্ব বিজ্ঞাপনানুসারে পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় নিরাকার ঈশ্বরোপাসনা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ঈশ্বর নিরাকার ভিন্ন যে সাকার হইতে পারেন না, সাকার ঈশ্বর কল্পিত মিথ্যা, মূর্ত্তিপূজা ভ্রান্তিমাত্র, বেদ উপনিষদাদি নানা শাস্ত্রের প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন. বক্তৃতা সুদীর্ঘ ও অতিশয় জ্ঞানগর্ভ হইয়াছিল। উপাধ্যায় মহাশয় এই বক্তৃতায় যোগ সাধন বিষয়ে অনেক গভীর কথা বলিয়াছিলেন। অস্বাভাবিক যোগ তদুপলক্ষে নানা প্রকার শারীরিক প্রক্রিয়া যে অত্যন্ত গর্হিত ও জীবনের দুর্গতির কারণ তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এইক্ষণ ভঙ্গিতে যে নানা প্রকার বাহ্যিক বিকৃত ভাব প্রকাশ করিয়া যে অনেকে বুজরগি দেখাইয়া থাকেন, লোকের মন আকর্ষণ করিয়া আপনার শিষ্য করিয়া থাকেন ও সাধারণের অগোচরে নানা প্রকার বিকৃত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, উপাধ্যায় মহাশয় দুঃখের সহিত তাহা বিশেষরূপে ব্যক্ত করেন। বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া জমীদার বাবু ও শ্রোতৃবর্গ অত্যন্ত আনন্দিত হন। বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে পর বিদ্যালঙ্কার উপাধিধারী এক জন বৃদ্ধ পণ্ডিত সাকার ও নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা বিষয়ে উপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হন। বিদ্যালঙ্কার সাকার উপাসনা সমর্থন করেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অতি সহজেই আপনার কথায় আপনি পরাস্ত হন। পর দিন রবিবার প্রাতঃকালে মন্দিরে সামাজিক উপাসনা হয়। ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাসনা করেন। সাধারণ প্রার্থনা হইয়া গেলে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কুমার মহিমরঞ্জন রায় বাহাদুর ঈশ্বরকে মাতৃরূপে দর্শন ও তৎপ্রতি ভক্তি বিষয়ে একটি সুললিত উপদেশ দান ও প্রার্থনা করেন। তিনি প্রথমে বলিলেন, আমি এইক্ষণ স্থির থাকিতে পারিলাম না, আমিও ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে রসনাকে পবিত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছি. সময়াসময়ের প্রতি আর দৃষ্টি রাখিতে পারিলাম না। এই বলিয়া তিনি একটী প্রেমপূর্ণ মধুর উপদেশ দান করেন। উপাধ্যায় মহাশয় অলৌকিক শক্তিতেই জীবের পরিত্রাণ বিধানে সারগর্ভ উপদেশ দান করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে নাট্যশালায় প্রিয় ভ্রাতা কৃষ্ণ বিহারী সেন এম এ, নববিধানের উদ্দেশ্য বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রথমত তিনি নববিধান কি বুঝাইয়া দেন। অবিশ্বাস ও নাস্তিকতাদ্বারা ইয়ুরোপের ভয়ানক অধোগতি হইয়াছে, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের লোকেরা ঈশ্বরকে সমুদায় ব্যাপার হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহদের সাংসারিক ক্রিয়া কাণ্ডে জ্ঞান বিজ্ঞান রাজনীতি সমাজ নীতি সমুদায় ঈশ্বরশূন্য। আমাদের এই আর্য্য ভূমি ভারতবর্ষেও এই ভয়ানক দূষিত ইয়ুরোপীয় সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞান এবং মারাত্মক ভাব ক্রমে ক্রমে বিস্তারিত হইতেছে, এই ভয়ঙ্কর নিরীশ্বর ভাব তাড়াইয়া সমুদায় বিষয়ে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করা নববিধানের প্রধান উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তে ও সুন্দর উপাখ্যান দ্বারা বক্তৃতাকে তিনি মনোহারিণী করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণে সকলে বিশেষ উপকৃত হন এবং আনন্দ প্রকাশ করেন। সন্ধ্যার পর মন্দিরে উপাসনা হয়। ভাই কেদার নাথ দে উপাসনা করেন। দাসত্ব ও পরসেবা বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। রাত্রি ৯ টার সময় নববৃন্দাবন নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইয়া দুইটার সময় অভিনয় সমাপ্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক অভিনেতা আশ্চর্য্যরূপে আপনাপন অভিনয় করিয়া দর্শক বৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। অভিনয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা এস্থানে আর লিখিয়া উঠিতে পরিলাম না। সোমবার প্রাতঃকালে জমীদার বাবুর প্রাসাদে সকলে সমবেত হন, সেখান হইতে নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বেলা অধিক হওয়াতে সঙ্কীর্ত্তন হইতে পারে নাই। জমীদার বাবুর সঙ্গে কতক ক্ষণ সৎপ্রসঙ্গ হইয়া পরে উপাসনা হয়, ভাই রাম চন্দ্র সিংহ উপাসনা করেন। উপাসনান্তে সম্ভ্রম ভাজন মহিমা রঞ্জন বাবু বিদায় দানচ্ছলে প্রীতির সহিত অনেক গুলি হৃদয়ের কথা বলেন, তাঁহার সদ্ভাবপূর্ণ সরল কথাগুলি শুনিয়া সকলের হৃদয় বিগলিত ও অনেকের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি আচার্য্যদেবের নাম ও নববিধানের উল্লেখ করিয়া অনেক শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, এবং ইহাও বলেন যে আমি নানা. লোকের কথায় গোলে পড়িয়াছিলাম, এইক্ষণে আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে। তিনি সুন্দর সুন্দর অনেক গভীর কথা বলিলেন শুনিয়া আমাদের বড়ই আহ্লাদ হইল। দুঃখের বিষয় সেই সমুদায় এইক্ষণ লিখিয়া উঠিতে পারিলাম না। আচার্য্য দেবকে তিনি হরিপ্রেমে মত্ত ছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর প্রেমের অনুরোধে তিনি সমুদায় কার্য্য করিতেন অন্য কিছু তাহার লক্ষ্য ছিল না। লোকে অন্যান্য উপায়ে তাঁহার মাকে লইল না দেখিয়া তিনি আমোদের ও নাটকের মধ্য দিয়া ধর্ম্মকে ও ঈশ্বরকে প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যতীত ভারতের উদ্ধার নাই, কল্যাণ নাই। জীবন দানে যাঁহারা এই ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন তাঁহাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন, বিনীত ভাবে সকলকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অবশেষে তিনি বিদায় দান করিবার জন্য প্রচারকদিগের বাসায় পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। সোমবার অপরাহ্নে সকলে কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কুমার মহিমারঞ্জন রায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও

আলাপ করিয়া আমরা বিশেষ প্রতিলাভ করিয়াছি। ইঁহার ধর্ম্মোৎসাহ অতিশয় সন্তোষ জনক, প্রকৃতি বড়ই মধুর ও সরল, মুখ সর্ব্বদা সহাস্য। তিনি ও তাঁহার কর্ম্মচারীগণ যথোচিত সম্মান ও আদর প্রদর্শন করিয়া সমাগত প্রেরিত ও ব্রাহ্মমণ্ডলীর আতিথ্য সৎকার করিয়াছেন। কেমন করিয়া তাঁহার প্রতি সমুচিত কৃতজ্ঞ হইব তাহা আমরা জানি না। দয়াময় তাঁহাকে সম্প্রদায়ে আশীর্ব্বাদ করুন্ এবং সাধুতা ও কল্যাণের পথে তাঁহাকে অগ্রসর করুন। কুমার মহিমারঞ্জন বাবু রঙ্গপুর জিলার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জমীদার তাঁহাকে একলা রাজাও বলা যাইতে পারে। তাঁহার ন্যায় সদ্‌দৃষ্টান্ত আজ পর্য্যন্ত কোন জমীদার এদেশে প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি দিবারাত্রি জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্মালোচনাতে প্রবৃত্ত থাকেন। প্রজাবর্গ ও এদেশের সমুদায় লোক তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করে।

জমীদার বাবুর নিমন্ত্রণানুসারে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সপরিবারে কাকিনায় আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মমন্দিরে শুক্রবার প্রাতে উপাসনায় যোগ দান করিয়াছিলেন্ নববিধানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতার স্থান এবং অভিনয় ক্ষেত্রে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

ভক্ত কেশবচন্দ্রের প্রচার যাত্রার প্রণালী।

ভক্ত কেশবচন্দ্র খৃষ্টীয় ১৮৭৯ সালের ১লা নবেম্বর কলিকাতা হইতে বেহার প্রদেশে প্রচার যাত্রায় বহির্গত হন। এই যাত্রায় সাত আট জন প্রচারক এবং দুই এক জন অপর ব্রাহ্ম বন্ধু প্রচারব্রতে ব্রতী হইয়া তাঁহার সঙ্গে যাত্রা করিয়াছিলেন। গয়ায় যাইবার জন্য তথাকার ব্রাহ্ম বন্ধুগণ বিশেষ আহ্বান করিয়াছিলেন ও পাথেয় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি সেই পাথেয় সম্বল করিয়াই ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণির গাড়ীতে প্রথমতঃ নৈহাটী গমন করেন; সেদিন বহু সংখ্যক ব্রাহ্ম কলিকাতা হইতে তাঁহার সঙ্গে নৈহাটী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। অপরাহ্নে নৈহাটীর রেলওয়ে ষ্টেশনের অদূরে রাস্তার উপরে সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। ভক্ত কেশবচন্দ্র দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর মুষল ধারে জলবর্ষ হইতে থাকে; তিনি প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বৃষ্টিতে ভিজিয়া শান্তভাবে বক্তৃতা করেন। পরে অন্ধকার রাত্রিতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ সহ নগর সঙ্কীর্ত্তন করিয়া ভিজিতে ভিজিতে অর্দ্ধ মাইল পথ চলিয়া একজন বন্ধুর বাড়ীতে যাইয়া রাত্রি যাপন করেন। পর দিন পূর্ব্বাহ্নে ক্ষুদ্র নৌকা যোগে আপন পৈতৃক বাসস্থান গৌরিভাগ্রামে গমন করেন। গৈরিক বস্ত্র স্কন্ধে একতারা হস্তে দীনবেশে গ্রামের পথে পথে বেড়াইয়া হরিগুণ কীর্ত্তন করেন। বৈকালে যাত্রিকদল সহ চন্দন নগরে চলিয়া যান, সেখানে প্রান্তরে বক্তৃতা করেন ও পথে ঘাটে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান। তাহার পর দিন ভাগীরথীর অপর পারে জগদ্দল গ্রামে সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করেন। সে দিন মধ্যাহ্নে এক বাগানে রন্ধন করিয়া মোটা চাউলের অন্ন ভোজন করা হয়। সন্ধ্যাকালে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাত্রিক দল সহ কেশবচন্দ্র মোকামায় যাত্রা করেন। বর্দ্ধমানে হইতে উক্ত শ্রেণীর গাড়ীতে এরূপ ইতর লোকের ভিড় হয় যে শয়ন করা দূরে থাকুক বসিবার স্থান হইয়া উঠিল না। লোকের ঠেলাঠেলিতে নিঃশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হয়। সেই ভক্ত শ্রেষ্ঠের কষ্টের সীমা নাই, লোকের চাপা চাপিতে ও গ্রীষ্মে তাহার ওষ্ঠাগত প্রাণ। কোন মেতর কি মুচি তাঁহার গায়ে পা তুলিয়া দিয়াছে, কেহ বা গলায় হাত দিয়াছে, ঠেলা ধাক্কা মারিয়াছে, তিনি সমুদায় রাত্রি অম্লান বদনে তাহা সহ্য করিয়াছিলেন। কোন প্রচারক এইরূপ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া পথে নামিয়া পড়েন। ভক্তবর সবান্ধবে পর দিন প্রাতে মোকামায় যাইয়া তথাকার এক বন্ধুর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক প্রচার করেন। চলা ফেরাও ভোজনাদিতে বৈরাগ্য বিরুদ্ধ কোনরূপ জাঁকজমক না হয়, সঙ্গত ও সাত্ত্বিকতা রক্ষা পায়, কোন প্রকার বিলাসিত না হয়, তৎপ্রতি ভক্তশ্রেষ্ঠের বিশেষ দৃষ্টি ছিল; ভোজনের বাহুল্য আয়োজনে নিবৃত্ত থাকিতে আতিথেয় বন্ধুদিগকে অনুরোধ করিতেন। কেহ আহার্য্য সামগ্রীর অধিক আড়ম্বর ও ব্যয় বাহুল্য করিলে দুঃখিত হইতেন। মজঃফরপুর, গয়া, পাটনা, ডোমরাওঁ, গাজিপুর প্রভৃতি নগরে নগরে এক মাস কাল ভ্রমণ করিয়া তিনি দিবা রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম পূর্ব্বক প্রেমভরে প্রচার করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি কোন দিন উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করেন নাই, ফরাশের বিছানায় সামান্য শয্যাতে বা শুদ্ধ ফরাশের উপরেই অন্য অন্য প্রচারকের সঙ্গে শয়ন করিতেন। কোন স্থানে তিনি খট্টায় শয়ন করেন নাই, তৃতীয় শ্রেণীর রেইল গাড়ীতে ব্যতীত উর্দ্ধতন শ্রেণীর গাড়ীতে চড়েন নাই। কেবল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার সময় সকলের শরীর একান্ত পরিশ্রান্ত ও ভগ্ন হইয়া পড়াতে এবং ভিক্ষার ঝুলিতে অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হওয়াতে বাঁকিপুর হইতে মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী ভাড়া করেন। কোন কোন সময় সামান্য মুদীর দোকানে ও রেইলওয়ে ষ্টেশনের সামান্য কুঁড়ে ঘরে আনন্দের সহিত অবস্থিতি ও আহারাদি করিয়াছেন, শূন্যপদে পথে পথে হরিনাম করিয়া বেড়াইয়াছেন। স্থানে স্থানে রাজা বড় মানুষ এবং বড় বড় সাহেব বুড়ি ও ফেটিং গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন, বহু অনুরোধেও তিনি তাহাতে কখন

চড়েন নাই। গাড়ীতে চড়িতে হইলে নীচের শ্রেণীর সামান্য পাল্কী গাড়ীতে চড়িয়াছেন। প্রখর রৌদ্রের সময় মজাফরপুরের ষ্টেশন হইতে প্রায় এক ক্রোশ পথ সামান্য এক্কা গাড়ীতে চড়িয়া যান। ডোমরাও ষ্টেশনে ভক্ত কেশবচন্দ্রকে বন্ধুগণ সহ অভ্যর্থনা করিয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া যাইবার জন্য মহারাজের বড় বড় যুড়িগাড়ী সকল ষ্টেশনে প্রেরিত হইয়াছিল, গুরু নাগাজী সন্ন্যাসী ও প্রধান মন্ত্রী জয় প্রকাশ লাল এবং অন্য কোন কোন রাজ কর্ম্মচারী কেশবচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্লেটফরমে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। ভক্ত সবান্ধবে নীচতম তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী হইতে মুটে মজুরদের ভিতর হইতে সামান্য বেশে অবতরণ করেন দেখিয়া রাজকর্ম্মচারীদের চক্ষু স্থির হয়। ভক্তকে মহারাজের বড় ফেটিং গাড়ীতে চড়াইবার জন্য তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করেন, কিছুতেই তিনি সম্মত হন না। সে দিন রাজার প্রদত্ত বিলাস ভোগে তাঁহার মনে কষ্ট হয়। পরদিন নাগাজীর আশ্রমে তরুতলে কদলীপত্রে শাকান্ন ভোজন করিয়া তিনি বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেন। তখন শীত আরম্ভ হইয়াছিল, ভক্ত কেশবচন্দ্রের ব্যবহারের জন্য কোন বিশেষ উষ্ণ বস্ত্র ছিল না; বাঁকিপুরে তাঁহার কফ কাশি হইয়াছিল। প্রচার যাত্রার সম্পাদক সাধু অঘোরনাথ তাঁহাকে একটা ফ্লানেলের পিরাণ প্রস্তুত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন; তিনি প্রচার যাত্রার অর্থ নিজের আরামের জন্য ব্যবহার করিতে কিছুতেই সম্মত হন নাই। প্রথমতঃ অর্থের অত্যন্ত অনাটন হওয়ায় পাথেয়ের অকুলন হইয়াছিল। কাহার নিকটে চাহিয়া বা ধার করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে তিনি বিধি দেন নাই। কখন কখন পুস্তক বিক্রয় বা বিনিময় করিয়া পথের সম্বল করা হইয়াছে। পৃথিবীর রাজা মহারাজগণ মহারাণী ভিক্টোরিয়া পর্য্যন্ত যাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিয়াছেন, গবর্ণর জেনারেল প্রভৃতি রাজপ্রতিনিধিগণ যাঁহার বাড়ীতে আসিয়া আপ্যায়িত করিয়াছেন, সেই কেশব দেখ ব্রহ্মনাম প্রচার করিতে যাইয়া কেমন কষ্ট ও দীনতা স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের জন্য, যা কাহারও ব্যয় অধিক হয় তজ্জন্য কাহারও মন কোনরূপ কষ্ট হয় এ বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা সাবধান হইয়া চলিতেন।

আচার্য্যের উপদেশ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দির।

বৃহস্পতিবার, ১২ই শ্রাবণ, ১৭৯৯ শক।

[অম্বরীষোপাখ্যান পাঠের পর।]

ঈশ্বর ভক্তদিগকে ভাল বাসেন, সেই জন্য আমাদের উচিত আমরাও ভক্তদিগকে ভালবাসি। ভক্তদিগকে ভালবাসিব এই জন্য, যে তাঁহারা ভক্ত। তাঁহাদিগকে আরও ভাল বাসিতে হইবে, কেননা ঈশ্বর তাঁহাদিগকে ভাল বাসেন। ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তদিগের এমনি সংযোগ হয় যে তাঁহারা এক শরীর, এক হৃদয়। ভক্তকে খাওয়াইলে ঈশ্বরকে খাওয়ান হইল। ভক্ত যদি দরিদ্র হন, একটী পয়সা ভক্তকে দিলে তাহা ঈশ্বরকে দেওয়া হইল। ঈশ্বর ভক্তের প্রাণের মধ্যে লুকায়িত, তোমার অবিশ্বাসী চক্ষু ভক্তের হস্তের ঐদিকে কে আছেন দেখিল না। ভক্তের হস্তে সাক্ষাৎ ব্রহ্মের হস্ত। পয়সাটী ভক্তের হস্তে দিলে; কিন্তু পরলোকে সেই পয়সা ঈশ্বরের হস্তে দেখিবে। তুমি ভক্তের মুখে তৃষ্ণার জল দিলে পরলোকে দেখিবে সেই জল তোমার জন্য পুণ্য জল হইয়া সঞ্চিত রহিয়াছে। সেই রূপ তুমি যদি ভক্তকে কটু কথা বল, অপমান কর, ঈশ্বরকে কটু কথা বলা হইল, ঈশ্বরের অপমান করা হইল ভক্তকে আঘাত করিলে ঈশ্বরকে আঘাত করা হয়। একজনকে অগ্রাহ্য করিলে অপরকে অগ্রাহ্য করা হয়। ঘনিষ্ঠতা এত অধিক। ভক্তকে আঘাত করিলে অথচ ঈশ্বরকে প্রীতি করিলে কদাচ এরূপ মনে করিও না। প্রেমেতে ভক্ত এবং ভক্তবৎসল দুইই এক। এক জনের সুখ্যাতি করিলে দুই জনেরই সুখ্যাতি হইল। একের উৎপীড়ন করিলে দুজনেরই প্রতি উৎপীড়ন হইল। ভক্তের হৃদয় এবং দেহ মন্দিরে ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। আমরা মৃত এবং জীবিত ভক্তদিগকে তাদৃশ সম্মান করি না এই জন্য আমরা ভক্তদিগকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে চেষ্টা করি; কিন্তু ভক্তবৎসল ঈশ্বরের রাজ্যে তাহা হয় না। যদি ভক্তদিগকে অপমান করিয়া থাকি তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারি না। ভক্তের হৃদয়ে কণ্টক বিদ্ধ করিয়া স্বর্গলাভ করিতে পারি না। এই নিগূঢ় সত্য সাধন করা আবশ্যক। ঈশ্বর যাঁহাদিগকে ভালবাসেন আমরা কোন্ ছার কীট যে তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিব। ঈশ্বর বলেন ঐ কএকটী লোকেতে আমি আনন্দিত হইয়া আছি। ভক্তদিগের দ্বারা আমরাও উপকৃত হইয়াছি, সেই জন্যও তাঁহাদিগকে ভাল বাসিবই; কিন্তু ঈশ্বরের খাতিরে তাঁহাদিগকে আরও ভাল বাসিব। যে প্রকারে পারি কি পয়সা কি শরীরের পরিশ্রম দ্বারা তাঁহাদিগের সেবা করিব। ঈশ্বরের জন্য যাঁহারা সর্ব্বস্ব ছাড়িয়াছেন সেই সকল ভক্তকে আমরা সর্ব্বদা প্রীতি দান করিব। ভক্তকে ভাল বাসিলে ঈশ্বরকে ভালবাসা হয়। ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিব। হে ঈশ্বর, তুমি যাঁহাদিগকে ভালবাস আমরা যেন তোমার খাতিরে তাঁহাদিগকে খুব ভাল বাসি। এইরূপে ভক্ত ভক্তের নিকটবর্ত্তী হন এবং ভক্তবৎসলের নিকটবর্ত্তী হন।

সংবাদ।

গত ১৮ই আশ্বিন ভাই রামচন্দ্র সিংহের নবকুমারের জাতকর্ম্ম এবং ভাই কালিশঙ্কর দাসের নবকুমারীর নাম করণ নব সংহিতানুসারে হইয়াছে। কুমারীর নাম অমলা সুন্দরী রাখা গিয়াছে। গত ১৬ই আশ্বিন ভাই কালীশঙ্কর দাসের কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলা সুন্দরীর সহিত ধোঁকনালা নিবাসী শ্রীমান্ ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আমরা বর ও কন্যার জন্য ঈশ্বরের নিকট শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী দয়া করিয়া এই বিবাহের ব্যয় সাহায্য ৫০৲ টাকা পাঠাইয়াছেন। বিবাহে দুইশত টাকার উপর ব্যয় হইয়াছে।

কোচবিহার মহারাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ১৮ই আশ্বিন কলিকাতার বাটীতে ধ্রুবচরিত্র যাত্রাভিনয় হইয়াছিল। এমন গভীরভক্তিভাব ও আধ্যাত্মিকতা তাহাতে আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছি যে দর্শকগণ কাঁদিয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন। এরূপ যাত্রাভিনয়ে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। উক্ত দিবসে মহারাজ পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কাকিনা হইতে কুড়িগ্রামে গিয়াছেন, তৎপরে তাঁহার দার্জ্জিলিং যাওয়ার সঙ্কল্প আছে।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় সমীপে।

বিনীত নিবেদন,

আপনি ১৬ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে ঢাকার অভিনয় উপলক্ষে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বলা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। বিনীত নিবেদন এই যে ইহা আগামী বারের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

ইহা সত্য বটে যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের সাজ সাজিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া ভগবান্ যে যে লীলা জগতে প্রকটন করিয়াছেন তাহার অভিনয় করা ঠিক নয়, কারণ তাহাতে অবতারবাদী সম্প্রদায় সমূহকে আঘাত করিতে হয়। কিন্তু ঢাকার অভিনয়ে তদ্রূপ কোনও কার্য্য হয় নাই। ধরাতলে স্বর্গধাম প্রদর্শন করিবার জন্য সাধু মহাত্মারা যে কেমন মিলিতভাবে স্বর্গে অবস্থিতি করিতেছেন তাহারই দৃশ্যমাত্র দেখান হইয়াছিল। তাহাতে কোনও ব্যক্তি কোনও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের অভিনয় করেন নাই, অর্থাৎ কোনও প্রফেটের লীলা প্রদর্শন করেন নাই। কেবল মাত্র ভিন্ন ভিন্ন সাজে সাজিয়া স্বর্গের সম্মিলিত ভাবের দৃশ্য নিস্তব্ধভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং নববিধানের বিশ্বাসী সাধকগণ শিশুদলে পরিণত হইয়া সেই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন লোকদের পক্ষে এ দৃশ্যও অসহনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং মুসলমানেরা কিম্বা অন্য কোন সম্প্রদায়স্থ লোকেরা যে ইহাতে আপত্তি করিতে পারেন তাহা বুঝা যায়। তাঁহারা যখন নববিধান কথাই সহ্য করিতে পারেন না, নবস্বর্গের দৃশ্য তাঁহারা কি প্রকারে সহ্য করিবেন? হজরত মোহম্মদের সঙ্গে মহাত্মা ঈশার একত্র বাস খৃষ্টানদের পক্ষে অসহ্য ব্যাপার। এইরূপে কোনও সম্প্রদায় তাঁহাদের প্রফেটকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রফেট কিম্বা মহাত্মাদের সঙ্গে স্বর্গে একত্র দেখিতে চান না। এক একটী সম্প্রদায় এক একটী মহাত্মার নামে যেমন এখানে এক এক সঙ্কীর্ণ দল করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া তদ্রূপ মনগড়া সঙ্কীর্ণ স্বর্গই ভোগ করিবেন মনে করেন। সুতরাং নববিধানে প্রকাশিত নবস্বর্গ তাঁহারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। আমরা এজন্য নববিধানের গূঢ় ব্যাপার অভিনয় করিতে ক্ষান্ত হইতে পারি না। সে যাহা হউক, আপনি ঢাকার অভিনয় উপলক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাইয়া নবসংহিতা অনুসারে ঢাকাস্থ নববিধানবাদীরা চলে না বলিয়া কেন যে অভিযোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা ভাবিয়া হৃদয় ব্যথিত হইল। আপনি বলিয়াছেন "যাঁহাদের আচার্য্যের অনুকরণ ও অনুসরণ করা ব্রত, আচার্য্যের ভাব ও অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাদের চলা কর্ত্তব্য।" আচার্য্যের অনুকরণ নয়, অনুসরণ করাই আমাদের ব্রতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। আচার্য্যদেবও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। আপনি এখন অনুকরণ করাইতে চাহিলে কি হইবে? অনুকরণ করা নববিধানের বিরুদ্ধ ভাব। কারণ প্রত্যেক বিশ্বাসীকে পবিত্রাত্মা ভগবানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আচার্য্যদেবের অনুসরণ করিতে হইবে। বলিতে কি ভগবান দ্বারা ঐহিক পারত্রিক বিষয়ে পরিচালিত হওয়াই আচার্য্যদেবের অনুসরণ করা। সুতরাং তাঁহার অনুকরণ অসম্ভব। নববিধানে অনুকরণ অসম্ভব বলিয়াই কোনও মহাত্মার অভিনয় করা বিধেয় নয়। আমরা নববিধানের ভাব (spirit) অনুসারে চলিতে দায়ী, অতএব নবসংহিতার ও ভাবানুসারে চলিতেই আমরা দায়ী। আচার্য্যদেব পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিতেও আমরা তাহাই করিয়াছি। এখনও সেই ভাবেই চলিতেছি। আচার্য্যদেবের নাম করিয়া ঢাকাস্থ মণ্ডলীকে এখন অন্যরূপে চালাইতে চেষ্টা করিলে কেবল গোলই বাঁধিবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও ফল দর্শিবে না। আচার্য্যদেবের ভাব ও

অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা চলি কিনা তাহার বিচার ভগবানের হস্তে। বিধাতার যাহা ইচ্ছা তাঁহাই সম্পন্ন হউক।

আমদিয়া ২৩শে আশ্বিন } নিবেদক— শ্রীবঙ্কচন্দ্র রায়।

বিধানাশ্রিত কলিকাতাস্থ প্রচারক পরিবারগণের ভরণ পোষণ জন্য ১৮৮৬ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়।

মাসিকদান ...	২৩২৷৹
শান্তি সভা ...	৪৮৲
আনুষ্ঠানিক দান ...	১২৷৹
এককালীন দান ...	১১৷৹
বিশেষ ভিক্ষা (কুমার মহিমারঞ্জন রায় বাহাদুর	৫০৲
গৃহনির্ম্মান জন্য সাহায্য হস্তে ভাই রাম চন্দ্র সিংহ	৫৲
	৩৫৯৷৹
জুলাই মাসের স্থিতি	৫৯৷৶৪
হাওলাত হিসাবে শ্রীযুক্ত বাবু অভিমন্যেশ্বর সিংহ ৮০৲ , , গিরিশচন্দ্র সেন ৩০৲	১১০৲
	৫২৮৸৶৹

ব্যয়।

চাউল, কয়লা, দুগ্ধ, বাজার প্রভৃতি ...	২০১৸৶৫
রোগীদিগের ঔষধ ও পথ্য ...	৪২৷৶৹
ব্রাহ্মণী দপ্তরী প্রভৃতি কর্ম্মচারির বেতন	৫২৷৶৹
বস্ত্র ও বিনামা ...	২৸৹
ছেলে মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা ...	১৩৷৹
মন্দিরে যাতায়াতে গাড়িভাড়া ...	৪৷৴১৹
ভাই কালীশংকর দাস মহাশয়ের কন্যার বিবাহ*	১৪৭৷৶১৫
বাটী মেরামতি ...	৮৲
ভাই কেদার নাথ দের বাড়িভাড়া ...	২০৲
পাথেয় ...	৫৷৶১৫
টাক্স ...	২৫৷১৫
পুরাতন ঋণ শোধ ...	২৲
	৫২৬৶৹
স্থিতি ...	২৸৴৹
	৫২৮৸৶৹

* ইহা ভিন্ন প্রায় ৫০৲ টাকা বাজার দেনা আছে।

দাতাদিগের নাম।

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত কুচবিহার মহারাজা ...	৮০৲
শ্রীমতী ঐ মহারাণী ...	৪০৲
,, সাবিত্রী দেবী ...	৮৲
শ্রীযুক্ত নেবাল রাও সখীরাম আদমানী ...	৪০৲
,, বাবু শ্রীশচন্দ্র দাস রংপুর ...	২৲
,, ,, কান্তিমণি দত্ত ঐ ...	১৷৹
,, ,, দীননাথ গাঙ্গুলী, পুনা ...	৪৲
,, ,, রামলাল, ভাগলপুর ...	২৲
,, ,, অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল, মোকামা ...	৪৲
,, ,, বেনীমাধব মজুমদার, চোপা ...	২৲
,, ,, গিরিশচন্দ্র সেন ...	৫৲
,, ,, যদুনাথ ঘোষ, সিমলা ...	২৲
,, ,, প্রসন্ন কুমার ঘোষ, গোলাঘাট ...	৪৲
,, ,, রাজকৃষ্ণ ঘোষ ঐ ...	৪৲
,, ,, প্রকাশচন্দ্র রায়, মতিহারী ...	২৲
,, ,, কৈলাসচন্দ্র বসু, রংপুর ...	২৲
ভিক্টোরিয়া কলেজ ...	৩০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আস ...	৫৲
শ্রীমতী কামিনী বসু ...	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল, ভাগলপুর ...	১৷৹
,, ,, রামেশ্বর দাস ...	৫৲

এককালিন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ ...	৷৹
,, ,, বেনীমাধব ঘোষ, রয়েলপিণ্ডি	১৲
,, ,, নিবারণচন্দ্র মজুমদার যোদপুর	১৲
,, লালা মহেশ্বচাঁদ ...	৩৲
,, বাবু হরিনাথ নিয়োগী পিঙ্গনা ...	২৲
,, ,, ত্রিগুনাচরণ সেন ...	১৲
,, ,, শ্যামাচরণ সেন, তেজপুর ...	১৲
,, ,, কানাইলাল সেন ...	১৲
,, ,, গোবিন্দচন্দ্র প্রামানিক আজমের	১৲

প্রচার কার্য্যালয় কলিকাতা ১৪ই অক্টোবর ১৮৮৬ } শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র কার্য্যাধ্যক্ষ

☞ এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২১ ভাগ। ২০ সংখ্যা। | ১৬ ই কার্ত্তিক, সোমবার, ১৮০৮ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে প্রাণারাম পরমেশ্বর, তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কম্পিত করিয়া যদি অদ্ভুত আলোকরাশিরূপে অবতীর্ণ হও, তবে আমরা তোমায় বিশ্বাস করিব, অন্যথা হৃদয়ে তুমি প্রাণরূপে শক্তিরূপে অলক্ষিতভাবে প্রকাশিত হইলে তোমায় বিশ্বাস করিব না, এ দুর্ম্মতি যেন কখন উপস্থিত না হয়। তুমি সহজ সৌম্যভাবে যখন হৃদয়ে প্রকাশিত হও, তখন প্রাণ তোমায় আদরের সহিত প্রভু বলিয়া সম্বোধন করে, যদি তুমি আড়ম্বর করিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইতে সে তো কখন তোমায় বিশ্বাস করিতে পারিত না। তুমি যেমন তেমনি ভাবে আমরা তোমায় নিয়ত দেখিতে চাই, তুমি যাহা নও সে ভাবে তুমি আসিতে পার না, আসিলেও আমরা তোমায় চিনিনা বলিয়া বিদায় করিয়া দিতাম। বল, প্রভো, পৃথিবীর লোকের এ কি দুর্ম্মতি হইল, তুমি সহজ ভাবে আসিলে, তাহারা তোমায় বিশ্বাস করিতে চায় না, কল্পনার রঙ্গে সাজাইয়া তুমি যাহা নও সেই ভাবে তাহারা তোমায় গ্রহণ করিতে একান্ত অভিলাষী। তোমাতে রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, তুমি শুদ্ধ চিন্মাত্র, তোমাতে রূপ রস গন্ধ দিয়া তাহারা তোমাকে উপলব্ধি করিতে অগ্রসর। রূপ, রস, গন্ধ অনিত্য অস্থায়ী অসার, তৎপ্রতি যাহাদিগের মন লোলুপ, তাহারা তোমাকেও সে সকল বিনা চায় না, কি আশ্চর্য্য মোহ। জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শক্তি এ সকল যাহাদিগের চিত্ত হরণ করিল না, বল তাহারা কল্পনার পূজা না করিয়া আর কি করিবে? দেব, আমরা এই সকল দেখিয়া একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, অণুমাত্র কল্পনাপ্রিয়তা যেন আমাদের হৃদয়ে স্থান না পায়। তুমি যেমন ঠিক তেমনি ভাবে তোমায় আমরা দেখিব। একটু কল্পনার রং মিশাইলে সাধারণের চিত্ত অপহৃত হয় ইহা দেখিয়া যেন তোমার নিত্য নির্ব্বিকার স্বরূপের সঙ্গে কোন সংমিশ্রণ ব্যাপার আমাদিগের দ্বারা সংঘটিত না হয়। প্রাণে প্রাণে জ্ঞানে জ্ঞানে প্রেমে প্রেমে শক্তিতে শক্তিতে পুণ্যে পুণ্যে মিলাইয়া, হে অনন্ত দেব, তোমায় নিত্য কাল দর্শন করিব ভোগ করিব তুমি চির দিন আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

অজ্ঞেয়বাদ ও রহস্যবাদ।

অজ্ঞেয়বাদ, রহস্যবাদ এ দুইয়ের উৎপত্তি-ভূমি কোথায় অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এ দুইই সংশয়ক্ষেত্রসমুৎপন্ন। অজ্ঞেয়বাদ ঈশ্বরকে জগতের সর্ব্বত্র হইতে বিদায় করিয়া দেয়, রহস্যবাদও তাহাই করিয়া থাকে। অজ্ঞেয়বাদ দার্শনিকগণের চিন্তাসম্ভূত, রহস্যবাদ সাধকগণের কল্পনাপ্রসূত। দর্শন ও বিজ্ঞান অনুসরণকারিগণ অজ্ঞেয়বাদের আশ্রয় গ্রহণ করে, অকৃতকৃত্য সাধকগণ জ্ঞানাতীত রহস্য কল্পনা সাহায্যে অবলম্বন করে। অজ্ঞেয়-বাদ রহস্যে পর্য্যবসান হয়, কিন্তু সে রহস্য জ্ঞানাতীত বলিয়া আর তাহার তত্ত্ব লয় না, অকৃতকৃত্য সাধকগণ এই রহস্যকেই সার করে। অজ্ঞেয়বাদী রহস্যবাদী উভয়েই প্রকৃতিতে অস-ন্তুষ্ট, সুতরাং প্রকৃতি মধ্যে ঈশ্বরদর্শন কোনরূপে তাহাদিগের অভিমত নহে।

স্থিতি (জড়) ও গতি, চিন্তা ও ভাব অজ্ঞেয়বাদে একই সামগ্রী। জড় ও জীব-জগতে উহা সর্ব্বত্র এই সকল অবলোকন করে, এবং ইহাদিগেরই ক্রিয়া প্রদর্শন করে। যাহা কিছু ইহাদিগের অন্তরালে অবস্থিত, তাহা জ্ঞান বুদ্ধির অতীত পরম রহস্য, মনুষ্যের সেখানে যাইবার কোন অধিকার নাই। প্রকৃতি স্থিতি ও গতি, চিন্তা ও ভাবের বিকাশ স্থল, পরমরহ-স্যের বিকাশ ভূমি নহে। স্থিতি ও গতি চিন্তা ও ভাবের আরম্ভ আছে, তাই এই রহস্যকে মানিতে হয়, অন্যথা মানিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। একবার মানিয়া যখন স্থিতি ও গতি, চিন্তা ও ভাবের আরম্ভ হইল, তখন আর তৎসহ সম্বন্ধ নিষ্প্রয়োজন। অজ্ঞেয়বাদের সমুদায় প্রক্রিয়া একটি প্রবন্ধে দেখান সহজ ব্যাপার নহে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান এই অজ্ঞেয়-বাদের উপরে সংস্থাপিত। স্রষ্টৃহীন সৃষ্টি উহা নৈপুণ্য সহকারে নির্দ্ধারণ করিতে যত্ন করি-য়াছে, অথচ সমুদায় সৃষ্টির মূলে এক অজ্ঞেয় শক্তি স্বীকার করিয়া অযৌক্তিকতার হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের দর্শন বিজ্ঞান পাঠ করিলে অনেকে অজ্ঞেয়বাদ বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন। রহস্যবাদ পাশ্চাত্য নহে প্রতীচ্য, অতএব এতৎ-সম্বন্ধে বিশেষরূপে আমরা কিছু বলিব মনে করিয়াছি।

যাহা কিছু প্রকৃতি সঙ্গত, তাহা এরূপ সহজ ও সাধারণ যে সাধারণের চক্ষু তদ্দারা কখন সমাকৃষ্ট হয় না। পণ্ডিতবর বেকন বলিয়া-ছেন, "নাস্তিকতার দোষ সপ্রমাণ করিবার জন্য ঈশ্বর অলৌকিক ক্রিয়া করেন নাই, কারণ তাঁহার সাধারণ সৃষ্টিই উহার দোষ সপ্রমাণ করে।" প্রাকৃতিক প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে ঈশ্বরের ক্রিয়া অবলোকন করা সাধারণ দৃষ্টিতে অসম্ভব, এ জন্য প্রকৃতি ঈশ্বরের নিত্য বিহার স্থল হই-লেও জনসাধারণ তৎপরিগ্রহে একান্ত অসমর্থ। প্রকৃতি আবরণ হইয়া ঈশ্বরকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে, সুতরাং প্রকৃতির অতীতস্থলে ঈশ্ব-রকে অন্বেষণ করিতে হইবে, এই বিশ্বাস সহজে হৃদয়ে স্থান পায়। যোগের সহজ গতিতে প্রকৃতি অনাবৃত হয়, এবং প্রকৃতি প্রকৃতির ঈশ্ব-রকে সাধক সান্নিধানে আনিয়া উপস্থিত করে। প্রকৃতিকে অনাবৃত করিতে, প্রকৃতিসিদ্ধ সাধন-প্রণালী অবলম্বনীয় অথবা অপ্রাকৃতিক, এখা-নেই সাধকশ্রেণীর ভিন্নতা আরব্ধ হয়। রহস্য-বাদপ্রিয় সাধকগণ প্রকৃতিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে অবলোকন করেন, এবং তাঁহাদিগের সাধন-প্রণালী অতি তুচ্ছ হইলেও, তাহাতে অলৌ-কিক ক্ষমতা কল্পনাযোগে তাঁহারা আরোপ করেন। এই সকল সাধনপ্রণালী তাঁহারা নিয়ত গুপ্ত রাখেন, এবং গুপ্ত ভাবে অপরকে শিক্ষা দান করেন। বার, নক্ষত্র, দিক্, তিথি, সময়, ক্ষণ, যন্ত্র, মন্ত্র, আসন, শ্বাসাবরোধ প্রভৃতি তাঁহারা তাঁহাদিগের সাধনের অপরিহার্য্য অঙ্গ-

রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে সকল প্রণালীতে শরীর নিগ্রহ হয়, স্নায়ুবিকার সমুপস্থিত হয়, অদ্ভুত অলৌকিক বিষয় সকল দৃষ্টিগোচর হয়, সেই সকল তাঁহাদের অনুমোদনীয়। কেন না প্রকৃতির প্রতি ঘৃণাতে তাঁহাদিগের সাধন আরম্ভ হইয়াছে, প্রাকৃতিক কিছুই তাঁহাদিগের মনকে আকর্ষণ করিতে পারে না।

রহস্যবাদপ্রিয় সাধকগণের আচার ব্যবহার, আহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমুদায় স্বতন্ত্র। কেন না তাঁহারা এ সকলের প্রতিও অলৌকিক ক্ষমতা আরোপ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের গতি, অঙ্গ চালনা প্রভৃতি এরূপ স্বতন্ত্র যে সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে লোকাতীত মনে না করিয়া থাকিতে পারে না। স্বাভাবিক প্রণালীতে অঙ্গবিকৃতি মুদ্রাদোষ বলিয়া পরিহৃত হয়, রহস্যবাদে বিশেষ বিশেষ মুদ্রা বিশেষ বিশেষ সাধনের উপযোগী। স্বরবিকৃতি স্বাভাবিক প্রণালীতে ঈশ্বরাবমাননা বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, গুপ্ত সাধনে উহা সাধকের সিদ্ধির প্রারম্ভ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। স্বভাবসিদ্ধ সাধনে চেতনা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাবস্থায় রক্ষিত হয়, গুপ্ত সাধনপ্রণালীতে চেতনাবিলোপ লোকাতীত রাজ্যে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। স্বাভাবিক প্রণালীতে যে সকল স্বপ্নদর্শন বলিয়া সর্ব্বথা পরিহৃত হয় গুপ্তসাধন প্রণালীতে সেই সকলের অত্যধিক সমাদর। ঈদৃশ স্বপ্ন দর্শন পরিশেষে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া যায় যে তাঁহারা জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন দর্শন করিতে থাকেন এবং এই সকল স্বপ্নের ব্যাপার জনসাধনের নিকটে সত্য বলিয়া প্রচার করেন, সাধারণ লোকের মন অসাধারণতা ভাল বাসে, সুতরাং এই স্বপ্ন দর্শকগণের বাক্যে তাহারা সহজে বঞ্চিত হয়।

পাঠকগণ বলিবেন, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যখন রহস্যবাদের তিরোধান হইতেছে এবং হইবে, তখন রহস্যবাদ লইয়া আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন। শিক্ষা প্রভাবে কালে রহস্যবাদ বিলুপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু অকৃতকৃতা সাধকগণের ইহার প্রতি আকর্ষণ দেখিয়া আমাদিগকে এ সম্বন্ধে সকলকে সতর্ক করিতে হইতেছে। পার্থিব বিপুল অর্থ সঞ্চয়ে ব্যগ্র ব্যক্তিগণ যেরূপ ন্যায় পথে অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারে না, অন্যায়োপার্জ্জনে শীঘ্র শীঘ্র অতুলধনের অধিকারী হইতে অগ্রসর হয়, সাধন রাজ্যেও সেইরূপ প্রকৃতি সঙ্গত প্রণালীতে শীঘ্র একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জনসমাজে পরিগণিত হওয়া সুকঠিন দেখিয়া লোকে অস্বাভাবিক প্রণালীর অনুসরণ করিয়া থাকে। যাঁহারা চিরকাল সাধক থাকিতে চান, সিদ্ধত্বের অভিমান দূরে পরিহার করেন, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু কয় জন লোক অভিমান ছাড়িয়া ধর্ম্মরাজ্যে আগমন করিয়া থাকে। যাহাদিগের ধর্ম্মরাজ্যে শীঘ্র শীঘ্র মান সম্ভ্রম প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন তাহারা রহস্যবাদের অনুসরণ না করিয়া থাকিতে পারে না। এই অল্পদিনের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজেও রহস্যবাদ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং অনেক দুর্ব্বলচিত্ত লোকের মন সেদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। কর্ত্তা ভজা প্রভৃতি রহস্যবাদিগণ পূর্ব্বে ব্রাহ্মগণকে বিপথগামী করিত, এখন ব্রাহ্মদলের মধ্যেই তাদৃশ লোকের অভ্যুদয় হইয়াছে। এখন বিপথে গমন অনেকের পক্ষে সহজ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সময়ে সাবধান হওয়া সকলেরই সমুচিত।

নববিধান ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

নববিধান ও ব্রাহ্মধর্ম্ম এ দুইয়ের ঘনিষ্ঠযোগ কোন কালে বিচ্ছিন্ন হয় নাই, কোন কালে বিচ্ছিন্ন হইবে না। আর ও ব্রহ্মের যাঁহারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম, ব্রহ্মার্চ্চনা ব্রাহ্মের প্রাণ। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহিত নববিধানের সেই দিন যোগ হইল, যে দিন ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মকে লীলাময়রূপে অবলোকন করিলেন। ব্রহ্ম

চিরকাল অসঙ্গ উদাসীন রূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন, ধ্যানযোগ পরায়ণ নির্জ্জনসাধকের নিকটে তিনি আত্ম প্রকাশ করিয়াছেন, প্রকৃতি মধ্যে ও জনসমাজে অবতীর্ণ ব্রহ্ম, ব্রহ্মনামে আখ্যাত না হইয়া ভগবদ্রূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এই ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই যখন ব্রাহ্মের মনে লীলানুভব হইল তখন নববিধান নাম স্বভাবতঃ উপস্থিত হইল। অর্চ্চনীয় অখণ্ড ব্রহ্ম পূর্ব্বেও ছিলেন এখনও তিনিই রহিলেন, সুতরাং ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও নববিধান এ দুয়ের যোগ ছিন্ন হইল না।

ব্রহ্মের লীলানুভবে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কাল এক হইয়া গিয়াছে। ভূতকালের ব্রহ্মলীলা বর্ত্তমানের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে, এবং এই বর্ত্তমান ভবিষ্যৎকে আলিঙ্গন করিতেছে। ভূতকালের লীলার সঙ্গে বর্ত্তমান কালের লীলার যোগ আছে, বর্ত্তমান কালের লীলার সঙ্গে ভবিষ্যৎ লীলার অখণ্ড যোগ থাকিবে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কেবল ব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভূত ভবিষ্যতের অখণ্ড যোগকে আলিঙ্গন করেন নাই। কোন্ দেশে কোন্ সময়ে কোন্ সকল লোক লইয়া ঈশ্বর লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম তাহার সংবাদ লন নাই এবং সংবাদ লওয়াকে বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অবিশুদ্ধি সম্পাদন বলিয়া মনে করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ত্তমানের সঙ্কুচিত ভূমির মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া অথবা কেবল মাত্র প্রাচীন আর্য্য সময়ের মধ্যে আত্মপ্রকাশ দেখাইয়া অখণ্ড ব্রহ্মকে খণ্ডিত করিয়া ফেলেন। অন্য দেশ অন্য জাতি মধ্যে তিনি কি প্রকারে অর্চ্চিত হইয়াছেন, সমগ্র ইতিহাসে তিনি আপনাকে কিপ্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন, বিধানের ক্রমোন্মেষে ইহা আর অপ্রকাশ রহিল না। সুতরাং ব্রাহ্ম ধর্ম্মে অপরার্দ্ধ সংযুক্ত হইয়া ইহা নববিধান নামে পরিচিত হইল। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের লীলাভূমি এই উভয় লইয়া নববিধান।

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের লীলাভূমি এ উভয়, যখন একত্র হইল তখন সাধারণের চিত্তে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইল, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধি আর রক্ষা পায় না। এ আশঙ্কা যে কেবল অবিশ্বাস সম্ভূত, ইহা এই কয় বৎসরে বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে। ব্রহ্মের গৌরব নববিধান এমনই অকলঙ্কিত রাখিয়াছেন যে, ব্রহ্মকে লীলাময়রূপে দর্শন করিলে লীলাভূমিসংক্রান্ত বদ্ধভাব বা তাহাতে আসিয়া পড়ে, এ আশঙ্কা আর এখন কাহারও মনে উদিত হয় না।

"মহামান্য ঈশা মহীয়ান্ হউন, শ্রীগৌরাঙ্গকেও যথেষ্ট ভক্তি করি; কিন্তু তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শ করি না। অহঙ্কারী বলিতে চাও বল, দুরাচার বলিবে, তাহাও বল; কিন্তু কোন মানুষকে জীবনের আদর্শ কখনও মনে করি নাই, করিবও না। পূর্ণ আদর্শ মানুষ হইতে পারে না। যেখানে ঈশার আলোক পৌঁছিতে পারে না, ঈশ্বর আদর্শ হইয়া নিজ আলোকে স্থান প্রকাশ করেন। কোন পুস্তক নাই, যাহাতে পূর্ণ জ্ঞান পাইতে পারি, এই জন্য বইকে আদর্শ করিয়া লই নাই। ঈশ্বরের পুত্র সকলকে আমি যেমন ভালবাসি, কে এমন ভাল বাসিয়া থাকে? অথচ আমিই বলি, তাহাদিগকে জীবনের আদর্শ ভাবিয়া পিতার অপমান করিব না। আমি বাইবেল পুরাণকে ভালবাসিতে গিয়া পিতার অপমান করিব না। ঈশ্বরের কাছেই থাকিব, স্বর্গে কি পৃথিবীতে কাহারও দাস হইব না।"

প্রত্যেক নববিধান বিশ্বাসীর ইহাই হৃদয়ের কথা। ব্রহ্ম ভিন্ন বিধানবিশ্বাসীর গত্যন্তর নাই, কেন না তিনি ব্রহ্মের সহায়তা ভিন্ন কোন দিকে এক পাদ ও অগ্রসর হইতে পারেন না। "অন্যের ভাল কথায় ভাল কাজও করিব না, ঈশ্বরের কথায় করিব। অন্যের কথায় যাহা করিলাম না, ঈশ্বরের কথায় তাহা আগ্রহের সহিত করিব। যতক্ষণ না ঈশ্বরের কথা শুনিব, ততক্ষণ আমি কাজ আরম্ভ করিব না" এই সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞায় নববিধান বিশ্বাসীর অন্ধকার পথে আলোক। নববিধানে সর্ব্বথা ব্রহ্মের জয় হইল, ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ণ হইল, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধান এক অভিন্ন সামগ্রী হইয়া গেল।

নববিধান ভিন্ন অন্যত্র প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের আমরা স্থিতি দেখিতেছি না। যাহারা ব্রহ্মকে

নিত্য দর্শন করেন না, ব্রহ্মের বাণী নিত্য শ্রবণ করেন না, নিজ নিজ বুদ্ধি বা অপরের পরামর্শে চলেন, তাঁহারা ব্রহ্মের উপাসক নহেন, ব্রাহ্ম নহেন, তাঁহারা বুদ্ধি বা লোকবিশেষের দাস, সুতরাং ব্রহ্ম তাঁহাদিগের গুরু বা পথপ্রদর্শক নহেন। বড় লোক, মহান্ লোক হউন না কেন, আমি তাঁহার কথা শুনিয়া চলিব, ব্রহ্মের কথায় কর্ণপাত করিব না, ইহা ঘোর ব্রহ্মাবমানন। ব্রহ্মকে লইয়া ব্রাহ্ম, সেখানে অন্য কিছু আসিবে কি প্রকারে? আমি যদি ব্রহ্মের কথা শুনিতে গিয়া পদে পদে বিপদগ্রস্ত হই, আমার উন্নতি ধীরগতি হইয়া পড়ে, তথাপি আমি কোন লোক বিশেষের কথা শুনিয়া মহোচ্চশিখরে আরোহণ করিব না। যে দিন ব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়াছি; সেই দিন এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছি, এই প্রতিজ্ঞা হইতে কোন কারণে স্খলিতপদ হইতে পারিব না।

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে, এ সকল কথার সঙ্গে ব্রহ্মের লীলাভূমির সমাদর কোথায় রহিল যেখানে লীলাভূমি নাই, সেখানে বিধান নাই। যাহা বলা হইল তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম দাঁড়াইতেছে নববিধান দাঁড়াইতেছে না। ব্রাহ্মধর্ম্মকে অন্তর্ভুত করিয়া নববিধান আত্মপ্রকাশ করিতেছেন উপরি উদিত কথা সকলেতে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে। নববিধানের মূলে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থিতি করিতেছে, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে উহার পূর্ণ একতা থাকিবেই, তবে লীলা লইয়া যে বৈশেষ্য তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে সঙ্কুচিত সীমা মধ্যে অবস্থিতি করিতে দিতেছে না, ইহাই যথার্থ কথা। ব্রহ্ম যেমন আমাতে প্রকাশিত, তেমনি জগতে ও প্রত্যেক জীবিতে। ব্রহ্মের সমগ্র প্রকাশ ধারণ করিতে গেলে সর্ব্বত্র তাঁহার প্রকাশ উপলব্ধি করিতে হইবে। এখানে ব্রহ্মের প্রকাশ দর্শন করা পরিগ্রহ করা এবং সেই সেই প্রকাশ স্থলের অধীন হওয়া স্বতন্ত্র কথা। একজন মনুষ্য আমাকে বলিল, অমুক কার্য্য কর, এবং সেই মনুষ্যের সহিত সাধন ভজন আলাপাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া তন্মধ্য হইতে ঈশ্বরের বাণী পরাত্মযোগের পরিগ্রহ এ দুই এক নহে। মানুষের নিকট হইতে যাহা আদেশের আকারে সমাগত হয় তাহা বিনাশের কারণ। মানুষের ভিতর দিয়া যে ঈশ্বরের বাণী প্রবাহিত হয়, তাহা জীবনের হেতু। এইরূপ বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকল হইতে ঈশ্বর বাণী সমাগত হইয়া থাকে. কিন্তু তাহারা কেহ আদেষ্টা নহে, আদেষ্টা একমাত্র পরমেশ্বর। সকল স্থান হইতে আদেশ ও উপদেশ প্রচারে ঈশ্বরেরই মহিমা বর্দ্ধিত হয়। আর কাহারও গৌরব প্রকাশ পায় না। কেননা ঈদৃশ স্থলে ঈশ্বরাবির্ভাবে সেই সেই পদার্থ বিলুপ্ত হইয়া যায়, ঈশ্বর ও সাধক কেবল এই দুই থাকিয়া যান।

অনুকরণ ও অনুসরণ।

(প্রাপ্ত।)

অনুকরণ ব্যতীত অনুসরণ সিদ্ধ হয় না আমরা এ প্রস্তাবে তাহাই প্রদর্শন করিব। তাহা করিতে হইলে অগ্রে অনুকরণ ও অনুসরণ বস্তুটা কি, নিরূপিত হওয়া আবশ্যক।

অনু পূর্ব্বক 'কৃ ধাতু' অনট করিয়া অনুকরণ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার অর্থ এই, অনুশব্দ পশ্চাদ্‌বাচক, করণ শব্দ কার্য্য বা অনুষ্ঠানবাচক। উভয়কে মিলাইয়া পূর্ব্বানুষ্ঠাতার পশ্চাতে সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করাকে অনুকরণ বলা যায়।

আর অনুপূর্ব্বক 'সৃ ধাতু' অনট করিয়া অনুসরণ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহারও অর্থ পূর্ব্বের ন্যায় অনুশব্দের অর্থ পশ্চাৎ, সরণ বলিতে গমন বুঝায়। উভয়কে মিলাইয়া পশ্চাদ্ গমন এই অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। অনুকরণ কার্য্য দ্বারা, অনুসরণ গতি দ্বারা, অর্থাৎ পূর্ব্বানুষ্ঠাতা বা পথপ্রদর্শক যে যে কার্য্য করিয়াছেন এবং সেই সেই অনুষ্ঠান দ্বারা যে যে গতি লাভ করিয়াছেন, সেই অনুষ্ঠান দর্শন করিয়া, সেই সকল কার্য্যের অনুকরণ করিয়া তাঁহার পশ্চাতে অগ্রসর হওয়াকে অনুসরণ বলা যায়। সুতরাং অনুকরণ না করিলে অনুসরণ সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ পথপ্রদর্শকের গতি লাভ করা যায় না। একই গৃহে আরোহণ করিবার জন্য ক্রমোন্নত দুইটি সোপান, একটি অনুকরণ, দ্বিতীয়টি অনুসরণ।

আমি যাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়াছি, তিনি যে যে কার্য্য করিতেন আমিও যদি পরে তাঁহাকে আদর্শ করিয়া সেই সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করি তাহা হইলে তাঁহার অনুকরণ করিলাম। আচার্য্য উপাসনা করিতেন, তাঁহাকে উপাসনা করিতে দেখিয়া, তিনি উপাসনাকালে যেরূপ সরল সুমিষ্ট ভক্তি রসপূর্ণ বাক্য বলিতেন, তিনি অন্তরে বাহিরে যেরূপ পবিত্রতা রক্ষা করিতেন, যদি সেইরূপ করিয়া আমিও উপাসনা করি, তাহা হইলেই আমি অনুকরণ করিলাম। সমুদায় বিধানবাদী ব্রাহ্ম এই অনুকরণ করিয়াই উন্নত হইয়াছে। কেন না কিরূপে উপাসনা করিতে হয় উপাসনার কয়টী অঙ্গ থাকা উচিত, সেই সকল অঙ্গ থাকিবার প্রয়োজন কি, কিভাবে ইষ্ট দেবতার নিকটে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, কেমন অকৃত্রিমভাবে হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া প্রাণেশ্বরকে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত, পূর্ব্বে এ সকল কেহ জানিত না। পরে আচার্য্যের উপাসনাপ্রণালী দেখিয়া ও শুনিয়া, আচার্য্যের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দিয়া আমরা উপাসনা করিতে শিখিয়াছি এবং সেই ভাবে আপন জীবনকে উপাসনাশীল করিতে যত্ন করিতেছি। তিনি, দীর্ঘকাল ধ্যান করিতেন, আমরাও ধ্যান করি কিন্তু তাঁহাকে ধ্যান করিতে দেখিয়া, তিনি আরাধনা করিতেন বলিয়া আমরাও সেই ভাবে আরাধনা করি। তিনি প্রার্থনা করিতেন, কৃতজ্ঞতা দান করিতেন বলিয়া আমরাও করি।

আচার্য্য ভোজন কালে ভোজ্য অন্নের ভিতর শক্তিরূপা আনন্দময়ী জননীর জীবন্ত হস্ত দর্শন করিতেন এবং তাঁহার স্পর্শে অন্নের পবিত্রতা চিন্তা করিতেন। পরে সাধু ভক্তদিগের চরিত্ররূপ রক্ত মাংস বলিয়া সেই অন্ন ভোজন করিতেন। আমরাও এই কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার অনুকরণ করি। তিনি জলের ভিতরে পাপপ্রক্ষালনকারিণী সাক্ষাৎ মাতৃশক্তির আবির্ভাব দর্শন করিয়া সেই জলে স্নান করিতেন বলিয়া আমরাও সেই ভাবে সেই কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার অনুকরণ করি। তিনি পত্নীর সহিত শারীরিক সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাই দেখিয়া আমরাও সেইরূপ করিতে চেষ্টা করিতেছি, তিনি অন্নে বস্ত্রে গৃহে ও গৃহসজ্জাতে শ্রীহরিকে নিত্য বর্ত্তমান দেখিতেন বলিয়া আমরাও আমাদিগের আবাস ভবনকে হরিমন্দির করিতে চেষ্টা করিতেছি। এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমরা তাঁহার অনুকরণ করি কেন, তিনি অগ্রে এই সকল কার্য্য করিয়াছেন আমরা তাঁহাকে করিতে দেখিয়া পরে তাঁহার অনুকরণ করিতেছি কেন? তাঁহার অনুসরণকারী অর্থাৎ পশ্চাদ্গামী হইবার আশায়। যদি অনুকরণ না করি, অনুকরণ করা যদি নববিধানবিরুদ্ধ হয়, তবে আমাদিগের সমুদয় গৌরব চূর্ণ হইয়া যায়। তিনি উপাসনা করিয়াছেন আমরা উপাসনা করিলে তাঁহার অনুকরণ করা হইবে বলিয়া যদি উপাসনা না করি, তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুকরণ ভয়ে যদি আমরা বক্তৃতা না করি, তাঁহার কথা তাঁহার আচার ব্যবহার যদি আমরা নিজ নিজ জীবনে, বক্তৃতাতে, প্রচারক্ষেত্রে উদ্ধৃত না করি, তবে কদাচ আমরা তাঁহার অনুসরণ করিতে পারি না। ফলতঃ তিনি উপাসনা করিয়া ঈশ্বর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার ইঙ্গিতে জীবনকে নিয়মিত করিয়াছিলেন, সেই উপাসনা না করিয়া আমরা কদাচ সেই ঈশ্বর দর্শন লাভ ও তাঁহার বাণী শ্রবণে অধিকার পাইতে, পারি না। এখন যাঁহারা বড় বড় সাধু, আচার্য্য কর্ত্তৃক ঈশ্বর দর্শন ও ঐশী বাণী শ্রবণের পূর্ব্বে তাঁহারা কেহ কখন নিরাকার ঈশ্বরের দর্শন ও নিরাকার ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করা যায় ইহা জানিতেন না ও বুঝিতেন না। এবং তাঁহার দর্শন শ্রবণ ব্যতীত জীবনের গতি যে ফেরে না, দুরবস্থা যে ঘোচে না তাহাও কেহ জানিতেন না। কাজেই ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে অধুনাতন সাধুদিগের দর্শন শ্রবণ আচার্য্য দেবের অনুকরণ। এই অনুকরণ করিয়াই অনেকে নব জীবন লাভ করিয়াছেন। কেন না ঈশ্বর দর্শন না পাইলেও তাঁহার বাণী শ্রবণে প্রকৃত অধিকার না জন্মিলে জীবনে নববিধান ফলে না। এই স্থানে ইহাও স্পষ্ট বোধগম্য হইতেছে যে আমাদিগের জীবনে নববিধান প্রতিফলিত হওয়া একমাত্র অনুকরণের ফল। ঈশ্বরাজ্ঞা হইতে, তাঁহার ইঙ্গিত বা বিধি হইতে জীবনে যে নবতর কার্য্যতা উপস্থিত হয় তাহারই নাম নববিধান। অনুকরণ ইহার বিরোধী নহে প্রত্যুত অনুকরণ না করিয়া আমরা কেহ এই অবস্থ প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। এমন একটিও লোক আমরা দেখি নাই, যিনি আচার্য্যের উপাসনা প্রণালী না দেখিয়া তাঁহার নিকট উপাসনাতত্ত্বের ব্যাখ্যা না শুনিয়া এইরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালীর উপাসনা করিয়াছেন। সুতরাং অনুকরণ দ্বারাই আমরা নববিধান লাভ করিয়াছি ও করিতেছি এ কথা সত্য।

অনুকরণ না করিলে অনুসরণে অধিকার জন্মে না কেন, তাহাই বলা যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অনুকরণ কার্য্য দ্বারা, আর অনুসরণ গতি দ্বারা। সেইরূপ কার্য্য, সেই পূর্ব্বানুষ্ঠাতা আচার্য্য বা পথপ্রদর্শকের অনুষ্ঠিত কার্য্য সকল দ্বারা তাঁহার অনুকরণ না করিলে তিনি যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে গমনে অধিকার জন্মে না। তিনি যাহা যাহা দর্শন করিয়াছেন তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইরূপ ভক্তি বিশ্বাস উপার্জন করিয়া সেইরূপ অনুষ্ঠাতা হইতে না পারিলে, সেই ভাবে অটল অবিচলিত থাকিয়া ধ্যান করিতে না

পারিলে, সেইরূপ সরল শিশুর ন্যায় প্রার্থনা করিতে না পারিলে ঈশ্বর লাভ হয় না মহাযোগ মহাভাবের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না, সাধু ভক্ত দিগকে চেনা যায় না। এই জন্য মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "আমিই একমাত্র পথ. যে আমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চাহে সে চোর।" এই চৌর্য্যের প্রাচুর্য্য এখন অনেক স্থানেই দেখা যায়। কেননা ঈশার আচরিত কার্য্য সকল না করিয়া কেহ ঈশার গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন না। কিন্তু দুঃখের সংবাদ এই যে অনেকের মস্তকে ধর্ম্মাভিমান প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে এরূপ বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে যে তাঁহারা আপন আপন হৃদয়মূলে যৌবনসুলভ নানা প্রকার সাংসারিকতা ও চতুরতা লুকাইয়া রাখিয়াও আপনাদিগকে স্বর্গের শিশু বলিয়া ব্যক্ত করেন, এবং অপর ভক্ত মণ্ডলীকে অভক্ত বলিয়া হেয়জ্ঞান করিতেও কুণ্ঠিত হন না।

কার্য্য না করিয়া গতি লাভ করা যায় না এইটি আমাদিগের প্রস্তাব। আচার্য্য অন্ন জলের ভিতরে দিব্যশক্তি দর্শন করিয়া এবং সেই অন্ন জল সাধুভক্তদিগের রক্ত মাংস জানিয়া পান ভোজন করিয়া নিজের রক্ত মাংস পবিত্র করিয়াছিলেন। মানুষের মনে যে সকল কাম ক্রোধ প্রভৃতি অসুর বাস করিয়া মানবদেহের রক্তমাংস কলুষিত করে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার অনুকরণ করিয়া নিজ নিজ দেহের রক্ত মাংস পবিত্র করিতে চাই। যদি পারি, আমরা আচার্য্যের অনুসরণ করিলাম। অর্থাৎ আচার্য্য যে কার্য্য করিয়া যে গতি লাভ করিয়াছিলেন আমরাও সেই কার্য্য করিয়া সেই গতি লাভ করিলাম।

তিনি তীর্থযাত্রা করিতেন, আমরাও করি তাঁহার তীর্থ যাত্রার ফল লাভ করিবার জন্য। তিনি ঈশা মুশা মোহম্মদ সক্রেটিস প্রভৃতির নিকটে যে ভাবে গমন করিতেন সেই ভাবটি জীবনে আয়ত্ত না করিয়া কদাচ আমরা ঐ সকল মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করিতে পারি না। সেই সকল মহজ্জীবনের সঙ্গে মিলিতে চাহিলে সেই সেই জীবনের ন্যায় বিশুদ্ধ হইতে হইবে নতুবা মিশা যাইবে না। আমরা যদি একটি সামান্য কণ্টকের আঘাত সহ্য করিতে না পারি, লোকের একটি বক্রোক্তি শ্রবণ করিয়া যদি ক্রোধে অধীর হই, তবে কি ক্রুশে আত্মবিসর্জ্জনকারী ঈশার সঙ্গ লাভ করিতে পারি? তৈল ও তরল, জল ও তরল, হইলেও তৈলে জল মিশে না। সেই প্রকার ঈশা ও মানুষ আমিও মানুষ হইলেও দুইটি মিলন অসম্ভব। এই জন্য সাধনের প্রয়োজন। যোগ বল লাভ করিতে পারিলে, কার্য্যকুশল হইতে পারিলে জলের সঙ্গে তৈল মিলান যায়। তুমি আমি জানি না জলে তৈল কেমন করিয়া মিশে কিন্তু একজন রসায়নবিৎ যোগ নিপুণকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি উপায় করিয়া অতি সহজে এই কার্য্য সাধন করিবেন। এই জন্য বলিয়াছে "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" আচার্য্যের কার্য্য, আচার্য্যের আচার্য্য, আচরণ না করিয়া সুতরাং তাঁহার অনুকরণ না করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে পারি না। নববিধান লাভ করিতে পারি না। আচার্য্য শব্দের অর্থ কি পাঠক জান? আচার্য্য অর্থে আচরণীয়: আচার শব্দ ষ্য প্রত্যয় করিয়া আচার্য্য হইয়াছে। ইহার অর্থ অনুকরণের আদর্শ, অর্থাৎ আপন জীবনে আচরণ করিয়া তিনি যাহা দেখাইয়া দেন শিষ্য পরে সেই কার্য্যের অনুকরণ করে বলিয়া তাঁহার নাম আচার্য্য। ইহা দ্বারা অতি সহজেই বোধগম্য হইবে যে অনুকরণ না করিয়া অনুসরণ করিতে পারি না।

আর একটি কথা এই যে কেহ যদি গৌরাঙ্গ সাজিয়া, মোহম্মদ সাজিয়া, শাক্যমুনি এবং ঈশা প্রভৃতি সাজিয়া অভিনয় করেন কিম্বা কেবল বসিয়া থাকিয়া স্বর্গের শোভা দেখান,* তাহাকে অনুকরণ বলিব কি অনুসরণ বলিব? আমরা ইহাকে অনুকরণ বলিতে পারি না, অনুসরণ ও বলিতে পারি না কিন্তু আনুরূপ্য বা সারূপ্য বলিতে পারি। কেন না এ স্থলে কার্য্য বা গতি একটিরও সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। এখানে কেবল রূপের সঙ্গে সম্বন্ধ। একজন বলিলেন, 'আমি ঈশা, আর একজন বলিলেন, 'আমি গৌর, ইত্যাদি নাম করিয়া পরিচয় দিয়া সকলে একত্র বসিয়া স্বর্গের শোভা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা দ্বারা তাঁহারা কি করিলেন, সেই সকল মহাপুরুষের রূপ দেখাইলেন সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রতিরূপ হইলেন কিন্তু তাঁহাদিগের আচরিত কোন কার্য্য করিলেন না, কাজেই অনুকরণ হইল না। অনুকরণ না করিলে অনুসরণ হয় না ইহাত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাই বলি, ইহা অনুকরণও নহে অনুসরণও নহে। ইহা স্বর্গ হইতে পারে না কিন্তু স্বর্গের নকল করা হইতে পারে অথবা স্বর্গের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ হইতে পারে। কেননা চরিত্রে ঈশা গৌর না হইয়া কেবল সাজ সাজিয়া স্বর্গের শোভা দেখান ব্যঙ্গ করা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? স্বর্গে আকৃতি নাই সুতরাং আকৃতি দ্বারা স্বর্গ হইতে পারে না। স্বর্গে কেবল নিরাকার চরিত্রময় আত্মা।

* যাঁহারা এই কার্য্য করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে আমরা অভিনয় করি নাই শুধু সাজ সাজিয়া বসিয়া থাকিয়া শোভা দেখাইয়াছি। অপরের মূর্ত্তি সাজিয়া সেই নামে পরিচয় দিয়া বসিয়া থাকিয়া স্বর্গের শোভা দেখাইলে অভিনয় করা হয় না কেন, তাহা আমাদিগের বোধগম্য হইল না। আবার অভিনয় কাহাকে বলে? সেই সেই নামের পরিচয় না দিলে কেহ স্বর্গ কি নরক বুঝিতে পারে না। সুতরাং অনুষ্ঠান ব্যর্থ হইয়া যায়। সেই নামে পরিচয় দিয়া রঙ্গভূমিতে দাঁড়াইলেই অভিনয় করা হইল।

সেই সকল আত্মা লইয়া স্বর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে, শরীর দ্বারা সে স্বর্গের শোভা দেখাইতে পারা যায় না। স্বর্গে ঈশা গৌরের মূর্ত্তি নাই আত্মা আছে. আমি যদি সে চরিত্রে চরিত্রবান্ না হইয়া কেবল শরীরটি বসাইয়া বলি এই দেখ, আমি ঈশা, স্বর্গে গৌরাঙ্গ সহ, আমার কেমন মিল দেখ। তাহা হইলে পৌত্তলিকেরা যেমন ঈশ্বরের প্রতিমা নাই তবু সেই প্রতিমা প্রস্তুত করে সেইরূপ কি করা হইল না?

আর এক কথা এই যে, ঈশ্বর ব্যতীত কেবল মহাপুরুষ লইয়াও স্বর্গ হয় না, সে ঈশ্বর সাজিয়াছিলেন কে? তাঁহার নামটি জানিবার বড় সাধ হয়। যদি বলেন, ঈশ্বর নিরাকার, তাহাত সাজা যায় না। তবে নিরাকার ঈশা গৌর সাজিলেন কিরূপে?

ধর্ম্মতত্ত্ব।

যে ধর্ম্ম চির উন্নতির ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম অমুক অবস্থায় উপস্থিত হইলে চিরবিশ্রাম লাভ হইবে, সাধকত্ব গিয়া সিদ্ধত্ব অধিকৃত হইবে এরূপ স্থির নিদ্ধারণ নাই, সে ধর্ম্মে শান্তি ও সুখ কিরূপে হইবে. এই প্রশ্ন অনেকের মনে উপস্থিত হয়। চির উন্নতির ধর্ম্মের নামে যে এই বিভীষিকা প্রচলিত আছে, ইহাতে অনেক লোক পথভ্রষ্ট হয়। তাহারা এমন কোন পথ অন্বেষণ করে যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র সুখশান্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা। উন্নতির মধ্যে সুখশান্তি নাই. ইহা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা উন্নতি কি অবগত নহেন। নিত্য উপাসনা সাধন ভজনাদিতে যাঁহাদের সুখলাভ হয় না, তাঁহারা আজও যথার্থ উপাসনা সাধন ভজনাদিতে প্রবিষ্ট হন নাই। ঈশ্বরের নাম গ্রহণ, ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন, ঈশ্বরের নিকট প্রাণের কথা নিবেদন, তাঁহাকে দর্শন ও শ্রবণে আনন্দ হয় না, সুখ হয় না, শান্তি হয় না, এ কথা বলা ঈশ্বরাবমাননা। সাধকের উপাসনা দিন দিন ঘনীভূত হয়, ঈশ্বরের নাম মধুর হইতে মধুরতম হইতে থাকে, তাঁহার গুণকীর্ত্তনে সর্ব্বেন্দ্রিয় চরিতার্থ, দর্শন ও শ্রবণে প্রাণ কৃতকৃত্য হয়। সাধকসম্বন্ধে এ সকল কি অল্প লাভের ব্যাপার? এইরূপে অনন্তকাল সম্ভোগই আমরা চাই, সম্ভোগের নিবৃত্তি কখন আমাদিগের আকাঙ্ক্ষার বিষয় নহে। যাঁহারা উপাসনা করিতেছেন, অথচ নিত্য সুখী হইতেছেন না, তাঁহাদের অবস্থা শোচনীয়। উপাসনায় নিত্য অনুরাগ বৃদ্ধি, ইহাই স্বাভাবিক। উপাসনা ছাড়িয়া উঠা কষ্টকর, ইহা যাঁহাদিগের জীবনে লক্ষিত হয়, তাঁহারা উপাসনায় মধুরতা কি, কথঞ্চিৎ বুঝিয়াছেন। আমরা যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে পুরস্কার হাতে হাতে, আজ উপাসনা করিলাম দশ বৎসর পরে ফললাভ হইবে, ঈদৃশ উপাসনা প্রার্থনার আমরা পক্ষপাতী নহি। উপাসনায় তখন তখন লাভ ইহাই আমাদিগের উপাসনা। এখন যাহা পাইলাম, ভবিষ্যতে তাহা অপেক্ষা সেই উপাসনা প্রার্থনা হইতেই গুরু ফল লাভ করিব সত্য কিন্তু তখন তখন যে সুখ শান্তি হইল তাহাই আমাদিগের প্রাণকে সুশীতল রাখে। আমাদিগের ধর্ম্মে যখন ঈদৃশ ব্যাপার আছে তখন চির উন্নতির ধর্ম্ম বলিয়া কে উহাকে বিভীষিকা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে।

আচ্ছা বিধান বিশ্বাসি, তুমি বলিতেছ, তুমি ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও অপেক্ষা কর না তবে ঈশা মুষা প্রভৃতি এত গুলি মহাজন লইয়া সর্ব্বদা তোমার আন্দোলন কেন? "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই ব্যতীত তুমি কিছু জান না, তবে একমেবাদ্বিতীয়মের সঙ্গে এতগুলির সমাগম কেন? কে তুমি অনেক দেখিতেছ. আমিতো এক বৈ দুই দেখিতেছি না। তবে ঈশা মুষা প্রভৃতির কথা বলিসে তাঁহারা এবং আমি এক। সুতরাং এক জনেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ঈশ্বরকে অবলোকন করিতেছে। আমি এবং ঈশা দুজনে একজন না হইলে আমি ইচ্ছাযোগী হইতে পারি না। আমি এবং শ্রীগৌরাঙ্গ এক না হইলে আমাতে ভক্তি অসম্ভব। "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ" এ প্রাচীন কথা আমাদিগেতে এইরূপে সিদ্ধ হইতেছে। ঈশা মুষা প্রভৃতির দেবাংশ সহকারে আমরা এক হইয়া আমরা পরম দেবতার উপাসনা বন্দনাদি করিয়া থাকি. সুতরাং কোন কালে ঈশ্বরসম্বন্ধে আমাদিগের মধ্যে দ্বৈতাপত্তির সম্ভাবনা নাই। ভূতকালের মহাজনগণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, বর্ত্তমান কালের সাধকগণ সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। বর্ত্তমানের সাধকগণ সহ আমরা একাত্মা হইয়া ঈশ্বরের নিকটে গমন করি, সুতরাং এখানেও দ্বৈতাপত্তি নাই। যিনি উপদেশ দান করিতেছেন, যিনি শ্রবণ করিতেছেন, উভয়েই একাত্মা হইয়া এক ঈশ্বরের নিকটেই সত্য গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং এখানে উভয়েই শিষ্য, গুরু ও উপদেষ্টা একমাত্র ঈশ্বরের নববিধানে আরম্ভে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" চরমেও "একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

ভোগাসক্ত লোকেরা ভোগের বস্তুকে অকাল পরিপক্ক করিয়া লয়। ইহাতে লাভ এই হয় যে, সেই ভোগের বস্তু শীঘ্রই সুখভ্রষ্ট হয়, বিকৃত হইয়া যায়। ধর্ম্মরাজ্যে কতকগুলি ভোগাভিলাষী লোক আছেন, যাঁহারা সাধনে অসহিষ্ণু। তাঁহারা কাল প্রতীক্ষা করিতে অক্ষম, সুতরাং অস্বাভাবিক উত্তাপযোগে ফলাদি পরিপক্ক করিয়া লওয়ার ন্যায় অস্বাভাবিক সাধনপ্রণালীতে সমুদায় শরীর মনকে উত্তপ্ত করিয়া তুলেন। এইরূপ উত্তাপ হইতে যাহা কিছু লাভ হয়, তাহা অপ্রাকৃতিক এবং অস্থায়ী। আমরা দেখিয়াছি,

এক জন সাধকে বহু দিনের সাধনায় যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, এক জন সাধনে প্রবৃত্ত লোক দু দিনে তাহা আয়ত্ত করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। অল্প দিন মধ্যে সেই প্রধান সাধকের সমুদায় বাহ্য লক্ষণ তিনি লাভ করিলেন, এবং তজ্জনিত হয়তো মনে তাঁহার আও সুখও হইল, কিন্তু এ দুই ব্যক্তির ভিতরের বস্তু যে সমান নয়, সকলেই বুঝিতে পারেন। একজন কালপক্ক সাধক, আর একজন অকালপক্ক সাধক। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কি প্রকারে হইবে? কালপক্ক বস্তু স্থায়ী, অকালপক্ক বস্তু ক্ষণধ্বংসী। স্বাভাবিক সাধনে যাহা লব্ধ হয় তাহা চিরকাল থাকিয়া যায়, এবং ক্রমে তাহার উন্নতি হইতে থাকে; অস্বাভাবিক সাধনপ্রণালীতে লব্ধ অবস্থা প্রকৃতিসিদ্ধ নয় বলিয়া তাহা বিকৃত হইয়া যায় এবং উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ করে। কেহ যদি বলেন, আমাদিগের অনুবর্ত্তন কর, আমরা দশ বৎসরের সাধ্য বিষয় দশ মাসে সিদ্ধ করিয়া দিব; আমরা বলিব, আমরা দশ বৎসর বরং প্রতীক্ষা করিব, দশ মাসে আমরা সিদ্ধ মনোরথ হইতে চাই না। যেখানে ঈশ্বরের কৃপাবায়ু মানুষকে ধীরে সোপান হইতে সোপানান্তরে উত্থাপন করে সেখানে আমরা আমাদিগের মস্তক প্রণত রাখিব, কিন্তু সেরূপ পুরস্কারের আমরা পক্ষপাতী নহি যাহা কৃপা ও স্বভাব নিরপেক্ষ হইয়া আমাদিগকে সিদ্ধ মনোরথ করিবে বলিয়া অভিমান করে।

প্রেরিত পত্র।

নব সংহিতা গ্রহণ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "ধর্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

গত ১৬ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে "সংবাদ" স্তম্ভে ঢাকায় নববিধান সমাজ সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম যে তথাকার মণ্ডলী অতঃপর আর এরূপ ভ্রমে পতিত হইবেন না; কিন্তু আপনার লেখার প্রতিবাদ সূত্রে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া ১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে তথাকার উপাচার্য্য বঙ্গবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আরও দুঃখিত ও ব্যথিত হইলাম।

আচার্য্যদেব সমাজের বন্ধন দৃঢ় করিয়া তদন্তর্গত প্রত্যেক পরিবারকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সুখী পরিবারে পরিণত করিবার নিমিত্ত পবিত্রাত্মার আলোকে "নববিধানস্থ আর্য্যগণের জন্য" যে নবসংহিতা দিয়া গিয়াছেন তাহা নববিধানে বিশ্বাসীগণ রীতিমত গ্রহণ করিবেন কি না? বঙ্গবাবু "অনুকরণ ও অনুসরণ" লইয়া যে তর্ক করিয়াছেন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এই পত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিতে আমার ইচ্ছা নাই। মূল বিষয়ের সহিত তুলনায় এরূপ তর্ক অতি সামান্য বলিয়া বিবেচনা হয়। আসল কথা এই যে, যাঁহারা বর্ত্তমান বিধানকে পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদের নবসংহিতাকে সমাজের বিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে কি না? বিশেষতঃ, অনুষ্ঠানাদিতে বিধানাশ্রিত ব্রাহ্মগণ স্বেচ্ছামত প্রণালী অবলম্বন করিবেন, না সমাজ সংগঠনোদ্দেশ্যে আপনাদিগের ক্রিয়াকলাপকে প্রণালীবদ্ধ করিবেন? যদি সংহিতা গ্রহণ করাই মত হয় তবে তাহার "ভাব" না "বিধি" অনুসারে চলিবেন? ঢাকার নেতা বঙ্গবাবু বলেন, "আমরা নববিধানের ভাব (spirit) অনুসারে চলিতে দায়ী অতএব নবসংহিতারও ভাবানুসারে চলিতেই আমরা দায়ী।" জিজ্ঞাসা করি, বিধানবাদী সংহিতার ভাবানুসারে চলিতে "দায়ী" কেন? আর কাহার নিকটেই বা তিনি "দায়ী"? সংহিতার ভাবানুসারে চলা যদি ভগবানের অভিপ্রেত হয় তবে তাহার বিধি যথাসাধ্য পূর্ণরূপে পালন করা হইবে না কেন? তাহাও ত ভগবানের আদেশে এবং তাঁহারই অভিপ্রায় প্রকাশার্থ আচার্য্যদেব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আর যদি আমরা পবিত্রাত্মার অনুজ্ঞায় চলিবার জন্য ভগবানের নিকট দায়ী হই, তাহা হইলে 'নবসংহিতার ভাবানুসারে' চলিতে হইবে এ কথার অর্থ কি? সংহিতা অনুসারে চলা ও সংহিতার ভাবানুসারে চলা যে একই কথা নয় তাহা বলা অনাবশ্যক। আমি যেরূপ বুঝি তাহাতে আমার বিশ্বাস, প্রথম মতে চলিলে সমাজের বন্ধন দৃঢ় হইবে; দ্বিতীয় মতে চলিলে স্বেচ্ছাচার বাড়িবে, সকলে স্ব স্ব প্রধান হইবে, সমাজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে।

ভাবানুসারে চলার মতটী কতক ঠিক বটে, কিন্তু সর্ব্বাংশে ঠিক নহে। বঙ্গবাসী ব্যতীত অপর জাতীয় কোন ব্যক্তি নববিধানবাদী হইলে তিনি সংহিতার ব্যবস্থানুসারে আপন সন্তানের নামকরণ করিতে পারেন, কিন্তু অন্নপ্রাশনের বিধি পালন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর না হইতে পারে। এই প্রকার বিষয় লইয়া তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন। মূল কথা—দেশ কালাদিভেদে সমগ্র নববিধান সমাজ নবসংহিতার অনুজ্ঞা সকল যথাসম্ভব বিধিপূর্ব্বক পালন করিবে কি না? বঙ্গবাবু যাহা বলেন এবং যাহা করেন তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, তিনি চাহেন লোকে আপন ইচ্ছামত অনুষ্ঠান প্রণালী ঠিক করিয়া তদনুসরণ করিলেই তাহার সংহিতা "অনুসরণ" করা হইল, পালন করাও হইল। তিনি হয়ত বলিবেন, আমি এরূপ বলি নাই। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে স্পষ্ট বলুন আর না বলুন, কার্য্যতঃ এইরূপই দাঁড়াইতেছে। কেন, তাহা দেখাইব। বঙ্গবাবু লিখিয়াছেন, "প্রত্যেক বিশ্বাসীকে পবিত্রাত্মা ভগবানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আচার্য্যদেবের অনুসরণ করিতে হইবে।" ইহার ভাবার্থ এই যে, ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন সংহিতার বিধি পালন বা আচার্য্যের নির্দ্দেশমত চলা উচিত নহে। বঙ্গবাবু আপনার

অভিনব প্রণালীতে অনুষ্ঠানাদি করিয়া যদি মনে করিয়া থাকেন এইরূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবেন, তবে তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কারণ, যদি ভগবানের আদেশ মতেই আচার্য্যের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে যেখানে আচার্য্যের অনুসরণ ব্যবস্থা হইবে সেই খানেই অনুষ্ঠানাদিতে বিধিপূর্ব্বক সংহিতা পালন করিতে হইবে; যেহেতু আদেশবাদী বিধানবিশ্বাসী মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে নবসংহিতা ঈশ্বরের আদেশে লিখিত। সংহিতার প্রারম্ভে "উদ্বোধনে" যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠেই ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তর্কের আবশ্যক হয় না। আর ঈশ্বরের আদেশ না হইলেও যদি আচার্য্যের অনুসরণ করা উচিত হয় তাহা হইলেত সংহিতাকে পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিতে হইবে।

তবে বঙ্গবাবু সংহিতার বিধি "পুথিগত" বলিয়া সম্প্রতি দীক্ষা সম্বন্ধীয় কয়টী অনুষ্ঠান কিরূপে নিজের অভিনব প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন করিয়া সংহিতার অনুসরণ করিলেন বলিতে পারি না। সংহিতার "দীক্ষা" শীর্ষক বিষয়ের ৩য় বিধিতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে, "বালককে বিধিপূর্ব্বক নববিধান মণ্ডলীর মধ্যে গ্রহণ করা হইবে।" এই "বিধিপূর্ব্বক" শব্দের কিরূপ ভাব গ্রহণ করিলে বিধি পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর। যখন বঙ্গবাবু তাঁহার পত্রিকা বঙ্গবন্ধুতে নবসংহিতার বিধিকে "পুথিগত" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তখন কি বলিব তাঁহা কর্ত্তৃক সংহিতা ও তাহার মূলস্বরূপ বিধাতার অভিপ্রায় অনাদৃত হয় নাই? এ সকল কথা বলিতে বড় দুঃখ হয়, কিন্তু সত্যের অনুরোধে ইহার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। ঢাকার উৎসবের সময়কার বঙ্গবন্ধুতে তাঁহার প্রবর্ত্তিত দীক্ষানুষ্ঠানের পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গবাবু সংহিতার 'ভাব' গ্রহণ করিয়াছেন, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা বোধ হয় বঙ্গবাবুর 'ভাব' গ্রহণ করিবে। তিনি তাঁহার পত্রে লিখিয়াছেন, "বলিতে কি ভগবান দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে পরিচালিত হওয়াই আচার্য্যদেবের অনুসরণ করা।" ইহা অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে ঠিক হইতে পারে, কিন্তু সংহিতা সম্বন্ধে নহে; কারণ সংহিতার "নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ" শীর্ষক প্রস্তাবে আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, "(১৬) পবিত্র ধর্ম্মমণ্ডলীর সমস্ত সভ্যগণ, জাতি এবং সমাজের বিভিন্ন প্রকার রুচি অনুযায়ী আবান্তরিক বিষয়ে ভিন্ন মত সত্ত্বেও, মূল বিষয়ে কার্য্যপ্রণালী ও নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান বিধি স্থির করিয়া রাখিবেন। (১৭) যাঁহারা পবিত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের এবং তাঁহার ধর্ম্মসমাজের অনুগত, তাঁহাদিগের গৃহে এইরূপে উপাসনা এবং অনুষ্ঠান পদ্ধতির একতা রক্ষা হইবে।" আমি বিধানাশ্রিত সকল ভ্রাতাকে সংহিতার উক্ত নিদেশগুলি আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি; তাহা হইলে তাঁহারা আচার্য্যদেবের অভিপ্রায়, এবং যে ভগবানের আদেশে তিনি সংহিতা দিয়া গিয়াছেন তাঁহারও অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি বিধানবাদিগণের সুশৃঙ্খল পরিবারভুক্ত, মণ্ডলীভুক্ত, সমাজভুক্ত হইবার কিছুমাত্র অভিলাষ থাকে তবে যত দূর সম্ভব বিধিমতে নবসংহিতা গ্রহণ ও পালন ভিন্ন তাহার উপায়ান্তর নাই।

একান্ত বশম্বদ—একজন বিধানবিশ্বাসী।

অভিনয়।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায়ের পত্রখানি গতবারের ধর্ম্মতত্ত্বে পাঠ করিয়া আমরা বিস্ময়াপন্ন ও দুঃখিত হইলাম। আমরা প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে অভিনয় ক্ষেত্রে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক সাজা যে অন্যায় কার্য্য তাহা না জানিয়াই আমাদিগের ঢাকাস্থ বন্ধুগণ ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ শ্রীমহম্মদ প্রভৃতি সাজিয়া ছিলেন। আমাদিগের প্রচারক মহাশয়ের পত্রে প্রকাশ পাইতেছে যে, এরূপ কার্য্য যে অন্যায় তাহা তাঁহারা জানিয়াও করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন যে "ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের সাজ সাজিয়া অভিনয় করা অন্যায়," আবার বলিয়াছেন যে "তাঁহারা কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের অভিনয় করেন নাই, কেবল মাত্র তাঁহাদের সাজ সাজিয়া নিস্তব্ধভাবে তাঁহারা স্বর্গে কিরূপে বাস করেন তাহাই প্রদর্শন করা হইয়াছিল।" নিস্তব্ধ ভাবেই হউক আর যে ভাবেই হউক, তাঁহাদিগের সাজ সাজিয়া রঙ্গভূমিতে বাহির হওয়াই কি অভিনয় নহে? আমরা রায় মহাশয়ের যুক্তি বুঝিতে সক্ষম নই। যখন আমাদিগের আচার্য্যদেব প্রথমে নববৃন্দাবনের অভিনয় করিয়া নববিধানে কিরূপে অভিনয় করিতে হয় জগতে তাহার আদর্শ দেখান, তখন আমাকে অভিনয় কার্য্যের জন্য তিনি কৃপা করিয়া এক জন অভিনেতা মনোনীত করিয়াছিলেন; এবং এ কথা জীবনের পরীক্ষা হইতে বলিতে পারি যে, অভিনয় করা যে কি উচ্চতম কার্য্য, ইহার মধ্যে মাকে লইয়া প্রত্যক্ষভাবে যে আমোদ প্রমোদও করা যায়, অভিনয় করা এবং যোগ করা যে এক, তাহা এ পাপী এ পাপ জীবনে দেখিয়াছে। সেই সময়ে আমার এই কর্ণ—কেবল আমার বলি কেন? আমার ন্যায় আর আর যাঁহারা এই উপলক্ষে তাঁহার পদতলে বসিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রায় সকলেরই কর্ণ—ধর্ম্ম লইয়া অভিনয় ও অভিনয় সম্বন্ধীয় নীতি বিষয়ক কতকগুলি গূঢ় ও উচ্চতম কথা যাহা শুনিয়াছে, পৃথিবী কখন তাহা শুনে নাই। প্রফেট সাজা উচিত

কি না এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, প্রায় তাঁহারই কথাগুলি যত দূর স্মরণে আছে, নিম্নে প্রকাশ করা গেল। একদিন খুব কথার জমাট হইলে আমরা একজন বলিলাম, "এবার চৈতন্যের সন্ন্যাস আমরা অভিনয় করিলে খুব ভাল হয়। তাহা কি আমাদিগের অভিনয় করিলে হয় না?" আচার্য্যদেব অমনি বলিয়া উঠিলেন, কে শ্রীচৈতন্য সাজিবে? আমি পাপী, আমিতো তাহা পারি না। আমাদিগের পক্ষে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সাজা পাপ কি পাপ তাহা কি জান? পিতা ঈশ্বর সাজা "ব্লাসফেমি;" মহাপুরুষ সাজাও আমাদিগের পক্ষে "ব্লাসফেমি" এক্ষণে আমাদিগের ঢাকাস্থ ভ্রাতৃগণ এবং সমস্ত কথাকে মনুষ্যের প্রতি ভক্তি বলিয়া দোষ দিতে পারেন, কেহ কেহ ইহাতে নরপূজা ও পৌত্তলিকতার গন্ধ আছে বলিতে পারেন; কিন্তু আমাদিগের আচার্য্যদেব উপরিউক্ত কথা গুলি যে বলিয়াছেন তাহা আমরা শুনিয়াছি, মহাপুরুষদিগের প্রতি তাঁহার ভক্তিও উৎকরূপ ছিল। ইহাতে যে কোন প্রকার দোষ পড়ে না, নববিধানেরই উচ্চভাব ঠিক রক্ষিত হয়, তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিয়াছি। আমাদিগের ঢাকাস্থ ভ্রাতৃগণ বলেন যে, তাঁহারা স্বর্গরাজ্য প্রদর্শন করিতে গিয়া মহাপুরুষ সাজিয়াছিলেন। আমাদিগের আচার্য্যদেব প্রফেট সাজা নিষিদ্ধ বলিয়া মহাপুরুষ না সাজিয়াও ধরাতলে স্বর্গধাম দেখাইয়াছিলেন। সকলেই জানেন যে নববৃন্দাবন নাটকের শেষে তিনি যে "ট্যাবলোটি" করিতেন তাহা ধরাতলে স্বর্গধাম ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমরা সকলে জানি মহাপুরুষ সাজা নিষিদ্ধ, এই জন্য সেই "ট্যাবলোতে" খ্রীষ্ট, চৈতন্য, নানক, মহম্মদ প্রভৃতি সাজা হয় নাই; কিন্তু খ্রীষ্টান, বৈষ্ণব, শিখ, মুসলমান প্রভৃতিকে উক্ত মহাপুরুষদিগের পথাবলম্বী প্রতিনিধিরূপে প্রদর্শন করিয়া ধরাতলে স্বর্গরাজ্য দৃশ্য প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এক্ষণে আমাদিগের ঢাকাস্থ প্রচারক মহাশয় হয়তো বলিবেন যে, তিনি আচার্য্যদেবকে অনুকরণ করিতে ঘৃণা করেন, তিনি তাঁহার অনুসরণ করিবেন; তিনি পবিত্রাত্মার দ্বারা চালিত হইয়া যাহা ভাল বোধ হইয়াছে তাহা করিয়াছেন। আচার্য্যদেব যে পবিত্রাত্মার দ্বারা চালিত হইয়া উক্তরূপ বলিয়া ও করিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা কোন বিধানবিশ্বাসীই অস্বীকার করি না; কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমচন্দ্র রায় মহাশয় যে তাঁহা অপেক্ষা অধিক প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন, ভগবানের এরূপ কথা সকল শুনিয়াছিলেন যাহা আচার্য্যদেব শুনিতে পারেন নাই, এ কথা সকলেই বিশ্বাস করিতে অশক্ত। আমাদিগের ঢাকাস্থ ভ্রাতৃগণ প্রত্যাদেশে চালিত হইয়া প্রফেট সাজা উচিত মনে করেন করুন, কিন্তু তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন আমাদিগের প্রত্যাদেশের সহিত তাঁহাদিগের প্রত্যাদেশ মিলিল না। আমরা আচার্য্যদেবের প্রসাদে কলিকাতায় এখনও অভিনয় করিয়া থাকি। আচার্য্যদেবের ভাবে এবং পবিত্রাত্মার আলোকে আমরা আমাদিগের অভিনয় ক্ষেত্রের এই একটি মূল নীতি বলিয়া স্থির করিয়াছি যে, ষ্টেজে মহাপুরুষ সাজা নীতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য। আমাদিগের ঢাকাস্থ ভ্রাতাগণ এই কথা হয়তো বলিবেন যে, আমরা আপনাদিগকে প্রত্যাদিষ্ট মনে করি সুতরাং কিছুতেই কখনও প্রফেট সাজিতে ছাড়িব না; কিন্তু আমরা এই কথা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি যেন তাঁহারা মহম্মদ আর না সাজেন। ঢাকার মুসলমান দল যেরূপ প্রবল, এরূপ পুনর্ব্বার করিলে তাঁহাদিগের বিষম বিপদে পড়িতে হইবে, ইহা আমাদিগের ভয়। উপসংহার কালে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে ধরাতলে স্বর্গরাজ্য প্রদর্শন যদি আমাদিগের ভ্রাতৃগণ ওরূপ করিয়া অর্থাৎ নিষিদ্ধ সাজগুলি সাজিয়া করিতে গেলেন, তবে অত ভুল করিলেন কেন? কেবল প্রফেট লইয়া স্বর্গরাজ্যতো পুরাতন বিধানেই হইয়া থাকে, নববিধানে কি হয়? একপ করিতে গেলে এক জনের ঈশ্বর সাজা উচিত ছিল। ঈশ্বর ছাড়িয়া স্বর্গরাজ্য দেখাইতে গিয়া আমাদিগের ভ্রাতৃগণ পুরাতন বিধানের স্বর্গ দেখাইয়াছেন, নববিধানের স্বর্গ দেখান নাই। ঈশ্বর কি কেহ সাজিয়াছিলেন?

নববৃন্দাবনের এক জন অভিনেতা।

সংবাদ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ প্রণালীতে এ পর্য্যন্ত অনেক প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে; কিন্তু অদ্য আমরা একটী সম্পূর্ণ নূতন অনুষ্ঠানের বিষয় বলিতেছি। গত আষাঢ় মাসে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল নববিধান সমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু মহাশয়ের দশবৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্র হেমচন্দ্র লোকান্তর গমন করেন। বিধানবিশ্বাসী দুর্গাদাস বাবু সস্ত্রীক উপাসনা, প্রার্থনা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়া অতি কষ্টে বিষম পুত্রশোকে সংবরণ করিয়াছিলেন। পৈত্রিক ও স্বোপার্জ্জিত ধন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী স্থির করিবার জন্য আত্মীয় বন্ধু বান্ধবেরা দত্তক পুত্র গ্রহণের জন্য তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করায় তিনি বিধাতার অভিপ্রায় মতে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা, বরিশাল কালেক্টরীর হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত কালীকুমার বসুর ৪র্থ পুত্র শ্রীমান্ শশীরঞ্জনকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কালীকুমার বাবুও সানন্দে উক্ত পুত্রকে ভ্রাতার হস্তে ন্যস্ত করিতে সম্মত হইলেন। বিগত ৬ই কার্ত্তিক শুক্রবার প্রায় ৫০।৬০ জন ভদ্র পুরুষ ও মহিলার সমক্ষে অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। উপাসনার

পূর্ব্বে দেশাচারমত বালকটীর গাত্রে হরিদ্রা ও তৈল মর্দ্দনানন্তর স্নানাদি করান হইলে চারিদিকে মহা আনন্দধ্বনির মধ্যে তাহাকে সভায় উপস্থিত করা হইল। সঙ্গীতের পর পলকশূন্যলোচনে একটী গভীর ভাবপূর্ণ প্রার্থনা করিয়া কালীকুমার বাবু পুত্রের সত্ব ত্যাগ করিলেন। তদনন্তর দুর্গাদাস বাবুও দুইটী প্রার্থনা করিয়া পুত্রটীকে গ্রহণ করিলেন। অবশেষে অঙ্গীকার ও দানপত্রাদি পঠিত হইলে আর একটী সঙ্গীতান্তে সভা ভঙ্গ হইল। বালকের পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নিবারণচন্দ্র নাম রাখা হইয়াছে। নববিধানে এবার একটী নূতন ব্যাপার সংঘটিত হইল। দয়াময় শ্রীহরি এই পরিবারটীর মস্তকে তাঁহার মঙ্গলহস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করুন যেন ভবিষ্যতে এই নব ঘটনা হইতে সুফল উৎপন্ন হয়।

আমরা অতি দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে গত ২০শে আশ্বিন মঙ্গলবারে চট্টগ্রাম "রাইজান স্কুলের" শিক্ষক শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ বসুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী স্বর্ণসুন্দরী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বজননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮ই আশ্বিন শেষ রাত্রিতে তিনি একটী কন্যা প্রসব করিয়া নিদারুণ প্রসব যন্ত্রণায় অধীর হন, এবং তাহাই তাঁহার কালস্বরূপ হয়। যতক্ষণ জ্ঞান চৈতন্য ছিল ততক্ষণ তিনি "জগন্মাতা" "বিশ্বজননী" "আমি তোমার চিরদাসী" প্রভৃতি শব্দে সকাতরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বামীকে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নববিধানমতে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। নবজাত কন্যাটী সম্বন্ধে ভগবানের ইচ্ছা কি তিনিই জানেন। শান্তিদাতা পিতা তাঁহার শোকার্ত্ত পুত্রের অন্তরে সান্ত্বনা বিধান করিয়া তাঁহাকে এই পরীক্ষার মধ্যে অবিচলিত রাখুন।

ভাই কালীশঙ্কর কবিরাজ মহাশয়ের কন্যার বিবাহের জন্য কুচবিহারের শ্রীশ্রীমতী মহারাণী দয়া করিয়া ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা এই দানের জন্য বিশেষ ভাবে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছি।

ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু নিজের ও পরিবারের অসুস্থতা জন্য গাজিপুর অঞ্চলে গমন করিয়াছেন। যাইবার সময় তিনি মোকামা, দ্বারভাঙ্গা, সমস্তিপুরে নববিধান প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আমাদের ভ্রাতার গাজিপুর হইতে আরও পশ্চিমে প্রচার জন্য যাইবার ইচ্ছা আছে।

বিগত ৫ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার প্রাতে ৯৷৷০ ঘটিকার সময় আমাদিগের পুরাতন ব্রাহ্ম ভ্রাতা মোড়পুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষ একবৎসর কাল দারুণ উদরাময় রোগের যন্ত্রণা ভোগের পর অতি শান্তভাবে ঈশ্বরে আত্মনির্ভর করিয়া, বিশ্বাসের সহিত শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জ্ঞান ঠিক রাখিয়া, ইহ পৃথিবী পরিত্যাগ করতঃ শান্তিধামে যাইয়া রোগের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ভ্রাতার গমনে আমরা অতিশয় দুঃখ পাইয়াছি। ইহাঁর সহিত যৌবনের প্রথম অবস্থা হইতে আমরা ধর্ম্মব্রত পালন করিয়া আসিয়াছি। ইনি আমাদের আচার্য্যদেবের একজন অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইহাঁরই বিশেষ উদ্যোগে মোড়পুকুর গ্রামে সাধনকানন খরিদ করা হয়। ইনি আমাদের প্রচারক পরিবারগণের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বিধাতার বিধি কে খণ্ডন করিতে পারিবে। এক এক করিয়া সকলকেই এখন পৃথিবী ছাড়িতে হইবে, এই শিক্ষাই প্রতিদিনের ঘটনাতে বুঝিতেছি। কে কবে আহূত হইব কিছুরই স্থিরতা নাই। আমাদের ভ্রাতা যদিও গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিস আফিসে২০০ টাকার একটী সম্ভ্রান্ত পদে সুখ্যাতির সহিত ২২ বৎসর কাল কার্য্য করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় চলিয়া যাইবার সময় আপনার অনাথিনী স্ত্রী এবং ৯টী পুত্র কন্যার জন্য কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। মৃত্যুর চারি দিবস পূর্ব্ব হইতে তিনি সংসার সম্বন্ধীয় কোন কথা কহেন নাই। পুত্রগণের মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রটী সাবালক হইয়া ৫০৲ টাকা বেতনের একটী কর্ম্ম করিতেছেন। রক্ষাকর্ত্তা হরি। ভিন্ন এখন ইহাঁদের ভার আর কে বহন করিবে। শোক সন্তপ্ত হৃদয়ের শান্তিদাতা হরি এই পরিবারের কল্যাণ বিধান করুন।

বালেশ্বর।

২রা কার্ত্তিক, ১৮০৮ শক।

ভ্রাতা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মেদিনীপুরের কার্য্য বিবরণ।

১২ই অক্টোবর, রবিবার।—প্রাতে গোপগিরিতে দশ বারটী বন্ধু সহ উপাসনা করিতে যাই। প্রকৃতির মধ্যে মা আনন্দময়ীর শ্রীরূপ অতি সুন্দররূপ দর্শন হইয়াছিল। উপাসনান্তর "সকল অবস্থায় অবিকারী থাকা" বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। রাত্রে শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের বাসায় সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়, পরে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ভূপতি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে ভোজন করিয়া বাসায় থাকি।

১৩ই সোমবার।—পাহাড়ীপুর ব্রাহ্মসমাজে সামাজিক উপাসনা; ভক্তি ও ভজন বিষয়ে উপদেশ হয়।

১৪ই মঙ্গলবার।—শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গানারায়ণ বসুর বাসায় উপাসনায় "নিত্য উন্নতি" বিষয়ে উপদেশ হয়।

ভক্তিভাজন বন্ধুর ভবনে ভোজনাদি করিয়াছিলাম। এত প্রকারের আয়োজন হইয়াছিল যে খাইতে খাইতে উদর পূর্ণ হইয়া গেল, সমস্ত তরকারীতেই হস্ত দিবার অবসর হইল না।

ক্রমশঃ।

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২১ ভাগ। ২১ সংখ্যা।	১লা অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৮০৮ শক।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৸০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে আনন্দময়ি জননি, তুমি আনন্দ চির আনন্দ, নিমেষের জন্য বিষাদ দুঃখ কি তাহা তুমি জান না। আমরা সেই আনন্দ চাই, কিন্তু, মাতঃ, তোমার আনন্দ যে জ্ঞান পুণ্য প্রেমের সমষ্টি। এ সকল ছাড়া যে তোমাতে আনন্দ নাই। যে আনন্দ জ্ঞান-পুণ্য-প্রেম-শূন্য, সে তো আনন্দ নয়, সে যে মানস-বিকার। পাগল হাসে, কেবলই হাসে, হাসি আর তার থামে না, বল, মা, সে হাসিকে কি আনন্দ বলিতে পারি? সে তো আনন্দ নয়, সে যে বিকার, রোগ, বিষম রোগ। জননি, আমরা হাসিতে চাই, কিন্তু সেই হাসি হাসিতে চাই, যে হাসির মধ্যে নিরন্তর জ্ঞান পুণ্য প্রেম বিরাজমান। পাগলের হাসি আমাদের হাসি তা হলে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইবে। পৃথিবী আনন্দের নামে পাপের স্রোতে ভাসিয়াছে, চরিত্রে কলঙ্ক অপুণ্য থাকিতেও লোকে হাসিয়াছে, জনসমাজের প্রতি প্রাণিসমূহের প্রতি নিষ্ঠুর নির্দ্দয় হইয়াও আমোদ সম্ভোগ করিয়াছে, সর্ব্বপ্রকার অযুক্ত বিশ্বাসে জ্ঞানকে উপহাস করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছে, সুতরাং সত্য তাহাদিগের মধ্যে বাস করিতে পান নাই, বল, তুমি সেখানে বাস করিবে কি প্রকারে? আমরা কাঁদিব, চির জীবন কাঁদিব, তবু ধর্ম্মের নামে এ প্রকার আমোদ আমরা চাই না। জানি আমাদের কান্না হাসিতে পরিণত হইবে, আমরা কাঁদিতে ভয় করিব কেন? কান্নার ভয়ে যাহারা শীঘ্র হাসিতে যায়, তাহারা তোমার সে জ্ঞান প্রেম পুণ্যের আনন্দ পায় না, পৃথিবীর বাজারে বিকৃত আমোদ ক্রয় করিয়া লয়। ধর্ম্মের নামে আমি যে আমোদ পাই-তেছি, তাহা শারীরিক না তোমার সংস্পর্শ-জনিত বুঝিব কি প্রকারে? বুঝিব কেবল এই দেখিয়া যে তার সঙ্গে জ্ঞান পুণ্য প্রেম দিন দিন বাড়িতেছে। পৃথিবীর সুরাপানে নর্দ্দমায় পড়ে রাজ্যসুখ সম্ভোগ করা যায়, কিন্তু যাই নেশার ঘোর চলিয়া যায়, কোথায় রাজ্যসুখ, সমুদায় শরীর কর্দ্দমলিপ্ত, ক্ষীণ, দুর্ব্বল, ও সুখহীন, ধর্ম্মের নামে অসার আমোদসুরাপানও সেই প্রকার। কিন্তু মাতঃ, তোমার আনন্দ সুরাতো এ প্রকার নয়। যখন পান করা যায় স্বর্গসুখ সম্ভোগ হয়, নেশার ঘোর থাকিয়া যায়, বল বীর্য্য উদ্যম উৎসাহ শত গুণ বাড়ে, জ্ঞান পুণ্য প্রেমের নব নব উপাদানে আত্মা দিন দিন পূর্ণ যৌবন লাভ করে। তাই বলি, দীন-জননি, প্রকৃত আনন্দসুরাপান করাও, সেই

সুরাপানে যাহাতে চির জীবন কৃতার্থ হইতে পারি, তুমি এই প্রকার আশীর্ব্বাদ কর।

পবিত্রাত্মার লীলা।

মানুষ অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। পাপ রিপুনিচয় নিয়ত তাহাকে কঠিন নিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ মনে করিতেছে, আমি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেছি, কিন্তু সে তো ইচ্ছামত কিছু করিতে পারিতেছে না, সে যাহাকে আপনার ইচ্ছা বলিতেছে, তাহাতো তাহার আপনার ইচ্ছা নয়। সে এক বার ডুবিয়া দেখুক, ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখুক, তাহার ইচ্ছা কাহার নিকটে দাস হইয়া পড়িয়াছে? ইচ্ছার আর ইচ্ছাত্ব নাই, সে ক্রীত দাস। তাহার প্রভু যাহা বলিতেছে তাহাতেই সে সায় দিয়া চলিতেছে, নিজের ব্যক্তিত্ব সে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ঈদৃশ বদ্ধ ব্যক্তিসকলকে মুক্ত করিবার জন্য পবিত্রাত্মার সমাগম হয়। তিনি সমুদায় শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া একটি সোণার শৃঙ্খল পরাইয়া দেন, সে শৃঙ্খল শৃঙ্খল নয় অপূর্ব্ব ভূষণ, তাহাতে আত্মার অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধিত হয়। যে দেখে সেই বলে, আহা, এমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য তো কোথাও দেখি নাই। সত্যই ইহাকে স্বর্গের প্রভু আপনার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাই ইহার এত সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে। স্বর্ণ-শৃঙ্খল ভূষিত আত্মা পৃথিবীতে অদ্ভুত আশ্চর্য্য কার্য্য সকল করিতে থাকে, দেখিয়া লোকে অবাক্ এবং স্তম্ভিত হয়। কিন্তু পবিত্রাত্মা যে স্বর্ণ শৃঙ্খল পরাইয়া দেন, তাহা এক প্রকার নয়, তন্মধ্যে আশ্চর্য্য বিচিত্রতা আছে, এবং সেই বিচিত্রতানুসারে একই শৃঙ্খলের ভিন্ন ভিন্ন নাম গুণ খ্যাতি পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। একই স্বর্ণে এক প্রকারের ভূষণ নির্ম্মিত হইয়াও যেমন বিচিত্রতায় পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হয়, এখানেও তাহাই ঘটিয়া থাকে। উপাদান এক, অলঙ্কার এক, নির্ম্মাতা এক, অথচ বিচিত্রতায় মুগ্ধ লোক সকল ভিন্ন নামে ডাকিয়াছে, তাই ভিন্নতা এবং সেই দৃশ্যমান ভিন্নতা লোক সকলকে ভিন্ন সম্প্রদায়ে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

সৎ, চিৎ, আনন্দ; জ্ঞান, পুণ্য, প্রেম এ শৃঙ্খলের উপাদান। উপাদানের নাম শুনিতে ভিন্ন, বস্তুতঃ এক, যেমন একই স্বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন গুণ অনুসারে স্বর্ণ, হিরণ্য, সুবর্ণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। যখন যে গুণ এক জনের মনে সমধিক পরিমাণে প্রতিভাত হয়, সে সেই গুণের অনুরূপ নাম দেয়, কিন্তু নামীতে সকল গুণ একই সময়ে থাকে। যাউক, এই উপাদান নির্ম্মিত ভূষণের সামান্য নাম শৃঙ্খল কেন? এই জন্য যে উহা দুই বস্তুকে একত্র সংযুক্ত করে। একে অন্যের এইরূপে মিলন নিষ্পন্ন হয়, এবং এই শৃঙ্খলেরই নাম পবিত্রাত্মা। এখন পবিত্রাত্মার বিচিত্র লীলা কি আমরা কথঞ্চিৎ বলিতে প্রবৃত্ত হই।

পবিত্রাত্মা যখন আসেন তখন কি লইয়া আসেন? জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য লইয়া আসেন। যেখানে তাঁহার আবির্ভাব, সেখানে এ তিনের অবিসংবাদী ভাব অবশ্যম্ভাবী। যে কালে যে সকল মহাত্মা পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের জ্ঞান প্রেম পুণ্য সে কালের অতীত, পবিত্রাত্মার আবির্ভাবের, এ একটি অসাধারণ লক্ষণ। শ্রীচৈতন্যে সকলে উচ্ছ্বসিত প্রেম দেখিয়াছে, এবং প্রেমের নামে তাঁহার নাম হইয়াছে, কিন্তু বল, সেখানে জ্ঞান পুণ্যের কেমন উজ্জ্বল প্রতিভা বিনিঃসৃত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের অধ্যয়ন অতি সামান্য, কিন্তু ষড়্দর্শনবেত্তা সার্ব্বভৌম প্রভৃতি তাঁহার জ্ঞানের প্রচুর প্রতিভায় পরাস্ত হইয়া পদানত। অহো প্রেমিকচূড়ামণি শ্রীচৈতন্যের পুণ্যের তেজ পাপচক্ষু সহ্য করিতে অক্ষম। ভবানন্দের প্রভুর বিত্তে অতিথিসেবন, ছোট হরিদাসের সন্ন্যাসবিধির নিয়ম-

বিরোধে নির্জ্জনে স্ত্রীজাতির নিকটে ভিক্ষান্ন গ্রহণ, এ দুইয়ের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শাসনদৃষ্টি চিরকাল শ্রীচৈতন্যের পুণ্যের প্রভা পৃথিবীর নিকটে অপ্রতিহতভাবে প্রজ্বলিত রাখিবে। স্ত্রীসংস্পর্শে প্রাণত্যাগ, অথচ ভগবদ্দর্শনবিমুগ্ধ স্ত্রীর পদস্পর্শে আপনাকে কৃতার্থ মনে করা, সেই পুণ্যের সূক্ষ্মতম গতি সকলকে বুঝাইয়া দিবে। শ্রীচৈতন্য যে স্বর্ণশৃঙ্খলে হৃদয় স্বামীর সঙ্গে বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা খাঁটি সোণা ছিল, সুতরাং উপাদানের সকল গুণ গুলি তাহাতে বর্ত্তমান ছিল। যদি না থাকিত উহার কৃত্রিমতা আমরা অনায়াসে ধরিয়া ফেলিতে পারিতাম।

শৃঙ্খলের উপাদান এবং তন্নিষ্ঠগুণ একই হইল মানিলাম, উহার বিচিত্রতা কি বুঝা আবশ্যক হইতেছে। শৃঙ্খলের শৃঙ্খলত্ব দুইকে একত্র বন্ধন জন্য আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই স্বনিষ্ঠ সামর্থ্য না থাকিলে কখন উহার নাম শৃঙ্খল হইত না। যেখানে পবিত্রাত্মা আছে, সেখানে এই স্বনিষ্ঠ সামর্থ্য থাকিবেই। তবে জনভেদে এই অলঙ্কারের বিচিত্রতা দেখিয়া আমরা বলি, শৃঙ্খল একই, উপাদানও একই, কিন্তু বিচিত্রতা এমনই যে একগাছি শৃঙ্খল হইতে আর একগাছি শৃঙ্খলকে আমরা অনায়াসে ভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ঈশা মুষা শ্রীচৈতন্য বুদ্ধ জনক প্রভৃতি সকলেই স্বর্ণশৃঙ্খলে ভূষিত, শৃঙ্খলের উপাদাননিষ্ঠ গুণ ও তৎ সামর্থ্য একই, অথচ বিচিত্রতা সকলেরই বুদ্ধিগোচর।

এরূপ বিচিত্রতা হয় কেন? পাত্রভেদে। ভগবান্ প্রতিভক্তকে বিচিত্র শৃঙ্খল দিয়া ভূষিত করেন। সে শৃঙ্খলের উপাদান ও সামর্থ্য যদিও একই তথাপি বৈচিত্র্য জন্য ঈশ্বরের ক্রিয়া বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরে ঈশ্বরের ক্রিয়ার নির্দ্দিষ্ট প্রণালী আছে, সেই প্রণালী দিয়া তাঁহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। সে প্রণালী ছাড়িয়া গিয়া যদি মনুষ্য স্বকৃত প্রণালীর অনুসরণ করে, ঈশ্বরের ক্রিয়া বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় না, এবং সে শৃঙ্খলে তজ্জন্য যে বিচিত্রতা ছিল, তাহা বিলুপ্ত হয়, এবং সেই বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত শৃঙ্খল তিরোহিত হইয়া গিয়া কৃত্রিম শৃঙ্খল তাহার স্থান অধিকার করে। আমরা রূপকে যাহা বলিলাম বাস্তবিক তাহা নিয়ত ঘটিতেছে, যাঁহাদের অধ্যাত্ম দৃষ্টি আছে তাঁহারা কৃত্রিম ও অকৃত্রিম শৃঙ্খল অনায়াসে ধরিয়া ফেলিতে পারেন। তবে কি না আমরা যখন বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিতেছি, তখন কিরূপে ধরিতে পারা যায়, লেখা কর্ত্তব্য বলিয়া স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছি।

আমরা এত ক্ষণ যাহা লিখিলাম তাহাতেই বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে, পবিত্রাত্মরূপ প্রকৃত শৃঙ্খল এবং তদাভাসরূপ কৃত্রিম শৃঙ্খল কি? শৃঙ্খল যে উপাদানে গঠিত সে উপাদানের সকল গুলি গুণ যুগপৎ সন্নিহিত থাকা চাই। কোন একটি গুণের অভাব হইলেই বুঝিতে হইবে খাঁটি উপাদান বিদ্যমান নাই। জ্ঞান, পুণ্য, প্রেম এ তিন উপাদাননিষ্ঠ মূল গুণের কোনটির তিরোধান সম্ভবে না কেন না তাহা হইলেই স্বর্ণের স্বর্ণত্ব আর রহিল না। এই তো গেল উপাদানের কথা। শৃঙ্খলের শৃঙ্খলত্ব বস্তুদ্বয়ের একত্র সংযোগে। যদি যোগ না থাকে তবে জানিতে হইবে শৃঙ্খল নাই সুতরাং তৎসহ উপাদানও নাই। শৃঙ্খলের বিচিত্রতাবিষয়েও ইহাই বলা যাইতে পারে, কেন না বিচিত্রতা উপাদান ও ভূষণনিষ্ঠ। ভগবান্ আমায় কৃপা করিয়া যাদৃশ বিচিত্র ভূষণ দান করিয়াছেন, তাহার বিচিত্রতা নষ্ট করিতে গিয়া আমি সমুদায় ভূষণটি হারাইয়া ফেলি। যদি আমার বৈচিত্র্যের অভাব হয়, আমি নিশ্চয় জানিব, স্বর্গের ভূষণ আমার নিকট হইতে অপহৃত হইয়াছে, এখন যাহা পরিধান করিয়া জগৎকে দেখাইতেছি তাহা কৃত্রিম। এখানে প্রেম-পুণ্য জ্ঞানের একত্ব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যোগের তিরোধান হইয়াছে, কেবল তদাভাসে আপনাকে এবং

অপর সকলকে বঞ্চিত করিতেছি। উপাদান শৃঙ্খল ও তাহার বৈচিত্র্য, এ তিনই পরমাত্মার লীলাভূমি, এ ভূমি যেখানে নাই সেখানে লীলাও নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। ভগবানের কৃপায়, নববিধানে আমারা এক এক গাছি স্বর্ণ-শৃঙ্খল লাভ করিয়াছি, অপরাধ ও অনবধানে আমরা তাহা হারাইয়া না ফেলি, ইহা হৃদগত একান্ত কামনা।

বৈদিক যোগ।

প্রাচীন বেদ পাঠ করিয়া যাঁহারা অধ্যাত্ম-তত্ত্বদর্শী নহেন, তাঁহারা তন্মধ্যে এমন কিছুই দেখিতে পান না, যাহা সভ্যতম কালে অবশ্য রক্ষণীয় বলিয়া প্রতীত হয়। সরল বৈদিক ঋষি দিবা, রজনী ঊষা, জল, বৃষ্টি মেঘ প্রভৃতির নিকটে করজোড়ে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা এ কালের বিজ্ঞানোন্নতির সময়ে কি প্রকারে দেব-ভাব সম্পন্ন বলিয়া সমাদৃত হইতে পারে। যে সময়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন হয় নাই, বৈদিক ঋষিগণের সন্নিধানে সে সময়ে সকলই অদ্ভুত অলৌকিক ছিল, সুতরাং দিবা রজনী প্রভৃতি কালের পরিবর্ত্তন, অগ্নিবায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ, ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি সাময়িক ব্যাপার, তাঁহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিত, এবং এ সমুদায় স্থিরতর নিয়মরাজির অধীন বলিয়া তাঁহারা অবধারণ করিতে পারেন নাই, সুতরাং ঐ সকলেতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি মানিয়া তাঁহারা তৎসন্নিধানে প্রণত মস্তক হইয়াছেন। বিজ্ঞানের প্রভাবকালে এ সকল অযুক্ত বিশ্বাস আর স্থান পাইতে পারে না, সুতরাং বেদের সময় যখন গিয়াছে তখন আর বৈদিক যোগের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

আমরা বলি যাঁহারা এরূপ বলেন, তাঁহারা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক। তাঁহারা বিজ্ঞানের কোন শাখায় এমন কিছু দেখাইতে পারিবেন না, যাহার মূল পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বেদ যে মূলোপরি সংস্থাপিত তাহা নিত্য, সুতরাং বৈদিক ভাব নিত্য। প্রকৃতি ঈশ্বর-বিহীন এ কথা কে বলিল? বর্ত্তমান বিজ্ঞান-বিদ্গণ প্রকৃতির ঈশ্বরকে প্রকৃতি হইতে বিদায় করিয়া দিতে চাহেন। তাঁহাদের এ দুশ্চেষ্টা কখনই সফল হইবার নহে। ঈশ্বর ও প্রকৃতি অভেদসম্বন্ধে নিত্য আবদ্ধ, প্রকৃতিকে ছাড়িয়া ঈশ্বর গ্রহণ, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া প্রকৃতির মর্ম্মাব-ধারণ, এ দুইই একান্ত অসম্ভব। বৈদিক যোগ অধ্যাত্ম যোগের প্রথম সোপান, এ সোপান অতিক্রম করিয়া যোগের দ্বিতীয় অবস্থায় আরোহণ একেবারে অসম্ভব না হউক, অপূর্ণতার হেতু। যদি অন্তর ও বাহ্য উভয়কেই প্রকৃতি মধ্যে গণ্য করা যায়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া কোন প্রকার যোগই হইতে পারে না। আমরা মধ্যবর্ত্তীর মত মানি না, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যবর্ত্তিত্ব আমরা কোন প্রকারে অতিক্রম করিব তাহার সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতির নিকটে গিয়া তাহার সঙ্গে প্রথমে সৌহৃদ্য স্থাপন না করিলে, সে কখন আপনার আবরণ উন্মোচন করিবে না, এবং সে যদি আবরণ উন্মোচন না করে, কাহার সাধ্য তাহাকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের সহিত যোগ নিবদ্ধ করে।

বিজ্ঞানবিদ্গণ প্রকৃতিকে ঈশ্বরাধিষ্ঠানসম্বন্ধে তুচ্ছ করিয়া চিন্তাবিরহিত ব্যক্তিগণকে ঈশ্বর-বিহীন করিয়া ফেলিতেছে। কোথায় প্রাকৃতিক প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে ঈশ্বরের ক্রিয়া অবলোকন করিয়া লোকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবে, না কতকগুলি অন্ধ নিয়মের নামে মুগ্ধ হইয়া সমু-দায় সাধারণ ও মৃত ব্যাপার বলিয়া পরিগ্রহ করে। এ অবস্থায় ঈশ্বর মনুষ্যগণের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিলেন, অন্ধনিয়মাধীন প্রকৃতি মানুষকে কেবল উপহাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে প্রকৃতির সহিত বিরোধ উপ-স্থিত, যে ঈশ্বরের নিকটে যাইতে চায়, সেই

তাহাকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতে প্রবৃত্ত। আমি ঈশ্বরদর্শন ও তাঁহার সহবাস-সুখ সম্ভোগ করিতে চাই। প্রকৃতি অন্তরালে ঈশ্বরকে রাখিয়া অসাড় অচেতন বা সচেতন কতকগুলি অবরোধকবিষয় লইয়া আমার নিকটে উপস্থিত, আমি মহাবিরক্ত হইয়া সেই সকলের হাত এড়াইতে যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু কোথায় অতিক্রম করিব, না তাহাদের জালে দিন দিন আরও আবদ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিলাম। সহস্র চেষ্টায় এ প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে পারিলাম না, শেষে কল্পনাকে সাহায্য জন্য ডাকিলাম, সে আসিয়া কল্পিত রাজ্য সম্মুখে ধরিল, এবং তাহাকেই সত্য মনে করিয়া মানুষ অসত্যের সাগরে ডুবিল।

আমরা যোগ চাই, বৈদিক যোগ চাই, পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদিগের নয়নকে অন্ধ করিয়া দিয়াছে, আমাদের হৃদয় একান্ত শীতল হইয়া পড়িয়াছে; প্রকৃতির সঙ্গে আমাদিগের হৃদয়ের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। এখন আর আমরা উষার সৌন্দর্য্যে, দিবার আলোকে, রজনীর ঘোর অন্ধকারে ঝঞ্ঝাবায়ু অশনিনির্ঘোষে, জলবর্ষণে ঈশ্বরের দর্শন পাই না, সমুদায় আমাদিগের নিকট অতি সাধারণ, জীবনবিহীন, অর্থশূন্য ব্যাপার। কোথায় আমরা প্রতিবায়ুহিল্লোলে ঈশ্বরসংস্পর্শজনিত আনন্দ সম্ভোগ করিব, প্রতিপুষ্পে তাঁহার সৌন্দর্য্যের ছটা বাহির হইতেছে দেখিব, প্রতিহরিদ্বর্ণবৃক্ষলতা ফল পুষ্পাদিতে সুশোভিত হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের প্রেমের সঙ্গে সংযুক্ত করিবে, না কোথায় আমারা দেবশূন্য পৃথিবীতে নিয়ত বাস করিতেছি। যত দিন আমাদিগের এ দুর্দ্দশা না যাইতেছে, তত দিন আমাদিগের মধ্যে প্রকৃত যোগের অভ্যুদয় অসম্ভব।

বৈদিক যোগ না হইল আমরা বৈদান্তিক যোগে প্রবৃত্ত হইব, একথা বলিয়াও আমরা প্রকৃতির হাত এড়াইতে পারি না। এখানেও প্রকৃতির মধ্যবর্ত্তিত্ব একান্ত প্রবলতর। আত্ম-প্রকৃতি আয়ত্ত না হইলে, তন্মধ্য হইতে এত সকল বিকার যোগের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে যে, পরিশেষে যোগ হওয়া দূরে সাধারণ সাধন পর্য্যন্তে স্থির থাকা একান্ত সুকঠিন হইয়া পড়িবে। যে দিক্ দিয়া কেন আমরা যাই না প্রকৃতিকে কোন প্রকারে অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতিকে লইয়াই বৈদিক যোগ, সুতরাং বৈদিক যোগ চির অনতিক্রমণীয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব

অনুকরণ আমাদিগের ধর্ম্মে আমরা অধর্ম্ম মনে করিয়া থাকি, কেন না সাধারণতঃ অনুকরণ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার অর্থ এক জন মানুষ যাহা করিতেছে, আর এক জন বাহ্যতঃ ঠিক তাহাই করিতে যত্ন করিতেছে। বাহ্যভাবে কোন মানুষের অনুকরণ করিতে গেলেই ঈশ্বরের অনুকরণ করা হইল না, সুতরাং আমাদের ধর্ম্মের বিরোধী হইল। মহর্ষি ঈশ, বলিলেন, "আমার পিতা এখনও কার্য্য করিতেছেন, আমি কার্য্য করিব না?" এখানে তিনি কি করিলেন? পিতার অনুকরণ করিলেন। পিতা কার্য্য করিতেছেন বলিয়া তিনিও কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিলেন। এরূপ অনুকরণ করিবার সামর্থ্য মানুষের নিজের নাই, পবিত্রাত্মা ঈদৃশ সামর্থ্য অর্পণ করেন। অনুসরণ অনুকরণ দুই ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ হইলেও মূলার্থে ইহারা এক। কেন না আমি ঈশ্বরের অনুসরণ করি, তাহার অর্থ এই, তিনি যাহা করেন, আমি তাহাই করি। অনুসরণ বা অনুকরণ যেখানে পবিত্রাত্মার প্রণোদন ভিন্ন হয়, সেখানে অযুক্ত ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। আমরা পবিত্রাত্মার সহায়তায় যখন ঈশ্বরের অনুসরণ বা অনুকরণ করি, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে মহাজনগণের অনুসরণ ও অনুকরণ আপনা হইতে সজ্ঘটিত হয়। কেন সজ্ঘটিত হয়, না তখন আমাদিগেতে পুত্রত্বাদি প্রস্ফুটিত হইয়া সেই সেই মহাজনগণের সঙ্গে আমরা এক হইয়া যাই। সুতরাং বলিতে পারা যায় আমরা তখন সেই সেই মহাজনের একটী একটী ক্ষুদ্র অনুকৃতি বা প্রতিকৃতি। আমরা যখন বলি, আচার্য্যের অনুসরণ ও অনুকরণ, তখন এ দুই শব্দকে অভিন্নার্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। কেন না অনুসরণ বা অনুকরণ এখানে বাহ্য নহে আধ্যাত্মিক। তবে এখানে ইহাও বুঝিতে হইবে যে অনুসরণ ও অনুকরণে আমরা পবিত্রাত্মার হস্ত ধারণ করিয়া চলি, কেন না তাহা না হইলে এক জনের আত্মা, অপরের আত্মার অনুসরণ করিতে পারে না। পবিত্রাত্মার হস্তধারণ ঈশ্বরের হস্তধারণ এক ও অভিন্ন নহে। ঈশ্বরের হস্ত ধারণ করিলে,

তিনই মহাজনগণের সঙ্গে মিলাইয়া দেন, অন্যথা অনুসরণ বা অনুকরণ হয় না। এই আধ্যাত্মিক অখণ্ড্য নিয়ম অতিক্রম করিয়া আমরা কাহাকেও কোন দিন অনুসরণ বা অনুকরণ করিতে বলি নাই বলিব না এবং যখনই অনুসরণ বা অনুকরণের কথা উঠিবে এই অর্থে সকলে তাহা গ্রহণ করিবেন, আমরা অনুরোধ করি।

ঈশ্বরকৃপায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ট্রষ্টী নিয়োগ নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হইয়া গেল। ট্রষ্টীগণ কেবল ব্রহ্মমন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, ধর্ম্মসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার তাঁহাদিগের রহিল না। তিন জন ট্রষ্টী সমুদায় কার্য্য ঐকমত্যে নির্ব্বাহ করিবেন, অনৈক্য স্থলে সে বিষয় উপাসকমণ্ডলী দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে, ইহা দেখিয়া কেহ মনে করিতে পারেন না যে, উপাসকমণ্ডলীর হস্তে সমগ্র ক্ষমতা পরিগৃহীত হইয়াছে, ক্রমে সাধারণ উপাসকগণই এ প্রকার প্রবল হইয়া পড়িবেন যে ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহাদিগেরই মতামত চলিবে। আমরা বলি, নববিধানমণ্ডলীতে এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন হেতু নাই। উপাসকমণ্ডলী এমন কিছু ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন নাই, যাহা উহার সহব্যবস্থাপনে পূর্ব্ব হইতে নিহিত ছিল না। উপাসকমণ্ডলীস্থাপনের পর, উপাসকমণ্ডলীকে এমন কোন অবস্থায় নিপতিত হইতে হয় নাই, যাহাতে সহব্যবস্থাপনের নিয়ম সকলের বলে কোন প্রকার প্রকাশ্য কার্য্য করিতে হইয়াছে। যখন সমুদায় স্থির শান্ত ছিল, স্বতই নিয়মের কার্য্য সকল হইয়া যাইতেছিল, তখন নিয়মের বল প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা কি? আচার্য্যদেবের অন্তর্ধানের পর যে সকল ঘটনা ঘটিল তাহাতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত নিয়মরাজি জনচক্ষুর্গোচর হইল, সকলেই তখন তাহার কার্য্য অবলোকন করিতেছেন, এবং উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে যে বল আছে তাহা অনেকে অনুভব করিতেছেন। উপাসকগণ আত্ম অধিকার লইলেন বলিয়া তাঁহাদিগের যাহাতে অধিকার নাই, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিবেন, এ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই, কেন না তাঁহারা সে সম্বন্ধে আপনাদিগকে চির দিন দূরে রাখিবেন, এই প্রতিজ্ঞায় তাঁহারা স্বীয় অধিকারে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। নববিধানে যাহার যাহাতে অধিকার তাহা ছাড়িয়া অন্যত্র অধিকার বিস্তার অসম্ভব, এই জানিয়া আমরা নিশ্চিন্ত। নিয়মরাজি নিজ কার্য্য সমাধা করিয়া আবার পূর্ব্বরূপ শান্তভাবে গূঢ়ভাবে স্থিতি করিবে, এতৎসম্বন্ধেও আমাদিগের পূর্ণ আশা আছে। সুতরাং আমাদিগের মতে কোন আশঙ্কারই অবকাশ নাই।

প্রাপ্ত।

পবিত্রাত্মার কার্য্য।

প্রশ্ন। পবিত্রাত্মা ও তাঁহার প্রেরণা কিরূপ?

উত্তর। পবিত্রাত্মা পদ বিশেষণ ও বিশেষ্য এই দুইটি শব্দযোগে সিদ্ধ, যথা পবিত্র ও আত্মা। ইহা ঈশ্বরের রূপান্তর ও নামান্তরবাচক। ঈশ্বর ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া যে অভিপ্রায় প্রকাশ ও মুক্তিপ্রদ সত্যালোক প্রদান করেন, তাহাই পবিত্রাত্মার প্রেরণা।

প্র। সমপথাবলম্বী দুই জন ভক্ত বা সাধকের পক্ষে এক বিষয়ে পবিত্রাত্মার আলোক বা বাণী বিভিন্ন ও বিপরীত হইতে পারে কিনা?

উ। না, ঈশ্বর এক, একবিধ বিষয়ে দুই কি তদধিক সাধকের পক্ষে সেই এক ঈশ্বরের অভিপ্রায় এক প্রকার হইবে, ভিন্ন হইতে পারে না। যে স্থলে বিভিন্নতা সে স্থলে এক পক্ষের পবিত্রাত্মার অভিপ্রায় বুঝিবার ভুল স্বীকার করিতে হইবে। কোন বিশেষ বিধানে সেই বিধানের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ পবিত্রাত্মার আলোকে যে সকল ধর্ম্মবিধি প্রবর্ত্তিত ও যে সমস্ত মুক্তিপ্রদ তত্ত্ব প্রচার করেন, যদি সেই বিধানের অন্তর্ভুক্ত তাঁহার অনুগামী কোন লোক তদন্যথা করিয়া অন্যরূপ আলোক পাইয়াছেন বলিয়া অন্যবিধ বিধি ব্যবস্থা সংস্থাপন করিতে চাহেন তাহা তাঁহার ভ্রান্তি, ও নিজের মনের ভাব এবং কল্পনা ব্যতীত নহে, তাহা পবিত্রাত্মার আলোক হইতে পারে না, ইহা মানিতে হইবে। নূতন আর একটি বিধান ও নূতন মহাপুরুষের অভ্যুদয় না হইলে পর পবিত্রাত্মার প্রেরণায় প্রবর্ত্তিত তৎকালোচিত বিধি কখন বিপরিবর্ত্তিত, হইতে পারে না। যিনি সেই স্বর্গীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের প্রবর্ত্তিত বিধি সংশোধন ও খণ্ডন করেন, তিনি আপনাকে প্রত্যাদিষ্ট বড়লোক মনে করিলেও আমরা মনে করিতে পারি না, আমরা বিশ্বাস করি এস্থলে তাঁহার প্রত্যাদেশ বা পবিত্রাত্মার আলোক কল্পিত। পবিত্রাত্মার আলোকে নূতন বিধানপ্রবর্ত্তক কর্ত্তৃক সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রবর্ত্তিত যে বিধি তাহা পালনে সেই বিধানান্তর্গত কোন অনুগামী লোক পবিত্রাত্মার বিধি প্রাপ্ত হন না, অন্য রূপ বিধি লাভ করেন, আশ্চর্য্য কথা। এক বিধানাশ্রিত এক বিধানপ্রবর্ত্তকের মণ্ডলীভুক্ত সমশ্রেণীস্থ বহু সাধক একবিষয়ে যে আলোক লাভ করেন, তদন্তর্গত এক ব্যক্তি যদি বলেন আমি অন্যরূপ আলোক পাইয়াছি, আমার আলোকই সত্য, তাহা স্বীকার্য্য নহে। সামাজিক আলোকের উপর ব্যক্তিগত আলোক কখন প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। প্রচলিত বিধানে এইরূপ ব্যক্তিগত আলোক কল্পিত ও ভ্রান্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে

বিধানপ্রবর্ত্তকেরও এই বিধি, তিনি সামাজিক আলোককে অত্যন্ত মান্য করিয়াছেন। যিশু বলিয়াছেন যে, আমার নামে যে দুইজন সম্মিলিত হয় আমি তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান।

প্র। বিধানপ্রবর্ত্তকের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে নববিধানে পবিত্রাত্মার কার্য্য কি শেষ হইয়াছে? এই বিধানে কি আর কেহ নূতন আলোক পাইবে না?

উ। না, সেই আলোক বদ্ধ হয় নাই, বিধানান্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি পবিত্রাত্মার আলোকে চলিবেন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিয়া জীবনের কার্য্য করিবেন, বর্ত্তমান বিধানের এই বিধি। কিন্তু এই বিধানের মূলীভূত নূতন বিধি আর হইবে না। তাহা বিধানপ্রবর্ত্তকের তিরোধানের সঙ্গে বিরত হইয়াছে, আর কাহার দ্বারা নূতন বিধি হইতে পারে না। আর একটি নূতন বিধান না আসিলে নূতন একজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ না হইলে এই বিধানান্তর্গত সাময়িক বিধির অন্যথাচরণ ও নূতন বিধি সংস্থাপন অসম্ভব। তবে বিষয়বিশেষে পূর্ব্ববিধি অখণ্ডিত রাখিয়া আবশ্যক মতে অন্য বিধির সংযোজন হইতে পারে। এক বিধানের মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বিধি তৎপরবর্ত্তী বিধানের মহাপুরুষও খণ্ডন করেন না, পূর্ণ করিয়া থাকেন। যিশু বলিয়াছেন যে, আমি মুসার বিধি খণ্ডন করিতে আসি নাই, পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।

প্র। যাঁহারা প্রত্যাদিষ্ট ও পবিত্রাত্মা দ্বারা চালিত, তাঁহারা কি কোন বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকেন?

উ। হাঁ পবিত্রাত্মাধীন যাঁহাদের জীবন তাঁহাদের চরিত্র অলৌকিক লক্ষণাক্রান্ত, ভগবান যে জীবনে অবতীর্ণ হন, তাহাতে লোকাতীত তৎসময়ের অতীত জ্ঞান প্রেম পুণ্যের অবতরণ হয়। ঈদৃশ লোক সামান্য মনুষ্যের ন্যায় ক্রোধাদি রিপু দ্বারা পরিচালিত হন না, প্রাণদানে সত্য রক্ষা করেন, কোন কারণে সত্যের অপলাপ করেন না। তাঁহাদের জীবন পবিত্র নির্ব্বিকার হয়, চরিত্রে কোন রূপ বিকার প্রকাশ পাইতে পারে না। কেন না দেবাধিষ্ঠিত তাঁহাদের আত্মা, কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি আসুরিক পৈশাচিক ভাব তাহাতে স্থান পাওয়া অসম্ভব। তাঁহাদের জীবন বিনয় শান্তি ক্ষমা সহিষ্ণুতার আলয় হয়। দেখ পবিত্রাত্মাপরিচালিত যিশুর চরিত্র এবং যিশুদাস কেশবচন্দ্রের চরিত্র। তবে পবিত্রাত্মাধীন জীবন এক প্রকার, এবং সময়ে সময়ে জীবনে পবিত্রাত্মার আলোক লাভ করা অন্য প্রকার। প্রেরিত ও ব্রহ্মসাধকমাত্রই অল্লাধিক পরিমাণে পবিত্রাত্মার বাণী সময়ে সময়ে শ্রবণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের জীবন পবিত্রাত্মা দ্বারা সম্পূর্ণ পরিচালিত বলা যায় না। তাঁহাদের চরিত্রের অবিশুদ্ধতা ও বিকার তাহার প্রমাণ। পবিত্রাত্মাদ্বারা অনুপ্রাণিত যাঁহাদের আত্মা তাঁহাদের রসনা বিনির্গত বা লেখনী প্রসূত বাণীর অলৌকিক ভাব ও বিচিত্রতা এবং নূতনত্ব স্পষ্ট অনুভূত হয়। কোনটি ব্রহ্মবাণী কোনটি মনুষ্যবাক্য শ্রবণমাত্র সহজেই লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। পবিত্রাত্মার বাণীর অদ্ভুত আকর্ষণ, আশ্চর্য্য প্রভাব ও জীবন্ত শক্তি; শ্রবণমাত্র উহা বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার ন্যায় শ্রোতার মনের মধ্যে কার্য্য করে। উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ বলিতে হয় না যে, ইহা দৈববাণী, স্বর্গের নূতন কথা, তাহার লক্ষণ দ্বারা শ্রোতা আপনি বুঝিতে পারেন। পিত্তলকে স্বর্ণ কাংসকে রজত বলিয়া চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে প্রবঞ্চিত করিতে পারা যায় না, নিকৃষ্ট না উৎকৃষ্ট ধাতু সে দেখিয়াই চিনিয়া লয়। স্বর্ণকে স্বর্ণ রজতকে রজত বলিয়া পরিচয় দান নিষ্প্রয়োজন, ইহা আপন গুণেই লোকের নিকটে পরিচিত হয়। যিশু ও যিশুদাস কথায় কথায় ইহা পবিত্রাত্মার বাণী বলিয়া আপন প্রচারিত সত্যের সমর্থন করেন নাই, সেই বাক্যের প্রভাবেই লোকে আপনা হইতে তাহা ঐশ্বরিক বাণী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। পরমহংসদেব কখন পবিত্রাত্মার নাম করিতেন না, তিনি যে পবিত্রাত্মার প্রভাবে কথা সকল বলিতেন, তাহার উক্তির অলৌকিকতা উহা প্রমাণ করে।

প্র। পবিত্রাত্মাধীন মহর্ষি যিশু কি ক্রোধ দ্বারা চালিত হন নাই? তিনি ইহুদি ধর্ম্মযাজকদিগকে "কাল সর্পের বংশ" বলিয়াছিলেন, মন্দির হইতে কতকগুলি পণ্যজীবীকে চপেটাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, ইহা কি ক্রোধের কার্য্য নহে? নববিধানের প্রবর্ত্তক যিশুদাস কেশবচন্দ্র স্বীয় বক্ষে প্রতিপালিত কোন কোন শিষ্যের ও কতকগুলি অনুগামী লোকের জুডাসের ন্যায় ভয়ঙ্কর ব্যবহার ও ঘৃণিত কার্য্য দেখিয়া কি ক্রোধ করেন নাই?

উ। পুণ্যাত্মা যিশুকে ক্রোধাদি রিপু দ্বারা পরিচালিত হওয়া বলা অত্যন্ত ধৃষ্টতা ও দুঃসাহসিকতা। জননীর যেমন সন্তানের প্রতি প্রেম, লোকের প্রতি যিশুর সেইরূপ প্রেম ছিল। দয়ার্দ্র হৃদয়া জননী দয়াবশতই দুষ্ট সন্তানকে ভৎসনা ও গালি দিয়া থাকেন, কপট ধর্ম্মযাজকদিগের দুর্ব্বৃত্ততা ও পাষণ্ডতা দেখিয়া দেবনন্দন যিশু তাহাদিগকে দুঃখ ও দয়াতেই "কালসর্পের বংশ" রূপ বলিয়াছিলেন। ধর্ম্মমন্দিরে কুক্কুট ও কুক্কুটাণ্ড বিক্রয় হইতেছে, নানা বাণিজ্য কার্য্য ও সাংসারিক ক্রিয়া আমোদ চলিতেছে, ইহা দেখিয়া ঈশ্বরাবমাননা ও পবিত্র মন্দিরের অবমাননার জন্য তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যথিত হয়, তাহাতেই তোরা আমার পিতার গৃহকে পণ্যশালা করিয়াছিস, এখানে সংসার আনয়ন করিয়াছিস বলিয়া তিনি পণ্যদ্রব্যাদি ফেলিয়া ছড়িয়া ক্রেতা বিক্রেতাদিগকে চড় মারিয়া তাড়াইয়া দেন। মহাপুরুষ যিশু এই কার্য্য যে গভীর ঈশ্বর প্রেম হইতে করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য।

নিশাথকালে শত্রুগণ যখন তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য আক্রমণ করে, এক শিষ্য করবালের আঘাতে এক জন আক্রমণকারী সৈনিক পুরুষের কর্ণচ্ছেদন করিয়া ফেলে, তাহা দেখিয়া যিনি ব্যথিত হইয়া প্রেমভরে বলিয়াছিলেন, হায়! কি করিলে অস্ত্রের আঘাত করিলে, পার্থিব অস্ত্র চালাইলে। যিনি গুরুতর যন্ত্রণায় ক্রুশে হত হইবার সময় হত্যাকারী শত্রুর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাঁহার উপদেশ এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে অন্য গণ্ড ফিরাইয়া দিবে, যিনি বলিয়াছেন সপ্ততি গুণ সপ্ত বার ভ্রাতাকে ক্ষমা করিবে, এবং আপন জীবন দ্বারা এই সকল কথা সপ্রমাণ করিয়াছেন, যিনি জেরুজিলম নগরের পাপ পাষণ্ডতা স্মরণ করিয়া গভীর অন্তর বেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, হায়! জেরুজিলাম, হায়! জেরুজিলাম বলিয়া কত খেদ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনোবিকার ক্রোধ কে এরূপ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারে? জর্ডনজলে মহাত্মা জন কর্তৃক অভিষিক্ত হওয়া অবধি পবিত্রাত্মার সমাগমে যিনু দ্বিজাত্মা হন, নবজীবন লাভ করেন। যিনি পবিত্রাত্মার হস্তে ক্রোড়া-পুত্তল, যাঁহার জীবন পবিত্রাত্মা দ্বারা চালিত, তিনি পাপ-শূন্য দ্বিজাত্মা হইয়া থাকেন, তিনি কথায় কথায় ক্রোধ অভিমান করেন না, তাঁহার কোন স্বার্থ থাকে না। ক্রুশ দূরে থাকুক, কুশাঙ্কুরের আঘাত যাঁহাদের গায়ে সহ্য হয় না, তাঁহাদের জীবন কি প্রকারে পবিত্রাত্মা দ্বারা চালিত বলা যাইতে পারে? নিজেরা বলিলেও জগৎ কেন স্বীকার করিবে? যিসুদাস ভক্ত কেশব চন্দ্রের কথা বলি, যিনি বিশ্বাসঘাতক হইয়া তাঁহার হৃদয়ে নানা মিথ্যা অপবাদ দ্বারা ভয়ানক আঘাত ও তাঁহার প্রতি কঠোর অত্যাচার করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন যে, সে আমার হৃদয়ে আছে, তাহাকে আমি বুকে করিয়া আছি। ঘোর দুরাচরণ দেখিয়াও তিনি কোন দিন কোন বিরোধীর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশ এবং কটূক্তি করেন নাই, বরং তাঁহাদের দুরবস্থা ও দুর্গতি দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বরবিদ্রোহিতা, অবিশ্বাস, অধর্ম্মাচার, বিলাস, ব্যভিচারের বিরুদ্ধে তিনি আন্তরিক দুঃখ ও প্রেম সহকারে সময়ে সময়ে তীব্র বাক্য সাধারণ ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া নয়। কখন কাহার প্রতি তাঁহাকে ক্রোধ প্রকাশ ও কটূক্তি করিতে কেহ দেখে নাই। তাঁহার ক্ষমা সহিষ্ণুতা বৈরাগ্য ও পবিত্রতার নিগূঢ় মর্ম্ম জগৎ আজও বুঝিবার ক্ষমত লাভ করে নাই।

প্র। নববিধানে ত একমাত্র পবিত্রাত্মা দ্বারাই চালিত হইতে হইবে?

উ। হাঁ পবিত্রাত্মা দ্বারা যে চালিত হইতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? পবিত্রাত্মার আলোকেই সমুদায় বুঝিতে হইবে, জানিতে হইবে। কিন্তু পিতা পুত্র পবিত্রাত্মা এই তিন চাই, শুদ্ধ পবিত্রাত্মা পবিত্রাত্মা বলিলে হইবে না। সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সর্ব্বসমঞ্জস সর্ব্ব ধর্ম্মভাবের সমন্বয় না হইলে নববিধান হয় না। ধর্ম্মের একদেশ অবলম্বন করিয়া সাম্প্রদায়িক পুরাতন ধর্ম্ম গঠিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত সাধকদিগের কেহ কেহ শুদ্ধ পবিত্রাত্মার প্রভাব মান্য করিয়াছেন, কেহ কেহ কেবল পিতার শরণাপন্ন, কেহ বা পুত্রের আশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কেহ কেহ শুদ্ধ মিষ্টিসিজম, নানা ছবি ও আলোক দর্শন এবং ভাবুকতা দ্বারা চালিত হইয়াছিলেন, তাহাতে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় নানা দলে বিভক্ত হয়। তবে সেই সকল দলের নেতাদিগের চরিত্রের বল জীবনের শুদ্ধতা তীব্র বৈরাগ্য ছিল, তজ্জন্য অনেক স্থলে বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে নাই। আমাদের মধ্যে সেইরূপ চরিত্রের শুদ্ধতার বল কোথা? অনেক সময় লোকে স্বীয় ভাবুকতাকে ঈশ্বরদর্শন ও প্রত্যাদেশ বলিয়া প্রতারিত হন। ইহা মনে করিয়া সাবধানে চলা আবশ্যক। জীবনে রিপুজয় ও শুদ্ধতা প্রদর্শন না করিয়া অনুক্ষণ দর্শন শ্রবণাদি উচ্চ উচ্চ কথা বলিলে কি হইবে? তাহাতে ধর্ম্মের গৌরব না হইয়া বিশেষ রূপে অগৌরব হয়।

প্রচার ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন হইতে প্রাপ্ত।

আমি ২৬ শে আশ্বিন রংপুরের অন্তর্গত কাকিনা হইতে কুড়িগ্রামের সবরেজিষ্টার ব্রাহ্ম বন্ধু বাবু বিপিনমোহন সেহানবিশ মহাশয়ের সঙ্গে কুড়িগ্রামে যাত্রা করি। ২৭ শে মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে তথায় উপস্থিত হই। কুড়িগ্রাম রংপুর জিলার অন্তর্গত একটি সবডিবিজন, এই স্থানের পূর্ব্ব পার্শ্বে ধবলা নদী প্রবাহিত। ২৮ শে বুধবার মধ্যাহ্নে বিপিন বাবুর কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার গৃহে বিশেষ উপাসনা প্রার্থনা হইয়াছিল, অপরাহ্নে নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। ৭।৮ টী ভ্রাতা কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর শারদীয় পূর্ণিমা উপলক্ষে ধবলা নদীর সিকতাময় তীরে প্রার্থনা এবং পূর্ণচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলা হয়। সেখানে মত্ততার সহিত কীর্ত্তন হইয়াছিল। সবডিবিজনের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু দীননাথ দে তখন আসিয়া যোগ দান করিয়াছিলেন। তৎপর ডাক্তর হরিনাথ সিংহের ভবনে তাঁহার পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনাদি ও ভোজ হয়। ২৯শে তারিখ বিপিন বাবুর ভবনে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল। ৩০শে নায়েব হরিশ্চন্দ্ররায়ের ভবনে সঙ্কীর্ত্তন, প্রার্থনা ও সৎপ্রসঙ্গ হয়। ৩১ শে তারিখ বিপিন

বাবুর ভবনে সৎপ্রসঙ্গ গ্রন্থ পাঠ প্রার্থনা সঙ্গীত হইয়াছিল। ১লা কার্ত্তিক রবিবার অপরাহ্নে ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ দে মহাশয়ের ভবনে সঙ্কীর্ত্তন এবং রাত্রিতে সমাজ গৃহে সামাজিক উপাসনা হয়। সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। ২রা সোমবার কুড়িগ্রাম হইতে দার্জ্জিলিঙ্গে যাত্রা করা যায়। ৬ ৭ দিন কুড়িগ্রামে বন্ধুবর বিপিন বাবুর ভবনে অবস্থিতি করা হইয়াছিল। ডাক্তর হরিনাথ বাবু সপরিবারে উপাসনাদিতে যোগ দান করিবার জন্য এই কয় দিন প্রায় বিপিন বাবুর বাসায়ই পরিবার সহ স্থিতি করিয়াছিলেন। আফিস ও স্কুল বন্ধ থাকা বশতঃ লোক জনের অভাবে এখানে বক্তৃতাদি হইতে পারে নাই।

দার্জ্জিলিঙ্গ যাইবার কালে একদিন বিশ্রামের জন্য জলপাইগুড়িতে তথাকার সবডিপুটী কলেক্টর বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বসুর গৃহে তাঁহার সাদর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া স্থিতি করি। এখানে পুরাতন বন্ধু দীর্ঘ সিতশ্মশ্রু-ধারী জলালমিঁয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সকালে ও বিকালে সবডিপুটী বাবু ও জলালমিঁয়া উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। মিঁয়া সাহেবের সঙ্গে আচার্য্যচরিত্র ও নববিধানসম্বন্ধে অনেক কথা হইয়াছিল। তিনি আদর করিয়া আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং জলপাই গুড়ি হইতে দার্জ্জিলিঙ্গে যাইবার সময় ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইয়া টিকিট ক্রয় করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিলেন।

৫ই কার্ত্তিক প্রাতঃকালে মেল ট্রেণে জলপাই গুড়ি হইতে দার্জ্জিলিঙ্গ যাত্রা করি। ৮ টার সময় শিলিগুড়িতে ট্রেণ উপস্থিত হয়। দ্বারকা বাবুর পত্র পাইয়া শিলিগুড়ির স্কুল সবইনস্পেক্টর অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ষ্টেশনে আমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পঁহুছিবামাত্র তিনি সাদরে আমাকে আপন বাড়ীতে লইয়া গিয়া ভোজন করান, এবং কিছুদিন শিলিগুড়িতে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। আহারান্তে অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যেই রেলগাড়ী ছাড়িয়া বাষ্পীয় ট্রামে আরোহণ করিতে হইল, ট্রাম দ্রুত গতিতে হিমালয়ের দিকে চলিল। ক্রমে এক পর্ব্বতশ্রেণী পার হইয়া অপর পর্ব্বতশ্রেণীতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারদিগের বুদ্ধি কৌশল ধন্য। ৪০ মাইলেরও অধিক পথ উচ্চ পর্ব্বতের উপর দিয়া তাঁহারা বাষ্পীয় শকট চালাইয়াছেন। ৬ হাজার ৭ হাজার ফুট উচ্চ পর্ব্বতের উপর দিয়া ট্রাম গাড়ী চলিয়া গেল।

অপরাহ্ন ৪টার সময় দার্জ্জিলিঙ্গে পঁহুছিলাম। গিরিরাজ-শিখরে সেই মহিমার্ণব মহাদেবের মহিমা দর্শন এবং নির্জ্জনে তাঁহাকে সম্ভোগ করার উদ্দেশেই এবার দার্জ্জিলিঙ্গে আগমন। দার্জ্জিলিঙ্গশিখর বৃহৎ নগরে পরিণত হইয়াছে, এখানে দিবা রাত্রি বিলাসামোদ, বিষয়ব্যস্ততা ও কোলাহল, ধ্যান ও চিন্তার জন্য উপযুক্ত নির্জ্জন স্থান নিকটে পাওয়া যায় না। যাহা হউক গিরিরাজ হিমালয়ের শোভা ও গাম্ভীর্য্য দেখিলে নিতান্ত বিষয়াসক্ত মনও ভগবানের চরণে প্রণত হয়। বিশ্বরাজের মহাকীর্ত্তি ভারতের উত্তর সীমান্ত সুবিশালরজতপ্রাচীরসদৃশ চিরতুষারাবৃত উত্তুঙ্গ এবরেষ্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্ব্বতশ্রেণী দার্জ্জিলঙ্গ ও শিঞ্চল শিখর হইতে দেখিয়া একান্ত নীচমনও স্বর্গাভিমুখে উন্নত হয়। এবরেষ্ট ২৯ সহস্র ফুট কাঞ্চনজঙ্ঘা ২৮ সহস্র ফুট ঊর্দ্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়া গম্ভীর ভাবে মহেশের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। আমি দার্জ্জিলিঙ্গে আমার পুরাতন বন্ধু সুবিখ্যাত ডিপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়ের আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করি। তিনি আমাকে দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করেন. যৎপরোনাস্তি আদর যত্ন ও ভালবাসা প্রদর্শন করিতে থাকেন। তাঁহার ধর্ম্মমতের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ধর্ম্মান্তর্গত অনেক গুরুতর বিষয়ে গভীর সন্দেহ জন্মিয়াছে, তিনি সরল ভাবে সে গুলি ব্যক্ত করিলেন। দার্জ্জিলিঙ্গে তাঁহার গৃহে ছয়দিন ছিলাম, প্রায় প্রতিদিনই সে বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে কিছু না কিছু আলোচনা চলিয়া ছিল। তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন. প্রত্যুষে তাঁহাকে লইয়া সঙ্গীত করা যাইত। ১১ই কার্ত্তিক বুধবার বেলা ১১ টার পূর্ব্বে ট্রেনে দার্জ্জিলিঙ্গ পরিত্যাগ করি। সেই প্রত্যুষে উক্ত মাননীয় বন্ধু আমাকে উপাসনা করিতে বলেন। আমার প্রার্থনা হইলে পর তিনি এই ভাবে প্রার্থনা করেন, "ঈশ্বর, তুমি এই ভাইয়ের সঙ্গে থাকিও, তাঁহাকে সকল স্থানে সকল অবস্থায় রক্ষা করিও এবং তাঁহার মহৎ কার্য্যের সহায় থাকিও, তাঁহা দ্বারা আমাকে উঠাইয়া লও, আমি ঘোর অন্ধকারে পড়িয়াছি, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। একমাত্র বুঝিতেছি, তুমি অচিন্ত্যশক্তি, তোমার সত্তা আমাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে।" ইত্যাদি। তিনি আচার্য্যদেবের জীবনবেদ পড়িতে চাহিলেন এবং একখানি সঙ্গীত পুস্তক পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইয়া যত্নপূর্ব্বক আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বিদায় লইয়া গেলেন। সেই দিন রাত্রি প্রায় ৯টার সময় জলপাইগুড়িতে আগমন করি। তথায় পঁহুছিয়া দেখি বন্ধু জালাল মিঁয়া এবং লণ্ঠন সহ সবডিপুটী দ্বারকা বাবুর লোক উপস্থিত। মিঁয়া সাহেবের সঙ্গে আমি দ্বারিকাবাবুর আলয়ে যাইয়া রাত্রি যাপন করি। পর দিন প্রাতঃকালের ট্রেনে হলদিবাড়ী চলিয়া যাই। হলদিবাড়ী ষ্টেশন কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত। পুলিষ ইনস্পেক্টর বিধানবাদী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়ের আলয়ে আতিথ্য

গ্রহণ করিয়া এখানে দুই দিন অবস্থিতি করি। ১০ই কার্ত্তিক অপরাহ্নে শ্যামলাল বাবুর নিমন্ত্রণানুসারে মহারাজের প্রায় ৫০ জন মোসলমান প্রজা উপস্থিত হন। তাঁহাদের অধিকাংশই বৃদ্ধ পদস্থ ও নমাজপ্রিয়। নববিধানের উদারতা ও সর্ব্বভৌমিকতা এবং প্রকৃত নমাজ রোজা কি এ সকল বিষয়ে একটী বক্তৃতা হয়। বক্তৃতা শ্রবণে সকলকে সন্তোষ প্রকাশ করিতে দেখা গেল। হলদিবাড়ীর বিশেষ মান্য ও পদস্থ এবং প্রশস্ত হৃদয় উদার মতাবলম্বী একজন মোসলমান তথায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন, তিনি সবান্ধবে আসিয়া যোগ দিবেন এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আমাদের কার্য্যালয়ে সমুদায় বাঙ্গালা পুস্তক এক এক খণ্ড এবং ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা গ্রহণ করিবেন বলিলেন। সমাজ স্থাপনের প্রস্তাব ধার্য্য করিয়া পর দিন আমি বগুড়ায় যাত্রা করি। সোল্‌তানপুর ষ্টেশন হইতে ২৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বগুড়ায় যাইতে হয়। সোলতানপুর হইতেই সেই দিন রাত্রিতেই গোশকট অবলম্বন করিয়া বগুড়াভিমুখে চলিয়া যাই। পর দিন প্রাতে ৯।১০ টার সময় তথায় উপনীত হই। তথাকার এসিষ্টাণ্ট সার্জন নববিধানবাদী শ্রীযুক্ত বাবু প্যারী শঙ্কর গুপ্তের আবাসে অবস্থান করার মানসে আগমন করি, সেখানে আসিয়াই জানিতে পাইলাম যে তিনি স্বদেশে চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং অন্য এক জন বন্ধুর আলয়ে যাইবার উদ্যোগ করি, কিন্তু প্যারী বাবুর বাসায় তাঁহার এক জন আত্মীয় কিছুতেই অন্যত্র যাইতে দিলেন না। তাঁহার অনুরোধে সেই বাড়ীতেই তিনরাত্রি যাপন করি। স্বদেশস্থ বন্ধু তথাকার স্কুলের ইন্‌স্পেক্টর বাবু ভুবনেশ্বর গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া প্রায় দুই বেলাই তাঁহার আলয়ে ভোজন করিতে বাধ্য হই। তাঁহার এবং জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহিনীমোহন বাবুর উদ্যোগ ও যত্নে উক্ত স্কুলগৃহে ১৭ই মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর নবযোগধর্ম্ম বিষয়ে একটী বক্তৃতা হয়। কোন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও শতাবধি অপর ভদ্র সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। তৎপরদিন মধ্যাহ্নে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করি।

মার হাসিমুখ দর্শন।

[আচার্য্যদেবের প্রার্থনা অবলম্বনে কোন মহিলা কর্ত্তৃক নিবদ্ধ।]

ওহে দয়াসিন্ধু, তুমি চিরবন্ধু
ইহ পরকাল তুমি,
প্রচুর সম্পত্তি, ধন সুখ গতি,
অনন্ত রতন ভূমি।
জীব কাঁদে যবে, তুমি হাস তবে,
মানুষ যখন দুখী,
তুমি কথা কও, ঐশ্বর্য্য দেখাও,
তুমি চির সুখে সুখী।
জীব যবে নিঃস্ব, তুমিই সর্ব্বস্ব,
না দমিলে নিজে, প্রভু,
জোর করিবে না, প্রাণ হরিবে না,
এমন দেখি নি কভু।
অভাবুক জন, অভক্ত কুজন,
জিজ্ঞাসা করিল তারা,
প্রভুর কি রীতি, আমাদের প্রতি,
হইল বিবাদে সারা।
ভাবুক বলেন, ভগবানে কেন,
আছ তুমি সুস্থ যবে,
সুস্থতা তোমায়, দেখাইতে হায়,
ব্যস্ততা রহিবে তবে।
এ অষ্ট প্রহর, বিষাদ অন্তর,
জীব যবে, হেসে হেসে
মা লক্ষ্মী তখন, আবির্ভূত হন,
নূতন বিধান ভাবে।
নিরাশ হও না, জীবরে জান না,
কেমন কোমল মার,
ব্যবহার হয়, দেখ হয় নয়,
রবে না যাতনা আর।
দুঃখী যবে আমি, দুঃখী ভবস্বামী,
আপনি রাগিয়া জীব,
সতত অস্থির, যেন দস্যুবীর,
বলে, রাগী সদাশিব।
এর বিপরীত, ভাবুকের রীত,
অভাব যে দিন যায়,
দাও তুমি তাহ', মরি মরি আহা,
এই তার মনে ভায়।
পরিত্রাণ-কথা, ইহার অন্যথা,
কোথায়? জীবনস্বামী,
আমি যবে দমি, তব পদে নমি,
হৃদয়ে উদয় তুমি।
এমনি নাচিবে, জীয়াইয়ে দিবে,
নেচে নেচে বক্ষোপরি,
এমন স্বভাব, দেখিয়ে অভাব,
ভেবে কেন ভয়ে ডরি।
তুমি যদি মম, দুঃখদিনে সম,
হও দুঃখী, কি সঙ্কট!
কে বল আমার, হরে দুঃখভার,
করুণা করি প্রকট?

চতুর শ্রীহরি, কত বুদ্ধি ধরি,
কার্য্য কর অনুক্ষণ,
দুঃখকালে ছেলে, বল তা না হলে,
সামলাইবে কোন জন।
করিবে হে সুখী, হয়ে হাস্যমুখী,
কাঁদি তাহে ক্ষতি নাই,
তব মুখচন্দ্র, জিনে কোটি চন্দ্র,
দেখে দুঃখ ভুলে যাই।
হাসি মুখ খানি, স্থির সৌদামিনী,
কভু না মলিন হয়,
বিষণ্ণ জনার, ঘুচে অন্ধকার,
হেরি মুখ হাস্যময়।
তুমি হরি হাস, চির বারমাস,
মোদের হাস্যবদন,
বাড়ী ঘর হাসে, দেশ কাল হাসে,
অহোরাত্র পক্ষ ক্ষণ।
তব মুখে হাসি, কভু নয় বাসি,
রোগ শোক দুঃখ হরে,
ভাবনা তাহার, নাহি থাকে আর,
যে হরি নেহারে তারে।
যাউক ভাবনা, ঘুচুক যাতনা,
আশীর্ব্বাদ কর, প্রভু,
সকল সময়ে, এ হাস দেখিয়ে,
দুঃখ কষ্ট ভুলি, বিভু।
কমলে সুহাসি, বদনে সুহাসি,
তব মুখে সদা হাসি,
দুঃখেতে হাসিব, প্রেমেতে ভাসিব,
হাসিমুখ ভাল বাসি।
হাসি আশা করি, পদ শিরে ধরি,
বার বার নমি পদে,
পুরাও বাসনা, ঘুচাও যাতনা,
হাসি যেন হে বিপদে।

সংবাদ।

বিগত ২১ শে কার্ত্তিক অপরাহ্নে কলিকাতাস্থ প্রেরিত-বর্গ ও কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু নৌকাযোগে উত্তর পাড়ায় গিয়াছিলেন। সন্ধ্যারপর তথাকার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ভবনে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন সেবকের নিবেদন পাঠ ও প্রার্থনা হইয়াছিল। বিনা বিজ্ঞাপনে ৩।৪ শত লোকে গৃহপ্রাঙ্গণ পূর্ণ হয়। শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ বাবুর পুত্র মাননীয় শ্রীমৎ প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। অশীতিবর্ষবয়স্ক অন্ধ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বিতলের উপর থাকিয়া সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিবেন প্রথমতঃ এরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন। সঙ্গীত প্রচারকের ও বালকদিগের সুললিত কণ্ঠের ২।৩ টী গান শ্রবণ করিয়া আর উপরে থাকিতে পারিলেন না, ব্যাকুল হইয়া সভাস্থলে নামিয়া আসিলেন। সঙ্গীতাদি শ্রবণে সভাস্থ সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হন। চতুর্দ্দিক হইতে পুনঃ পুনঃ আনন্দধ্বনি উঠিতে থাকে। অবশেষে জয়কৃষ্ণ বাবু ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন এরূপ সঙ্গীত ভক্তি ভিন্ন হইতে পারে না। মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে একটী উপদেশ পড়া হইয়াছিল, তদুপলক্ষে তিনি বলিলেন আমরা মাটীর প্রতিমাকে দেবী বলি না, তাহাতে চিন্ময়ী দেবীর আবির্ভাব হয় এইরূপ বিশ্বাস করি। বেশ চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমানের ন্যায় সম্মান সহকারে আরও ২।৪ টী কথা কহিলেন, এবং স্বীয় পুত্র প্যারী মোহন বাবুকে লাইব্রেরীর জন্য ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকাদি গ্রহণ করিতে বলিলেন। সময়ে সময়ে উত্তরপাড়ায় আসিয়া এরূপ কীর্ত্তনাদি করিতে প্যারী বাবু অনুরোধ করিলেন। আর একজন ভূম্যধিকারী তাঁহাদের বাড়ীতে এক দিন সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন হয় ইহার জন্য বিশেষ আগ্রহ জনাইলেন। প্যারীমোহন বাবু লুচি মিষ্টান্নাদি ভোজন করাইয়া ভিক্ষার ঝুলিতে প্রচারার্থ ১৯ টাকা প্রদান পূর্ব্বক রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় সকলকে বিদায় করিলেন।

শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশ সাংবৎসরিক উৎসব গত ৩০এ আশ্বিন ও ১লা কার্ত্তিক সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা, বালী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মগণ সমবেত হইয়াছিলেন। ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল মহাশয় ৩০এ আশ্বিন সন্ধ্যাকালে উপাসনা সম্পাদন করেন। এই সময় উৎসব আরম্ভ হয়। তাঁহার স্বভাবমধুর সংগীত ও সংকীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া শ্রীরামপুরের গোস্বামী বংশোদ্ভব হিন্দুগণও তাঁহার সহিত যোগ দিয়া গান করিয়াছিলেন। ১লা কার্ত্তিক সন্ধ্যাকালে গৃহস্থ প্রচারক শ্রীমান্ নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র উপাসনা কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। এই উৎসবে তত্রত্য ব্রাহ্মগণ নববিধানের মহত্ত্ব অনেক পরিমাণে অনুভব করিয়াছেন।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিগত ৭ কার্ত্তিক লাহোরের ব্রহ্মমন্দিরে ইংরেজিতে এক বক্তৃতা দিয়াছেন, বক্তৃতা শ্রবণের জন্য অত্যন্ত লোকের ভিড় হইয়াছিল, স্থানাভাবে অনেক লোক ফিরিয়া গিয়াছিল। বক্তার অসাধারণ বাক্‌পটুতায় লোকে চমৎকৃত হইয়াছিল। ৮ই তারিখ তিনি প্রাচীন ঋষিদিগের অন্তর বাহিরে প্রেমনেত্রে ঈশ্বর দর্শনবিষয়ে সুমধুর উপদেশ দান করিয়াছেন। এইক্ষণ তিনি পেশওয়ারে ও রাউলপিণ্ডির অভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন।

কোচবিহার হইতে ভাই গৌরগোবিন্দ রায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। কোচ বিহারের ব্রহ্মমন্দির আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যে প্রস্তুত হওয়ার কথা।

ভাই রামচন্দ্র সিংহ তেজপুর হইতে জোড়হাটে গিয়াছেন। তিনি আসামের অন্য অন্য স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা রাখেন। গোলাঘাটে সম্প্রতি একটি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ভাই রামচন্দ্র সিংহ উহার গৃহপ্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন এবং দুইটি প্রকাশ্য বক্তৃতা দিয়াছেন। আমরা এবিষয়ে যে পত্র

পাইয়াছি, অনুপযুক্ত সময়ে প্রাপ্তি ও স্থানাভাব বশত এবার প্রকাশিত হইতে পারিল না।

ভাই বঙ্কচন্দ্র রায়ের পত্র আগামী বারে প্রকাশ্য, এবারে স্থান হইয়া উঠিল না।

ভাই মহেন্দ্র নাথ বসু দ্বার ভাঙ্গা যাইবার কালে সমস্তি পুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি ১৪ কার্ত্তিক সেখানে সামাজিক উপাসনা করেন, উপদেশে নববিধানের লক্ষ্য ও প্রচার বিশেষরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ভাই মহেন্দ্র নাথ এইক্ষণ গাজীপুরে স্থিতি করিতেছেন।

ছুটীরপর রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতেছে, ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত শিক্ষাদান করিতেছেন।

গত ১০ কার্ত্তিক রসাপাগলার ব্রাহ্মবন্ধু বাবু যোগেন্দ্র নাথ গুপ্তের শাশুড়ীর শ্রাদ্ধক্রিয়া নব সংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে, তদুপলক্ষে অনেক প্রচারক ও ব্রাহ্ম তথায় উপস্থিত ছিলেন।

উপাসনা বক্তৃতাদিতে নাক চোক মুখ টানা অধরোষ্ঠ বিকৃত করা এবং বিকৃত ও এক প্রকার কাঁদুনি স্বরে কথা উচ্চারণ ও কর্ণবিদারক উচ্চ কর্কশ নিনাদে বক্তৃতা এবং হস্তভঙ্গি বা অন্য অঙ্গভঙ্গ করা অত্যন্ত দূষণীয়। ইহাকে মুদ্রাদোষ বলে। উপাসনা বক্তৃতা কালে অনেকেরই এই মুদ্রাদোষ হইয়া থাকে। ইহা চেষ্টা পূর্ব্বক সর্ব্বদা পরিহার্য্য। উপাসনাদিতে কণ্ঠস্বর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির অবস্থা স্বাভাবিক হওয়া চাই, দর্শক ও শ্রোতার মনে মুদ্রাদোষে অশ্রদ্ধা ও বিরক্তি উৎপাদন করে।

ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্ন্যাল মঙ্গলগঞ্জে গিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কোয়ম্বটুর ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ সাংবাৎসরিক উৎসব, গত ৩০ আশ্বিন হইতে তিন দিবস ব্যাপিয়া বিশেষ উৎসাহ ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মমন্দিরের ট্রষ্টী নিযুক্ত হইয়াছে। ভাই গৌরগোবিন্দ রায়, ভাই অমৃতলাল বসু এবং শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন এই তিনজন ট্রষ্টী হইলেন। আচার্য্যদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান করুণাচন্দ্র সেন এই তিন জনট্রষ্টীর হস্তে যথারীতি আইন অনুসারে ব্রহ্মমন্দির অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীদরবার ও ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী সর্ব্বসম্মতি ক্রমে ইহাদিগকে ট্রষ্টী মনোনীত করিয়াছেন। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্ত ভার শ্রীদরবারের হস্তে রহিল, ট্রষ্টীগণ মন্দিরের সম্পত্তিসম্বন্ধে সকল ভার গ্রহণ করিলেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে মঙ্গলগঞ্জের জমীদার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ চন্দ্র আস ট্রষ্টীনিয়োগের সমুদায় ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

ভাই রামচন্দ্র সিংহ ধুবড়ী বিজনীহলে যে বক্তৃতা করিয়াছেন কোন বন্ধু তাহার সমালোচনা ও প্রশংসা করিয়া একখণ্ড পত্র লিখিয়াছেন, স্থানাভাব বশতঃ প্রকাশিত হইতে পারিল না।

বিগত রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বিএ নবসংহিতানুসারে দীক্ষিত হইয়াছেন।

বিগত রবিবার কুচবিহার রাজ্যান্তর্গত হলদিবাড়ীতে তত্রত্য পোলীস ইন্স্পেক্টর বিধানবিশ্বাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় এবং তত্রত্য কোন কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের প্রযত্নে একটি প্রার্থনাসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সমাজে মুসলমান ভদ্রবর্গ যোগদান করেন, ইহা অতি আহ্লাদের বিষয়।

পাণিনি, পতঞ্জলি ও কাত্যায়নসম্মত দৃষ্টান্তসর্ব্বস্ব, মহাবৃত্তি, ভাষ্যসঙ্গমনী ও তত্ত্বসঙ্কলনী সংযুক্ত ত্রৈমাসিক শব্দপ্রকাশ প্রকাশ হইয়াছে। কাকিনীয়াধিপতি শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী ইহার আড়াই শত প্রচার কার্য্যালয়ে দান করত অবশিষ্ট আড়াই শত অধ্যাপকবর্গের মধ্যে বিনামূল্যে বিনা মাশুলে বিতরণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, আমাদিগের বিদেশস্থ বন্ধুবর্গ তত্রত্য অধ্যাপকগণের নামধামাদি আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন।

প্রেরিত পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতঃ,

গত বারে ধর্ম্মতত্ত্বে নববিধান মতে "দত্তকপুত্র গ্রহণ" সম্বন্ধে টাঙ্গাইলে একটি নূতন অনুষ্ঠানের কথা প্রকাশ হইয়াছে শুনিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইলাম। নববিধান মতে কিরূপ দত্তকপুত্র গ্রহণ হইল তাহার বৃত্তান্ত কিছু না জানিয়া তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদিগের দেশে দত্তকপুত্র গ্রহণের যে রীতি আছে তাহা আমার বিশ্বাসে আদ্যোপান্ত অত্যন্ত অলীক ও অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়, তাহা কখন নববিধান মতে হইতে পারে না। এক জনের নিজের গর্ভজাত পুত্র কেমন করিয়া যে অপরকে 'মা' বলিবে, এক জনের ভগবান্ প্রদত্ত পুত্র অপরকে যে কিরূপে বাবা বলিবে, স্বাভাবিক পিতা মাতাকে আর পিতা মাতা বলিবে না অথচ সত্য এবং ধর্ম্ম (নববিধানের কথা আর এস্থলে আনিব না) বজায় থাকিবে তাহা আমি জানি না। তাই বলি এ প্রথা অস্বাভাবিক ও অসত্য। কেবল সংসারাসক্তি হইতে ইহা দেশে প্রচলিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রচলিত মতে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন তাহারা ঈশ্বরের বিধির বিরোধাচরণ করেন। তিনি যাহাকে ভাল মনে করেন তাহাকে পুত্র দেন এবং যাহাকে পুত্রহীন রাখিবেন মনে করেন তাঁহাকে পুত্রহীন করেন, তিনি যাহার সম্বন্ধে যাহা করেন তাহাই ভাল, প্রত্যেক নরনারী আনন্দের সহিত তাঁহার ব্যবস্থার অধীন হইবেন। যাঁহারা নিঃসন্তান তাঁহারা ঈশ্বরের নামে নিঃসন্তানত্বের গৌরব করুন, যাঁহাদের পুত্র কন্যা আছে তাঁহারা পুত্র কন্যাতে গৌরব করুন, এরূপ গৌরব করিলে ঈশ্বরেতে গৌরব করা হয় কারণ পুত্রলাভও কিছু নয়, পুত্রহীন হওয়াও কিছু নহে। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হওয়াই সকল গৌরব, সকল সম্মান ও সকল লাভ। পূর্ব্ব পিতা মাতার সহিত স্বাভাবিক সম্বন্ধে কোন আঘাত না দিয়া অথবা তাহাকে খর্ব্ব না করিয়া এবং যে যাহার পুত্র নহে তাহাকে পুত্র কল্পনা না করিয়া যদি কেহ কাহার পুত্রকে পালনের ভার লইয়া তাহাকে বিষয়াদি অর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইতে পারে।

এক জন পাঠক।
গাজীপুর।

☞ এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সার্কিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২১ ভাগ।
২২ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৮০৮ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে দীনবন্ধু হরি, তুমি যেমন সুলভ, এমন আর সুলভ তো কিছুই দেখিতে পাই না। তোমাকে ভাবিয়া চিন্তিয়া বাহির করিতে হয় না, গড়িয়া পিটিয়া লইতে হয় না, তুমি স্বতঃসিদ্ধ সর্ব্বত্র আছ, তোমায় আবার লোকে কল্পনা করিতে যায় কেন? হরি, তুমি প্রেমপুণ্যের সৌন্দর্য্যে জগৎ আলো করিয়া রহিয়াছ, তোমার সহজ সৌম্য সৌন্দর্য্য থাকিতে অন্য সৌন্দর্য্যের জন্য মন লালায়িত হয় কেন? প্রভো, আমাদের যোগনয়ন ভাল করিয়া খুলিয়া দাও, আমরা জড়রাজ্য ভেদ করিয়া যেখানে সেখানে তোমায় দর্শন করি, এবং তোমার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যাই। জড় দেখিয়া দেখিয়া এমনই অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে যে, জড় ভিন্ন মনশ্চক্ষু আর কিছুই দেখিতে চায় না, সুতরাং দেখিতে পায় না। বল, নাথ, এ কুঅভ্যাস কি প্রকারে বিদূরিত হয়? চিন্তাযোগে জড় উড়াইয়া দিয়া চৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ করি, চৈতন্যকে সার করি, চৈতন্য ভিন্ন অপর কিছু সৎ বলিয়া গ্রহণ করিব না, একবার এই অভ্যাসটি ভাল করিয়া পরিপক্ক করিয়া লই। যখনই বাহিরের চক্ষুর নিকটে জড় আসিয়া উপস্থিত হইবে, অমনি অন্তশ্চক্ষু যেন, দেব, জড় খোশা উড়াইয়া দিয়া তন্মধ্যে বিরাজমান পরমাত্মরূপী তোমায় দেখিতে প্রবৃত্ত হয়। শক্তির খেলা এই বিচিত্র জগৎ যেন সে শক্তিকে কখন আবৃত করিয়া রাখিতে না পারে। শক্তি দেখিব, জ্ঞান দেখিব, প্রেম দেখিব, পুণ্য দেখিব, অচিতে নিরন্তর চিৎ দেখিব, এই অভ্যাস ক্রমে দৃঢ়তর হউক। এত কাল তো জড় দেখিলাম, জড় ভোগ করিলাম, জড়কে নিরন্তর আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছি, আর কেন তাহাতে আবদ্ধ থাকি। এত সুলভ তুমি হাতের নিকটে, হাতের নিকটে কেন প্রাণের ভিতরে, তবু তোমায় ছাড়িয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিব? অভ্যাসরাক্ষসী অনেক লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে, সে সর্ব্বনাশ যাহাতে নিবারণ হয়, তার জন্য তোমার এবার বিশেষ লীলা, এই লীলার সময়ে আমরা আর অন্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। আশীর্ব্বাদ কর যেন আমাদিগের শীঘ্র শীঘ্র পূর্ব্ব অভ্যাস বিদূরিত হয়, এবং নব অভ্যাসে নব ভাবে সর্ব্বত্র তোমায় সুলভ হরিরূপে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হই।

সাধুভক্তি।

সাধুগণের প্রতি ভক্তি নববিধানের একটি বিশেষ লক্ষণ। ব্রাহ্মধর্ম্ম সহ নববিধানের এখানেই সুস্পষ্ট প্রভেদ। ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। সাধুগণের প্রতি অত্যধিক সমাদর বা পাছে ব্রহ্ম হইতে সাধকের হৃদয়কে অণুমাত্র দূরে লইয়া যায়, এজন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম অত্যন্ত সাবহিত। সাধুভক্তিতে পৃথিবীতে যে প্রকার অযুক্ত ধর্ম্ম আসিয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈদৃশ সাবহিত ভাব কখন অনুচিত বলা যাইতে পারে না। নববিধানের মূলে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থিতি করিতেছেন, নববিধানের দণ্ডায়মানের ভূমি ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মে ব্রহ্মসম্বন্ধে যে ভাব নববিধানে তাহা পূর্ণ মাত্রায় স্থিতি করিতেছে। ব্রহ্মসম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব ইনি রেখা মাত্র উল্লঙ্ঘন করেন নাই, অথচ ইহাঁতে সাধুভক্তি সংযুক্ত হইয়াছে। সাধুগণকে ভক্তি করিতে গিয়া ব্রহ্মভক্তির বিন্দুমাত্র কেন খণ্ডিত হয় নাই, ইহাই প্রদর্শন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য। আমরা এ সম্বন্ধে কখন কিছু বলি নাই, ইহা নহে। আমরা যাহা বলিব, তাহা আমাদিগের স্থিরতর মত, অথচ পুনরায় নূতন প্রণালীতে বলা বর্ত্তমানের ভাবের সঙ্গে যোগ রাখিবার জন্য।

আমরা বিশ্বাস করি, সাধুভক্তি ঈশ্বরভক্তি অপেক্ষা অতিসুকঠিন। সাধুকে প্রথমে ভক্তি না করিলে জীবের চলে, কিন্তু ঈশ্বরকে ভক্তি বা ভজনা না করিলে জীবের দিন অতিপাত হয় না। পাপী তাপী সাধু অসাধু সকলেরই ঈশ্বরের নিকটে যাইবার অধিকার আছে। যে পাপী সেও তাঁহার দ্বারে গিয়া ক্রন্দন করে, তিনি ভিন্ন বল কে আর তাঁহার ক্রন্দন শ্রবণ করিবে? যে সকল সম্প্রদায় মনে করেন যে, মনুষ্য ঈশ্বরের নিকটে যাইতে পারে না, তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে কোন সাধু বা কোন অবতারবিশেষের নিকটে যাইতে হইবে, তাঁহাদিগের এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিবার ভ্রান্তি আছে। আমরা প্রথমতঃ দৃষ্টান্তস্বরূপ খ্রীষ্টসম্প্রদায়কে গ্রহণ করিতে পারি। খ্রীষ্টানগণ মনে করেন, পিতা ঈশ্বর জনসাধারণের অনধিগম্য, সুতরাং তাহাদিগের পুত্রোপাসনা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। যাহারা ঈশ্বরকে বুঝিতে পারে নাই, তাহাদিগকে ঈশ্বরের ক্রিয়া ও স্বরূপ বুঝাইবার জন্য মহর্ষি ঈশা আপনার মধ্যে যে ঈশ্বরের ক্রিয়া ও স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে তৎপ্রতি লোকের মন আকর্ষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এরূপ তিনি কোথাও বলেন নাই যে, তোমরা যখন ঈশ্বরকে জানিতে পারিতেছ না, তখন আমাকে অর্চ্চনা কর। বিপরীতে তিনি ঈশ্বরসম্বন্ধে আপনি যাহা করিতেন, অপর লোকগণকে তিনি তাহাই করিতে বলিয়াছেন। তিনি আপনি ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিতেন, অপর লোকদিগকেও সেই ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। এমন কি যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসরণ করে না, তাহাদিগের সঙ্গে তাঁহার কোনই সম্পর্ক নাই, ইহা তিনি জনসন্নিধানে স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন। ঈশ্বর ভিন্ন তিনি যে কিছুই করিতে পারেন না, এমন কি ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহাকে কাহারও নিকটে চিনাইয়া দিতে পারে না, এ কথা তিনি অকুণ্ঠিত মনে সকলের নিকটে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার স্পষ্ট বাক্য সত্ত্বে যদি তাঁহার সম্প্রদায় কুসংস্কার ও ভ্রমে নিপতিত হইয়া থাকে, তবে সে জন্য খ্রীষ্ট কখন স্বয়ং দায়ী হইতে পারেন না।

খ্রীষ্ট অনেক সময়ে বলিয়াছেন, "তোমার পাপ ক্ষমা হইল, যাও আর পাপ করিও না।" এ কথাতে এক জনের মনে এইরূপ বোধ উপস্থিত হইতে পারে যে, তিনি আপনাকে পাপের মোচক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, সুতরাং পাপী তাঁহার শরণাপন্ন হইবে না তো আর কাহার শরণাপন্ন হইবে। যিনি ঈশ্বর ভিন্ন আপনাতে কোন ক্ষমতা স্বীকার করিতেন না, তিনি পাপীর পাপ মোচন করিবার ক্ষমতা আপনাতে আরোপ

করিয়াছেন, ঈদৃশ ভ্রম একান্ত মারাত্মক। "তোমার পাপ ক্ষমা হইল, যাও আর পাপ করিও না" একথার অর্থ অতি সহজ, এবং অধ্যাত্মদর্শিমাত্রে একথা অনায়াসে বলিতে পারেন। যাহা সত্য তাহা বলিবার কাহার না অধিকার আছে? মনু কি বলিয়াছেন?

"কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈব কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥"

খ্রীষ্ট যাহা বলিয়াছেন, মনুর কথা অপেক্ষা কিছু অধিক বলেন নাই। যখন তিনি পাপীকে অনুতপ্ত দেখিলেন, তখন তিনি তাহার পূর্ব্ব পাপ হইতে যে বিমুক্তি হইল বলিয়া দিলেন, "যাও, আর পাপ করিও না" বলাতে তিনি এই বলিলেন, যদি আর পাপ করিব না বলিয়া পাপী নিবৃত্ত হয় তাহা হইলে সে পবিত্র হইয়া যায়।

অধ্যাত্মরাজ্যসম্বন্ধে মহর্ষি ঈশার বাক্য সকল অতি সুস্পষ্ট। এ দেশের অবতারগণের কথায় কাহার না সংশয় সমুপস্থিত হয়? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

"সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ॥"

একথা শুনিতে সহজে প্রতীতি হয়, তিনি আপনাকে একমাত্র পরিত্রাতা বলিয়া অর্জ্জুনের নিকটে উপস্থিত করিয়াছেন। প্রাচীনকালের উপদেষ্টা মাত্রেরই যে এইরূপ কথা, পুরাণশাস্ত্র পাঠ করিলে সকলেরই ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। তবে এখানে শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে দেশীয়গণের ভ্রম হইয়াছে এ কথা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? দেশীয়গণ শাস্ত্রনিহিত অবতারবাদের মূল চিন্তা না করিয়া একান্ত ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন, এইটি বুঝিলেই আমরা যাহা বলিতেছি সকলে বুঝিতে পারিবেন। অনন্ত পরব্রহ্ম কখন অবতার হন না, তিনি অবতারী। তাঁহারই বিন্দুমাত্র অবতারগণেতে প্রকাশ পায় মাত্র। সমুদায় শাস্ত্র মন্থন করিয়া এতদ্ভিন্ন অন্য কোন সিদ্ধান্তে কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই। শ্রীকৃষ্ণ বা অপর উপদেষ্টৃগণ যখন উপদেশ দান করিতেন তখন যোগযুক্ত হইয়া তৎকার্য্য সম্পাদন করিতেন। তখন তাঁহারা ঈশ্বরেতে এবং আপনাতে অণুমাত্র প্রভেদ বুঝিতে পারিতেন না। যাহা বলিতেন, ঈশ্বরেরই স্বমুখের কথা বলিতেন, সুতরাং আমি আমার শব্দে সে সময়ে ঈশ্বর বুঝাইত। ঈশ্বরাবির্ভাবসময়ে ভেদগ্রহণ এ দেশের উপদেষ্টৃগণ পাপ মনে করিতেন। মহাভারতের অনুগীতা পর্ব্ব হইতে আমরা যে অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহাতেই এবিষয় সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

অর্জ্জুন উবাচ।

"যত্তদ্ভগবতা প্রোক্তং ত্বয়া কেশব সৌহৃদাৎ।
তৎসর্ব্বং পুরুষব্যাঘ্র নষ্টং মে ভ্রষ্টচেতসঃ॥
মম কৌতূহলং ত্বস্তি তেম্বর্থেষু পুনঃ পুনঃ।
ভবাংশ্চ দ্বারকাং গন্তা নচিরাদেব মাধব॥"

বাসুদেব উবাচ।

"শ্রাবিতস্ত্বং ময়া গুহ্যং জ্ঞাপিতশ্চ সনাতনম্।
ধর্ম্মং স্বরূপিণং পার্থ সর্ব্বলোকাংশ্চ শাশ্বতান্॥
অবুদ্ধ্যা নাগ্রহীর্যত্ত্বং তন্মে সুমহদপ্রিয়ম্।
ন চ সাদ্য পুনর্ভূয়ঃ স্মৃতিমে সংভবিষ্যতি॥
নূনমশ্রদ্দধানোঽসি দুর্ম্মেধা হ্যসি পাণ্ডব।
ন চ শক্যং পুনর্বক্তুমশেষেণ ধনঞ্জয়॥
স হি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে।
ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ॥
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া।
ইতিহাসন্তু বক্ষ্যামি তস্মিন্নর্থে পুরাতনম্॥"

এই উক্তির মধ্যে "স হি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে" এই কথাগুলি কি দেখাইয়া দিতেছে? তিনি যাহা উপদেশ করিয়াছেন, সেই সকল জীবনে পরিণত করাই ব্রহ্মলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। তবে যে "মামেকং শরণং ব্রজ" এরূপ বলিয়াছেন, তাহা যোগযুক্ত অবস্থার অভেদ জ্ঞানে। ইহার অর্থ এই যে, বেদাদিবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরের শরণাপন্নহইলে, তিনি তাহাকে সকল প্রকারের পাপ হইতে উদ্ধার করেন।

ঈশ্বর ভিন্ন সাধুর নিজের কোন ক্ষমতা

নাই, এইটি প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমাদিগকে অনেক কথা বলিতে হইল, এখন আমাদিগকে দেখাইতে হইতেছে, সাধুভক্তি কোন্ সময়ে সমুপস্থিত হয়। ব্রহ্ম যখন আমাদিগের গভীর অনুরাগে আবদ্ধ হইয়া পিতা মাতা বন্ধু গুরু প্রভৃতি নানা সম্বন্ধে আমাদিগের নিকটে উপস্থিত হন, যখন তাঁহার সম্পর্কীয় সমুদায় বিষয় আমাদিগের নিকটে অতীব সুমিষ্ট হইয়া উঠে, তখন তাঁহারই সম্বন্ধ বশতঃ সাধুগণের নাম পর্য্যন্ত আমাদিগের নিকটে মিষ্ট হয়।

"আমার হরির রূপ দূর থেকে দেখে কৈ মোহিত হইলাম? হরির কাছে থেকে সংবাদ এয়েচে শুনে কৈ প্রাণ গলে গেল? হরির নিকট হইতে সাধুরা এয়েচেন, তাঁহাদের দেখে কৈ প্রাণ মিষ্ট রসে অভিষিক্ত হইল? সে ব্রাহ্ম মূর্খ, যে কেবল উপাসনা করে, কঠোর বৈরাগ্য করে, কিন্তু হরিকে নিয়ে তার প্রাণ সুখী হইল না। তবে কি তুমি আকাশের ন্যায় শূন্য পদার্থ না পাথর? হরিনাম মিষ্ট জিনিষ। কিন্তু তুমি মিষ্ট কৈ হইলে? যত মিষ্ট সমুদায় ঘনীভূত হরির নামেতে যে দিন ইহা বুঝিব, সে দিন তোমায় পাইব। আর এটা যখন বুঝিব তখন তার সঙ্গে আরও একটা ভাব আসিবে। ঈশা আসিবেন, মূষা আসিবেন, যোগী ভক্ত সকলে আসিবেন। প্রথমে ছিল ঈশ্বরসাধন, তার পর হল হরিনামসাধন; তেমনি এখন আছে সাধুসাধন, ইহার পর হবে সাধুনামসাধন। একটি একটি সাধু বীণার এক একটি তারের মত মিষ্ট হবে, চিনির মত মিষ্ট হবে। তোমার ছেলেদের নাম পিতার নামের জন্য প্রিয় হবে। কিন্তু, হরি, আমরা যখন তোমাকেই মিষ্ট বলি না, তখন তোমার সাধুদের নাম আমাদের নিকটে কিরূপে মিষ্ট হবে?"

এই অংশ মধ্যে আমরা কি দেখিতে পাই? হরিতে না মজিলে কেহ সাধুতে মজিতে পারে না। সাধুভক্তি হরিভক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল। আগে হরিসাধন, পরে সাধুসাধন। আগে হরিনাম, পশ্চে সাধুনাম। হরিকে ছাড়িয়া সাধুর নিকটে অগ্রসর হয়, কাহার সাধ্য? তাই আমরা বলিয়াছি হরিভক্তি অপেক্ষা সাধুভক্তি কঠিন, কেন না যে হরির ভক্ত নয়, সে যে সাধুভক্ত ইহা মিথ্যা কথা। হরিভক্তি সাধুভক্তির সম্বন্ধ আমরা আমাদের ভাষায় না বলিয়া আচার্য্যের প্রার্থনার ভাষাতে বলি।

"আমরা তোমার ও তোমার ভক্তগণের সমাদর করি বটে, খাতির করি বটে, কিন্তু যখন তুমি অসীম সুধার্ণব হইবে ও তাঁহারা ছোট ছোট সুধার সরোবর হইবেন, তখনই স্বর্গ পাইব। জীবন এমনই মত্ত হইবে যে, নামেতে সুধা পাইব। যত যোগী ঋষি ও ভক্তগণ আমাদের প্রিয় হইবেন। আমার মধু তুমি হও হরি। তোমার পাদপদ্ম আমার নিকট মধুর ভাণ্ডার হউক, আর তোমার সাধুগণ মধুর বিন্দু হউন। আমরা সুধা মাখা হরি নাম করি, আর তোমার ভক্তদের নামও বলি, আর মত্ত হই।

হরি অগ্রে, পরে সাধু। হরিকে পাইলে তবে সাধুকে পাই। হরি মিষ্ট হইলে, সাধু মিষ্ট হন, এই গুলি যাঁহাদিগের সর্ব্বদা স্মরণে থাকে, তাঁহারাই সাধুভক্তির অধিকারী।

অভ্যাস।

সাধনের পথে অভ্যাস ও বৈরাগ্য পরম সহায় ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি। আমরা বলিতেছি কেন, এই কথা অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। যেখানে সাধন আছে, সেখানেই অভ্যাসের প্রতি প্রখর দৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। তুমি যত কেন তেজস্বী পুরুষ হও না, অভ্যাস তোমাকে অধীন করিবেই করিবে। অভ্যাস প্রকৃতির সমকক্ষ। মানুষ যেমন অবশভাবে প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে, তেমনই অভ্যাসের অনুসরণ করে। গভীর চিন্তাশীল দার্শনিক আপনার সমুদায় মানস বৃত্তি খণ্ড বিখণ্ড করিয়া পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এবং তাহাদিগকে নিয়মিত করিবার জন্য নিয়ম সকল আবিষ্কার করিতেছেন, কিন্তু এরূপ করিয়াও তিনি যেমন স্বভাবকে অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না, তেমনি বাল্যকাল হইতে যেরূপ অভ্যাস করিয়া আসিয়াছেন, সেই অভ্যাসকেও তিনি আয়ত্তাধীন করিতে সক্ষম হইতেছেন না। জড়বাদীর পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে জড়বাদী, বিজ্ঞানবাদীর (Idealist) পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে বিজ্ঞানবাদী, এইরূপ দৃশ্য সর্ব্বদা সংসারে ঘটিতেছে। এরূপ ঘটিবার

আর কোন কারণ নাই, যাহাদিগের চিন্তা যে পথে ক্রমান্বয়ে ধাবিত হইয়াছে, সে পথ ছাড়িয়া আর নবীন পথে ধাবিত হইতে পারিতেছে না। জড়বাদী বলিবেন, একই প্রকারের চিন্তাতে স্নায়ুগুলীর মধ্য দিয়া যে পথ হইয়াছে, যখনই চিন্তা আসিবে তখনই সেই পথ দিয়া গতায়াত করিবে, সুতরাং চিন্তাসম্বন্ধে আর নূতন পথ হওয়া অসম্ভব। যিনি যাই বলুন, প্রখর জ্ঞানও যে অভ্যাসকে পরিহার করিয়া কিছু করিতে পারে না, এ সকল তাহারই প্রমাণ।

সাধনরাজ্যে অভ্যাসের চিরসাম্রাজ্য। বাল্য কাল হইতে যেরূপ অভ্যাস করিয়াছি, আমার আচার ব্যবহার রীতি নীতি চিন্তা সেইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, মন যখন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, স্বতঃ সেই সকলেরই অনুসরণ করে। আমি এত কাল পরে নূতন আচার ব্যবহারাদিতে প্রবৃত্ত হইতে প্রবৃত্ত, মন পুরাতন পথে ধাবিত। তাহাকে বল পূর্ব্বক সে পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে যাই, সে দুষ্ট বালকের মত কোন প্রকারে ধরা দেয় না। যদিও অনেক প্রয়াস প্রযত্নে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া বসাই, পলকের ভিতরে সে কোথা দিয়া বাহির হইয়া পলায়ন করিয়া যায়, আমি বুঝিয়াও উঠিতে পারি না। পুনঃ পুনঃ মনের সঙ্গে এইরূপ করিতে গিয়া সে যে কোন কালে বশে আসিবে তৎসম্বন্ধে নিরাশা সমুপস্থিত হয়, কিন্তু বল, দুষ্ট বালককে বশ করিবার কোন উপায় আছে কি না? তাহাকে ধরিয়া আনিতেই হইবে, নিকটে বসাইতেই হইবে, অতিসতর্কতার সহিত থাকিতে হইবে যে, সে পলায়ন করিতে না পারে। পাঁচ দিন সাত দিন দশ দিন এইরূপ করিতে করিতে সে বালকের একটু একটু করিয়া দু চারি পাঁচ মিনিটের জন্য শান্ত ভাবে বসিয়া থাকিবার অভ্যাস হইবে, ক্রমে মিনিট মিনিট শান্ত ভাব বাড়িতে বাড়িতে অর্দ্ধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। মনের সম্বন্ধেও এই নিয়ম, এ নিয়ম অতিক্রম করিয়া কাহারও মনকে বশ করিবার আর উপায় নাই।

"পাপে চিরদিন, মজে পাষাণ সমান কঠিন, ফিরালেও আর ফেরে না" নিরাশ সাধকের কথা এই। ধর্ম্মরাজ্যে নিরাশা মহাপাপ। এই নিরাশা অন্তরের দুষ্টতা প্রকাশ করে, কেন না 'ফেরে না' 'ফিরাইতে পারি না' ইহা অল্পবিশ্বাসীর কথা। পাপ করিয়াছে কে? আমি। পাপে মজিয়াছে কে? আমি। কিরূপে মজিয়াছি? পাপ অভ্যাসে। পাপ অভ্যাসের বিপরীত কি? পুণ্য অভ্যাস। যে পাপ অভ্যাস করিয়াছে সে কি আর পুণ্য অভ্যাস করিতে পারে না? পাপ অভ্যাস এমন দৃঢ় হইয়া গিয়াছে যে, তাহার বিপরীত অভ্যাস একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কেন অসম্ভব হইয়াছে? বহুদিন তাদৃশ অভ্যাস করা হইয়াছে জন্য। তোমার সম্মুখে যে দিন পড়িয়া রহিয়াছে তাহা কি গত দিননিচয় অপেক্ষা পরিমাণে অল্প? আর তুমি কি ইহা জান না, কোন ভারি বস্তু প্রথমে গতিবিশিষ্ট করান সুকঠিন, কিন্তু এক বার যদি গতি বিশিষ্ট করান যায়, তবে অল্পায়াসে উহাকে এক স্থান হইতে যত দূর ইচ্ছা লইয়া যাওয়া যাইতে পারে। পাপ অভ্যাস যাহা গুরু ভারে মনের উপরে চাপিয়া বসিয়া আছে, প্রথমে উহাকে নাড়াইতে বড় কষ্টকর বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু এক বার যদি একটু নাড়াইতে পারি এবং সেই নাড়ান অবিচ্ছেদে চালাই, তাহা হইলে পর্ব্বতশিখরস্থ ভারি একখণ্ড শিলা একবারে নাড়াইয়া গড়াইয়া দিলে যেমন উহা আর উপরে তিষ্ঠিতে পারে না ক্রমান্বয়ে নিম্নদিকে চলিয়া যাইতে থাকে, তেমনই আর পাপ থাকিবার আশ্রয় না পাইয়া একেবারে ঊর্দ্ধ হইতে গড়াইতে গড়াইতে বিনাশের সমুদ্রে গিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। প্রত্যেক সাধক নিজ নিজ জীবনে ইহার প্রমাণ পাইয়াছেন, এবংপ্রমাণ পাইতেছেন বলিয়াই তাঁহারা নিরাশ সাধকের কথায় কর্ণপাত করেন না।

তাঁহারা নিরাশার কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারেন, ইঁহার পাপকে নাড়া দিবার ইচ্ছা নাই, তাই ইনি এ প্রকার বলিতেছেন।

যৌবনের যখন প্রখর তেজের সময় সেই সময়ে আমরা সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তৎপূর্ব্বে আমাদিগের কতকগুলি কু অভ্যাস ছিল, যাহা কোন কালে যাইবে আমাদিগের আশা ছিল না, এমন কি এক প্রকার রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যখন সাধন আরম্ভ করা গেল, অল্পদিনের মধ্যে সেই সকল কু অভ্যাস কোথায় চলিয়া গেল, যাহা রোগ মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, চিকিৎসাশাস্ত্রমতে যাহা বিদূরিত করা বহুপ্রয়াসসাধ্য, তাহা এক সাধনে অনায়াসে অন্তর্হিত হইয়া পড়িল। সেই হইতে আমরা ক্রমান্বয়ে দেখিয়া আসিতেছি, যেরূপ অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত করা যায়, সেইরূপ অভ্যাস সহজে হইয়া দাঁড়ায়। এই সকল দেখিয়া আমাদিগের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, একটি অভ্যাস ছাড়াইয়া আর একটি অভ্যাস করিতে গেলে প্রথম যত্নে কথঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু এক বার একটি অভ্যাসকে নাড়াইতে পারিলে ক্রমান্বয়ে অভ্যাসের স্থলে অভ্যাসান্তরকে স্থাপন করা যাইতে পারে।

কি সংসারে কি ধর্ম্মরাজ্যে অভ্যাসই সর্ব্বে সর্ব্বা। সংসারিগণ সংসারে আসক্ত কেন? অভ্যাসবশতঃ। আহারবিহারাদিবিষয়ে যিনি যে প্রকার অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি সেই অভ্যাসের দাস। কিন্তু এখানেও দেখিতে পাওয়া যায়, অবস্থার পরিবর্ত্তনে প্রথম প্রথম কষ্ট হইলেও পরিশেষে পূর্ব্ব অভ্যাস পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এবং নূতন পরিবর্ত্তন অনুসারে আহারবিহারাদি অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। ধর্ম্মরাজ্যে অধ্যাত্মবিষয়ে অনুরাগ, পুণ্য চিন্তা, পুণ্য কথন, পুণ্য অনুষ্ঠান, এ সমুদায় অভ্যাসের ফল। অভ্যাসে এ সকল প্রকৃতিগত হইয়া যায়, এবং সাধকে স্বতই এ সমুদয় সমুপস্থিত হয়। যোগ ধ্যান ধারণা প্রভৃতিতে এই অভ্যাসের বিপুল আধিপত্য। যে মন সর্ব্বদা বিষয় চিন্তা করিয়াছে, বিষয়ের অনুসরণ করিতেছে, সে মন যোগী হইবে কি প্রকারে, ধ্যানধারণায় নিপুণ হইবে কিরূপে? বিষয়ের চিন্তার স্থল যদি ঈশ্বরচিন্তা অধিকার না করে, বিষয়ানুসরণ ছাড়িয়া ঈশ্বরের ইচ্ছানুসরণ প্রবলতর না হয়, মন বিষয় ছাড়িয়া কখন ঈশ্বরে প্রবিষ্ট হইবার নহে। এই জন্য আমরা বলিতেছি, এখন ধর্ম্মের প্রতিকূল যে সকল অভ্যাস আছে, তাহার বিপরীত অভ্যাসে প্রবৃত্ত না হইলে, কেহই ধর্ম্মরাজ্যে উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিতে সক্ষম হইবেন না।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব।

এই সংসার অতি বিপদসঙ্কুল স্থান, এখানে সাধকের প্রতিপদে বিপদের আশঙ্কা। তিনি যে পথ ধরিয়াছেন তাহাতে তিনি সমুদায় পৃথিবীর লোকের কেবল অপরিচিত হইয়াছেন তাহা নহে, সকলের বিদ্বেষভাজন হইয়াছেন। গতানুগতিক লোকেরা মহাবিপদ্ গণনা করিয়া তাঁহার গতি অবরোধ করিবার জন্য অগ্রসর। তাঁহাকে বাধা দান করা তাহাদিগের জীবনের কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। সাধক কি এই সকল ব্যক্তির আরক্ত লোচন দর্শন করিয়া ভীত? তাহারা অগ্নি বিষ শস্ত্রাদি লইয়া সুসজ্জিত দেখিয়া কি পশ্চাৎপদ হইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত? অহো প্রত্যাদিষ্ট সাধক প্রজ্বলিত হুতাশন, যাহা কিছু তাহার বেগাবরোধ জন্য তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। ঈশ্বরের আদেশ যাঁহার হৃদয়ে অবতরণ করিয়াছে, সংসার আবার তাঁহার গতি অবরোধ করিবে? সংসারের এমন কি ক্ষমতা যে প্রত্যাদিষ্ট সাধককে আদিষ্টকার্য্যসাধনে অবরুদ্ধ করে। সংসার বড়র্কিছু যদি করিতে পারে, শারীরিক প্রাণ হরণ করিতে সক্ষম, তদ্ব্যতীত তাহার আর কি ক্ষমতা আছে। এই পৃথিবী প্রত্যাদিষ্টগণের শোণিতপাত করিয়া চিরদিন কলঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু সেই শোণিতপাতে প্রত্যাদেশের জয় অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। প্রত্যাদেশের জীবন অতিবাহিত করিয়া যিনি পৃথিবীর উপরিতন দেশে বাস করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাঁহাকে এই উচ্চ জীবনের মূল্যস্বরূপ প্রাণ পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে হয়। প্রকৃত বিশ্বাস ও প্রকৃত প্রত্যাদিষ্ট জীবন শোণিত দ্বারা তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ পৃথিবীতে সংস্থাপন করিয়া চলিয়া যায়। পৃথিবী প্রমাণ চায় বলিয়াই, চিরকাল অত্যাচার

দ্বারা বিশ্বাস ও প্রত্যাদেশের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়াছে। প্রত্যেক বিশ্বাসী প্রত্যাদিষ্ট সাধককে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই হইবে।

বিজয়ী কে? যাহার ধন আছে, জন আছে, সহায় আছে, সম্পদ আছে, পৃথিবী বলে সেই জয়ী। কৈ পৃথিবী ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কোথাও তো দেখাইতে পারে নাই। দুদিন জয়, পরে ক্ষয়, পৃথিবীর শাস্ত্র এই কথা বলে। অনিত্য বস্তুর বলে জয়ে আশা ক্ষয়ে পরিণত হয়, এ আর একটা অসম্ভব কথা কি? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যেখানে হরিনামের বলে ভক্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, সেখানে জয় ভিন্ন ক্ষয় কোন কালে দৃষ্ট হয় নাই। কত পার্থিব সাম্রাজ্যের উদয় হইল অস্ত হইল, কিন্তু হরিনামে গঠিত সাম্রাজ্যের অস্ত দূরে, দিন দিন তাহার কেবলই অভ্যুদয়। এ সংসারে যদি লাভের বাণিজ্য ব্যবসায় চালাইতে হয়, তবে সকল বাণিজ্য ব্যবসায়ের উপরে হরিনামের বাণিজ্য ব্যবসায় চালান পরম চাতুর্য্য। এ বাণিজ্যে ইহলোক পরলোক উভয়ই হস্তগত হয়। এ ব্যবসায়ে কিন্তু গোপ্য আছে, সে গোপ্য কখন লোকে জানিতে না পায়, এজন্য বিশেষ কৌশলের প্রয়োজন। পৃথিবীর বাণিজ্য ব্যবসায়ী সর্ব্বদা আপনার মূলধন গোপনে রাখে, কাহাকেও কখন জানিতে দেয় না। ইহাকে 'ব্যবসায়ের গুমর' বলে। এ গুমর অল্প ধনে বহু ধন দেখাইয়া লোকদিগকে জালে বদ্ধ করিবার জন্য। আমরা যে গোপনের কথা বলিতেছি উহা ইহার ঠিক বিপরীত। এখানে বাহিরে দরিদ্রতা দুঃখ প্রভৃতি আবরণ হইয়া বাণিজ্যলব্ধ ধনকে গোপন করিয়া রাখে। লোকে এই সকল আবরণ দেখিয়া তাঁহাদিগের কৃতার্থতা বুঝিতে পারে না। তাঁহাদিগের দ্বারা অতি অল্পসংখ্যক লোক প্রথমতঃ আকৃষ্ট হন। তাঁহাদিগের বিজয় প্রথমতঃ দেখিতে সামান্য, পৃথিবী প্রথম প্রথম তাহা তত বুঝিতে পারে না। যত দিন যায়, তত এই বিজয় এমনই স্পষ্ট আকার ধারণ করে যে, দিন দিন সমুদায় মানবমণ্ডলী তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত হইয়া পড়ে। পৃথিবীর বলশালী লোক সকল যত দিন পৃথিবীতে থাকেন, অধিক হইল তো তত দিন আপনাদিগের বিক্রমে লোকদিগকে শাসন করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের দুঃখ দুদ্দিনে বা মৃত্যুর পর উহার চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাঁহাদিগের জয় তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। হরিনামব্যবসায়িগণের সম্বন্ধে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাঁহাদিগের জয় ক্ষয়বর্জ্জিত, প্রথমতঃ দেখিতে সামান্য, কিন্তু পরিশেষে ক্রমে বিপুলায়মান।

আচার্য্যদেবের জন্মদিন।

মহাজনদিগের আবির্ভাব ও তিরোভাব স্মরণ করিয়া তাঁহাদের অনুগামী লোকগণ চির কাল মহোৎসব করিয়া আসিতেছেন। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা বিদ্যমান। মহাপুরুষদিগের জন্ম পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য, তাঁহাদের দেহত্যাগও জগতের কল্যাণের জন্য হইয়া থাকে। সাধারণ লোকের জন্ম মৃত্যুর ন্যায় তাঁহাদের জন্ম মৃত্যু পরিগণিত হয় না। বিগত ৫ই অগ্রহায়ণ শনিবার আমাদের আচার্য্য দেবের জন্ম দিন উপলক্ষে এখানে বিশেষ উৎসব হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর কমলকুটীর ও মঙ্গলবাড়ী আলোকমালায় মণ্ডিত হইয়াছিল। পূর্ব্বাহ্ণে ও রাত্রিতে নবদেবালয়ে আচার্য্যদেবসম্বন্ধে প্রার্থনাদি হয়, রাত্রিতে ভাই গৌরগোবিন্দ রায় প্রেরিতদিগের প্রতি আচার্য্যের বিধি পাঠ করেন। রাত্রি ৯ টার সময় নববিধান যাত্রা হয়। কলিকাতার অনতি দূরস্থ ঘোপাপাড়া গ্রামনিবাসী নাথ পরিবারের ব্রাহ্ম যুবক ও বালকগণ মুদিয়ালীস্থ ব্রহ্মসাধক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দেবের সাহায্যে নূতন প্রণালীর নববিধান যাত্রা করিতেছেন। ৫।৬ টী ক্ষুদ্র বালক নববিধানঙ্কিত পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া পোষাক পরিয়া সুমিষ্ট স্বরে ভক্তিরস পূর্ণ গান করেন, ৩।৪ জন যুবাও উৎসাহের সহিত গান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের গানে সে দিন শ্রোতৃবর্গের হৃদয় বিশেষরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে কেবল ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে এই যাত্রা গান করিয়া থাকেন। সঙ্গীত সকল বন্ধুবর কুঞ্জবাবুর রচিত, তিনিই এই দলের পরোক্ষ পরিচালক, বাবুরাম নামক যুবক সাক্ষাৎসম্বন্ধে এই দলের নেতা। ইনি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম এবং নৈপুণ্য সহকারে সঙ্গীতাদি করিয়া থাকেন। সে দিন অনেক ব্রহ্ম ব্রাহ্মিকা এই যাত্রা শ্রবণের জন্য কমল কুটীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাত্রি ১ টার পর সঙ্গীত সমাপ্ত হয়। বাবুরাম একটী বৈরাগীর সং সাজিয়া আমোদ করিয়াছিলেন। শেষ ভাগে মহারাণী ও আচার্য্য দেবকে সম্বোধন করিয়া বালকগণ একটি একটি গান করেন। আচার্য্যদেবসম্বন্ধীয় গানটী প্রবন্ধ শেষে প্রকাশ করা গেল। আচার্য্যের জন্ম দিন উপলক্ষে আমাদের কার্য্যালয় ও যন্ত্রালয় বন্ধ ছিল।

উক্ত দিবস অপরাহ্ণে ১০ নম্বর অপার সারকুলার রোড কেশব একাডমিস্কুল গৃহে ভাই প্রসন্ন কুমার সেনের উদ্যোগে এক বৃহৎ সভা আহূত হইয়াছিল। রেভনিউ বোর্ডের সেক্রেটারি কটন সাহেব, বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা খ্রীষ্টভক্ত শ্রীযুক্তবাবু কালীচরণ বন্দোপাধ্যায়, সুবিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী এবং পণ্ডিত গৌর গোবিন্দ রায়

উপাধ্যায় আচার্য্য চরিত্র বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কটন সাহেব ও কালীচরণ বাবু ইংরেজিতে সামাধ্যায়ী ও উপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করেন। খৃষ্টীয় প্রচারক রেভেরেণ্ড মেগ্‌ডোনাণ্ড সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ কটন সাহেব এইরূপ বলেন, এ দেশীয়গণের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মাদিগের প্রতি সম্মাননা প্রদর্শন নিতান্ত স্বাভাবিক, বস্তুতঃ যথার্থ দার্শনিকরূপে দেখিতে গেলে ভূতকালের মহাত্মাদিগের প্রভাবসমষ্টি বর্ত্তমানের উন্নতির মূল। ভূতকালের তুলনায় বর্ত্তমান কিছুই নয়, এই বর্ত্তমান আবার ভূত হইয়া ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগের পরিচালক হইবে। যে সকল মহাত্মা পৃথিবী হইতে চলিয়া যান, এইরূপে তাঁহারা ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের নেতা হইয়া স্থিতি করেন। অদ্য যে মহাত্মার জন্ম উপলক্ষে সকলে এখানে সমবেত হইয়াছেন, তিনিও একজন ভবিষ্যতের পরিচালক। প্রেরিত জীবনের উদ্যমতা তাঁহাতে বিলক্ষণ অনুভূত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এ দেশীয়গণ আজও মহাত্মাদিগকে সম্মান করিতে সমুচিতরূপে শিক্ষিত হন নাই। কোন মহাত্মা ইহলোক হইতে চলিয়া গেলে কিরূপে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করা হইবে তাহার উপায় উদ্ভাবন জন্য এদেশে কয়েক দিন বিলক্ষণ আন্দোলন হয়, কিন্তু সেই আন্দোলনে অল্পই ফল প্রসূত হইয়া থাকে। আমরা যাহাতে মহাত্মাদিগকে স্মরণে রাখিতে পারি তাহার বিহিত উপায় অবলম্বন শ্রেয়স্কর। অনন্তর শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাবপূর্ণহৃদয়ে এইরূপ বলিলেন, "আজ যাঁহার জন্ম দিন উপলক্ষে সকলে মিলিত হইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে বক্তার বহু কাল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার বিষয় বলিতে হইলে অনেক বলিবার আছে, কিন্তু কেবল কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ ঈশ্বরের বাণীতে তিনি একান্ত বিশ্বাস করিতেন। এই উনবিংশ শতাব্দীর ঘোরতর অবিশ্বাসের মধ্যে তিনি ঈশ্বরবাণীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ না করিয়া তিনি কোন কার্য্য করিতেন না। বক্তার বিশ্বাস এই যে, সকলে যদি ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিয়া চলেন তাহা হইলে জীবনের মহৎ ফল লাভ করিতে পারেন। ২য়তঃ প্রথমে তাঁহার জ্ঞান প্রখর ছিল, তিনি তর্কে বিতর্কে জীবন আরম্ভ করেন, ভক্তিতে ও প্রেমেতে তাঁহার জীবন পর্য্যবসিত হয়। প্রথমাবস্থায় যদিচ তিনি লোকের মনে প্রত্যয় উৎপাদন করিতেন, কিন্তু তাহাদিগকে তেমন আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না, পরিশেষে তাঁহার আকর্ষণ ছাড়িয়া লোকের যাওয়া সুকঠিন হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ তিনি বৈরাগ্যের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার বৈরাগ্য বাহ্য বৈরাগ্য ছিল না, সংসারের সহিত বিয়োগ ও ঈশ্বরের সহিত যোগই তাঁহার বৈরাগ্য ছিল। ৪র্থতঃ তাঁহার সর্ব্বসমন্বয়ের ভাব থাকাতে তিনি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র হইতে অসঙ্কুচিত চিত্তে প্রমুক্তভাবে সত্য গ্রহণ করিতেন। ৫মতঃ বিস্তৃত প্রকৃতি তাঁহার শিক্ষার ভূমি ছিল, বক্তা তাঁহার মুখে শ্রবণ করিয়াছেন যে, তিনি বহু বৎসর যাবৎ কোন গ্রন্থের একখানা পত্র উদ্ঘাটন করেন নাই। সমুদয় প্রকৃতিই যাঁহার গ্রন্থ তাঁহার সামান্য গ্রন্থ উদ্ঘাটনের প্রয়োজন কি? আচার্য্য জীবনের এই কয়টী মূল বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া বক্তা সভাস্থ সকলকে এই মহোচ্চ ভাবগুলি জীবনে পরিণত করিবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। অনন্তর ভাই গৌরগোবিন্দ রায় পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট আচার্য্যের শিক্ষাপ্রণালীসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, কালীচরণ বাবু স্বর্গীয় মহাত্মার শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন বক্তার সহিত স্বর্গীয় মহাত্মার তৎসম্বন্ধে সম্বন্ধ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। আচার্য্যদেব যেমন নিজে পুস্তকলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেন না, কিন্তু প্রকৃতির বিচিত্র গ্রন্থ পাঠ করিতেন, সকল লোকের স্বভাব চরিত্র অধ্যয়ন করিতেন, তদ্রূপ গুরু বা শিক্ষক হইয়া কাহাকেও শিক্ষা বা উপদেশ দিতেন না। তিনি বলিতেন ব্রাহ্মসমাজে কেহ কাহাকেও শিক্ষা দেয় না। তিনি কেবল সাধু মহাজনদিগকে সম্মান করিতেন তাহা নয়, কিন্তু তাঁহাদিগকে অস্থিমজ্জা করিয়া আপন জীবনের সহিত, আপন অস্থি মজ্জার সহিত একীভূত করিয়া ফেলিতেন। কিরূপে তিনি আপাততঃ বিরুদ্ধবাদী ও বিরুদ্ধমতাবলম্বী সাধু মহাজনগণকে ও ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলকে সম্মিলিত করিবার সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন; এই উনবিংশ শতাব্দীর পরস্পর বিসংবাদী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মত সকলের বিবাদ বিরোধের মধ্যে অক্ষুণ্ণ থাকিয়া তিনি কিরূপে বিজ্ঞানসম্মত উচ্চ ধর্ম্মমত প্রচারে সক্ষম হইয়াছিলেন, এ সমস্ত তত্ত্ব বক্তা বুঝাইয়া বলেন। ভাই গৌরগোবিন্দের বক্তৃতা শেষ হইলে পণ্ডিতবর সামাধ্যায়ী মহাশয় আন্তরিক ভাবপূর্ণ একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা আচার্য্যদেবের সার্ব্বভৌমত্ব অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করেন। তাঁহার স্বর্গীয় গুণে মুগ্ধ হইয়া বক্তা যে তাঁহাকে কেবল শ্রদ্ধা ভক্তি করেন তাহা নহে, কিন্তু বাহিরে না হউক মনে মনে যে তাঁহাকে পূজা করেন এরূপ প্রকাশ করিলেন। বক্তার জাতীয় কুসংস্কার সত্ত্বেও (এস্থলে ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি তাঁহার মস্তকের শিখাটী প্রদর্শন করেন) আচার্য্যদেবের সহিত তাঁহার মিলন কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল, তিনি নবদ্বীপবাসী গোঁড়া হিন্দু হইলেও কিরূপে আচার্য্য তাঁহাকে নিকটে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এসকল কথা তিনি অতি বিশদরূপে ব্যক্ত করেন।

পরিশেষে সভাপতি আচার্য্যদেবসম্বন্ধে কিছু বলিলে সভা ভঙ্গ হয়।

বাউলের সুর।

ধন্য হে কেশব তুমি, পুণ্যভূমি, ভারত মাঝে জন্মেছিলে।

১। বেদ পুরাণ, বাইবেল কোরাণ মিলাইয়ে ধর্ম্ম সমন্বয় করিলে।

২। পরস্পর মতের বিবাদ কাটাকাটী হোতেছিল দলে দলে; আনিয়ে সর্ব্বপ্রধান, নববিধান, চির বিবাদ মিটাইলে।

৩। এমন মনোহর চারু, বিধানতরু, কার কাছেতে কোথায় পেলে; কে তোমায় ভালবেসে, স্নেহবশে, হাতে হাতে সঁপে দিলে।

৪। তরু যে বাড়বে কত, জানি নাত, পরব্রহ্মের রূপ-বলে; কিন্তু জেনেছি তত্ত্ব, জগৎ তপ্ত, হবে সুশীতল তলে।

৫। মোহম্মদ শাক্য মুষা, গৌর, ঈশা, নানক আদি দলে দলে; লয়ে নিজ জীবনে, সঙ্কীর্ত্তনে, নাচিলে আর নাচাইলে।

৬। প্রেম ভক্তি যোগ বৈরাগ্যের সুসম্মিলন একাধারে দেখাইলে; তাই এমন অমূল্য ধন, কেশবজীবন, ভিক্ষা মাগি সবাই মিলে।

৭। গৃহে, নির্লিপ্ত থেকে, যোগ বৈরাগ্য সাধন কোরে দেখাইলে; একতন্ত্রী লয়ে করে, ঘরে ঘরে নববিধান প্রচারিলে।

৮। আপনি থেকে বর্ত্তমান, নববিধান পৃথিবীময় প্রচারিলে; হয় নাইকো কোন বিধান, এরূপ প্রচার কোন যুগে, কোন কালে।

৯। ওহে প্রেমিক বৈরাগী নবযোগী বল কোথায় থাক চলে; একটু স্থান দিয়ে পাশে, সত্য দাসে, রেখো আয়ের চরণ তলে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা!

১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত আমার প্রেরিত পত্র উপলক্ষে ১৬ই কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বের প্রাপ্ত ও প্রেরিত স্তম্ভে ক্রমান্বয়ে তিন খানা সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে এমন সকল কথা আছে যাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক, তাহাতেই আমি এই পত্র পাঠাইতেছি; ভরসা করি আগামী বারের ধর্ম্মতত্ত্বে ইহা প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

প্রথমতঃ "অনুকরণ ও অনুসরণ" শীর্ষক প্রাপ্ত পত্রে বিবৃত বিষয়সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে লেখক অনুকরণের যেরূপ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট এই বুঝা যায় যে অনুকরণ শব্দের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল ধাত্বর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। আচার্য্যদেবের ভক্তিরস পূর্ণ ভাব সহকারে উপাসনা করিতে চেষ্টা করা কি অনুকরণ করা? অনুকরণ করিয়া কি কেহ কখনও ভক্তিরসপূর্ণহৃদয় হইতে পারে? আচার্য্যদেব কি নিজ গুণে ওরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন যে আমরা তাঁহাকে আদর্শ করিয়া নিজ চেষ্টায় তাহা প্রাপ্ত হইব? স্বয়ং ভগবানের প্রভাবে উপাসনা করিতে যাইয়া একমাত্র ভগবানেরই অনুগ্রহে আমার হৃদয়ে যত টুকু ভক্তিরসের সঞ্চার হয় তাহাই আমি পাইতে পারি। তাহা হইলে অনুকরণ হইল না অনুসরণ হইল? যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত লিখক প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার একটীও অনুকরণের দৃষ্টান্ত নহে। অনুকরণ বলিতে আমি এই বুঝি যে ভগবানের প্রভাবাধীন না হইয়া কেবল বাহ্যভাবে মহাজনের অনুষ্ঠানের নকল করা (১)। তাহাতেই অনুকরণ কার্য্যটীকে আমি নব বিধানের বিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। মহাজন যেরূপ ভগবানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া জীবনের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন কি যাইতেছেন ক্ষুদ্র লোক হইয়াও তদ্রূপ ভগবানের দ্বারা চালিত হইয়া জীবনের কার্য্য সম্পন্ন করাই অনুসরণ। এই অনুসরণই নব বিধানে বিশ্বাসীর পক্ষে প্রার্থনীয়। প্রকৃত কথা এই মহাজনের অনুসরণ করা ক্ষুদ্র লোকের পক্ষেও সম্ভব, কিন্তু এক মহাজনের অনুকরণ করা আর এক মহাজনের পক্ষেও অসম্ভব। এই জন্যই মহাজনদিগকে পরস্পরের অনুসরণ করিতে দেখি, কিন্তু অনুকরণ করিতে দেখি না। মহাত্মা ঈশাকে আমাদের আচার্য্যদেব এত ভক্তি করিতেন, কিন্তু তাঁহার অনুকরণ তিনি করেন

(১) ভাই বঙ্গচন্দ্র "অনুকরণ" শব্দের ব্যবহারিক অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার বিরোধী, আমরাও তাহার বিরোধী। প্রতি শব্দের ব্যবহারিক ও মৌলিক দুই প্রকারের অর্থ আছে। দর্শন ও বিজ্ঞানে শব্দসকলের অনেক সময়ে মৌলিক অর্থ ধরিয়া ব্যবহার হয় এবং ব্যবহারকালে সেই অর্থ প্রকাশ করিয়া এক স্থলে লিখিত হয়, উহাকে পরিভাষা বলে। আমরা অনুকরণশব্দের পারিভাষিক অর্থ প্রকাশ করিয়াছি, এবং আমাদের পরিভাষা অনুসারে "অনুকরণ" শব্দের অর্থ ধারণে ভাই বঙ্গচন্দ্রের কোন আপত্তি থাকিবে না। কেন না বাহ্যতঃ নয় কিন্তু ভাবতঃ অনুষ্ঠানরূপ অনুকরণ অনুসরণে অপরিহার্য্য। উপাসনাতে উদ্বোধন হইতে পর পর অঙ্গ ক্রমে অনুষ্ঠান তাদৃশ উপাসনা-প্রবর্ত্তকের অনুকরণ হইয়াও দূষণীয় নহে কেন না এখানে বাহ্যতঃ অনুকরণ নহে, কিন্তু ভাবতঃ। সং।

নাই। এমন কি তাঁহার কথার অক্ষরানুসারে তিনি কোনও কার্য্য করেন নাই। যদি তাহা করিতেন, রুটির পরিবর্ত্তে অন্ন এবং মদের পরিবর্ত্তে জল পানাহার করিয়া মহাত্মা ঈশার রক্ত মাংস গ্রহণের বিধি অনুসরণ করিতেন না (২)। অনুকরণ ও অনুসরণের বিষয় লিখিতে যাইয়া প্রীতিভাজন ভ্রাতা কেন যে অভিনয়ের কথা উপস্থিত করিলেন তাহা তিনিই জানেন। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তদুত্তরে আমি কেবল এই বলিতেছি যে, এক একটি প্রেরিত মহাজন ভগবানের হস্তে ব্যবহৃত হইয়া পৃথিবীতে যে এক একটি বিধানরূপ অভিনয় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, কোনও ভ্রাতা সেইরূপ কিছু প্রদর্শন করেন নাই। কেবলমাত্র নব বিধানে প্রকাশিত ভিন্ন ভিন্ন মহাজনের মিলনরূপ স্বর্গীয় ব্যাপার ভিন্ন ভিন্ন সাজে সাজান বন্ধুগণ মিলিতভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমি এই দৃশ্য দেখিয়া যে কিরূপ মোহিত হইয়াছিলাম, তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি না।

দ্বিতীয়তঃ "নবসংহিতা গ্রহণ" শীর্ষক প্রেরিত পত্র লিখক যাহা লিখিয়াছেন তদুত্তরে আমার অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ আপনার "নববিধান ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রস্তাবে আপনি যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন আমি তাহারই পক্ষপাতী হইয়া চলিতেছি। নবসংহিতানুসারে অনুষ্ঠানাদি করা সম্বন্ধেও তাহাই পালনীয় বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত বিশ্বাস করি। প্রেরিতপত্রলিখক ইহার বিরুদ্ধে ফলাফলচিন্তাসম্ভূত যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, নববিধানে বিশ্বাসী হইয়া আমরা নিজে ভগবানের প্রভাবাধীন হইতে এবং অন্যকে তাহা হইতে দেখিতে চাই। আমাদের ফলাফল চিন্তা করিবার অধিকার নাই। ঈশ্বরাদেশ ব্যতীত নবসংহিতা গ্রহণ করিতে যাওয়া আর নবসংহিতাকে পুরাতন করিয়া ফেলা কি এক নহে? বঙ্গবন্ধুতে প্রকাশিত কোনও প্রবন্ধের একটি কথা ধরিয়া শ্রদ্ধেয় প্রেরিতপত্রলিখক— "একজন বিধানবিশ্বাসী" আমাকে কিরূপে সেই প্রবন্ধের লিখক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন তাহা তিনিই জানেন। এইরূপে আক্রমণ করিলে কি হইবে? তিনি নবসংহিতাকে যেরূপে গ্রহণ করাইতে চান ইহাতে কি স্বেচ্ছাচারিতা আসিতে পারে না? নবসংহিতা কি নববিধানের অন্তর্গত নহে? আমরা যখন নববিধানের ভাব রক্ষা করিতে দায়ী তখন আমরা নবসংহিতারও ভাব রক্ষা করিতেই যে দায়ী ইহাতে সন্দেহ কি? বিধানবিশ্বাসী বন্ধু ভাবে নবসংহিতা প্রচলন করিতে চান তাহা নবসংহিতার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ। তাহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে নিতান্ত নিকৃষ্ট বিশ্বাসীকেও ভগবানের কথা শুনিয়া নবসংহিতা গ্রহণ করিতে হইবে। নবসংহিতার ভাবানুসারে চলা ঠিক না হইলে "দরবারে" ইহা কি প্রকারে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে নবসংহিতার ভাবানুসারে অনুষ্ঠান হইলেও তাহাতে প্রেরিত প্রচারক যোগদান করিতে পারিবেন। বিধান বিশ্বাসী বন্ধু "নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ" শীর্ষক প্রস্তাব পাঠ করিতে সকলকে বলিয়াছেন, এবং তাহা হইতে শেষ দুইটী পেরা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বের কোন কোন পেরাতে যে ভাবানুসারে অনুষ্ঠান না করিলে ভয়ানক আধ্যাত্মিক অনিষ্টের কথা উল্লেখিত আছে তাহার সম্বন্ধে কি করিতে হইবে? যাহা হউক উপসংহার কালে তিনিই কেন আবার "যত দূর সম্ভব" কথার প্রয়োগ করিলেন? ইহাতে যে খেয়া ঘাটে গড়া গড়ি দেওয়া হইল (৩)।

(২) ভাই বঙ্গচন্দ্র রুটির পরিবর্ত্তে অন্ন মদের পরিবর্ত্তে জল এ দৃষ্টান্ত প্রমাণ স্থলে তুলিয়া ভাল করেন নাই। দেশকালজাতিভেদে খাদ্যপানীয় স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। ঈশা য়িহুদী জাতির খাদ্যপানীয় লইয়া যে ব্যাপার দেখাইয়াছেন, তিনি যদি মদ্যমাংসবিরোধী অন্নভোজী বঙ্গবাসীর মধ্যে আজ আসিয়া ঐ অনুষ্ঠান করিতেন, তবে ঠিক আচার্য্যদেব যাহা করিয়াছেন, তাহাই করিতেন, তদ্ভিন্ন তিনি বিদেশীয় বিজাতীয় ব্যবহার কখন আনয়ন করিতেন না। আমরা পূর্ব্ববাঙ্গলার ভাইগণের সঙ্গে একদেশী একজাতি সমকালবর্ত্তী একবিধানাশ্রিত এক আচার ব্যবহারানুগত, ইহাতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গলাকে ব্যবহারাদিতে পৃথক্ করিয়া ফেলা কত দূর বিধিসঙ্গত পূর্ব্ববাঙ্গলার ভাইগণ এক বার ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিবেন। সং।

(৩) ভাই বঙ্গচন্দ্র, তাঁহার বন্ধুবর্গ, এবং আমরা সকলে এক নব বিধানের লোক, আমাদের একত্ব যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষিত হয়, তাহারই জন্য আমাদিগের পত্রপ্রেরকের ব্যগ্রতা। এ ব্যগ্রতায় আমাদের অনুমোদন নাই কি প্রকারে বলিব? নব বিধানে নব সংহিতার অবতরণ মণ্ডলীর একত্ব রক্ষা জন্য। বিধাতার এই বিধি রক্ষার জন্য আচার্য্যদেব স্বয়ং অনুষ্ঠানকালে সংহিতার লিখিত উপদেশ প্রার্থনাদি প্রতি অক্ষরে অনুসরণ করিতেন। শ্রীদরবারের নির্দ্ধারণে "বিধি ও ভাব" এইরূপ লেখা আছে, "বিধি বা ভাব" এরূপ নাই। সুতরাং ভাব তো রক্ষিত হইল এই যুক্তিতে বিধি উল্লঙ্ঘন করা শ্রীদরবার কোন দিন অনুমোদন করেন নাই, কোন দিন অনুমোদন করিবেন না। "বিধি ও ভাব" এইরূপ নির্দ্ধারণে লিখিত থাকাতে ভাবশূন্য বিধি বিধিশূন্য ভাব এ দুইই সমান পরিত্যাগ্য হইতেছে। এ সকল কথা বলিয়াও একটি কথা আমাদিগকে সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে এবং ভাই বঙ্গচন্দ্র এই কথা অনুসরণ করিয়া চলেন ও বিশ্বাস করেন। ভাই বঙ্গচন্দ্র এবং আমাদিগের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আমরা যিটি প্রথমে গ্রহণ করি, সেটি তিনি তৎকালে গ্রহণ করেন না, অনেক দিন পরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঈদৃশ

তৃতীয়তঃ 'অভিনয়' শীর্ষক প্রেরিত পত্রোত্তরে আমি এই বলিতে চাই যে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে ব্যবহার করিয়া ভগবান যে বিধান প্রকটন করিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করাকেই আমি কোনও প্রবর্ত্তকের সাজ সাজিয়া অভিনয় করা মনে করি এবং তাহা ঠিক নয় এই জন্য বলিয়াছি যে তাহাতে অবতারবাদীদিগকে আঘাত করিতে হয়, কিন্তু নববিধানে প্রকাশিত সকল সম্প্রদায়ের মহাত্মাদের স্বর্গীয় মিলন প্রদর্শন করাতে কোনও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের সাজ সাজিয়া অভিনয় করা হইয়াছে মনে করি না। আচার্য্যদেবের কথা উল্লেখ করিয়া লিখক যাহা বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমি এই বলিতে চাই যে যখন আচার্য্যদেবের নিকট উপবিষ্ট বন্ধুদের মধ্যে এক জন চৈতন্যের সন্ন্যাস করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহার মনে মনে কি এই ছিল না যে আচার্য্য দেবকে চৈতন্যের অভিনয় করিতে হইবে? তাহা বুঝিয়াই কি আচার্য্যদেব "আমি পাপী, আমি তো তাহা পারি না" এরূপ উত্তর দেন নাই? ইহাতে আচার্য্যদেব নিজ সম্বন্ধে যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা কি প্রস্তাবকারীকে বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য হয় নাই (৪)? লিখক আমার প্রতি কতকগুলি ব্যঙ্গোক্তি করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন তদুত্তরে আমি তাঁহাকে এই জানাইতেছি আমি নিজে কোনও প্রফেট্ সাজি নাই। বলিতে কি যাঁহারা সাজিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকসংখ্যকই প্রচারক নন। কিন্তু কতকগুলি লোককে নানা বাহ্য সাজে সাজিয়া মিলিত ভাবে স্বর্গীয় মিলন প্রদর্শন করিতে হইবে ইহা আমরা সকলেই ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এত আন্দোলনের পরও তাহাতে কোনও অন্যায় দেখিতেছি না। লিখক যে উপসংহার কালে আমাকে ব্যঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন "ঈশ্বর কি কেহ সাজিয়াছিলেন" তদুত্তরে আমি তাঁহাকে এই মাত্র জিজ্ঞাসা করি তাঁহার কি মনে আছে "ভবতরণীর" ছবি প্রদর্শনার্থ আচার্য্য দেব তাহাতে মহাত্মাদের ছবি তরণীর দুই ধারে দিয়াছিলেন কিন্তু কাণ্ডারীর স্থান শূন্য ছিল। বিভিন্ন মত এমন কি বিভিন্ন প্রত্যাদেশসম্বন্ধে আন্দোলন করিতে যাইয়া কি কেবল দ্বন্দ্ব করিবার চেষ্টা করিতে হইবে? নববিধানে প্রকাশিত মহাত্মাদের স্বর্গীয় মিলন প্রদর্শন করিতে যাইয়া যদি সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন মুসলমানদের হস্তে এখানকার নববিধানপ্রচারকদিগের কাহারও প্রাণ হারাইতে হইত তাহা হইলে ত এক গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইত। তাহাতে কোনও ভয়ের কারণ নাই। ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলে মুসলমান ক্ষেপিয়া যায় তাহাতে কি তাঁহাকে পিতা ডাকিব না?

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে নববিধানে প্রকাশিত সাধু মহাত্মাদের স্বর্গীয় মিলন প্রদর্শন করাতে কয়েক জন সামান্য মুসলমান আমাদিগকে একটুকু গালাগালি দিয়াছি মাত্র। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বের "পাপ" এবং "প্রেরিত" পত্রের লেখকগণের আক্রমণের তুলনায় মুসলমানের গালাগালি কিছুই নহে। প্রভুর যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন হউক (৫)।

নিবেদক
শ্রীবঙ্গচন্দ্র রায়।

ঘটনা পর্য্যায়ক্রমে বহুবার ঘটিয়াছে এবং ইহার মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ গূঢ়ভাবে প্রচ্ছন্ন আছে। এ পথে তাঁহাকে ডাকিতে দেওয়া শ্রেয়স্কর, কেন না তিনি যদি নব বিধানের বিধাতার হস্তে থাকেন, আমাদিগের পূর্ব্বাচরিত বিষয়ে সময়ে পাপকে বুঝিয়া একত্র হইবারও আশা আছে। সং।

(৪) আচার্য্যদেবের স্পষ্ট কথার অর্থান্তর ভাবান্তর করাইয়া উড়াইয়া দেওয়া ভাই বঙ্গচন্দ্রের ভাল হয় নাই আমরা বুঝিতেছি, ভাই বঙ্গচন্দ্রের এবং আমাদিগের মধ্যে ঈশা মুষা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে ব্যবহিত সম্বন্ধ আছে, তাহাতেই তিনি, আচার্য্যদেবের স্পষ্ট কথাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। ঈশা মুষা প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ "নববিধান প্রেরিত দলের প্রতি সেবকের নিবেদন" হইতে আমরা তুলিয়া দিতেছি, ইহাতেই সকল কথার মীমাংসা হইবে। "মহর্ষি ঈশা যেমন তাঁহার শিষ্যদিগকে নানাদিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন আমি তোমাদিগকে তাঁহার ন্যায় প্রেরণ করিতেছি না। তোমাদিগের সঙ্গে আমার সেই সম্পর্ক নাই। আমি তোমাদের দলের এক জন। তোমরা প্রেরিত মহাপুরুষদিগের প্রেরিত তোমরা এবং আমি, শাক্য প্রেরিত, ঈশা প্রেরিত, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেরিত, এবং পৃথিবীর অন্যান্য মহাজনদিগের প্রেরিত। তাঁহারা পৃথিবীতে তাঁহাদিগের ভাব প্রচার করিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগের পদধূলি লইয়া তাঁহাদিগের কথা তোমাদিগকে বলিতেছি। তোমরা আমার প্রেরিত নহ, তোমরা এবং আমি তাঁহাদিগের প্রেরিত। তাঁহারা আমাদের পিতা, পিতামহ। তাঁহাদিগের বংশে আমাদিগের জন্ম তাঁহাদিগের ভাবে আমরা দিজন্মা। শাক্য মুষা ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুদিগের বংশে তোমাদের জন্ম। আমি তোমাদিগকে প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিবার আগে সেই স্বর্গস্থ মহাপুরুষেরা তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন আমার অনধিকার চর্চ্চা পাপ। তোমরা তাঁহাদিগের প্রেরিত তাঁহাদিগের কথা তাঁহাদিগের শিষ্যদিগকে বলিতেছি।" যাঁহারা পিতা, পিতামহ, গুরু, প্রেরক, তাঁহাদিগের সাজ সাজা মহাপাপ, এই জন্য আচার্য্যদেব চৈতন্য সাজার প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইহাই সরলার্থ। সং।

(৫) আমাদিগের প্রিয় ভাই বঙ্গচন্দ্র যেরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছেন ইহাতে আমরা সবিশেষ ক্ষোভানুভব করিতেছি। আমরা "প্রাপ্ত ও প্রেরিত" লেখকগণকে যথাধিক স্বাধীনতা দান করিয়া থাকি, এজন্য অনেককে অনেক সময়ে ব্যথা প্রাপ্ত হইতে হয়। লেখকগণের স্বাধীনতা সঙ্কোচ করিতে আমরা সঙ্কুচিত বলিয়া অনেক সময়ে আমাদিগকেও কেবল কঠোর কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিতে হইয়াছে। এরূপ কর্ত্তব্য পালন যখন আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বীকার করিয়াছি তখন আর উপায় নাই। যাহা হউক এ সম্বন্ধের আন্দোলনের পত্রাপত্র বন্ধ করিবার উদ্দেশেই আমরা অধস্তন টিপ্পনী সংযুক্ত করিয়া দিলাম। এ সম্বন্ধে কেহ আন্দোলন করিতে চাহিলে তাঁহাদের পত্রিকার আর ধর্ম্মতত্ত্বে স্থান হইবে না। সং।

সংবাদ।

বিগত ২রা অগ্রহায়ণ ভাই অমৃত লাল বসুর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনীর সঙ্গে শ্রীমান শ্রীশচন্দ্র ঘোষের শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অনুষ্ঠান কার্য্য ভাই অমৃত লালের হাটখোলাস্থ বাটীতে সম্পাদিত হইয়াছে। ভাই গৌরগোবিন্দ রায় পৌরোহিত্য ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্ন্যাল উপাচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। আমরা বর ও কন্যার কল্যাণ প্রার্থনা করি।

গত ১৩ই অগ্রহায়ণ আচার্য্যদেবের দ্বিতীয় জামাতা শ্রীমৎ কুমার গজেন্দ্র নারায়ণের দ্বিতীয় কুমারের শুভ নামকরণ কমল কুটীরে সম্পন্ন হইয়াছে। কোচবিহারের মহারাজ ও মহারাণী আসিয়া এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। জগজ্জননী নবকুমারকে শুভ আশীর্ব্বাদ করুন। কুমার কুমার কমলেন্দ্র নারায়ণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

জঙ্গলবাড়ী হইতে প্রিয় ভ্রাতা বৈদ্যনাথ কর্ম্মকার লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, বিগত ২৯এ কার্ত্তিক তাঁহার পুত্রের নামকরণ নবসংহিতার বিশুদ্ধ প্রণালী অনুসারে সম্পাদিত হইয়াছে। কিশোরগঞ্জ হইতে অনেক ব্রাহ্ম সপরিবারে আসিয়া এই অনুষ্ঠানে যোগ দান করিয়াছেন। তথাকার মাননীয় মোসলমান ভূম্যধিকারী দেওয়ান সাহেবগণও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, ও আনন্দের সহিত আহারাদি করিয়াছিলেন, এবং স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক নিমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। আমরা নবকুমারের কল্যাণ প্রার্থনা করি।

বিগত ৬ই অগ্রহায়ণ, প্রিয় ভ্রাতা শরচ্চন্দ্র দত্তের দ্বিতীয় পুত্রের শুভ জাতকর্ম্ম নবসংহিতার বিধি অনুসারে সম্পাদিত হইয়াছে।

বিগত ৫ অগ্রহায়ণ পরলোক গত বন্ধু প্রসন্ন কুমার ঘোষের আদ্য শ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে বাগবাজারস্থ স্বর্গীয় কালীনাথ বসুর বাটীতে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শরৎ কুমার ঘোষ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্ন্যাল উপাচার্য্যের কার্য্য ও পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। পরলোকগত বন্ধু মৃত্যুর পূর্ব্বে আত্মীয়দিগকে বলিয়াছিলেন যে আমার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া যেন সংহিতানুসারে সম্পন্ন হয়। বিশ্বমাতা সেই পরলোকগত আত্মাকে আপন শীতল ক্রোড়ে স্থান দান করুন।

ভাই রামচন্দ্র সিংহ উত্তর আসামের অন্তর্গত ডিব্রুগড় নগরে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা স্থলে দুই শত লোক উপস্থিত ছিল। ভাই রামচন্দ্র সিংহ জোড় হাটেও নববিধান প্রচার করিয়াছেন। ডিব্রুগড় হইতে তিনি তেজপুরে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

২১শে কার্ত্তিক ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার লাহোরের কালেজ গৃহে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের জন্য ইংরেজিতে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বৃহৎ কালেজ গৃহ লোকে পূর্ণ হইয়াছিল, তাঁহার স্বাধীন চিন্তা শক্তি ইংরেজি ভাষায় অসাধারণ ক্ষমতা এই বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছিল। ২২শে কার্ত্তিক তিনি লাহোর ব্রহ্মমন্দিরে হিন্দিতে উপাসনা করিয়াছেন। তিনি তথায় ইংরেজিতে আর এক দিন বক্তৃতা করিয়াছেন।

আসামের সীমান্ত প্রদেশ তালাপ নামক স্থান হইতে কেহ লিখিয়াছেন "ভারত বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন দুই দিবস এখানে থাকিয়া গত পরশ্ব ডিব্রুগড়ে গিয়াছেন। ১১ই নবেম্বর রাত্রিতে এখানকার কেরাণী বাবুদিগের বাসায় কয়েক জন ভদ্রলোকের অনুরোধে 'সাংসারিক জীবনের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ' বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট উপদেশ দিয়াছিলেন। তালাপ ব্রিটিশ রাজ্যের প্রান্তসীমা। ইঁহার পূর্ব্বে অন্য কোন ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক এত দূর আসেন নাই। সকলেই ডিব্রুগড় সহর হইতে ফিরিয়া গিয়াছেন। রামবাবু একজন অমায়িক লোক। আশা করি, আগামী বৎসরে তিনি পুনরায় আমাদিগকে দেখা দিবেন।"

আমরা আহ্লাদিত হইলাম যে, কোচবিহার মহারাজের আলিপুরস্থ রাজপ্রাসাদের দ্বিতলের ছাদের উপর দৈনিক উপাসনার জন্য একটী মনোহর উপাসনাগৃহ নির্ম্মিত হইতেছে।

পুনার প্রার্থনা সমাজের সম্পাদক লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, আগামী ১৯শে অগ্রহায়ণ হইতে ৯ দিন ব্যাপিয়া উৎসব হইবে। উৎসবে উপাসনা কীর্ত্তন ইংরেজি ও মহারাষ্ট্রী ভাষায় বক্তৃতাদি হইবে। সঙ্গত সভার দিন পুনারেলওয়ের একজন প্রধান কর্ম্মচারী বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় বক্তৃতা করিবেন।

বিগত ১৫ই কার্ত্তিক লাহোরস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতা লালাবলারাম ভিমবাটের নবকুমারীর শুভ নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পাদিত হইয়াছে। ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার অনুষ্ঠান কার্য্য করিয়াছেন। কন্যাটী সাবিত্রী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার বিগত ২৭শে কার্ত্তিক রাউলপিণ্ডি নগরে মিশনস্কুল গৃহে ইংরেজিতে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহাতে বহু বাঙ্গালা ও পঞ্জাবী উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ভীষণ ভূমিকম্পে ময়মনসিংহ ব্রহ্মমন্দিরের ছাদ ভগ্ন ও প্রাচীর বিদীর্ণ হইয়াছে। উক্ত মন্দিরে আর উপাসনাদি হইতে পারিতেছে না। তথাকার নব বিধানবাদী ব্রাহ্মগণ মন্দিরের জীর্ণসংস্কারের সাহায্যার্থ ভিক্ষা করিতেছেন। আপাততঃ ৬। ৭ শত টাকার প্রয়োজন। সকলে দয়া করিয়া যথাসাধ্য ভিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগকে উপকৃত করেন এই প্রার্থনা।

আচার্য্যদেবের জীবনবেদের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেছে, ব্রহ্মগীতোপনিষদ্ অর্থাৎ কুটীরে যোগ ও ভক্তিশিক্ষার্থীর প্রতি আচার্য্যের উপদেশ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে। মোহম্মদ চরিত উত্তর বিভাগ যন্ত্রস্থ হইয়াছে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম যে চট্টগ্রাম নব বিধান মন্দিরের জন্য তিন সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা সকাতরে ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহকমহোদয়গণকে নিবেদন করিতেছি যে ধর্ম্মতত্ত্বের বর্ষ শেষ হইতে চলিল, অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ত্তমান বর্ষের ও বাকি মূল্য অবিলম্বে পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করেন। এজন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখা হইয়াছে। প্রায় পাঁচ শত টাকা বাকি পড়িয়া আছে। অর্থাভাবে তাহার নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ করা কার্য্যাধ্যক্ষের পক্ষে দুষ্কর হইয়াছে।

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২১ ভাগ।
২৩ সংখ্যা

১লা পৌষ, বুধবার, ১৮০৮ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে বিধানপতি, তোমার বিধানে বিশ্বাস সামান্য কথা নহে। প্রতি অক্ষরে প্রতি বর্ণে বিধান বিশ্বাস করে এমন লোক অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেই যতটুকু নিজের রুচি প্রভৃতির অনুকূল ততটুকু গ্রহণ করিতে যায়, যাহা তাহার মনের মত নহে, তৎপ্রতি হয় সে উদাসীন হয়, না হয় মানবীয় ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দেয়। অনেক সময়ে মানুষ তোমার বিধানের অর্থ নিজ বুদ্ধিবলে করিতে যায়, বিধানের অর্থ বুঝিতে আবার যে তোমার নিকটে প্রণত হইয়া ভিক্ষা মাগিতে হয়, ইহা অনেকে বোঝে না। তুমি এমন যেটি বিধান করিলে পর পর বিধান তাহার অর্থ উদ্ঘাটন করে। বিধানের পর বিধান দেখিয়া একের দ্বারা অপরের অর্থজ্ঞান এবং সেই অর্থজ্ঞানে তোমার সাহায্য গ্রহণ, এরূপ করিয়া কেই বা তাহা বুঝিতে যায়। বিধান লাভ এবং বিধান বুঝিয়া তোমার অনুসরণ, এ উভয়ই সমান তোমার কৃপাসাপেক্ষ। যে নিরন্তর প্রণত হইয়া তোমার দ্বারে পড়িয়া আছে; তোমার মুখের পানে তাকাইয়া আছে, সেই কেবল তোমার লীলামাহাত্ম্য বোঝে। হে প্রভো, তোমার নিকটে আমরা এই প্রার্থনা করি, আমরা যেন আন্তরিক বিশ্বাস সহকারে তোমার সর্ব্বপ্রকার বিধানের অনুসরণ করিতে পারি, আমরা যেন আমাদিগের পূর্ব্বসংস্কার ও রুচি প্রভৃতি তোমার বিধানের জন্য বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বদা সেই সকল আবর্জ্জনার্জ্জিত হৃদয়ে বাস করিতে পারি, অন্যথা আমরা বিধান আসিলেও গ্রহণ করিতে পারিব না, তাহার মর্ম্ম অবধারণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িব। নিরন্তর এজন্য প্রার্থিভাবে যে তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, তাহার সম্বন্ধে, এই গুরুতর ব্যাপার নিষ্পন্ন হইবে ইহার কোনও সম্ভাবনা নাই। আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন বিধানগ্রন্থের অধ্যয়নার্থী হইয়া সর্ব্বদা তোমার নিকটে শিষ্যত্ব স্বীকার করি, এবং তোমার প্রকাশিত অর্থ ভিন্ন আমরা তাহার কোন টীকা টিপ্পনী করিতে না যাই। এইরূপ করিতে গিয়া পৃথিবীতে অনেক অযুক্ত ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, এক ধর্ম্ম শতধা খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়াছে, বিধানের দেবতা, আমাদের সম্বন্ধে তাহা যেন কখন সম্ভবপর না হয় এই তোমার নিকটে আমাদিগের বিনীত ভিক্ষা। আমরা বিধানযোগে বিধানের সিদ্ধান্তে যাহাতে উপস্থিত হইতে পারি, তুমি নিরন্তর আমাদিগকে এই বিষয়ে সাহায্য দান কর।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা।

এ কি! পুণ্যময় পরমেশ্বরের রাজ্যে পাপের আধিপত্য কেন? তিনি কি নিদ্রিত? সৃষ্টি করিয়া তিনি কি এখন বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছেন? পাপ অবস্তু, ঈশ্বর তো পাপের কর্ত্তা নহেন। অবস্তু, অপদার্থ, অসত্য যাহা কিছু, তাহাই সেই পরমবস্তু, পরমপদার্থ, পরমসত্যের বিরোধী। বিরোধী মিথ্যা পদার্থকর্ত্তৃক পৃথিবীর মুখ আচ্ছাদিত হইল কেন? ইহার কি কোন প্রতিবিধান নাই? প্রতিবিধান নাই, ইহা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছি। বিধাতা যাহা বিধান করিবার, যাহার প্রতিবিধান করিবার তাহা যে প্রতিনিমেষেই সম্পাদন করিতেছেন। বিধান প্রতিবিধান এ দুইই ক্রমান্বয়ে চলিতেছে, তবে আমরা দেখিতেছি না কেন? দেখিতেছি না, আমাদিগের যোগদৃষ্টির অভাব জন্য। যোগদৃষ্টিতে কি দেখা যায়? কোন্‌টি বিধান, কোন্‌টি প্রতিবিধান তাহা স্পষ্টতঃ চক্ষুর নিকট প্রতিভাত হয়।

ঈশ্বর "সত্যং শিবং সুন্দরম্" ঈশ্বর "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্"। কি বিপরীত স্বরূপদ্বয়। এক দিকে তিনি অতি সুন্দর মনোহর, আর এক দিকে তিনি উদ্যত বজ্র। এই দুই ভাবের ভিতরে সৌসাদৃশ্য কোথায়? এক যে অপরকে খণ্ডন করিতেছে? তাঁহাতে এ বিকার কেন উপস্থিত? বিকার তোমার, ঈশ্বরের নহে। তিনি যাহা তাহাই আছেন, তুমি তাঁহাকে তোমার চিত্তের অবস্থানুসারে ভিন্ন দেখিতেছ। কিন্তু তুমি যাহা দেখিতেছ তাহা তোমার পক্ষে সত্য, এবং এইরূপ দেখিয়াই তুমি আত্মজীবনকে কৃতার্থ করিতে সক্ষম হইবে। তুমি যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালন কর, তাঁহার অনুগত দাস হইয়া চল, তখন তুমি আর তো তাঁহাকে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" রূপে দর্শন কর না। তখন তিনি কেমন প্রশান্তমূর্ত্তি বলিয়া তোমার নিকটে প্রতিভাত হন। কিন্তু দেখ সেই প্রশান্তমূর্ত্তি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে পরিণত হয়, যখন তুমি তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হও, তাঁহার আনুগত্য ছাড়িয়া পাপের আনুগত্য স্বীকার কর। জানিও যখন তুমি তাঁহার অনুগত ছিলে তখন তিনি যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহাতে তোমার কত সুখ শান্তি সমুৎপন্ন হইয়াছে, আর যখন তুমি তাঁহার বিরোধী ও প্রতিকূল হইয়াছ, তখন তিনি যাহা বিধান করিয়াছেন তাহা বিধান হইয়াও প্রতিবিধান হইয়াছে, কেন না তোমাকে পাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যাহা কিছু সমাগত হইয়াছে, তাহাতে তোমার ক্লেশ যন্ত্রণা প্রভৃতি বাড়িয়াছে, তুমি শান্তিহারা হইয়া কেবলই ক্রন্দন করিয়াছ। এ সময়ে সেই স্নেহময়ী জননীর মুখের দিকে আর তুমি তাকাইতে পার নাই, সে সুন্দর মুখ তোমার নিকটে বজ্রাপেক্ষা ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। তোমার এরূপ প্রতীতি হওয়াতেই বুঝা যাইতেছে, তোমার আত্মা হতচেতন হয় নাই, সুতরাং তোমার মুক্তি পক্ষে আশা সতেজ হওয়া আবশ্যক।

"সত্যং শিবং সুন্দরম্" "মহদ্ভয়ং বজ্র মুদ্যতম্" ইহা যেমন প্রতিসাধকসম্বন্ধে, তেমনি প্রতিধর্ম্মসমাজসম্বন্ধে। প্রতিসাধকের সম্বন্ধে যেমন ঈশ্বরের এই দুই ভাব প্রকাশ পায়, তেমনি সমুদায় সাধকসমষ্টিরূপ ধর্ম্মসমাজের নিকটে এই দুই ভাবের প্রকট হইয়া থাকে। "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" এই ভাবটি প্রতিসাধকসম্বন্ধে আবিষ্কার করা সহজ, কেন না সঙ্কুচিত ভূমির মধ্যে উহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়, সুতরাং ধরিয়া ফেলিতে তত প্রয়াস হয় না। কিন্তু যখন সমুদায় ধর্ম্মসমাজসম্বন্ধে ইহার ক্রিয়া প্রকট হয়, তখন সেই সমাজমধ্যে অনেকগুলি লোক মনে করেন, আমরা সকলে সুস্থ ও অবিকৃত আছি, অমুক অমুক লোক বিকারগ্রস্ত হওয়াতে এই সমুদায় ভূয়োভূয়ঃ আন্দোলনাদি উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা সাহসের সহিত তৎপ্রতিবিধানে অগ্রসর হন, এবং ভগবানের প্রতিবিধানের ক্রিয়া তাঁহা-

দিগের মধ্য দিয়া জনচক্ষুর্গোচর হইতে থাকে। তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, যেখানে সমুদায় জনসমাজের উপরে বিকার আসিয়াছে ইহাই সত্য কথা, তখন কতকগুলি লোক তাহা বুঝিতে পারিতেছে না, ইহা মিথ্যা। ভগবান্ সেই সকল ভ্রান্ত লোক লইয়া কেন প্রতিবিধানের ক্রিয়া পরিস্ফুট করেন। এ কথার উত্তর অতিসহজ। অল্পবিস্তরবিকারগ্রস্ততা সকল মনুষ্যেরই আছে। সম্পূর্ণ অবিকারী না হইলে যদি ঈশ্বর সেই সকল লোক লইয়া কার্য্য না করিতেন, তাহা হইলে ঈশ্বরের ক্রিয়া সাধু অসাধু কাহারই মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইত না। কারণ আমাদিগের চক্ষে যাঁহারা সাধু, ঈশ্বরের চক্ষের নিকটে তাঁহাদিগের সাধু বলিয়া পরিচিত হওয়া সুদূরপরাহত। এই জন্য যাঁহারা বিকারসত্ত্বেও সাহসের সহিত ঈশ্বরের নিকটে সমুপস্থিত হন, এবং তাঁহার নিকটে ভিক্ষা করেন, বিকারসত্ত্বেও তিনি তাঁহাদিগের দ্বারা কার্য্য করিয়া লন। যখন কোনপ্রকারের বিকার একটি সমাজে সমাগত হয়, তখন অল্পাধিক পরিমাণে সকলকেই তাহার অংশভাজন হইতে হয়। সেই বিকার আপনাদিগেতে অথবা অপর সকলের মধ্যে দর্শন করিয়া যাঁহাদিগের তৎপ্রতিবিধানে হৃদয় উদ্দীপ্ত হয়, এবং যাঁহারা সেই উদ্দীপ্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন, প্রতিবিধান নামে প্রসিদ্ধ ঈশ্বরের বিধান তৎসময়ে তাঁহাদিগের মধ্য দিয়া প্রকটিত হইতে থাকে।

ঈশ্বরের রাজ্যে মিথ্যা কখন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। যে সকল ব্যক্তির মধ্য দিয়া প্রতিবিধান ক্রিয়া চলিতেছে, তাঁহারা যদি আপনাদিগকে অবিকারগ্রস্ত মনে করিয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে ঈশ্বরের "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" ভাব শীঘ্র তাঁহাদিগকেও দর্শন করিতে হয়। যাঁহাদিগকে তাঁহারা বিকারগ্রস্ত মনে করিয়া প্রতিবিধানকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শীঘ্রই তাঁহাদিগকে তাঁহারা প্রণত অবস্থাপন্ন দেখিতে পান। ইহাতে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব অন্ধতা আরও বাড়িতে থাকে। প্রতিবিধান কার্য্যে তাঁহারা ঈশ্বরের হস্তে যন্ত্র হইয়াছিলেন, এখন মনে করিতে থাকেন, বিধাতা সমুদায় ধর্ম্মসমাজ চালাইবার জন্য তাঁহাদিগেরই হস্তে সমগ্রভার অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা মনে করেন, এ সমাজ মধ্যে আমরা সেই সকল গুণসম্পন্ন, যে সকল গুণ থাকিলে সমুদায় সমাজের পরিচালক হওয়া যাইতে পারে। এক অন্ধতা অন্য অন্ধতা আনয়ন করে, এবং সেই অন্ধতাই প্রতিবিধান ক্রিয়ার অধীন হইবার কারণ হয়।

আমরা আজ তিন বৎসর হইল দেখিয়া আসিতেছি, প্রতিবিধান নামে প্রসিদ্ধ বিধাতার বিধানাধীনে আমরা অবস্থান করিতেছি। এই প্রতিবিধানের সময়ে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, ক্রমান্বয়ে তাহাই ঘটিয়া আসিতেছে। কত দিন এইরূপ ক্রিয়া চলিবে আমরা জানি না, এমন হইতে পারে যে, আমাদিগের জীবন ইহাতেই পর্য্যবসিত হইবে। এ সময়ে আমরা আর কিছু চাই না, আমাদিগের এবং আমাদিগের বন্ধুগণের অন্ধতা বিদূরিত হইয়া ভগবানের সেই দিক্ দর্শন করি, যাহা "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" নামে আখ্যাত হইয়াছে। আমরা সকলেই বিকারগ্রস্ত কেহই বিকারশূন্য নই, বিশ্বাস করিয়া যদি সমপাপী এই বিশ্বাসে বিধানপতির আশ্রয় গ্রহণ করি, অচিরে আমাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা। যত দিন ইহা না হইতেছে, আমরা নিশ্চয় জানি, বিধানের প্রতিবিধান ক্রিয়া কখন ক্ষান্ত হইবে না। অহঙ্কার অভিমান চির কালই বিধানের অব্যাহত ক্রিয়ার বিরোধী, এ কালে তাহার বিপরীত কেন হইবে?

শ্রীদরবারের প্রাপ্য।

শ্রীদরবার এবং শ্রীদরবারের সভ্যগণ এ দুইকে আমরা ভিন্ন দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া থাকি।

ভিন্ন ভিন্ন সভ্য এবং শ্রীদরবারে মিলিত সভ্য, ইহা আমরা কোন কালে এক করি নাই, কোন্ কালে এক করিব না।। এখানে ব্যষ্টি এবং সমষ্টিতে অত্যন্ত ভেদ। ভিন্ন ভিন্ন সভ্য যখন আপনাদিগের পদে অবস্থিত নন, তখন তাঁহারা এক প্রকার এবং যখন তাঁহারা পদে অবস্থিত তখন তাঁহারা অন্যপ্রকার। যখন তাঁহারা শ্রীদরবারস্থ অথবা শ্রীদরবারের আদিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত তখন তাঁহারা যাহা, অন্য সময়ে তাঁহারা কখনই তদ্রূপ নহেন। কেন না এ সময়ে তাঁহারা আত্মপদস্থ, অন্য সময়ে তাঁহারা অন্য সামান্য লোক সহ এক।

এক জন বলিবেন, পদে অবস্থিতি এবং গৃহে স্থিতি এ দুইয়ের প্রভেদ পৃথিবীর রাজ্যে আছে, ধর্ম্মরাজ্যে কেন মান্য হইবে। আমরা তাঁহাদিগকে আচার্য্যদেবের ঈশ্বরসহ কথোপকথনের কথাগুলির প্রতি মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করি।

"আচার্য্য সহ আমাদিগের সম্বন্ধবিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায় আমরা সম্যক্ জ্ঞাত হইতে অভিলাষ করি। লোকেরা আমাদিগের বিরুদ্ধে কত কথাই বলিবে। কেহ কেহ আমাদিগের উপরে পৌরোহিত্যের অত্যাচার আরোপ করে, কেহ আমাদিগকে ক্রীত দাস বলে। আমরা কি আমরা জানি না। পিতঃ, বল আমরা তাঁহার প্রতি কিরূপ আচরণ করিব।

আমি নিযুক্ত না করিলে কেহ আচার্য্য হইতে পারে না। যাঁহারা উপাসকমণ্ডলীর নেতা হয়েন তাঁহারা আমাকর্ত্তৃক নিয়োজিত। অতএব এক জনের প্রতি স্বর্গের নিয়োগ থাকিলে যেরূপ ব্যবহার করিতে হয় তোমাদিগের আচার্য্যের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর। তাঁহার কথা তোমরা বিশ্বাসের সহিত শ্রবণ করিবে এবং সম্ভ্রমের সহিত পোষণ করিবে।

তাঁহার কি ভুল নাই? যদি ভুল থাকে, তবে কি আমরা তাহার অনাদর করিব না, তাহার দোষোদ্ঘাটন করিব না, এবং তাঁহার যাহা কিছু অপরাধ, অবিশুদ্ধি তাহা হইতে দূরে থাকিব না?

যেটি তাহার পদের কার্য্য নহে, তৎসহ স্বর্গের কোন সম্বন্ধ নাই। যদি বাড়ীতে সে ব্যক্তি মন্দ লোক হয়, কোন নির্দ্দিষ্ট চরিত্রমূল না থাকে, স্বার্থপর, উচ্চাভিলাষী, ক্রোধী, বঞ্চক, ঈর্ষান্বিত, অসত্যপরায়ণ হয়, নিশ্চয়ই তোমরা তাহার পাপের অনুকরণ করিবে না। তাহার সমুদায় ভ্রম ও অপবিত্রতার জন্য সে ইহলোকে পরলোকে দণ্ডভাজন হইবে। অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় সেও তাহার অকার্য্যের জন্য ঈশ্বর ও মানব কর্ত্তৃক বিচারিত এবং নিন্দিত হইবে।

তবে আমরা কেমন করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিব? যদি আমরা প্রমুক্ত ভাবে তাঁহার মত এবং কার্য্য সকলের দোষাদোষ দেখাইয়া দি, এবং তাঁহার ভিতরে যাহা কিছু অপরাধের বিষয় আছে, তাহা এবং তাঁহার রুচি, ভাব এবং কার্য্যের দোষোদ্ঘাটন করি, তাহা হইলে আমরা অন্য লোকের মত সমান বা হীন বলিয়া তাঁহার সহিত ব্যবহার করিব, যাহা কিছু তাঁহার ভাল তাহার প্রশংসা করিব, যাহা কিছু মন্দ তাহার নিন্দা করিব। এরূপ স্থলে আমরা তাঁহাকে নেতা এবং আচার্য্য বলিয়া কি প্রকারে সম্মান করিতে পারি? প্রভো, কি প্রকারে আমরা পৌরোহিত্যের ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহার পথ দেখাইয়াছ, কিন্তু আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, যদি আমরা আমাদিগের আচার্য্যকে আমাদিগের মতন এক জন বলিয়া তাঁহার সঙ্গে ব্যবহার করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে সমধিক সমাদর দেখাইতে পারিব না, এবং একীভূত হইয়া মণ্ডলীরও যথার্থ কল্যাণ উপলব্ধি করিতে পারিব না।

যখন সে তাহার গৃহে তখন তোমাদের মত, কিন্তু যখন সে তাহার পদে তখন নহে। তাহার নিয়োগের পদে সে স্বতন্ত্র। যখন সে তোমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব সকল মোচন জন্য উপদেশ দেয়, এবং প্রার্থনা করে, প্রচার কার্য্য নিয়মিত করে, এবং অন্যপ্রকারে তোমাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কার্য্য করে, তখন আচার্য্য বলিয়া তাহার নিকটে প্রণত হও এবং সমুদায় উপাসকমণ্ডলী তাহার উপদেশ গ্রহণ করুক, এবং অনুবর্ত্তন করুক। যত দিন পর্য্যন্ত সে তাহার পদে অবস্থান করিতেছে, তত দিন সংসারের অন্যান্য কার্য্যালয়, ব্যাঙ্ক বা বাণিজ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহকের মত তাহার অধস্তন কার্য্যকারকগণের সম্মাননা এবং বাধ্যতা সে অবশ্য প্রাপ্ত হইবে। অন্যত্র অন্য লোকের ন্যায় তাহার সঙ্গে ব্যবহার করিতে পার; কিন্তু, তাহার পদের কার্য্যে নিয়োজিত আচার্য্যের ন্যায় উপাসকমণ্ডলীর সকলের সে আনুগত্য অবশ্য প্রাপ্ত হইবে।"

শ্রীদরবারের উপরে সমুদায় মণ্ডলীর আচার্য্যকৃত্য নিপতিত হইয়াছে। তিনি আত্মসভ্যগণ মধ্য হইতে উপাচার্য্য সকল নিযুক্ত করিয়া থাকেন। আচার্য্যে যে সকল পাপ থাকিলেও তাঁহাকে তাঁহার পদের জন্য মানিতে হইবে, ইহা বর্ত্তমান উপাচার্য্যগণ

সম্বন্ধে বিলক্ষণ ঘটে। আমরা জানি যে সকল পাপসত্ত্বেও পদের সম্মাননা করিতে, উপদেশাদি গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এই সকল পাপ আমাদের আচার্য্যে আমরা কোন দিন দেখি নাই। তিনি আপনাকে অন্যের অপেক্ষা হীন বলিয়া স্পষ্ট বাক্যে বলিলেও আমাদিগের চক্ষে কোন দিন হীনতা পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে এখানে ভগবানের মুখ দিয়া যে সকল কথা বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাহা আমাদিগের ন্যায় বর্ত্তমান শ্রীদরবারের সভ্যগণের প্রতি বিলক্ষণ সংলগ্ন হইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীদরবার যে সকল উপাচার্য্য নিযুক্ত করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে তিনি ঈদৃশ ব্যবহার মণ্ডলীর নিকটে প্রাপ্য বলিয়া চাহিতে পারেন। যদি উপাচার্য্যের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকে শ্রীদরবার পূর্ব্বোদিত বাক্যেই বলিয়াছেন, "যদি তাহার বিরোধে তোমাদিগের কিছু বলিবার থাকে, আমার নিকটে আইস এবং বল।" আপচ ইহাও বলিতেছেন, "তোমাদিগের মধ্যে অতিশ্রেষ্ঠব্যক্তিগণের জন্যও যদি আমার দাস তোমাদিগের আচার্য্য আমার আদেশের অণুমাত্র উল্লঙ্ঘন করে, আমি তজ্জন্য তাহাকে দায়ী বলিয়া গ্রহণ করিব।" শ্রীদরবার কর্ত্তৃক নিযুক্ত উপাচার্য্যগণসম্বন্ধে যে কথা সংলগ্ন হয়, শ্রীদরবারে উপস্থিত সভ্যগণ সম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে। শ্রীদরবারে সম্মিলিত হইয়া তাঁহারা যে কার্য্য করেন তাহা অন্যত্র অবস্থিতি কালে কৃত কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র ইহাও ভগবদুক্তির অনুরোধ সকলকে মানিতে হইবে।

শ্রীদরবারের কি কি প্রকার প্রাপ্য চাহিবার অধিকার আছে, আমরা সে সমুদায়ের উল্লেখ করিলাম না, কেবল বর্ত্তমানে মণ্ডলী যে দুশ্চিন্তায় নিপাতিত হইয়াছেন, তাহারই মীমাংসা জন্য ভগবানের মুখের কথায় একটি বিষয় বন্ধুগণকে আমরা জ্ঞাপন করিলাম। ভগবানের বাক্য মণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ মানিবেন কি না, তৎপ্রতি আমরা দৃক্পাত করিতে চাই না। গুণে শ্রেষ্ঠই হউন, আর যাই হউন, আমরা বিশ্বাসিগণের নিকটে ভগবদ্বাক্য উপস্থিত করিলাম। আমাদিগের শ্রীদরবারের সভ্যগণের অনেক পাপ আছে, এ কথা আমরা গোপন করিতেও চাই না, এবং পাপে আনআনন্দিত হইতেও চাই না, কিন্তু শ্রীদরবারের নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্য্যগণকে অথবা পদে উপস্থিত সভ্যগণকে অনাদর করিয়া ঈশ্বরের অবমাননা করা যেন না ঘটে এইটি আমাদিগের প্রার্থনীয়। হয় মণ্ডলী অগ্রসর হইয়া বলুন আমরা শ্রীদরবার বলিয়া কিছু মানিব না, আমরা আপনারা উপাচার্য্য নিয়োগ করিব, সাধারণ সভায় সভ্য মনোনীত করিয়া সমুদায় কার্য্য করিব, অন্যথা যত দিন শ্রীদরবারের নিকটে উপাচার্য্য প্রার্থনা করিবেন, তাঁহার সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী থাকিবেন, তত দিন উপরি উদিত বাক্যের অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে সম্মান ও অনুসরণ করিতেই হইবে। শ্রীদরবার উড়িয়া গিয়া যদি নববিধান মণ্ডলী বাঁচিয়া থাকিতে পারে, এরূপ লোকের মনে দুঃসাহস উপস্থিত হইয়া থাকে, সে দুঃসাহসের কে প্রতিরোধ করিবে? কিন্তু আমরা জানি বিধানপাত ভিন্ন বিধানমণ্ডলী যে প্রকার অসম্ভব, শ্রীদরবার ছাড়িয়াও সেই প্রকার অসম্ভব।

সদোষ পদস্থ ব্যক্তিগণকে মান্য করিয়া অনুসরণ কেন করিতে হইবে, ইহার যুক্তি আমরা দেখাইতে চাই না। যখন আজ আমরা ভগবানের মুখের কথা তুলিলাম, তখন তাহার পার্শ্বে যুক্তি প্রদর্শন তাঁহার অবমাননা। তবে ইহা সকলেরই বিশ্বাস করা উচিত, ভগবান্ যুক্তিবিরোধী কোন কথা বলিতে পারেন না, কেন না তাঁহাতে অযুক্ত কিছুই নাই। যদি কেহ বলেন, ভগবান্ প্রশ্নোচিত সদুত্তর দান করেন নাই, কেবল উড়াইয়া দিয়াছেন, অথবা অন্য প্রকার ভাব গোপনে রাখিয়া অন্যপ্রকার কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের সাহসিকতাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ। ধর্ম্মতত্ত্ব চির দিন যুক্তি ভিন্ন কথা

বলে নাই, আজ ধর্ম্মতত্ত্ব বিশ্বাসীর কথা বলিতেছে। সকলকে বুঝিতে হইবে, ঈদৃশস্থলেও ভগবানে যুক্তি যে প্রকার নিয়ত বিদ্যমান, ধর্ম্মতত্ত্বেও যুক্তি তেমনি অবিচ্ছেদে অবস্থিত। বিশ্বাসের কথা অরণ্যে রোদন আমরা জানি, কিন্তু যুক্তির কথাও যে কেহ গ্রাহ্য করে, তাহাও দেখিতে পাই না। মানুষ আপনার অহঙ্কারকেই জানে, সকল অবস্থায় সে তাহারই অনুসরণ করে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

যখন নববিধানের প্রেরিতগণ স্বর্গে মনোনীত হইয়া ভূতলে প্রেরিত হন, তখন তাঁহাদিগের প্রতি অন্যান্য আদেশের মধ্যে এই একটি আদেশ ছিল যে, তাঁহারা এরূপ কিছু বলিবেন না বা করিবেন না, যদ্দ্বারা ভবিষ্যতে কোন প্রকার কুসংস্কার বা অযুক্ত ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইতে পারে। নববিধানের প্রেরিতবর্গ কি ঠিক এই আদেশ প্রতিপালন করিয়া চলিতেছেন? কে কত দূর ইহার অনুসরণ করিতেছেন, আমরা তাহা বলিতে চাই না, কিন্তু স্বয়ং বিধানপতি যে এ জন্য ব্যস্ত ইহা আমরা সহজে প্রদর্শন করিতে পারি। আচার্য্যদেব যখন দেহে বিদ্যমান ছিলেন তখনকার কথা আমরা বলিতে চাই না, কেন না প্রেরিতগণের প্রতি এ আদেশ তিনিই অপর সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন। তাঁহার দেহের অন্তর্দ্ধানের পর যেএকটি প্রকাণ্ড ঘটনা হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা আমাদিগের উক্তি সপ্রমাণ করিব। যখন ব্রহ্মমন্দিরের বেদী শূন্য রাখা হয়, তখন এই কথা উঠে, এ ঘটনা দ্বারা যদিও প্রেরিতবর্গের মধ্যে অযথা সংস্কার ও অযুক্ত ধর্ম্ম উপস্থিত না হউক, ভবিষ্যতে তদভ্যুদয়ের আশঙ্কা আছে। এ কথা উঠিল কোথা হইতে? এ কথা কি মানুষ তুলিল, না, ইহার মধ্যে বিধানপতির গূঢ় লীলা ছিল? বিধানের ইতিহাসে এমন যে কিছুই হয় না, যাহা নিরর্থক সংঘটিত হয়। এই ধ্বনির মধ্যে আমরা বিধানপতির ধ্বনি শ্রবণ করিলাম, এবং এই ধ্বনিতে পরিচালিত হইয়া আমরা এমন স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, যেখানে আর একটী ঘটনায় কুসংস্কার ও অযুক্তধর্ম্ম যে আসিতে পারে না, তাহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হইল। সেটি বেদীর শূন্য স্থানে উপাচার্য্যের আসন স্থাপন। এই আসন স্থাপন কেন হইল? বেদীসম্বন্ধে ভাবী কুসংস্কার ও অযুক্তধর্ম্ম অপনয়ন জন্য। এখন জিজ্ঞাস্য এই, এখানেই কি বিধানপতির এতৎসম্বন্ধের বিধান নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে? আমরা বলি না, কেন না এখনও এই ব্যবস্থা সর্ব্বহৃদয় কর্ত্তৃক শেষ বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই, তাঁহাদিগের হৃদয় এতদ্ব্যতীত আরও কিছু নূতন চাহিতেছে। তুমি বলিবে, নূতন কিছু আসিবার কি সম্ভাবনা আছে? ঈশ্বরের রাজ্যে সম্ভাবনাসম্বন্ধে আমরা কোন কালে নিরাশ হইতে পারি না। এই তিন বৎসর মধ্যে অনেকে অনেক বিষয়ে নিরাশ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা এখন দেখিতেছেন, নিরাশা তাঁহাদিগের অন্তরের সমস্ত. বিধানপতির ক্রিয়াবিচ্ছেদ জন্য নহে। আবার কি আসিতেছে, তজ্জন্য আমরা আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলাম। যদি বিধানপতির ইচ্ছা হয়, এবং তাঁহার ইচ্ছা শীঘ্র সম্পন্ন হইবার পক্ষে আমরা অন্তরায় না হই, আমরা অচিরে তাঁহার নবলীলা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব।

প্রেরিতগণকে নিয়োগ করিবার সময়ে ঈশ্বর তাঁহাদিগকে যে সকল বিধিতে বদ্ধ করিয়াছিলেন আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"তোমরা স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিবে না।

তোমরা বেতনভোগীর ন্যায় সেবা করিবে না, অথবা টাকার জন্য স্বাধীন ব্যবসায় চালাইবে না।

আমার প্রেরিত হইয়া তোমরা যে সকল সেবার কার্য্য সম্পাদন কর তাহার জন্য বিনিময়স্বরূপ কিছু গ্রহণ করিয়া তোমরা তোমাদের অঙ্গুলী অপবিত্র করিবে না।

অবিশ্বাসীরা যে প্রকার আহার বা পরিচ্ছদের জন্য উদ্বিগ্ন, তোমরা সেরূপ উদ্বিগ্ন হইবে না। যদি সংসার তোমাদিগকে আহার দেয় তোমরা সে আহার আহার করিবে না। কারণ আমি তোমাদিগের প্রভু, আমি তোমাদিগের আহার যোগাইব। যাহা তোমরা আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে না, তাহা তোমরা স্পর্শ করিতে পার না।

তোমাদিগের আহার ও পরিচ্ছদ সামান্য হউক যে সকলে তোমাদিগকে আমার লোক বলিয়া জানিতে পারে। তোমরা তদ্রূপ প্রলোভনের অতীত হও।

মদ্য ও প্রমদা হইতে তোমরা বিমুক্ত থাক। গাম্ভীর্য্যসহকারে তোমাদিগকে প্রকৃতিস্থতা এবং অব্যভিচারিত্বের ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

তোমাদের স্ত্রী পুত্র, গৃহ বিত্ত প্রভুকে সমর্পণ কর, এবং এই হইতে বিশ্বাস কর যে, তাহারা আমার তোমাদের নয়। একটী পারিবারিক বেদী স্থাপন কর যে, আমি তোমাদিগের গৃহ এবং তন্নিবাসিগণকে আশীর্যুক্ত এবং পবিত্র করিতে পারি।

ক্রোধী হইও না, কিন্তু যত বার তোমার বিরোধী তোমার প্রতি অসদ্ব্যবহার করে, তুমি সহিষ্ণু হও এবং ক্ষমা কর।

বন্ধু ও বিরোধী সমুদায় লোককে ভালবাস। ন্যায় ব্যবহার কর। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা অর্পণ কর।

তোমার শ্রেষ্ঠগণকে সম্মান কর। ধনী, পরাক্রান্ত, জ্ঞানী ও বৃদ্ধের সমাদর কর। তোমাদিগকে শাসন করিবার জন্য যে সম্রাট্‌কে প্রেরণ করিয়াছি তাঁহাকে সম্মান কর, এবং তৎপ্রতি হৃদয়ের প্রভুভক্তি, এবং তাঁহার সিংহাসনোপযোগী কর অর্পণ কর।

সত্যবাদী হও এবং বিশ্বাস কর মিথ্যা কথন অতীব জঘন্য পাপ। বঞ্চনাকে সংযত কর এবং নির্ভয়ে সত্য বল।

বিনয়ী হও, কোন বিষয়ে আপনার উপরে গৌরব করিও না। আমি, আমার, আমায় এ ভাব চিরদিনের জন্য বিদায় করিয়া দাও। নীচ আমিত্ব স্বার্থপরতা ও অভিমান পরিহার কর এবং আপনাকে ঈশ্বর ও সুবিস্তীর্ণ মনুষ্যত্বে নিমগ্ন করিয়া ফেল। তোমরা তোমাদের আপনার নও, কিন্তু আমার এবং পৃথিবীর।

সমগ্র হৃদয়ে সমগ্র আত্মাতে উৎসাহ উদ্যম ও প্রেম সহকারে নিত্য উপাসনা কর।

সর্ব্বাপেক্ষা উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান এবং বিশ্বাস কর যে, উপাসনায় অনিয়ম, অধৈর্য্য, চাঞ্চল্য, অসারতা বা শুষ্কতা মহাপাপ এবং এই পাপ আমার নিকটে অতীব ঘৃণ্য।

উৎসাহ বর্দ্ধনশীল প্রেম এবং মনের একতানতা সহকারে উপাসনা কর যে, শীঘ্রই যোগ ও সহবাস সম্ভোগ করিতে পারিবে।

আমাতে, অমরত্বে, এবং বিবেকে বিশ্বাস স্থাপন কর। প্রথম দুটিতে তোমার পিতা এবং তোমার গৃহ দর্শন করিবে, শেষটিতে গুরুর স্বর শুনিবে।

সমুদায় ঋষি ও শাস্ত্রের সম্মান কর।

উপাসনা, ধ্যান, অধ্যয়ন, ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রসঙ্গ, দেবভাবসম্পন্ন অনুষ্ঠান, প্রচার, এই সকল তোমার দৈনিক কার্য্য হইবে, এবং এ সকলেতে সমুদায় দিন সমুদায় বর্ষ আমায় অর্পণ করিবে।

যাও গিয়া সকল দিকে সকল শ্রেণীর নর নারী মধ্যে স্বর্গরাজ্যের উৎকৃষ্ট বীজ বপনপূর্ব্বক আমার সত্য প্রচার কর অহঙ্কার বশতঃ হাতে হাতে ফল অন্বেষণ করিও না, কিন্তু বিনীতভাবে প্রভুর কার্য্য করিয়া যাও।"

প্রাপ্ত।

মঙ্গলগঞ্জ।

বিগত ২২এ কার্ত্তিক রবিবার রাত্রে শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় এখানে শুভাগমন করিয়াছিলেন। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তরুলতাদিশোভিত মনোহর উদ্যানে কয়েক দিন আমরা তাঁহার সহিত উপাসনাদি করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই স্থানের নিকটস্থ দত্তপুলিয়া নামক একখানি ভদ্রপল্লীতে এক দিন আমাদের আহ্বান হয়, তদনুসারে আমরা গত ২৭এ কার্ত্তিক শুক্রবার অপরাহ্নে এখান হইতে নৌকাযোগে প্রচারক মহাশয়ের সহিত যাত্রা করি। বেলা প্রায় ৫॥ টার সময় দত্তপুলিয়ার ঘাটে নৌকা পৌঁছায়। নদীতীরে গ্রামস্থ কতক গুলি ভদ্রলোক আমাদের অভ্যর্থনার্থ অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা উঠিবা মাত্র তাঁহারা যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে লইয়া যান। গ্রামের ভিতর শ্রীযুক্ত মতিলাল দত্ত নামক এক জন ধনাঢ্য লোকের বহির্বাটীর দালানে বসিবার জায়গা হইয়াছিল, তাহার সম্মুখস্থ প্রবেশ দ্বার পর্য্যায়ক্রমে পাতালতা পুষ্পাদি শোভিত দুইটি বড় বড় গেট প্রস্তুত করা হইয়াছিল, এবং স্থানে স্থানে পূর্ণ কলস, ফুলের মালা প্রভৃতি মঙ্গল চিহ্ন সকল পদ্ধতিক্রমে স্থাপিত করা হইয়াছিল। আমরা সকলে উপবেশন করিলে তথাকার এক জন ভদ্রলোক সম্ভ্রমের সহিত উঠিয়া আমাদের প্রত্যেকের গলায় এক এক ছড়া ফুলের মালা পরাইয়া দিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পর ক্ষণেই সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। খোল করতাল একতারা প্রভৃতির রবের সহিত শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয়ের সুললিত কণ্ঠ মিলিত হইয়া স্থানটী যেন স্বর্গপুরী হইয়া উঠিল, ভদ্র ইতর প্রভৃতি লোকে সমস্ত স্থান পূর্ণ হইয়াছিল। বাটীর অভ্যন্তরে অনেক ভদ্র মহিলাগণের সমাগম হইয়াছিল। আমাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে প্রায় দুই শত লোকের সমাগম হইয়াছিল। খুব জমাটের সহিত সংকীর্ত্তন হয়, মধ্যে মধ্যে দর্শকমণ্ডলীর "হরিধ্বনিতে" আরও জমাট হইয়াছিল। সংকীর্ত্তনান্তে শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয় "ভগবানের নূতন আইনের নূতন বন্দোবস্তের" বিষয় সহজভাবে সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন, বক্তৃতান্তে ২। ১ টী সঙ্গীতের পর সভা ভঙ্গ হয়। বক্তৃতায় বিশেষতঃ সংকীর্ত্তনে সকলের মন যে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা পরে জানা গেল। তৎপরে তাঁহারা আমাদিগকে বাটীর ভিতর লইয়া গিয়া দেশ ভদ্ররীতি অনুসারে জল খাওয়াইয়া বিদায় দেন। গ্রামস্থ ভদ্রলোকের ব্যবহারে আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। ভগবান্ এই ক্ষুদ্র পল্লীটীকে বিশেষ ভাবে আশীর্ব্বাদ করুন এই আমাদের প্রার্থনা।

বিহার প্রদেশ, বাঁকিপুর।

১৯ এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬ খ্রীঃ, রবিবার।

ভাই দীননাথ মজুমদারের উপদেশের সার।

গত বার আমরা হৃদয়ের বিষয় আলোচনা করিয়াছি, এবার মনের বিষয় আলোচনা করা যাইবে। পরিচালনার দ্বারায় মস্তিষ্ককে যতই কেন সূক্ষ্ম করি না, হৃদয় কুটিল ও নীচ হইলে ধর্ম্ম রক্ষা করা তো দূরের কথা, আমরা বাহিরের ভদ্রতা পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারি না। হৃদয়কে রক্ষা না করিলে মানব আপনার মনুষ্যত্বকে পাশব ভাবে পরিণত করিয়া ফেলে। আবার মন যদি হৃদয়ের সহিত সংযুক্ত না হয় তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ের ভিতর যে সকল সদ্ভাব উত্থিত হইবে তাহা আমরা কোন দিন কার্য্যে এবং জীবনে পরিণত করিতে পারিব না। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত না মন হৃদয়ের সহায় হইবে তত ক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয়ের অন্তর্নিবিষ্ট ভাব সমূহের প্রতি আমাদের আধিপত্য চলিবে না। হৃদয়ের ভাবের সহিত মন মিলিত হইয়া ইচ্ছাকে উদ্ভূত করে। ইচ্ছার সহিত ভাবের যোগ না হইলে কার্য্য কোথা হইতে আসিবে? হৃদয় ভাবসকলকে অনুভব করে, মন তাহার ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইচ্ছাকে উদ্ভূত করে, এবং এই ভাব, মন ও ইচ্ছার সংযোগে কার্য্য উৎপন্ন হয়। এই আমরা শাস্ত্রে শুনিলাম যে হৃদয়ের ভিতর সাক্ষাৎই ঈশ্বর বাস করেন। এই জন্য অত্যন্ত নীচ হৃদয়েও সদ্ভাব সকল আসিয়া সময়ে সময়ে প্রাণকে উচ্ছ্বলিত করে। সেই সদ্ভাব সকল আমার বলিয়া অহঙ্কার করিবার কোন কারণ নাই, কেন না সে সদ্ভাব আমার নয়, আমার ভগবান্ হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন বলিয়া আমার হৃদয় নীচ হইলেও তাঁহার সদ্ভাব সকল আসিয়া আমার প্রাণের মধ্যে উদ্ভাবিত হয় আমার সঙ্গে সে ভাবের সংস্রব নাই, আমার মনের গতি অন্যরূপ হইলেও—আমার মন নীচ হইলেও আমার হৃদয়ে সদ্ভাব আসিতে পারে। অতএব আমার মনের সহিত সেই ঐশ্বরিক ভাবকে গ্রথিত করিতে হইবে, এবং হৃদয়ের সহিত মন সংযুক্ত হইলেই ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিবে। ইচ্ছা প্রবল হইলেই মন আপনা আপনি কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবে। মন তখন যন্ত্রবৎ কার্য্যের দিকে চালিত হইবে, কাহার সাধ্য তাহার গতিরোধ করে। আমরা মনকে হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখি তাই আমাদিগের ইচ্ছা প্রবল হয় না, সুতরাং হৃদয়ের ভাব সকল কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। কোন চালিত বাষ্পীয় রথের গতি যেমন সহসা রোধ করা যায় না, সেইরূপ ভাবের সহিত মন সংযুক্ত হইয়া যে ইচ্ছাকে উদ্ভূত করে সে ইচ্ছাও সহসা রোধ করিতে পারা যায় না। সে ইচ্ছা যন্ত্রবৎ কার্য্যের দিকেই অগ্রসর হইবে। কেবল মস্তিষ্ককে চালনা করিলে হইবে না। বিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া কেবল বুদ্ধি মার্জ্জিত করিলে তদ্দ্বারা আমরা পরিত্রাণের পথে যাইতে পারিব না। কেন না পাণ্ডিত্য এবং মার্জ্জিত বুদ্ধি আমাদিগের চরিত্রকে কখন পবিত্র রাখিতে পারিবে না।

এই সংসারে কত শত পণ্ডিত আপনাদিগের বিদ্যা বুদ্ধির অহঙ্কার লইয়া সামান্য প্রলোভনের হস্তে চরিত্রের পবিত্রতা নষ্ট করিয়া ফেলেন, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কি করিয়া বলিব যে দর্শন জ্ঞান পাণ্ডিত্য, মার্জ্জিত বুদ্ধি আমাদিগের চরিত্র পবিত্র করিবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইল যে আমরা যদি হৃদয় ও মনকে, ভাব ও ইচ্ছাকে সংযুক্ত করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের দর্শন জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধির অভাব থাকিলেও আমরা যন্ত্রবৎ সহজে সৎকার্য্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিব। হৃদয়ে সদ্ভাব আসা স্বাভাবিক। কিন্তু যদিও তোমার নীচ মন তোমার হৃদয়কে কখন কখনও কলুষিত করিয়া ফেলে তাহাতে নিরাশ হইবার কারণ নাই, কেন না বিধাতার কৃপাবলে আশ্চর্য্য সদ্ভাবের স্রোতে হৃদয় এমন পরিবর্দ্ধিত হইয়া যায় যে, সেই সময়ে যদি মনকে হৃদয়ের সহিত সংযুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই হৃদয়ের পবিত্রতা বৃদ্ধি হয় এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া থাকিতে পারি না। শুষ্ক মস্তিষ্কের অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং জীবনের প্রথম সময় হইতে যদি না হৃদয়ের সহিত মনকে সংযুক্ত করিতে শিক্ষা করা যায় তাহা হইলে সহস্র বিদ্যা বুদ্ধি সত্ত্বেও আমরা জীবনকে পবিত্র রাখিতে পারিব না। অতএব এখন দেখিতে পাইলাম যে অতি যত্নের সহিত হৃদয়ের কোমল ভাবগুলিকে যেরূপ রক্ষা করিতে হইবে সেইরূপ মনকেও তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। জীবনকে এরূপে গঠিত করিলে মন আপনাপনিই সহজে দিব্যভাবের অনুরূপ অনুষ্ঠান করিবে এবং ঈশ্বরপ্রেরিত সদ্ভাবের উদ্ভাবন হইলে তাহা সেখানে বিলীন হইয়া যাইবে না কিন্তু মনের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া—হৃদয়মনে এক হইয়া তাহা জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও চরিত্রে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, অহঙ্কার, স্বার্থ, নীচাসক্তি প্রভৃতি জীবনে ও স্বর্গীয় সদ্ভাব হৃদয়ে, পরস্পরে অসংযুক্ত থাকিয়া মনুষ্যকে ভাবজনিত সাময়িক সুখে প্রতারণা করিতে পারিবে না, ভাবে কাজে সমন্বিত হইয়া জীবনকে দেবভাবে পরিপুষ্ট করিতে থাকিবে।

আচার্য্যদেবের প্রার্থনার সার।

১৮০১ শক ২০ চৈত্র হইতে।

বিয়োগজং ক্লেশমপোহ্য মাত
স্ত্বয়া ত্বদীয়ৈর্নিখিলৈর্বিধেয়।
যোগং বিবাদাস্পদমত্র সর্ব্বং
নির্ব্বাপয় ত্বং হৃদি নোঽবিভক্তঃ।

তুমি এবং যাঁহারা তোমার তাঁহাদিগের সঙ্গে বিয়োগ-জনিত ক্লেশ অপনয়ন করিয়া যোগ নিষ্পন্ন করত এই যোগেতে বিবাদস্পদ সমুদায় বিষয় নির্ব্বাণ কর এবং এই-রূপে আমাদিগের হৃদয়ে তুমি অবিভক্ত হও।

সত্যাত্র বিঘ্না বাহুল্য হি তেষাং
স্বহস্তাং মূলমবেত্য তস্যাঃ।
নিবৃত্তিমেকত্ববিধৌ প্রবেতি
যোগেন নাথেতি নিবেদয়ামঃ।

এ সংসারে বহু বিঘ্ন। সে সমুদায়ের মূল স্বাতন্ত্র্য জানিয়া হে নাথ, যোগে একত্বে উহার নিবৃত্তি সাধন কর, এই তোমার নিকটে নিবেদন করি।

সুপ্তৌ ক্ষণং পাপনিবৃত্তিরন্যা
পুনঃ প্রবোধঃ খলু জাগ্রতীহ।
নির্ব্বাণমেবংবিধমর্থয়ে ন
যেন পুনা তত্ত্বগতস্য তন্মে।

সুষুপ্তাবস্থায় পাপের নিবৃত্তি হয়, আবার জাগ্রৎ ব্যক্তিতে পুনঃ প্রবোধ হইয়া থাকে, এরূপ নির্ব্বাণ প্রার্থনা করি না। যে স্থলে নির্ব্বাণত্ব হয়, তাই আমার হউক।

দেবং শয়ানং প্রবিমন্যমানা
শয্যাগতা স্বং ন ভজাম দেব।
জাগ্রত্তমীশং চিরজাগরূকং
পশ্যন্ত এবাভিভবাম জাড্যম্।

দেবতা শয়ান আছেন এরূপ মনে করিয়া, হে দেব শয্যাগত হইয়া আমরা তোমার ভজনা করিব না। জাগ্রৎ পরমেশ্বর তোমায় চির জাগরূক হইয়া দেখিতে দেখিতে জড়তা পরাজয় করিব।

স্তনন্ধয়াস্তে ন তৃণায় মাত
র্মন্যামহে লোকমতাপবাদান্।
বয়ং স্বতন্ত্রা হি চরাম ধর্ম্মং
তচ্চ চুকপাস্তবিলগ্নবক্ত্রাঃ।

আমরা তে মাত স্তনপায়ী শিশু, আমরা লোকের মত-ঘটিত অপবাদ তৃণ মনে করিয়া থাকি। তোমার স্তনাগ্রে মুখ সংলগ্ন রাখিয়া আমরা সকলের হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিব।

অকাট্য যোগ।

আচার্য্যদেবের প্রার্থনা অবলম্বনপূর্ব্বক কোন মহিলা কর্ত্তৃক পদ্যে নিবদ্ধ।

দয়াময় যোগেশ্বর, তব কাছে ফাঁকি নয়,
কিছুতেই দিতে নাহি পারে,
স্বরূপনিচয় মাঝে, স্নেহ বলি যেটি আছে,
উহারে হস্তমিগুলি করে।
শত শত পাপাচরি, বিবিধ দুষ্কর্ম্ম করি,
ভাবে স্নেহ হ'তে ক্ষমা হবে,
ভাবে না হরি তোমার, কিরূপ সূক্ষ্ম বিচার,
অতিক্রমে সাধ্য কার তবে।
না করে সত্য অন্যায়, একটুও অপব্যয়,
বুঝে নাকো অবোধ হৃদয়,
সংসারের গোলেমালে, অসার বস্তু ভেজালে,
স্বর্গে চলে যেতে যত্ন পায়।
ইহাতে ঠাকুর কত, বিষফল ফলিল ত,
তবু দেখ বিষয় ছাড়ে না,
তোমার ইন্দ্রিয়াতীত, যোগরাজ্যে উপনীত,
না হইলে কিছুই হবে না।
যোগের নিয়ম এই, চক্ষু কর্ণ আছে যেই,
নিম্নভূমে হবে রেখে যেতে,
বিষয়ের সঙ্গে আর, না রবে কোন প্রকার,
সম্বন্ধের গন্ধ মানসেতে।
উপরে উঠিলে তবে, প্রাণ মন শুদ্ধ হবে;
মাতা হয়ে স্তনদুগ্ধ দাও,
খাব তাহা প্রাণ ভরে, থাকিব চরণ ধরে,
নিরন্তর অমৃত পিয়াও।
শুরু হয়ে পুনঃ যবে, শক্ত উপদেশ দিবে,
বল গুরো, কেন তা নেব না,
ধরা হ'তে দশ হাত, আকাশে উঠিয়া মাত,
করিব প্রার্থনা উপাসনা।
মাছের হাটের কাছে, বাসা করি যেই আছে,
হয় কি গো তার উপাসনা,
চিন্ময় হরি হে তাম, মূর্ত্তিদেশে আছি আমি,
পূর্ণ হবে কেমনে বাসনা।
এই শব্দপূর্ণ দেশে, চিন্ময় বাক্য কি আসে,
বল, প্রভো, কি করে শুনিব,
প্রাণেশ নিভৃত স্থানে, নির্জ্জনে কাতর প্রাণে,
দাও তথা আসন বসিব।
তা হইলে চিৎ দিয়া, টানিব চিৎ মিলিয়া,
চিৎবর্শি দিয়া চিৎ ধরি,
ভক্তিমাখা হরিপদ, আনন্দের কোকনদ,
স্মরি নাথ দিবা বিভাবরী।

হেথা শুন মম মন, চলে না গোঁজা মিলন,
বাজাতে বাজাতে যদি তার,
কেটে যায় একেবারে, কিবা হবে ছিন্ন তারে,
বিবেক ভর্ৎসিবে বার বার।
অরসিক বলে তারে, পুনঃ পুনঃ তিরস্কারে,
বেসুর বলিয়া কত বলে,
বন্ধু ব[illegible]চির, সাধনে নিরত রয়,
তার তারা কাটে ছলে বলে।
যোগে মগ্ন, বার বার তারা যেন ছিঁড়ে তার,
ছাড়িব না এবার শ্রীহরি,
তব ঘরে ওহে হরি, লৌহদ্বার বন্ধ করি,
পশি সুধারস পান করি।
মূর্ত্তি নাই যার মন, মাটি ধরে কোন জন,
পাবে তারে প্রাণ প্রাণে পাবে,
মম জ্ঞানে জ্ঞান পুনঃ, মমপ্রেমে প্রেম, শুন
স্বভাবেতে স্বভাব মিশিবে।
বৃথা এ পাঁচ মিশেলে, থাকি সংসারের গোলে,
যেন আর না হই বঞ্চিত,
ভক্তিরসে ভরি হিয়া, চিদানন্দ ধামে গিয়া,
বিহরি হরিতে আনন্দিত।
যোগানন্দে মগ্ন হয়ে, তব পদ হৃদি লয়ে,
বদ্ধ চির দিন জন্য হব;
এই বর মাগি মাতঃ, মম মাথে রাখ হাত,
অকাট্য যোগেতে সুখী রব।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

পূর্ব্বোক্ত মহিলা কর্ত্তৃক।
মল্লার—আড়াঠেকা।

নিরাকারে আকর্ষণ কর প্রাণ মন।
অসার জগতে আর নাহি প্রয়োজন।
বুঝেছি আমি এবার, (সার) যত গোল জড়ের ভিতর,
জড়াতীত নিরাকার নির্ব্বিকার ধন।
তুমি হরি নিরাকার, ভক্ত বন্ধু নিরাকার,
আমি হব নিরাকার নিরাকার করি সাধন;
অমরধাম নিরাকার, জগতের আছে আকার,
নিরাকারে সাকারে এবে করিব মিলন।

সংবাদ।

বিগত বৃহস্পতিবার নবদেবালয়ের উপাসনান্তে সাধু অঘোর নাথের স্বর্গ রোহণের দিন উপলক্ষে তাঁহার সমাধির পার্শ্বে যাইয়া প্রেরিত বর্গ উপবিষ্ট হন, ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল সাধু অঘোর নাথের জীবন চরিত হইতে শোক-সূচক ও স্বর্গীয় সাধুর গুণানুবাদসূচক কবিতা কয়েকটি পাঠ এবং উক্ত সাধুকে সম্বোধন করিয়া সঙ্গীত করেন। তখন শোকাশ্রু সংবরণ করিতে পারা যায় নাই। সঙ্গীতের পর গভীর প্রার্থনা ও সঙ্গীত হয়। পরে ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল সাধু অঘোর নাথের লিখিত গভীর ভাব পূর্ণ দুইখানা পত্র পাঠ করেন। তাহার একখানা মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথিতে প্রচার করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন অপর খানা ভারতের সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধুনদীর তীর হইতে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ পত্র। দেবালয়ে উপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গীয় সাধুকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনায়ও অনেক ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গত ১২শে অগ্রহায়ণ গৃহস্থ প্রচারক শ্রীমান্ নগেন্দ্র নাথ মিত্র অলবার্ট হলে ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বিধানসম্বন্ধীয় ঐশ্বরিক বাণীই যে ধর্ম্ম-শাস্ত্র তিনি স্বীয় বক্তৃতাতে সুস্পষ্টরূপে সুললিত ভাষায় ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভাই গৌরগোবিন্দ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তথায় যাইবার নিমিত্ত ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যালের জন্য নিমন্ত্রণ ও পাথেয় আসিয়াছিল।

আমরা গত কয়েক সপ্তাহ স্থানাভাবে অনেক বন্ধুর পত্র প্রকাশ করিতে না পারায় দুঃখিত হইয়াছি।

ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার গত রবিবার প্রাতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ বন্ধু বাবু রাজ নারায়ণ বসু মহাশয় "বন্ধুদিগকে তাম্বুল উপহার" নামক এক খানা ক্ষুদ্রতম পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। পুস্তিকার কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তাব আছে, নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

১৬। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল অবিহিতাচারী হইলে তাহাদিগকে রিপু বলা যায়। রিপু সকল মনের রোগ। কি কি রিপু মনের কি কি রোগ, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

কাম—কুষ্ঠ। ক্রোধ—সাময়িক উন্মাদ। লোভ—জঠরাগ্ন। মোহ—মূর্চ্ছা। মদ—শোথ (অহঙ্কার আত্মাকে ফুলায়) মাৎসর্য্য—মৃদু আত্মাক্ষয়কারী জ্বর।

১৭। রিপুগণ প্রকৃত বিষয়ের প্রতি নিয়োজিত হইলে, তাহারা আত্মার অতি স্বাস্থ্যবিধায়ক বৃত্তি হয়। রিপু—প্রকৃত বিষয়। কাম অথবা কামনা—ঈশ্বর। ক্রোধ—রিপু সকল। যেমন অন্যান্য রিপুর উপর ক্রোধ করিবে, তেমনি ক্রোধের উপর ক্রোধ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে ক্রোধ দমন হয়। লোভ—মুক্তি। মোহ—ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য। (তাঁহার

সৌন্দর্য্যে মোহিত হও) মদ—ধর্ম্মের জন্য কে কত অপমান সহ্য করিতে পারে, এই বিষয়ে অহঙ্কার মৎসর্য্য—আত্মাতে পাপের প্রতি ঈর্ষা।

আমাদের ভ্রাতা কটকের এসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে হারাইয়া আমাদিগকে এইরূপ লিখিয়াছেন। "দয়াময়ী জননী তাঁহার অপার প্রেমের গুণে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে তাঁহার প্রেম কোলে লইয়া গিয়া তাহাকে এখানকার রোগাদি যন্ত্রনা হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন তবে দুর্ব্বল মনে আমি এখন সম্যক্ রূপে তাঁহার করুণা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।" ভ্রাতার পত্রে এই সংবাদ পাঠ করিয়া আমরা দুঃখ পাইলাম। দয়াময়ের দয়া কি ভাবে কখন কাহার উপরে আসিতেছে তাহা যিনি বুঝিয়া মার মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাসকে স্থির রাখিতে পারেন, তিনিই ধন্য। আমরা ভ্রাতার সহিত শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে সমদুঃখ প্রকাশ করিতেছি। মা জননী বালকের আত্মার সহিত আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীরামপুর হইতে একজন পত্র প্রেরক গৃহস্থ প্রচারক শ্রীমান নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের প্রচার বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহাতে অবগত হওয়া গেল যে "ভারতের ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান" বিষয়ে একটি বক্তৃতা হয়। বক্তৃতা স্থলে তত্রত্য অনেক সম্ভ্রান্ত লোক, বিশেষতঃ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক রেবারেণ্ড বি এস সমার্স বি এ র‍্যাঙ্গলার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা সকলেই অতি নিঃস্তব্ধভাবে শুনিয়াছিলেন, এবং সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বক্তৃতার পর তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা হয়। আমাদিগের গৃহস্থ প্রচারক শ্রীমান্ নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের বক্তৃতাদিতে নববিধানবিরোধিগণের বিরোধের ভাব অপনীত হইয়াছে।

গত দুই সপ্তাহ হইতে দরবারের কার্য্য ব্রহ্মমন্দিরে হইতেছে।

গত রবিবার ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্ন্যাল ব্রহ্মমন্দিরের বেদীর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। আপাততঃ তিনিই উপাচার্য্যের কার্য্য করিবেন।

গৌহাটী নগরের ব্রাহ্মসমাজ উঠিয়া গিয়াছিল। গত ৭ই অগ্রহায়ণ তথায় ব্রাহ্মসমাজ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে প্রণালীতে সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে তদ্বিবরণ উক্ত সমাজের সম্পাদক আমাদের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। এই উপাসনা সমাজ দ্বারা উপাসকদিগের আধ্যাত্মিক অনাবেশ চন, ভক্তি বিশ্বাস ও ব্রহ্মানুরাগ বৃদ্ধি এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণ হয় ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। বিস্তৃত কার্য্য বিবরণ ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করার অবকাশ নাই।

ভাই মহলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুর হইতে ভদ্রক এবং তথা হইতে কটকে গমন করিয়াছেন।

ভাই মহেন্দ্র নাথ বসু গাজিপুর হইতে কাণপুর হইয়া লাহোরে গিয়াছেন। তিনি গাজিপুরে "ভারতে হিন্দু ধর্ম্মের বিবাদ ও তাহার ফল" এই বিষয়ে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। বম্বে যাইবার জন্য তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

২৪ পৌষ রজনীতে শিলংএ গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর পত্র নবিশ মহাশয়ের বাসায় উপাসনা ও সংকীর্ত্তন হইয়াছে। তদুপলক্ষে অনেক ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। তৎপর শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র দেব মহাশয়ের বাসায় উপাসনা ও সংকীর্ত্তন হয়। ভাই রামচন্দ্র সিংহ তথা হইতে গৌহাটী গিয়াছেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে সুখ সংবাদ নামক ধর্ম্ম বিষয়ক এক খানা হিন্দি মাসিক ১ম খণ্ড পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পত্রিকার শিরোভাগে ধর্ম্মতত্ত্বের শিরোভাগস্থিত "সুবিশাল মিদং" এই শ্লোক প্রকাশিত হইতেছে। লাহোর জ্ঞানপ্রদায়িনী পত্রিকা ইহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। আমরা আশা করি সুখসংবাদ দীর্ঘজীবী হইয়া লোকদিগকে স্বর্গের সুখ সংবাদ প্রদান করিবেন।

বিগত উপাসক মণ্ডলীর সভায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, আগামী মহোৎসবে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভার কার্য্য যাহাতে উত্তমরূপে হয় উপাসক মণ্ডলীর তজ্জন্য বিশেষ যত্ন চেষ্টা আয়োজন করিবেন। শ্রীদরবার এ কার্য্যে ভাই উমানাথ গুপ্ত ও ভাই রামেশ্বর দাস প্রভৃতিকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, ভাই বলদেব নারায়ণ মাসাধিক কাল হইতে গুরুতর উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছেন। তিনি প্রচারার্থ বাঁকিপুর ও অন্য কোন কোন স্থানে গিয়াছিলেন। তথায় রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন, পরে গয়ায় আনীত হন, ঈশ্বরকৃপায় এইক্ষণ তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছেন। তথাকার হোমিওপেথি ডাক্তার চন্দ্রনাথ বাবু বিশেষ যত্ন সহকারে চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি ৫০০ শত টাকা অধিক মূল্য অনাদায় ছিল, তাহার মধ্যে বিগত পক্ষে নিম্ন লিখিত গ্রাহক মহাশয়গণ মূল্য দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র রায়, বোয়ালিয়া	...	৩৲
" " লক্ষ্মণচন্দ্র আস, মঙ্গলগঞ্জ	...	৩৲
" " ভরতচন্দ্র সরকার, নওগাঁ	...	৩৲
" " মহেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	...	২।০
" " গিরীন্দ্রনাথ বসু, রাজমহল	...	৩৲
" " অমৃতনারায়ণ আচার্য্য, মুক্তাগাছা	...	৩৲
" " গিরিশচন্দ্র সেন, লক্ষ্মীপুর	...	৩৲

শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সেন	...	১৲
" " দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	...	১৲
" " গোপালচন্দ্র সেন	...	১।০
" " উমেশচন্দ্র সেন	...	১৲
" " প্রেমচাঁদ বড়াল	...	২।০
" " অনাদিনাথ সিংহ, আগরওয়ালা	...	৩৲
" " [illegible]রেশ্বর সেন, বর্দ্ধমান	...	৩৲
" " অবিনাশচন্দ্র রায়, পূর্ণিয়া	...	২।০
" " রাধাগোবিন্দ বসাক	...	২।০
" " ললিতমোহন রায়	...	৫৲
" " ত্রিগুণাচরণ সেন, সেনহাটী	...	৩৲
" " নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমস্তিপুর	...	৩৲
" " শশিভূষণ দত্ত, ঢাকা	...	২৲
" " ললিতমোহন সিংহ, শিবপুর	...	২৲
" " যদুনাথ ঘোষ, ধুবড়ী	...	৩৲
বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক	...	৩৲
শিলং ঐ ঐ	...	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ চক্রবর্ত্তী	...	১৲

বিধানাশ্রিত কলিকাতাস্থ প্রচারক পরিবারগণের ভরণপোষণ জন্য ১৮৮৬ সালের অক্টোবর ও নবেম্বর মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

মাসিক দান	...	২২৩৲
শান্তি সভা	...	৫০৲
আনুষ্ঠানিক দান	...	৪১৲
এককালীন দান	...	৮৲
বিশেষ ভিক্ষা	...	৩৯৲
গৃহ নির্ম্মাণ সাহায্য (শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আস)		১০৲
পাথেয়	...	১০
		৪০২।০
সেপ্টেম্বর মাসের স্থিতি	...	২৮৵০
মোট	...	৪০৫৴০

ব্যয়।

চাউল, কয়লা, দুগ্ধ, বাজার প্রভৃতি	...	১৮৫৶১৫
রোগীদিগের ঔষধ পথ্য	...	২৬।৫
ব্রাহ্মণী, ধোপা, প্রভৃতি কর্ম্মচারীর বেতন	...	৩৭।০
বস্ত্র বিনামা	...	৯।৴১০
মন্দিরে যাতায়াতের গাড়িভাড়া	...	৪৲
পাথেয়	...	১১৷৵০
শুভ বিবাহে	...	৫৪৸৬১০
ভাই কেদারনাথের বাটীভাড়া	...	৩০৲
ভাই রামচন্দ্রের বাটী মেরামতী	...	৪৲
ভাই প্যারীমোহনের মাতা ঠাকুরাণী	...	৩৲
আফিসের বাটীভাড়া	...	৩১৷৶৫
মোট	...	৩৬৮৶৫
হস্তে স্থিতি	...	৩৬৷৷৴১৫
		৪০৫৴০

দাতাদিগের নাম।

মাসিক।

শ্রীযুক্ত কুচবিহার মহারাজা	...	৮০৲
শ্রীমতী ঐ মহারাণী	...	৪০৲
" সাবিত্রী দেবী	...	৮৲
শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু, রংপুর	...	৪৲
" " কান্তিমণি দত্ত, ঐ	...	১৲
" " অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল, মোকামা	...	৪৲
" " প্রিয়নাথ ঘোষ, কুচবিহার	...	৩৲
" " দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পুণা	...	৪৲
" " প্রসন্নকুমার ঘোষ, গোলাঘাট	..	৪৲
" " রাজকৃষ্ণ ঘোষ, ঐ	...	৪৲
" " লক্ষ্মণচন্দ্র আস, মঙ্গলগঞ্জ	...	৬০৲
" " ভারতচন্দ্র সরকার, নওগাঁ	...	১৲
ভিক্টোরিয়া কলেজ	...	১০৲
		২২৩

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আস, মঙ্গলগঞ্জ	...	১৫৲
কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ, কুচবিহার	...	১০৲
শ্রীমতী মহারাণী, কুচবিহার	...	১০৲
শ্রীমান্ শরৎকুমার ঘোষ, মোড়পুকুর	...	৪৲
শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত	...	১৲
শ্রীমতী কামিনী বসু	...	১৲
		৪১৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল রায়, গাজিপুর	..	৫৲
" " হরিনারায়ণ চৌধুরী, কাকিনা	...	২৲
একটী ব্রাহ্মিকা	...	১৲
		৮৲

বিশেষ ভিক্ষা।

শ্রীমতী মহারাণী, কুচবিহার	...	৩০৲
শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাস, গাইবান্ধা	...	৫৲
" " গোবিন্দপ্রসাদ বক্সি, কাকিনা	...	৪৲
		৩৯৲

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

২১ ভাগ । ২৪ সংখ্যা । ১৬ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৮০৮ শক ।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥•
মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা ।

হে প্রাণাধার পরমেশ্বর, তুমি মহান্ অগ্নিরূপে আমাদিগের হৃদয়ে অবতরণ কর। তুমি শান্তংশিবমদ্বৈতম্” যেমন, তেমনি আবার “শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।” তুমি প্রশান্ত স্থির জলধি, কোন প্রকারের তরঙ্গ তোমাতে পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু সেই স্থির সমুদ্রমধ্যে নিরন্তর পুণ্যাগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। সে অগ্নির নিকটে অণুমাত্র পাপ অবিশুদ্ধি আসিতে পারে না। আমরা শান্ত হইব, সমাহিত হইব, অথচ আমাদিগের ভিতরে পুণ্যের অগ্নি নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকিবে, কোন অবস্থায় তাহা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে না। অগ্নির তেজে কামক্রোধাদি নিয়ত দূরে স্থিতি করিবে। যত প্রকারের বিধানবিরোধী অভিলাষ আছে, তাহা নিমেষের জন্য হৃদয়ে স্থান লাভ করিবে না। অন্তর্নিহিত পুণ্যাগ্নির প্রতাপে সে সমুদায় স্থান ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করিবে। প্রভো, এই অগ্নি তো কখন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না, অপুণ্যের সঙ্গে পুণ্যের সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। বিধানক্ষেত্র পাপপিশাচের রঙ্গভূমি হইবে, ইহা পুণ্য কখন সহ্য করিতে পারেন না। তখনই তিনি সমরে উদ্যম করেন। হে নাথ, তোমার পুণ্যাগ্নি আমাদিগের মধ্যে অবতরণ করিয়া আমাদিগকে সমরপ্রিয় করুক। আমাদিগের শীতল ভাব মৃত্যুর কারণ, শীতল দেখিলেই পাপ প্রবল হইয়া আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিবার অবকাশ পায়। প্রাণের ভিতরে পুণ্যের উষ্ণতা না থাকিলে যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তোমার বিধানরাজ্যে পাপ ব্যভিচার বিষয়াসক্তি প্রভৃতি প্রবেশ করিতে না পারে এ জন্য তুমি আমাদিগকে সমরসজ্জায় সজ্জিত হইতে বলিতেছ। এ সময়ে আমরা কি, প্রভো, নিদ্রিত, অকর্ম্মণ্য, অলস হইয়া স্থির থাকিতে পারি? অধর্ম্ম কুধর্ম্ম ধর্ম্মকে গ্রাস করিবার জন্য আসিতেছে, এখন আর ঔদাসীন্য শোভা পায় না। আমরা তোমার ধর্ম্মস্থাপনে নিযুক্ত, অথচ আমাদিগেরই উপরে যদি অধর্ম্মের আধিপত্য হয়, তবে বল, প্রভো, তোমার নবধর্ম্মের গৌরব লোকে কি প্রকারে বিদিত হইবে। তাই বলি, হে পুণ্যময়, আমাদিগকে অগ্নিসংস্কারে সংস্কৃত কর যে আমরা সেই সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া সর্ব্বপ্রকার পাপের উচ্ছেদে কৃতকৃত্য হই। হে প্রভো, এবার পাপী অধম লোকদিগকে যখন তোমার নবধর্ম্মের জয় ঘোষণা জন্য ডাকিয়াছ, তখন তাহাদিগকে অগ্নিসংস্কারে তোমাকেই সংস্কৃত করিতে হইবে, আমরা তোমার উপর নির্ভর

করিয়া রহিলাম, তোমার ইচ্ছা আমাদিগেতে শীঘ্র পূর্ণ হউক।

উপাসনায় যোগ দান।

আজ পর্য্যন্ত আমাদিগের মধ্যে একটি বিষয়ে একান্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এ অভাব বলিতে হইবে, জাতীয় স্বভাব হইতে সমুৎপন্ন। এদেশে একাকী উপাসনা চির কাল প্রচলিত আছে। অপরের উপাসনায় যোগ দান, ইহা নূতন বলিতে হইবে। ইতঃপূর্ব্বে যে সকল বিধান এদেশে হইয়া গিয়াছে তাহাতেও উপাসনার ব্যাপার স্বতন্ত্র ছিল, সংকীর্ত্তনাদিতে কেবল সকলে একত্র হইতেন। বর্ত্তমান বিধানের বীজায়মান অবস্থায় এই জাতীয় ভাবেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজে সপ্তাহে সপ্তাহে ব্রাহ্মগণ গমন করিতেন, ইহার উদ্দেশ্য অনেকটা সদুপদেশ লাভ করিবার জন্য। যাঁহারা সেখানে উপাসনা করিতেন, উপদেশ দিতেন, তাঁহাদিগের লক্ষ্য স্থলে সমবেত জনগণের হিতসাধন ছিল। তাঁহারা নিজে সমাজে উপাসনা করিয়া কত দূর উন্নত হইলেন, উপদেশ দিতে যাইয়া উপদেশ লাভ করিলেন, এসমস্ত তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে ছিল না। আজও অনেক স্থানে এই ভাব আছে বলিয়াই আমরা বলিতেছি, আজ পর্য্যন্ত যথার্থ সামাজিক উপাসনার ব্যাপার অর্থাৎ এক জনের উপাসনায় বহুসংখ্যকের উপাসনা হয় নাই। কেন হয় নাই, কি হইলে হইতে পারে আমরা তন্নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

একা একা ঈশ্বরের নিকট গমন, ইহা যোগের প্রথমাবস্থায় স্বাভাবিক। আমাদিগের এ দেশ যোগিগণের দেশ, সুতরাং এই ভাবটি যে অতি প্রথম হইতে এদেশে বিকাশ লাভ করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? মানুষের নিজের অসংযত ইন্দ্রিয়সমূহ যোগের অন্তরায় এই ইন্দ্রিয়গণ যতই বাহিরের বিষয় লইয়া থাকিতে অবকাশ পায়, ততই মানসিক চাঞ্চল্য বাড়িতে থাকে। বহু জনের সহিত সংসর্গ করিতে গেলে মন বহু ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, বহু ব্যাপারে প্রবৃত্ত মন কখন যোগের উপযুক্ত নহে। যোগী যত দিন যোগের প্রথমাবস্থা অতিক্রম না করিতেছেন, তত দিন তাঁহাকে অসঙ্গ উদাসীন হইতেই হইবে। এই নিয়ম এ দেশের চির অভ্যস্ত বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ যদিও সামাজিক উপাসনা প্রবর্ত্ত করিলেন, তথাপি উপাসনামন্দিরকে প্রচারের স্থল করিয়া তুলিলেন মাত্র। ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন উপাসনা পদ্ধতিমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, উপাসনাগৃহে ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধের কোন কথা নাই। কেবল ঈশ্বরোদ্দেশ্যে স্তোত্রাদি তন্মধ্যে প্রধান। ঈশ্বরকে নিকটে দেখিয়া মনের কথা বলা বা স্তুতিবাদ করা ইহা ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন পদ্ধতি নহে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যিনি সেকালে উন্নতমনা এবং অগ্রণী ছিলেন, তিনি একাকী নির্জ্জনে যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত রহিলেন, হিমালয় তাঁহার প্রধান যোগানুষ্ঠানের স্থান হইল। এইরূপে তিনি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে গূঢ়রূপে এই ভাব অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিলেন যে, যদি ব্রহ্ম সহ সাক্ষাৎসম্বন্ধে যোগ স্থাপন করিতে হয়, সংসারের কোলাহল ছাড়িয়া নিভৃত প্রদেশ আশ্রয় করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ এ পথ পরিত্যাগ করিল না, সুতরাং প্রাচীন জাতীয় স্বভাব তাহার মধ্যে রহিয়া গেল। আজ যদিও নূতন ভাবের সমাগম হইয়াছে, তথাপি বলিতে হইবে উহা অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে বদ্ধ রহিয়াছে, ছড়াইয়া পড়িতে পারে নাই।

এক জনের উপাসনায় অনেকের উপাসনা কেন সিদ্ধ হয় নাই, তৎসম্বন্ধে আমরা কারণ প্রদর্শন করিলাম, এখন কি হইলে হইতে পারে আমরা তন্নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইতেছি। একের উপাসনায় বহু জনের উপাসনা সিদ্ধ হওয়া ইহা জ্ঞানরাজ্যের কথা নহে, বিশ্বাসরাজ্যের কথা।

বিশ্বাসরাজ্যে কি জ্ঞান নাই? জ্ঞান নাই কিন্তু বিজ্ঞান আছে। বিশ্বাসে বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, উহা জ্ঞান নহে বিজ্ঞান। প্রত্যক্ষ করিবার পূর্ব্বে শত যুক্তিতেও বুঝিতে পারা যায় না, ইহা বিশ্বাসরাজ্যের কথা। বিশ্বাসরাজ্যে বিজ্ঞান আছে বলিয়া উহা সাধারণ জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ। যাউক, অবান্তর কথায় সময়ক্ষেপে প্রয়োজন নাই, প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা হউক। এক ব্যক্তির উপাসনায় বহু ব্যক্তির উপাসনা কোন্ স্থলে হয়? যেখানে এই বিশ্বাস আছে যে, এ ব্যক্তিকে স্বয়ং ঈশ্বর তৎকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন। ঈশ্বরনিয়োজিত ব্যক্তি যখন উপাসনা করিতে বসেন তখন স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহার আত্মায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহার এবং সমবেত সমস্ত ব্যক্তির উপযোগী অন্ন যোগাইতে থাকেন। এই অন্ন আত্মস্থ করিয়া তিনি স্বয়ং পরিপুষ্ট হন, এবং তাঁহার সহোপাসকগণ সহ-ভোগী হইয়া তাঁহারাও যথেষ্ট পোষণ সামগ্রী লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা বিশ্বাস করিলেন যে, আমরা অমুক নিয়োজিত ব্যক্তির সহিত অধ্যাত্মসূত্রে নিবদ্ধ হইয়াছি, তাঁহারাই সহ-ভোজনে অধিকারী, অন্যথা শত বর্ষ একত্র বাস ও উপাসনা করিলেও কোন ফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

আমরা যে বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করিলাম, এই বিশ্বাসের একান্ত অভাব এবং এই অভাব জন্যই মিলিত উপাসনা অনেকের পক্ষে কার্য্য-কর হয় না। আমরা দেখিয়াছি, যে যে স্থলে এই বিশ্বাস বিদ্যমান আছে, সেই সেই স্থানে ইহার সুফল অতি শীঘ্র প্রকাশ পায়। যদি কেহ বলেন, নিয়োজিত ব্যক্তির অভাব সুতরাং বিশ্বাসেরও অভাব, এ কথা আমরা মানিতে চাই না। যেখানে দশ জন ব্যক্তি বাস করিতেছেন, সেখানে যদি এক জন ব্যক্তিকে এমন না পাওয়া যায় যাঁহাকে সকলকে লইয়া উপাসনা করিবার ভার অর্পণ করা যায়, তাহা হইলে সেই দশ জন ব্যক্তি যদি এক এক দিন পালা করিয়া উপাসনা করেন, আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি, মিলিত উপাসনার মহাফল সকলেই সম্ভোগে কৃতার্থ হইবেন। এখানে একটি সামান্য বিশ্বাসের প্রয়োজন। সে বিশ্বাস এই যে, যখন কোন আত্মা দীন ভাবে দশ জনকে লইয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয়, ঈশ্বর কৃপা করিয়া সেই আত্মায় আবির্ভূত হন, এবং তাহারই ধারণোপযোগী বিষয় সকল যোগান, এবং সেই যোগান সামগ্রী সহসাধকগণের আত্মানুরূপ হইয়া থাকে। প্রতি দিন এক এক আত্মা এই-রূপে ঈশ্বরের প্রভাবাধীনে আসিলে অন্য দশ আত্মার পুষ্টিবর্দ্ধনে হেতু হয়।

যাঁহারা এই উচ্চ সাধনের বিরোধী তাঁহারা বলিবেন, ঈশ্বরাবির্ভাবে এক আত্মা দশ আত্মার অন্নসংগ্রহ করিবে, ইহা না করিয়া প্রতি আত্মা কেন নিজ নিজ অন্নসংগ্রহে নিযুক্ত থাকুক না। জনসমাজে বাস করিতে হইলে অনেক বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়, তাই বলিয়া অধ্যাত্ম-রাজ্যে পরমুখাপেক্ষার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন এই যে, ঈশ্বরের রাজ্যে কোথাও আপনার প্রাধান্য নাই, পরের প্রাধান্য। এখানে কিছু আপনার জন্য নয় সকলই পরের জন্য। দিবা-লোকের জন্য সকলকে এক সূর্য্যের উদয় প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, এক দিন সূর্য্যের উদয় না হইলে সর্ব্বনাশ। যেমন সূর্য্যসম্বন্ধে বলা গেল, তেমনি সমুদায় সৃষ্টপদার্থসম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। এখানে কাহারও পরের জন্য প্রয়োজনাভাব এ কথা বলা যাইতে পারে না। ঈশ্বর এমন পাত্র নন, সূর্য্যের কার্য্য খদ্যোতের দ্বারা নির্ব্বাহ করিয়া লইবেন। কোন স্থলে তিনি যদি এক ব্যক্তিকে বহু ব্যক্তিকে লইয়া উপাসনা করিতে নিয়োগ করেন, তবে সেখানে অধ্যাত্মরাজ্যের উচ্চতম বিষয় সকল লাভ করিতে হইলে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া উপাসনা করিতেই হইবে, অন্যথা তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। যেখানে তিনি দশ জন

সাধককে একত্র মিলিত করিয়াছেন এবং কেবল এক জনকে তন্মধ্য হইতে মনোনীত করেন নাই, সেখানে দশ জন সাধকের মধ্য হইতে এক এক দিন এক এক জনেতে আবির্ভূত হইয়া তিনি মিলিত উপাসনার ফল দান করিবেন। যাহা তিনি বিধান করিলেন মনুষ্য যেন কখন তাহার বিরোধে হস্ত উত্তোলন না করে।

এক জন বা দশ জনের মধ্য হইতে প্রতি দিন এক এক জন উপাসনা করিবেন এবং অপর সকলে তাহাতে যোগ দিবেন এরূপ ব্যবস্থা কেন হইল যদি কেহ এ প্রশ্ন করেন, তবে তাহার উত্তর আমরা মানবীয় দিক্ হইতে এই দিতে পারি যে, ঈশ্বর যখন এক ব্যক্তিকে মনোনীত করেন, তাঁহাকে প্রথম হইতে এমনি ভাবে গঠন করিয়াছেন যে, তাঁহাতে অপর সকলের উপযোগী ভাবনিচয় গ্রহণানুরূপ সামর্থ্য আছে। যেখানে এক জন না হইয়া মিলিত দশ জনের এক এক জন নিয়মক্রমে কার্য্য করিবার ব্যবস্থা, সেখানে বুঝিতে হইবে যে সেই দশ জন এক জন হইলে তবে তৎকালোচিত পূর্ণতা সমুপস্থিত হয়। এক এক জন করিয়া উপাসনার ভার গ্রহণ করার অর্থ এই যে, তত্তদ্ব্যক্তির সামর্থ্যানুরূপ ঈশ্বরাবির্ভাবে ভাব অবতরণ করিয়া পরস্পর মধ্যে তাহা অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং এইরূপে দশ জন এক জন হইয়া তাঁহারা পূর্ণতা লাভ করেন।

আমরা যাহা বলিলাম, ইহা যাঁহারা স্বীকার করিবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে পূর্ব্বোদিত বিশ্বাসটি সর্ব্বদা প্রবল রাখা সমুচিত। এই বিশ্বাস প্রবল থাকিলে যিনি যখন সকলের সঙ্গে এক হইয়া উপাসনা করিবেন, তাঁহার উপাসনায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যোগদানে হৃদয়ের অনুরাগ জন্মিবে। যদি তাঁহার কোন অঙ্গে অপূর্ণতা থাকে, তাহাও অপরের সঙ্গে একত্র উপাসনায় নিঃসংশয় পূর্ণ হইবে। আমাদিগের মধ্যে এ বিষয়ে সকলেরই বিশ্বাস স্থির করিয়া লওয়া উচিত কেন না আমাদিগের একতার ধর্ম্ম, বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের ধর্ম্ম নহে।

চিন্তাযোগ।

চিন্তাযোগ কখন পূর্ণযোগ নহে। উহা পূর্ণযোগলাভের একটি বিশিষ্ট উপায়। উপায়কে উপেয়রূপে সমুপস্থিত করিবার কারণ কি? ইহাকে যোগ না বলিয়া যোগাঙ্গরূপে কেন গ্রহণ করা হইল না? চিন্তা আমাদিগের যোগপথে সহায় এবং পরিশেষে ঐ চিন্তা যখন সাক্ষাৎসম্বন্ধ আনয়ন করিয়া দেয়, তখন উহা প্রত্যক্ষজ্ঞানের আকার ধারণ করে, সুতরাং যাহার আরম্ভ চিন্তাতে তাহারই পর্য্যবসান প্রত্যক্ষজ্ঞানে। এইরূপে অংশতঃ উপায় এবং উপেয়ত্ব উভয়ই এতন্মধ্যে আছে বলিয়া আমরা চিন্তাযোগ এই আখ্যা দান করিলাম।

আমরা যাহা বলিলাম, এইটি ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। যোগের প্রথম আরম্ভ বিষয়বিরাগ হইতে। এই বিষয়বিরাগ উৎপাদনে চিন্তা পরমসহায়। বিষয়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা চিন্তাযোগে নিষ্পন্ন হয়। যখন আমরা বিষয়জনিত বিবিধ ঘটনার মধ্যে নিপতিত হই, তখন বিষয়সমূহের স্বরূপ ও তত্ত্বনিরূপণার্থ আমাদিগের চিন্তা সমুপস্থিত হয়। এই চিন্তা আমাদিগকে বিষয়ের অনর্থকতা, অচিরস্থায়িতা, পরিণামবিরসত্ব বুঝাইয়া দেয়। এতৎসম্বন্ধে চিন্তা যতই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে থাকে, ততই বিষয় মাত্রের অনর্থকতা আমাদিগের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইতে থাকে। তখন ঐ সমুদায়ের প্রতি আমাদিগের বিতৃষ্ণা সমুপস্থিত হয়। এই বিতৃষ্ণা আমাদিগকে বাহির হইতে ভিতরে বস্তু অন্বেষণে প্রবৃত্ত করে। এখানেও পুনরায় সেই চিন্তারই আধিপত্য। যখন চিন্তাযোগে সমুদায় অসার অপদার্থ অবস্তু বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন সমুদায় অবস্তু হইয়াও বস্তুরূপে প্রতিভাত

হয় কেন, এতৎসম্বন্ধে আবার চিন্তা সমুপস্থিত হয়। আমাদিগের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞাননিচয় এই চিন্তাযোগে দৃঢ়মূল হইতে থাকে। আমরা আমাদিগের জীবনের মূলে যে জীবনী শক্তি, এক অনভিভবনীয় ইচ্ছা, পাপ করিতে গিয়া যে এক শাস্তা উপলব্ধি করিয়াছি, তিনিই তখন আমাদিগের চিন্তাপথে একমাত্র বস্তু বলিয়া উপস্থিত হন। তখন সমুদায় অসার হইতে সার আকর্ষণ করিয়া মন অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়। এই অন্তঃপ্রবেশস্থলে চিন্তার কার্য্য স্থগিত হইল এ কথা আমরা বলিতে পারি না। সেখানে যে বস্তু ধারণ করিতে আত্মা উদ্যত তাঁহার স্বরূপ চিন্তন একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

আমরা যখন বাহিরে থাকি, তখন আমাদিগের চিন্তার বিষয় বহু, অথচ এই বহুত্বকে একত্বে পরিণত সেই চিন্তাই করিয়া থাকে। চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র গ্রহ, জল, অগ্নি, বায়ু, পর্ব্বত বৃক্ষ লতা গুল্ম, ইতর প্রাণী নরনারী, এ সমুদায় যখন চিন্তাপথে গতায়াত করিতে থাকে, তখন চিন্তা তাহাদিগকে একমাত্র সার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদিগের মূলে প্রবিষ্ট হয়। মূলে প্রবিষ্ট হইয়া দেখে, তাহারা বহু হইয়াও মূলে এক। মূল প্রচ্ছন্ন বটে, কিন্তু উহা চিন্তাযোগে উদ্ভিন্ন হইয়া পড়ে, সমুদায় আবরণ উন্মোচন হইয়া যায়। তখন মন চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদির মধ্য দিয়া মূলে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। মূলে যখন মন স্থির হইয়া পড়ে, তখন অন্তর বাহির দুই এক হইয়া যায়, কেন না অন্তর বাহিরে তখন কেবল এক অন্তর্দৃষ্টিরই প্রাধান্য।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে চিন্তা যে যোগের একটি প্রধান উপায়, ইহা প্রতিপন্ন হইল, এখন চিন্তার উপেয়ত্ব কোথায় আমাদিগকে প্রদর্শন করিতে হইতেছে। চিন্তা যত ক্ষণ ঈশ্বর ভিন্ন পদার্থনিচয়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত ছিল তখন যোগের উপায় ছিল, কিন্তু যাই ঈশ্বরকে অধিকার করিল, অমনি উহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যে চিন্তা করিতেছে, যাঁহাকে চিন্তা করিতেছে, এ উভয় তখন সম্মুখীন হইয়া পড়িল। চিন্তাকারী ও চিন্তনীয় এ দুইয়ের একত্র যোগই যোগ নামে আখ্যাত। চিন্তাকারীর চিন্তনীয় বিষয় এখন সেই একমাত্র ঈশ্বর হইলেন। ঈশ্বর সাক্ষাৎসম্বন্ধে দৃষ্ট হইয়া চিন্তার বিষয় হইলেন। এজন্য চিন্তা যেমন চিন্তাযোগ আখ্যা [illegible] হইবার যোগ্য তেমনি উহা যোগের একাংশ মাত্র। ঈশ্বর যেমন চিন্তামণি তেমনি প্রিয় হইতে প্রিয়তম। এখানে চিন্তা নহে, কিন্তু আত্মার অপর স্বাভাবিক বৃত্তি ভক্তি প্রাধান্য লাভ করিয়া ভক্তিযোগ নামে আখ্যাত হয়। ঈশ্বর আবার শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। এই শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ সহ যোগ নিষ্পাদন জন্য ক্রিয়াযোগের প্রয়োজন।

চিন্তাযোগের উপায়, এবং যোগ, উভয়ই নিষ্পন্ন হইল। এখন উহার উপায়মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব কেন, আমাদিগকে প্রদর্শন করিতে হইতেছে। আমরা ধ্যান শব্দ যোগাঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, ইহার মূল অর্থ চিন্তা। ধ্যান বস্তুর স্বরূপ চিন্তন। স্বরূপচিন্তনই উপায়মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায়। বস্তু কি, অবস্তু কি, যোগ ইহা যথাযথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। যোগী যথার্থতত্ত্বদর্শী। যাহা ঠিক যেমন তাহাকে সেই ভাবে গ্রহণ যোগের সর্ব্বপ্রধান মহত্ত্ব। এই ব্যাপার কোন্ উপায়ে নিষ্পন্ন হয়? চিন্তা সদোষ হইলে বস্তুতত্ত্ব নিরূপণ হয় না। কামক্রোধাদি চিন্তাকে দূষিত করিয়া থাকে। এই দোষ বা বিকার বিদূরিত করিবার জন্য চিন্তা সহায়। চিন্তা যখন কামক্রোধাদির প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাদিগের অনর্থকারিতা প্রতিভাত হয়, সেই প্রতিভাত অনর্থকারিতা তাহাদিগের প্রতি বিরাগ উৎপাদন করে। বিরাগের আঘাতে কামক্রোধাদি প্রথমতঃ শান্তভাব অবলম্বন করে, পরিশেষে সম্পূর্ণ প্রশমিত হইয়া যায়। তখন চিন্তা মেঘনির্ম্মুক্ত শশিকলার ন্যায় শোভা পাইতে থাকে।

তাহার অব্যাহত গতি নিবারণ করে, এমন আর কোন প্রতিবন্ধক পথে থাকে না। সুতরাং চিন্তা মালিন্যবিরহিত হইয়া সকল বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হয়।

জন মাত্রেরই যেমন ভক্তিবৃত্তি আছে, তেমনি চিন্তাও আছে। প্রতিদিনের জীবনের কার্য্যের সঙ্গে চিন্তার অপ্রতিহতযোগ রহিয়াছে। কিন্তু এই চিন্তাকে যোগের উপায়রূপে কয় ব্যক্তি নিযুক্ত করিয়া থাকেন। সম্মুখস্থ বিষয়নিচয়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা, তাহাদিগের সারাসারত্ব নির্ণয় করা, প্রকৃত সারবস্তু কি, অন্বেষণের বিষয় কি, এ সকল চিন্তাযোগে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া সাধারণ জনগণের জীবনে অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে। চিন্তাকে অবিশুদ্ধ বিষয়ে নিয়োগ করিয়া মানুষের কতই না সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। ভক্তিবৃত্তির অপব্যবহারে যত অনিষ্ট না হইতেছে তদপেক্ষা শতগুণ অনিষ্ট চিন্তার অযথা ব্যবহারে উৎপন্ন হইতেছে। ভক্তির বিষয় পরিমিত, কিন্তু চিন্তার বিষয় অপরিমিত। এমন বিষয় নাই যাহার সম্বন্ধে আমরা চিন্তা নিয়োগ করিতে পারি না। যখন চিন্তার ক্ষেত্র এত প্রশস্ত, তখন জনমাত্রেরই চিন্তার সমুচিত ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। চিন্তার সদ্ব্যবহার হইলে সকলে দেখিতে পাইবেন, কেমন উহা তাঁহাদিগকে সহজে যোগসম্পন্ন করিয়া তুলে।

প্রেরিতগণের প্রতি দোষারোপ।

নববিধানের রাজ্যে চরিত্র বিশুদ্ধ এবং উন্নত না করিয়া কেহ যে পদগৌরবের বলে সকলের অবিমিশ্র সম্মান আকর্ষণ করিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। পদের প্রতি সম্মান অথচ দোষের প্রতি অশ্রদ্ধা এ দুই এক স্থানে পূর্ব্বকালে কখন সম্মিলিত হয় নাই। নবধর্ম্মের এ এক প্রধান লক্ষণ যে এ দুই যুগপৎ একত্র স্থিতি করে। আমরা আচার্য্যদেবে এই ভাবটি নিতান্ত প্রস্ফুটরূপে দেখিতে পাই যে নিশ্বাসে পাপ ব্যক্তির প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ, সেই নিশ্বাসে সেই সেই ব্যক্তিতে ব্রহ্মাবির্ভাব দর্শন ইহা কিছু সামান্য কথা নহে। "মনে হইল যেন আমার দল বিষ্ঠা ভিক্ষা করিতেছে। ছি ছি ছি ছি। বলে কাপড় দেও, টাকা দেও, উচ্চপদ দেও, বাহবা দেও, বাহাদুর উপাধি দেও, অর্থাৎ বিষ্ঠা দাও।" ইহার পরেই আবার বলিতেছেন "আমার দলের সমস্ত লোক, এবং প্রত্যেক লোকের আমি যেমন দেবত্বের অংশ ও ব্রহ্মাবতরণ দর্শন করি, সেইরূপ দর্শন করিতে হইবে।" কি বিপরীত উক্তিদ্বয়। অথচ এ দুই একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত। তাঁহারা ধন্য যাঁহারা এইরূপ বিপরীত ভাবদ্বয় যুগপৎ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ে প্রেরিতগণের প্রেরিতত্বের পদ তাঁহাদিগকে প্রকাশ্য দোষারোপ হইতে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে মহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, এ অগ্নিতে যদি তাঁহারা বিশুদ্ধ না হন বড়ই আক্ষেপের বিষয়। তাঁহাদিগের প্রতি কি কি দোষারোপ হইয়াছে আমরা নিম্নে নিবদ্ধ করিলাম।

১। প্রেরিতগণ কেহই দরবারকে মান্য করেন না। অনেকের মনে দরবারের অস্তিত্বপর্য্যন্তে সন্দেহ।

২। যদি কেহ শ্রীদরবারকে বিশ্বাস করেন বলিয়া অভিমান করেন, সে কেবল অভিমান মাত্র। এ মানার অর্থ যেখানে সুবিধা সেখানে মান্য করা।

৩। প্রেরিতগণ প্রেরিতত্বের বিধি ভঙ্গ করিয়াছেন। বৈরাগ্য বিধি অনুসারে সংসার ছাড়িয়া আসিয়া তাঁহারা প্রেরিতত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই সংসারের দিকে তাঁহাদিগের গতি ফিরিয়াছে। তাঁহারা নিজ ব্যবসায় ছাড়িয়া এখানে সংসারের ব্যবসায় চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

৪। প্রেরিতগণ উপদেশে যাহা বলেন নিজ নিজ জীবনে তাহা প্রতিপালন করেন না, তাঁহাদিগের জীবন উপদেশের বিপরীত।

৫। তাঁহারা যোগাদি উচ্চ সাধনে প্রবৃত্ত নহেন, অথচ তদুচিত সম্মান লাভের জন্য ব্যগ্র। কেহ সম্মান না দিলে তাহাদিগকে অল্প বিশ্বাসী ক্ষীণ বিশ্বাসী বুদ্ধির দাস বলিয়া নিন্দা ও আক্রমণ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রেমগন্ধ অতিবিরল।

৬। প্রেরিতগণ এখন সুখাভিলাষী হইয়া পড়িয়াছেন। ভোগে তাঁহাদিগকে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে, আর তাঁহারা প্রচারের জন্য কষ্ট বহন করিতে প্রস্তুত নহেন। অপর লোকে ধর্ম্মের ভাণ না করিয়াও ধর্ম্মের জন্য যেখানে কষ্ট বহন করেন, সেখানে তাঁহারা পশ্চাৎপদ।

৭। প্রেরিতগণের আত্মসংযম শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা অল্প কারণে ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া পড়েন। পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চরিত্রের বিশুদ্ধতা বিষয়ে যেরূপ বিশ্বাস করিতে পারা যাইত, এখন আর তাহা করিতে পারা যায় না।

৮। প্রেরিতগণের জীবনাপেক্ষা তাঁহারা যাঁহাদিগকে উপদেশ দেন তাঁহাদিগের জীবন শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা এত দূর হীন হইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহাদিগের মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র নিঃশ্বাস বহে কি না সন্দেহ।

আমরা সংক্ষেপতঃ গুটিকয়েক দোষারোপের উল্লেখ করিলাম। এই গুলির মধ্যে যে সকল অন্তর্ভূত দোষারোপের বিষয় রহিল তাহাও সময়বিশেষে আরোপিত হইয়া থাকে। এইরূপ দোষারোপের পাত্র যাঁহারা তাঁহাদিগের মধ্যে "দেবত্বের অংশ ও ব্রহ্মাবতরণ" কয় জন দেখিতে পাবেন জানিতে কৌতূহল হয়। প্রেরিতগণ যদি ভাবী চরিত্র ও ব্যবহার দ্বারা এই সকল দোষারোপ অপ্রতিপন্ন করিতে না পারেন আমাদিগের আশঙ্কা, অল্প দিনের মধ্যে হয় ত দেববিরোধী দানবের অংশ ও তদবতরণ অবলোকন করিতে অনেককে বাধ্য হইতে হইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

জিজ্ঞাসু তুমি ভাবিতেছ, এত মতভেদ যেখানেসেখানে মিলনের ধর্ম্ম কি প্রকারে স্থান পাইবে? আমি কিন্তু ঠিক তোমার বিপরীত ভাবিতেছি। যেখানে কেবল মিল সেখানে আবার একটি মিলনের ধর্ম্ম ইহা বলিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া প্রয়োজন কি? যেখানে মতে মতে মিল আছে, সেখানে কি বাজারের লোকেরাও পরস্পর মিলিত হয় না? জিজ্ঞাসু তোমার কি মনে নাই, প্রেমব্রত দান করিয়া ঈশ্বর কি আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন "কোটী কোটী কারণ অন্য পক্ষে থাকিলেও পরস্পরে প্রেম করিবে। কোন বিষয়ে মতে না মিলিলেও প্রেম করিবে। তোমাদের প্রেমের কীর্ত্তিস্তম্ভ যেন পৃথিবী দেখিতে পায়।" মতে মিলিলে, অপ্রেমের হেতু না থাকিলে কে কাহাকে না ভাল বাসে। যেখানে মতের মিল নাই, কোটী কোটী অপ্রেমের হেতু আছে, সেখানে যদি কেহ প্রেম অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, তবে তাহাকে বলি নববিধানের প্রেমে প্রেমমত্ততা। যাই মতে মিলিল না আর অমনি সে শত্রু হইয়া পড়িল, এ কি আর নব ধর্ম্মের নব প্রেম? এই যে তিন বৎসর ঘোর পরীক্ষা মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, ইহা কেবল আমাদের প্রেমের মধ্যে যে খাদ আছে তাহা ভস্ম করিয়া বিশুদ্ধ সুবর্ণপরাজিত প্রেম আমাদিগের মধ্য হইতে বাহির করিবার জন্য। প্রকাশ্য স্থলে এমন একটি নিদর্শন রাখিয়া দেওয়া উচিত যাহা দর্শন করিয়া লোকে বুঝিতে পারিবে এতৎসম্বন্ধে ইহাঁদিগের এত অমিল, অথচ এক গৃহে প্রেমে আবদ্ধ হইয়া কেমন একত্র বাস করিতেছেন। আগামী বৎসর মধ্যে যদি এমন কোন নিদর্শন আমরা পৃথিবীকে দেখাইতে পারি তাহা হইলে আমাদিগের প্রেমের এত সার্থক হয়।

যাঁহারা আমাদিগের দোষ প্রদর্শন করেন তাঁহাদিগকে বন্ধু বলিয়া যখন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তখন কেহ যদি কাহাকেও প্রকাশ্য ভাবে আক্রমণ করে তবে তাহাকে মনুষ্য বন্ধু ভাবে কেন গ্রহণ করে না। মনুষ্য আপনার দোষ শুনিতে ভাল বাসে না, ইটি তাহার দুর্ব্বলতা, সুতরাং বলিতে হইবে আত্মদোষ শ্রবণ করিয়া দোষ ঘোষণাকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা না হওয়া ক্ষীণতার পরিচায়ক। কিন্তু ইহার বিপরীত দিকেও বলিবার আছে। যিনি দোষারোপ করেন তিনি তাহা গভীর প্রেম হইতে অথবা অপ্রেম বা বিরোধী ভাব হইতে করিয়াছেন। যদি অপ্রেম বা বিরোধী ভাব হইতে দোষারোপ হয়, তাহা হইলে মনুষ্য মন তাহা হইতে বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরায়। প্রেম কি অপ্রেম হইতে, ইহা যখন বোঝা সহজ নহে, তখন ঈদৃশ স্থলে বিশ্বাসীর কি কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারণ করা উচিত। এ সংসারে থাকিতে গেলে আমরা কখন আক্রান্ত হইব না, ইহা কখন আশা করা যাইতে পারে না। যদি আমরা কখন অন্যায়রূপে আক্রান্ত হই, আমাদিগের অন্তরাত্মার অপ্রসন্ন হইবার কোন কারণ নাই। যে আক্রমণ করিল তাহার জন্য শোক করাই তখন স্বাভাবিক। আর যদি যথার্থই আমরা আক্রমণের পাত্র হই, আমাদিগের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার সমুচিত তাহাই হইয়াছে এই বলিয়া ক্ষান্তি বুদ্ধি অবলম্বন এবং প্রদর্শিত দোষ শোধনের উপায় হইল বলিয়া কৃতজ্ঞ হওয়া, ইহাই সরল বিশ্বাসীর কর্ত্তব্য।

শ্রীআচার্য্যদেবের প্রার্থনা।

৬ নবেম্বর ১৮৮১।

হে প্রেমময়, হে করুণাসিন্ধু, সমুদায় ধর্ম্ম পূর্ণ হবে তোমার এই নববিধানে। পৃথিবীর সব আশা ভরসা ইহাতে পূর্ণ হইবে। বেদ বেদান্ত পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রে যা কিছু এর আগে বলা হয়েছে তা সিদ্ধান্ত হবে এই নববিধানে। যত ভক্ত যত উপদেশ দিয়াছেন তার পূর্ণতা হবে তোমার এই নববিধানে। রজনীর অন্ধকার চলে যাবে দিবসের আলো আসিবে। পৃথিবীর এই বহু কালের আশা যে, ধর্ম্ম চিরকালই বিবাদের স্থল ছিল তার শান্তি হবে। আমরা শুভক্ষণে জন্মিয়াছি। সেই শান্তির দিন স্বর্গ হইতে আসিবে, সব পাপ তাপ যাবে। আমরা যতই এ ধর্ম্মের কথা ভাবি, বুঝি যে পৃথিবীর জন্য এ ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা যতই এ ধর্ম্মের মহত্ত্ব দেখি, বুঝি যে আমরা কত অক্ষম। হে ঈশ্বর, এমন কঠিন ধর্ম্ম সামান্য

লোকদের হাতে দিলে, স্বর্গের ব্যাপার কেন এমন অযোগ্য পাত্রে আসিল? অসাধুদের হস্তে অতি কঠিন স্বর্গের ধর্ম্ম ন্যস্ত হইল। কেন এরূপ হইল? কে বলিতে পারে? তোমার জ্ঞান লইয়া কে বিবাদ করিতে পারে? পিতা, আমরা তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব জানি না, ভবিষ্যৎ ইতিহাস বুঝাইয়া দিবে। হয়তো তোমার অভিপ্রায় এই যে সামান্য লোক দ্বারা বড় কাজ কিরূপে সম্পন্ন হয় তাই দেখাইবে। বড় বড় থামের উপর বড় বড় এমারৎ হয়। বড় বড় লোকে বড় বড় ধর্ম্মের স্তম্ভ হন। এবার তাঁহাদের পদরেণু মাথায় রাছে। ... পারে না? এমন সামান্য দুর্ব্বল লোকের উপর বড় স্বর্গের ভবন স্থাপন করিলে এই এক অলৌকিক ব্যাপার। যারা নিজে খেতে পায় না, তারা অন্যকে ভাল সামগ্রী খাওয়াবে। নিজে যারা শাস্ত্র জানে না, অপরের পক্ষে হয়তো তারা শাস্ত্র হবে। হয়তো বিধির নববিধির এই বিধি যে, সামান্য লোক দ্বারা বড় বড় ব্যাপার ঘটাবে। পৃথিবীর লোক বলিবে, যোগী কৈ, ভক্ত কৈ, ঋষি কৈ? এত বড় ধর্ম্ম কে আনিল? মহাদেব কি মুটের মাথায় স্বর্গের রত্ন পাঠাইলেন? এ অনিয়ম এবার কেন হইল? পিতা, তোমার লীলা কে বুঝিবে? হরি, তোমার কাছে এই নিবেদন, দয়া করে তোমার নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে দাও। যদি অসার বস্তু থেকে সার বস্তু কেমন করিয়া বাহির হয়, মুটের মাথায় স্বর্গের রত্ন কেমন করে থাকে, তা দেখাবার জন্য মানস করে থাক তবে তাই কর। তবে আমাদের ক্ষুদ্র জীবন হইতে এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড সকল বাহির কর যে পৃথিবীর জ্ঞানীরাও আশ্চর্য্য হবেন। দয়াময় মহাপ্রভুর কি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড হয় কে জানে? গোবরের ভিতর হইতে পদ্ম ফুল হয়। সামান্য বাষ্প আর আগুনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাড়ী লইয়া যায়। সামান্য সামান্য লোকগুলি বুঝি ভারতের কলম টানিবে। হে ঈশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই সকল ক্ষুদ্র দেহ হইতে নূতন মানুষ বাহির হয়। অণ্ডের ভিতর হইতে জীবাত্মা পক্ষী বাহির হইয়া মুক্তির সমাচার মুখে লইয়া দেশে দেশে উড়িয়া যাইবে। তুমি যাদুকর হইয়া নূতন বিধানে নূতন মানুষ আন। হে মঙ্গলময়, পাখী কেন এখনও ঘুমাইতেছে? পাখীকে বাহির কর, সে আপনার কার্য্য করিবে। এই সকল ভাঙ্গা দেহ পাত্রে, দেহ ঘরে ভাল ভাল জিনিষ ভাল ভাল মাল লুক্কায়িত আছে। যাদুকরের ছড়ি আমাদের অসার রিপুপরতন্ত্র দেহ মনে ছোঁয়াও। এ গুলি ভেঙ্গে যাক্। আর ইহার ভিতর হইতে নূতন মানুষ বাহির হউক। হইয়া নববিধানের রথ টানিয়া লইয়া যাক্। এ মানুষগুলোকে যদি নববিধানের ধর্ম্ম বিস্তার করিতে দিলে তবে তাই কর। হে মঙ্গলময়ী, হে কল্যাণময়ী দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন এই ভগ্ন দেহ গুলি হইতে শীঘ্র নূতন মানুষ বাহির হইয়া আপনার কার্য্য করে, এবং তোমাকে প্রভু বলে স্বীকার করে, পৃথিবীতে স্বর্গধাম স্থাপন করে, প্রেমময়ী, তুমি অনুগ্রহ করে এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঈশার জন্ম।

[সাধু অঘোরনাথ লিখিত।]

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

এসিয়ার অন্তর্গত তুরস্ক দেশের পশ্চিম ভাগটি প্যালেষ্টাইন নামে অভিহিত। ইহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগ ভূমধ্য সাগরে পরিবেষ্টিত। উত্তর দিকে কৃষ্ণসাগর ও ইউরোপীয় তুরুস্কের দক্ষিণাংশ। দক্ষিণাংশে পুণ্য ভূমি জুড়িয়া প্রদেশ। সেই জুড়িয়ার মধ্যবর্ত্তী বেথলহেম নগরে ঈশার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম যোজেফ ও মাতার নাম মেরী। যোজেফ জেকবের সন্তান। মেরীও ঐ বংশসম্ভূতা রমণী। যিহুদি জাতির বিবাহ প্রণালী স্বতন্ত্র! বর কন্যা এক বংশসম্ভূত না হইলে পূর্ব্বে বিবাহ হইত না। যেমন এক বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা তদ্রূপ এক বংশে হইতে বিবিধ পরিবার সংগঠিত হইতে থাকে। ঐরূপ বিবাহিত নরনারীর সন্তান সন্ততি বিষয়াধিকারী হইত। এই প্রণালী অনুসারে যোজেফ ও মেরীর পরস্পরের প্রতি প্রণয় সঞ্চারিত হয়। ঈশার জন্ম বৃত্তান্ত লইয়া ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন ৭ই কেহ বলেন ৬ই জানুয়ারিতে রোমের সম্রাট্ অগস্ত সীজারের দ্বাবিংশ বৎসর রাজত্বকালে তিনি জন্ম পরিগ্রহ করেন। তৎকালে সমুদায় জুডিয়া প্রদেশ রোম সম্রাটের অধীন ছিল, এবং সেই বৎসর হিরড অগস্ত সীজারের দ্বারা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ইহুদিজাতির উপর কর্ত্তৃত্ব ও শাসন বিস্তার করেন। পূর্ব্বে তাহারা স্বাধীনভাবে রাজ্য করিত। রোম সম্রাটের একাধিপত্য বিস্তৃত হওয়া অবধি বিজাতীয় ও বিদেশীয় রাজা সেই প্রথম তাহাদিগকে শাসনাধীন করিলেন। যোজেফস নামে এক জন যিহুদি সুবিখ্যাত ইতিহাসজ্ঞ উল্লেখ করিয়াছেন, সীরিয়ার শাসনকর্ত্তা কুইরি নিয়স ঐ বৎসর লোক সংখ্যা গণনায় প্রবৃত্ত হয়েন। যাহা হউক, ঐ সময়ে যে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার জন্মবিবরণ অতিশয় অলৌকিক বলিয়া ধর্ম্মপুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। সাধারণ মানবীয় জন্মের ন্যায় যে মহাপুরুষদিগের বিফল জন্ম নহে তাহা আর কে অস্বীকার করিবে? ঈশ্বরের বিশেষভাবে ও করুণাতে মহাত্মাদিগের আত্মার জন্ম হয় এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই গর্ভসঞ্চারের প্রণালী অলৌকিক ভাবে বিবৃত হয়। ঈশার জন্মসম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে। অন্তর্জগতের ভাষাই

এইরূপ। ভারতেও দেখা যায় অপ্রাকৃত লোকের জন্মবিবরণ ঈদৃশ অলৌকিক ভাবে লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বপ্রচলিত প্রবাদানুসারে এ দিকে ঈশার ভূমিষ্ঠ হইবার সংবাদ পাইয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পারস্য দেশ হইতে দলে দলে নবপ্রসূত শিশুকে দেখিবার জন্য গ্যালিলিয়াতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। যিহুদিদিগের ভাবী রাজা জন্মিবার সময় আকাশে কোন বিশেষ তারা লক্ষিত হইবে এই পূর্ব্বতন বিশ্বাসে তাঁহারা পূজোপহার লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা নগরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, যিহুদিরাজ কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কারণ পূর্ব্ব দিকে তাঁহার সূচনা তারকা উদিত হইয়াছে। এ দিকে বেথলহেমের চারি দিকে যিহুদিরাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই বৃত্তান্ত প্রচারিত হইয়া পড়িল। পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর নরনারী নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া শিশুকে দেখিতে আসিল। গ্রামের মধ্যে মহা আনন্দের রোল উঠিল। যাহারা দেখিতে আসিয়াছিল তাহারা জনান্তিকে বলাবলি করিতে লাগিল বাস্তবিক লক্ষণাক্রান্ত শিশু বটে। ইহার মুখারবিন্দে রাজচিহ্ন সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। বোধ হইল যেন গ্রামটি উৎসবময় হইয়াছে। মেরী ও যোজেফ এই পুত্ররত্ন লাভ করিয়া অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। শিশুর অলৌকিক লাবণ্যে ও তেজঃপুঞ্জে গৃহ আলোকিত হইল।

ইত্যবসরে এই আনন্দের ব্যাপার হিরদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। শ্রবণমাত্র তাঁহার চিত্তে যুগপৎ ভয় ও ক্রোধের সঞ্চার হইল। তখন তিনি পর্য্যাগত জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগের নিকট কৌশলপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কখন তারা প্রকাশিত হইবে। সেই তারা উদিত হইয়াছে বলিয়াই তাঁহারা আসিয়াছেন, হিরদ এই কথা শুনিয়া মনে মনে বিলক্ষণ ভীত হইলেন। ভাবিলেন আমার সমুদায় রাজ্য বিপৎসাগরে ভাসিতেছে। ইহা ভাবিতে ভাবিতে তিনি এক লোক পাঠাইয়া দিলেন ও তাহাকে বলিয়া দিলেন, তুমি কৌশলক্রমে সেই সন্তানকে অন্বেষণ করিবে এবং তাঁহাকে দেখিতে পাইলে আমায় সংবাদ দিবে, আমিও তাঁহাকে পূজোপহার দিতে পারি। হিরদ নিতান্ত রক্তপিপাসুর ন্যায় নিষ্ঠুর স্বভাব ধারণ করিলেন। তখন তিনি কোন নিম্ন কর্ম্মচারীকে আজ্ঞা দিলেন যে বেথলহেম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী নগরসমূহে দুই বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশুদিগকে নিহত করিবে। কি নিষ্ঠুর আজ্ঞা! অসুরপ্রকৃতি হিরদ এই দৈত্যের ন্যায় ব্যবহারে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না। যে শিশুগণকে দর্শনমাত্র হৃদয়ে প্রীতি ও আহ্লাদের সঞ্চার হয়, সেই কোমলাঙ্গদিগকে নিপাত করিতে তাহার চিত্তে কিছুমাত্র দয়া উদ্রিক্ত হইল না।

দৈবযোগে এই দুরন্ত আজ্ঞাটী ঈশার জনক জননীর কর্ণগোচর হওয়াতে তাঁহারা শিশুকে লইয়া ইজিপ্তে প্রস্থান করিলেন। কথিত আছে যে, দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহারা ভাবী অমঙ্গল অবগত হইয়াছিলেন। স্বয়ং ঈশ্বর যাঁহা দ্বারা ধর্ম্মজগতের প্রকৃত কল্যাণসাধন করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন তাঁহাকে কে বধ করে? কিন্তু শত শত শিশুর রক্তে যে দেশ প্লাবিত হয়, সে দেশের মহাপাপ নিবারণ করিবার কি কেহ নাই? বিশ্ববিধাতা কি তাহার প্রতিবিধান করিবেন না? এই ঘটনার কিছু দিন পরে হিরদ ভয়ানক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন, তিনি বহু দিন রোগশয্যায় শয়ান ছিলেন। রোগের বিষম যন্ত্রণা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। অবশেষে [illegible] মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু বিধাতার কঠোর ন্যায়সঙ্গত শাস্তি বিশ্বাস করিয়া খ্রীষ্টপক্ষীয় লোকেরা কিছু সান্ত্বনা পাইলেন। যোজেফস তাঁহার যেরূপ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। যাহা হউক, বিধাতার এই দুর্ব্বোধ্য নিয়ম কে অবধারণ করিতে পারে?

এ দিকে ঈশার জনক জননী আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া গোপনে গভীর রজনীযোগে শিশুকে লইয়া মিশরদেশে প্রস্থান করিলেন। যোজেফ নিরাপদে কিছু দিন তথায় কাল যাপন করেন। একদা স্বপ্নযোগে তাঁহার নিকট কে যেন আসিয়া বলিল, হিরদ যে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। অতএব উঠ, শিশুকে লইয়া স্বদেশে চল। যোজেফ রজনীতে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রদবস্থায় উহা আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। পর দিন প্রত্যূষে সপরিবারে তথা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি স্বীয় জন্মভূমির সান্নিধ্যে আসিয়া যখন শুনিলেন যে আর্কেলস পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজত্ব করিতেছে, তখন আর তাঁহার নিজ গ্রামে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না, কিন্তু করেন কি স্বর্গের আজ্ঞা বলিয়া অগত্যা তাঁহাকে যাইতে হইল। যোজেফ পুনর্ব্বার সেই আপন ভবনে উপনীত হইলেন।

যিহুদীজাতির ধর্ম্মভাব।

ধর্ম্মজগতের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে প্রতীত হইবে যে, প্রত্যেক ধর্ম্মের এক একটি বিশেষ ভাব ও প্রত্যেক জাতির এক প্রকার বৈশেষ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। যিহুদী জাতি ও তাহাদের পূর্ব্বপ্রচলিত ধর্ম্মের গৌরব ভাবিলে মনে আনন্দ ও আশার সঞ্চার হয়। পুরাকাল হইতে উহারা প্রসিদ্ধ। ইহাদের ন্যায় বাণিজ্যপরায়ণ ও অসমসাহসী জাতি আর ভূমণ্ডলে দেখা যায় না। মহানুভব লর্ড বিকন্‌সফিল্ড যিনি বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডীয় রাজসভার প্রধান রাজমন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত *; সুসভ্য দেশের মধ্যে এক জন প্রধান

* সাধু অঘোর নাথ যখন এই অপরিসমাপ্ত গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তখন লর্ড বিকন্স ফিল্ড ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী ছিলেন।

রাজনীতিজ্ঞ বলিলে অত্যুক্তি হয় না; তিনিও ঐ জাতীয় লোক। যখন পৃথিবীর অপরাপর জাতি ঘোর পৌত্তলিকতাশৃঙ্খলে নিবদ্ধ, নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য ও বিকৃত স্বভাব ছিল, এমন কি ঈশ্বর ও ধর্ম্মজ্ঞান তাহাদের হৃদয় হইতে একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল বলিলেও অসঙ্গত হয় না, তখনও এই জাতি পৌত্তলিকতার একান্ত বিরোধী ছিল। ধনী কি নির্দ্ধন, পণ্ডিত কি মূর্খ, সম্ভ্রান্ত কি ইতর, ইহাদের মধ্যে কেহই পৌত্তলিক আচার ব্যবহারে যোগ দেওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাদের গৃহে গমনাগমন একত্র পংক্তিভোজন [illegible] কোনরূপ সংশ্রব রাখিতেও সাহসী হইত না। [illegible] য়িহুদি জাতির আত্মগৌরব ও আত্মাভিমান এত দূর প্রবল যে, তাহারা যেখানে থাকুক না কেন স্বজাতীয়দিগকে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাপাত্র ও সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বগুণসম্পন্ন বিশ্বাস করিত। এই স্বাভাবিক দাম্ভিকতাবশতঃ অন্যান্য জাতির সঙ্গে তাহাদের একটি অভেদ্য ব্যবধান চলিয়া আসিতেছে। মুষার কঠোর বিধিই ইহাদের সমুদায় নীতিশাস্ত্রের মূল ভিত্তি। ইহাদের নিকট ঈশ্বর-ভূমা ও মহান্, রাজা ও অধিপতি। শুদ্ধ এই ভাবেই তিনি পূজিত হইতেন। সুতরাং তাহাদের উপাসনাতে ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনা ও গুণানুবাদের ভাগ অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের মত অর্থগৃধ্নু ও কর্ম্মঠ জাতি আর ভূমণ্ডলে দেখা যায় না। এই কারণে উপাসনার মধ্যেও উহাদের চরিত্র কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সেইরূপ মনের অবস্থাতেই তাহারা ধর্ম্মের কঠোর শুষ্ক ক্রিয়াকলাপ করিয়া উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিত। সময়ে সময়ে ডেবিড্ আইজেয়া প্রভৃতি মহাত্মারা জন্মগ্রহণ করিয়া নিতান্ত নির্জীব য়িহুদি জাতিকে ধর্ম্মভাবে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে শুষ্ক কর্ম্মকাণ্ডই সর্ব্বস্ব ছিল *।

আচার্য্যদেবের প্রার্থনার সার।

২৫ চৈত্র হইতে, ১৮০১ শক।

নিরাকৃতি ব্রহ্ম তথৈব মাতৃ-
স্বরূপমাসাদ্য যদাবিরাসীৎ।
সুখে চ দুঃখে চ ভয়ে হ্যভীতা
বুদীরয়ামাভয়মাতৃনাম॥

নিরাকার ব্রহ্ম সেই রূপেই যখন মাতৃস্বরূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, তখন সুখে দুঃখে ভয়ে অভয়ে অভয় মাতৃনাম উচ্চারণ করিব।

সত্যানুরূপং হি চরিত্রমস্য
তস্য প্রচারায় চিরানুকূলম্।
সাক্ষিত্বহেতোর্মলিনৈঃ করৈর্ন
বিধানমেতদ্বিতরাম তৎ স্যাৎ॥

হে মাতঃ, চরিত্র সত্যের অনুরূপ হইলে সত্যপ্রচারে উহা সাক্ষিত্ববশতঃ চির অনুকূল হয়। মলিন করে এ বিধান বিতরণ না করি, তাই কর।

পলায়িতঃ কাপুরুষঃ স যোগী
গৃহেহতিদুঃখে পরনির্বৃতিং যঃ।
সুখে ত্বয়ি প্রাপ্য সুশান্তচেতাঃ
স্যামেদৃশো নিত্যমিতি প্রতীক্ষা॥

যে ব্যক্তি গৃহ হইতে পলায়ন করে সে কাপুরুষ। অতিদুঃখজনক গৃহে সুখস্বরূপ তোমাতে পরম নির্বৃতি লাভ করিয়া যিনি নিতান্ত শান্তচিত্ত হইয়াছেন তিনিই যোগী। আমরাও নিত্য সেই রূপ হইব, ইহাই আমাদিগের আশা।

ভক্তির্ন যোগো ন চ পূজনাদি
ধ্যানং ন নামগ্রহণং ন মাতঃ।
ঋষিত্ব হেতুর্বিতনোতু তেষু
পুণ্যাগ্নিরাত্মাতিসমৃদ্ধতেজঃ॥

না ভক্তি, না যোগ, না পূজনাদি, না ধ্যান, না নাম গ্রহণ কিছুই, হে মাতঃ, ঋষিত্বের হেতু নয়। সেই ভক্ত্যাদিতে পুণ্যাগ্নিরূপ আত্মা অতিসমৃদ্ধ তেজ বিস্তার করুক।

সিদ্ধি।

আচার্য্যদেবের প্রার্থনা অবলম্বন পূর্ব্বক কোন মহিলা কর্ত্তৃক নিবদ্ধ।

দয়াল শ্রীহরিধন, সেই ভাবে ওরে মন,
কথা কহি তাঁর সনে আমি,
দেখে তাঁর প্রেমরাশি, সঁপে প্রাণ ভালবাসি,
তিনি মোর হৃদয়ের স্বামী।
হরি, বল কত দূর, সিদ্ধি মোর মনঃপুর,
চির দিন সাধনে কি যাবে,
এ জীবন এইরূপে, অধম কি গোঁয়াইবে,
সিদ্ধি, নাথ, পরলোকে পাবে।
এখানে সিদ্ধপুরুষ, হবে না কি কাপুরুষ,
যেই পথ প্রভু ধরাইলা,
সে যে সৌভাগ্যের পথ, পূরে জীবমনোরথ,
এই পথে মার প্রেমলীলা।
দেখিলাম কত রঙ্গ, করি কত সাধু সঙ্গ,
কত যে বিচিত্র ভাব খেলা,
বড়ই সুখের পথ, ফল ফুল ফুটে কত,
নব নব মানুষের মেলা।
হেরিয়া না সরে বাক্, দেখে শুনে লাগে তাক্,
জুড়াইল প্রাণ মন আঁখি,

---

* এই পর্য্যন্ত লিখিত কতকগুলি পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুঃখের বিষয় সাধু অঘোর নাথ আরব্ধ কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

নব বিধানের পথ, কেন ঢাকা ছিল নাথ,
সব মোর তুয়া পদে রাখি।
এ যে আনন্দের পথ, পূর্ণ যাতে মনোরথ,
কেন এত দিন খুলে নাই,
মন বল, ওহে হরি, আনিয়াছ দয়া করি,
আহা কিবা পথ ভাবি তাই।
হেথা কত সুখ শান্তি, দূরে গেল ভ্রমভ্রান্তি,
স্বর্গ মর্ত্তে রহিল না ভেদ,
হরি, এই মনে হয়, সিদ্ধিপথ এরে কয়,
কৃপাবায়ু যাহে অবিচ্ছেদ।
বলি কর যোড় করি, সু[illegible] পুরুষ, হরি,
কর মোরে, যোগে সিদ্ধি মম,
বৈরাগ্যেতে মত্ততাতে, হোক পুণ্যে ভকতিতে,
অচল অটল গিরি সম।
আর আমি নড়িব না, পরীক্ষায় পড়িব না,
কাঁচা থাকিলেত সুখ নাই,
আজ উপাসনা হ'ল, কল্য হ'ল সুনিস্ফল,
বন্ধুরা বলেন সর্ব্বদাই।
এই কথা বলে তাঁরা, ভেবে ভেবে হন সারা,
গতকল্য পাপ করি নাই,
আজ পুনঃ পাপ করি, উপায় কি হবে হরি,
সিদ্ধ কর তোমার দোহাই।
মা আমার আমি মার, ধারি না কো কার ধার,
এমন অবস্থা মোর কর,
যে পথে এসেছি মন, থাকিব না এক ক্ষণ,
চলিব সাহসে করি ভর।
প্রেমেতে ডুবিয়ে রাখ, মম হৃদি সদা থাক,
হাসিতে হাসিতে দৌড়ি ঘন,
প্রত্যক্ষ বৈকুণ্ঠ ধাম, মার বাড়া অভিরাম,
যাহে হেরি খেলে ভক্তগণ।
অসিদ্ধ একটা নাই, সবারে দেখিতে পাই,
সুসিদ্ধ পুরুষ মগ্ন মন,
যে পথে এনেছ এই, সিদ্ধিপথ শুদ্ধ হই,
না ফিরি অসিদ্ধ হয়ে যেন।
বন্ধুদের বল মাতা, লভ পুণ্যে সুসিদ্ধতা,
অন্যথা সাধন হবে বৃথা,
মাগো দাও বুঝাইয়া, কভু অন্য পথে গিয়া,
শান্তি নাই ঘুচিবে না বাথা।
উপাসনা, বন্ধী হবে, এক দিন না ছাড়িবে,
বল মোরে সত্য করে এই,
কভু ছাই হইবে না, সঙ্গীত ব্রহ্ম সাধনা,
নিত্য কাল রবে যেই সেই।
মাগো, এই সব ধনে, সার করি এ জীবনে,
আমার করিয়া সবে লই,
না ছাড়িব না ছাড়িবে, সব মোর হ'য়ে যাবে,
ইহা ভিন্ন আর গতি কই।
করি একেবারে বন্দী, লব এই অভিসন্ধি,
ধ্রুব প্রেমচাঁদ বালাকালে,
কেমন হলেন সিদ্ধ, হেরি তাঁরে যত বৃদ্ধ,
লজ্জার মস্তক নোয়াইলে।
মাথায় রাখিয়া হাত, কর মাগো আশীর্ব্বাদ,
যেন আমি সিদ্ধ হই নাথ,
নির্ভয় হইব আমি, প্রাণে থাক অন্তর্যামী,
দূর করি যমে এই সাধ।
[illegible] ঐ মন থাকে,
এই বলে তারে দেব ফাঁকি,
এক দল সিদ্ধ চাই, প্রেমেতে মত্ত গোঁসাই,
জুড়াই সুন্দর দৃশ্যে আঁখি।
এমন একটা দল, পেলে কত সুখ বল,
মাথায় করিয়া তায় রাখি,
এই সাধ মনে মাতঃ, ভাবি এই দিবারাত,
এই মোর আছে খালি বাকি।
সিদ্ধ হব সুখে রব, গুণ গান করি তব,
পূরিবে মনের সাধ স্বামী,
ডাকিবে বাণ প্রবল, চারি দিকে প্রেমজল,
ডুবিয়া যাইব তাতে আমি।
বলে তারা দুঃখী হব, ইহা না বলিতে দেব,
না হবে থাকিতে আমি কভু,
ঘরে ঘরে প্রেমবাণ, সিদ্ধির ডাকিবে বাণ,
তব গুণে এই জানি প্রভু।
সাধনে চঞ্চল ভাব, দূরে যাবে এ অভাব,
সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধেশ্বরী জপি,
শমনেরে দিব ফাঁকি, হরিপদ বুকে রাখি,
মৃত্যুর দ্বারেতে দিব চাবি।
হরিপ্রেমে মাতোয়ারা, প্রেমিকের এই ধারা,
চিরসিদ্ধি লাভ তাহে করি,
ওগো মাতা দয়াময়ী, যেন হতে পারি জয়ী,
এই আশীর্ব্বাদ কর হরি।

সংবাদ।

ভাই রামচন্দ্র সিংহ বোওয়ালিয়া পারিবারিক সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পাদানার্থ তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন।

বিগত ২৮শে অগ্রহায়ণ ঢাকা নগরে শ্রীমান্ গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্তের সঙ্গে শ্রীযুক্ত ডাক্তার দুর্গাদাস রায়ের কন্যা শ্রীমতী বিনোদ মণির শুভবিবাহ নবসংহিতা অনুসারে হইয়াছে। ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করি-

ছিলেন। বিবাহ উপলক্ষে ভাই উমানাথ গুপ্ত, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। আমরা বর ও কন্যার কল্যাণ প্রার্থনা করি।

গত ৪ ঠা পৌষ ভাই উমানাথ গুপ্ত ঢাকাস্থ বিধানবাদী ব্রাহ্ম যুবকদিগের সভাতে ধর্ম্মের পতন ভূমি বিষয়ে উপদেশ দান করিয়াছেন। তিনি ৭ই পৌষ ময়মনসিংহে গিয়াছেন, তিনি তথায় দৈববাণী বিষয়ে একদিন বক্তৃতা করিয়াছেন। সেখান হইতে নারায়ণ গঞ্জ মুনশিগঞ্জ হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার সঙ্কল্প রাখেন।

আমাদের সম্পাদক ত্রিবৃৎ, শিলং প্রবাসী [illegible] গোহাটী ও শিলং নগরে ভাই [illegible] প্রচারের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা তাঁহার উপদেশ আচরণ ও কার্য্যপ্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। গোহাটী হাই স্কুল গৃহে, সংস্কার ও নীতি বিষয়ে তাঁহার সুদীর্ঘ হৃদয় গ্রাহিণী বক্তৃতা হইয়াছিল, চারি শতের অধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সকলে বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। শিলং থিয়েটার গৃহে তিনি "সাধনা ও সিদ্ধি" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন।

বিগত শনিবার মুদিয়ালী ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার প্রাতে উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। সে দিন এই উৎসব উপলক্ষে অধিকাংশ প্রচারক ও বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম কলিকাতা হইতে মুদিয়ালি গিয়াছিলেন। তথাকার সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও উপাচার্য্য কুঞ্জবিহারী দেব সকলকে বিশেষ ভোজদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।

বিগত শুক্রবার সকালে শান্তিকুটীরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রেরিতবর্গ ও বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

আগামী ১লা জানুয়ারি নব দেবালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তথায় সমুদায় দিন উৎসব হইবে। ১লা জানুয়ারি হইতে উৎসবের প্রস্তুতির জন্য নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে কার্য্য হইবে।

১৮ পৌষ শনিবার, দেবালয়ের সাংবৎসরিক। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৯ পৌষ রবিবার, নববিধান।
২০ পৌষ সোমবার, জন্মভূমি।
২১ পৌষ মঙ্গলবার, গৃহ।
২২ পৌষ বুধবার, সন্তানগণ।
২৩ পৌষ বৃহস্পতিবার, দাস দাসী।
২৪ পৌষ শুক্রবার, দরিদ্রগণ। রজনী জাগরণ।
২৫ পৌষ শনিবার আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণ।
২৬ পৌষ রবিবার, মহাজন ও মহর্ষিগণ।
২৭ পৌষ সোমবার, দেশহিতৈষী এবং দেশ সংস্কারকগণ।
২৮ পৌষ মঙ্গলবার উপকারিগণ।
২৯ পৌষ বুধবার, শত্রুগণ।
১ মাঘ বৃহস্পতিবার আত্মা, নির্জ্জনযোগ।

গৃহস্থ প্রচারক শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রচারার্থ বিহার প্রদেশে গমন করিয়াছেন।

বিগত ৬ই পৌষ কোচবিহার মহারাজের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই দ্বিতীয় রাজকুমার। জন্মোপলক্ষে পাঁচ শত মুদ্রা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে দানে ব্যয়িত হইবে।

গত কল্য শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র সেনের ২য় কুমারের শুভ জাত কর্ম্ম নবসংহিতা অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে।

ভাই রামচন্দ্র সিংহ শিলং হইতে প্রত্যাগমন কালে সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলেন। টঙ্গাযোগে যখন শিলং হইতে গোহাটি অভিমুখে অর্দ্ধাধিক পথ আসিলেন এমন সময় অশ্ব অকস্মাৎ ক্ষেপিয়া উঠিল। মহাবেগে দৌড়িতে লাগিল, কোচমান দৃঢ় সবলে লাগাম টানিয়া গাড়ি স্থগিত করিতে পারিল না, অবশেষে যখন আর ৪।৫ হাত অগ্রসর হইলে [illegible] ঘোড়া সর্ব্বসমেত গভীর খড় মধ্যে নিপাতিত হইবার উপক্রম হইল এমন সময় দৈব বলে হঠাৎ গাড়ীর একখানা চক্র প্রস্তর রাশির আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পতিত হইল, ঘোড়া ও যেন ভড়কিয়া গিয়া গতি রহিত করিল, এবং আমাদের ভ্রাতা ও অপর একজন আরোহী গাড়ী হইতে অবতরণ করিবার সুবিধা পাইলেন। যদ্যপি গাড়ী [illegible] ইহার গতি স্থগিত না হইত তাহা হইলে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা হইত তাহা সহজে অনুভব করা যায় [illegible] আরোহীদিগের প্রাণের কোন ভরসা ছিল না।

ভাই [illegible] আসাম হইতে প্রত্যাগমন কালে রংপুরে দুই দিবস [illegible] করিয়াছিলেন, তথায় ১৯ ডিসেম্বরে [illegible] সম্পাদিনকে তিনি সংক্ষেপ উপদেশ প্রদান [illegible] স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য করেন।

ভাই [illegible] নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লাহোর হইতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে "[illegible] বাড়ী বাড়ী উপাসনা কথাবার্ত্তা মন্দিরের উপাসনা [illegible] যাইতেছে। স্থানটি বড় শক্ত। [illegible] সংগ্রাম করিতে হইবে। বড় বড় [illegible] গলাবাজীর কাজ নয়, অনেক হইয়া [illegible] ইহারা [illegible] করিয়াছে। এখন প্রকৃত বিনয় যোগ ভক্তি আমাদিগের কি, যদি ইহারা দেখিতে পায় তবেই জব্দ হইবে। ভণ্ড বৈরাগ্য এখানে এত আছে যে ঠিক খাটি জিনিস না দেখলে হইবে না। তাই বলি বড় শক্ত জায়গা।" ভাই মহেন্দ্রনাথ লাহোরে একদিন ইংরেজিতে উপদেশ দান করিয়াছেন। তিনি লাহোর হইতে জয়পুর দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা রাখেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহক মহাশয়গণ যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ত্তমান পৌষ মাসের মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্বের দেয় মূল্য প্রদান করিয়া উপকৃত করেন, কার্য্যাধ্যক্ষের এই বিনীত প্রার্থনা। এবিষয়ে যেন কেহ উপেক্ষা প্রদর্শন না করেন।

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।